শিক্ষক প্রশিক্ষণ
প্রেক্ষিত ইসলাম

ড. এম জাফর ইকবাল

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

শিক্ষক প্রশিক্ষণ
প্রেক্ষিত ইসলাম

অনুবাদ

এম রুহুল আমিন
এম আবদুল আযিয
রওশন জান্নাত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : প্রেক্ষিত ইসলাম

ড. এম জাফর ইকবাল

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন
এম আবদুল আযিয
রওশন জান্নাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ৫০, সড়ক# ১৬ (পুরাতন ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯।
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭।
ফ্যাক্স : ৯১১৪৭১৬ ই-মেইল : biit_org@yahoo.com

ISBN: 984-70103-0001-7

মূল্য : ১৫০.০০ ডলার : $ ১৫.০০

প্রচ্ছদ
মোঃ মাসুম খান

মুদ্রণে
আহমদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৪৫/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৭১০০৬৪৪

শিক্ষক প্রশিক্ষণ: প্রেক্ষিত ইসলাম (Teachers' Training: The Islamic Perspective) Written by Dr. M Zafar Iqbal, Translated into Bengali by M Ruhul Amin, M. Abdul Aziz & Rawshan Zannat, Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought. House # 50, Road # 16 (Old 27), Dhanmondi, Dhaka- 1209. E-mail: biit_org@yahoo.com Price: Tk. 150.00, $ 15.00.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জাতি গঠনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগী কর্মপন্থা উন্নয়ন আমাদের মত দেশগুলোর জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা কারিকুলামে এটি দারুণভাবে অবহেলিত। পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম দেশের জনসংখ্যা প্রায় সোয়াশো কোটি হলেও কোন দেশেই নিজেদের কোন শিক্ষা মডেল নেই। ইসলামী কোন মডেল এসব দেশের শিক্ষা কারিকুলামে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। কোন কোন মুসলিম দেশ ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালালেও তা ত্রুটিপূর্ণ ও পাশ্চাত্য ঘেষা অনুকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

বর্তমান বইটিতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা মডেল পর্যালোচনা করে মুসলিম দেশের জন্য প্রযোজ্য অনবদ্য একটি মডেল দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর জন্য শিক্ষা মডেল কেমন হওয়া উচিৎ তার উপর এখানে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব মডেল থেকে নিজেদের দেশের জন্য উপযোগী মডেল বিনির্মাণে অনেক বেশী সহায়তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। বইটি ড. এম জাফর ইকবাল'র শিক্ষা বিষয়ের উপর নেয়া একটি ডক্টরাল থিসিস। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Education and Research থেকে এ থিসিসটি সম্পন্ন করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর কারিকুলাম বিনির্মাণ ও মডেল প্রণয়নে থিসিসটি অনেক বেশী উপকারে আসবে চিন্তা করেই ১৯৯৬ সালে আমেরিকার International Institute of Islamic Thought ও পাকিস্তানের Institute of Policy Studies থিসিসটিকে পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) বাংলাদেশের শিক্ষা মডেল প্রণয়নে বইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের শিক্ষা মডেল প্রণয়নে বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সাবলিল, প্রাঞ্জল ভাষায় বইটির অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন এম রুহুল আমিন, এম আবদুল আযিয ও রওশন জান্নাত। বিআইআইটি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

প্রফেসর ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বি আই আই টি

www.pathagar.com

সূচি

			পৃষ্ঠা
		পূর্ব কথা	৫
		মুখবন্ধ	৬
অধ্যায়	১	ভূমিকা	৮
অধ্যায়	২	মৌলিক ধারণাসমূহ	১৪
অধ্যায়	৩	শিক্ষা	৪৭
অধ্যায়	৪	শিক্ষণ ও শিক্ষক	৫৭
অধ্যায়	৫	বিশ্ব প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ	১১৪
অধ্যায়	৬	শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাবিত মডেল	২০৩
অধ্যায়	৭	কোর্সসমূহের বর্ণনা	২৫৪

www.pathagar.com

পূর্বকথা

শিক্ষক শিক্ষণের গুণাবলী কোন শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা নির্ণয়ের সবচেয়ে বড় উপাদান। যুগোপযোগী শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। দুঃখের কথা, বেশীর ভাগ মুসলিম দেশই বিদেশীদের কাছ থেকে শিক্ষক শিক্ষণ মডেল গ্রহণ করেছে।

মুসলিম অধ্যুসিত ৫৭টি দেশের মুসলিম জনসংখ্যা ১০০০ মিলিয়নের উপরে। কোন মুসলিম দেশেরই নিজস্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল নেই। কোন মুসলিম দেশই ইসলামী পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কোন মডেল তৈরী করতে পারেনি। এসব দেশের কোন কোনটি তাদের শিক্ষা ব্যাবস্থার সংস্কার কার্যক্রম শুরু করলেও এর কোনটিরই কোন মৌলিকতা নেই। তাদের সংস্কার কার্যক্রমও সন্তোষজনক নয়। পশ্চিমা সরঞ্জামপাতি ও প্রশিক্ষণ মডেলের উপর নির্ভরশীলতার জন্য এ সংস্কার কার্যক্রমগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ সংস্কারগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইসলামিক মডেল উন্নয়নের জন্য সঠিক নয়।

বর্তমান গ্রন্থটি এ প্রেক্ষাপটেই প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে পর্যালোচনা করে মুসলিম উম্মাহর জন্য শিক্ষক শিক্ষণের একটি মান সম্পন্ন মডেল তৈরী করা। ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক শিক্ষণ মডেলের জন্য গ্রন্থটিতে আল্লাহ, জ্ঞান, মানুষ, মূল্যবোধ, সমাজ ও বিশ্ব জগত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষক শিক্ষণ মডেলের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বিশেষ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান শিক্ষক শিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে ধারণা ভিত্তিক মডেল উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তবে একবার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে গেলে আরো বেশী যুৎসই পদ্ধতি ও সমাধান বের হয়ে আসবে।

গ্রন্থটি লেখকের একটি ডক্টরাল থিসিস। লাহোরের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ -এর অধীনে লেখক পিএইচ ডি করেন। উদ্দীপনা, দক্ষ নির্দেশনা ও গবেষণামূলক কাজটি পরিচালনায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য ফ্যাকাল্টির প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সংক্ষিপ্ত আকারে এ থিসিসটি প্রকাশে অনুমতি দেয়ার জন্য ইনস্টিটিউটের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যটের কাছে গ্রন্থটি প্রকাশে উৎসাহ ও সমর্থন দানের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ জাতীয় কাজে সব সময়ই গুণগত মানের উন্নয়ন ও সংশোধনের সুযোগ থাকে। লেখক হিসাবে সব সময় আমি গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর ১২, ১৯৯৫ | **ড. এম জাফর ইকবাল**

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মুসলিম দেশসমূহে যখন থেকে পশ্চিমা ধাচের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল তখন থেকেই ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের কারণে এ পদ্ধতির বিরোধিতা করা হয়। এ শিক্ষা পদ্ধতিতে অনৈসলামিকরণের বহু বিষয় বিদ্যমান ছিল, এ পদ্ধতিতে ইসলামী সামাজিক সাংস্কৃতিক সত্ত্বার মধ্যে ধ্বংসের কার্যকর পদ্ধতিও নিহিত ছিল। এ বিষয়ে শিক্ষামূলক বহু লেখালেখি ছাড়াও রসাত্ত্ববোধক লেখালেখি বিশেষ করে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়েছিল। এখানে একটি উদাহরণের কথা উল্লেখ করা যায়। এ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রতিবাদী মুসলিম কবি আকবর এলাহাবাদীর কবিতায় অল্প কথায় ও ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোকের মাধ্যমে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা ফুটে উঠেছিল নিম্ন বর্ণিত কবিতার দু'টি চরণের মধ্য দিয়ে। তার কবিতায় পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফেরাউন কর্তৃক ইহুদীদের নবজাত পুত্র সন্তান হত্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে :

ইউ কাতালছে বাচ্চু কো উহ্ বদনাম না হোতা
আফসোস কে ফেরাউন কো কালিজ কী না ছুঁঝী

অর্থাৎ 'নিজেকে বদনাম থেকে বাঁচানোর জন্য শিশু হত্যায় যতটা বদনাম হয়নি আফসোস যে, ফেরাউনের (পাশ্চাতের) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না (থাকলে তার সে বদনাম হতো), অর্থাৎ শিশু হত্যার বদনামের চেয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মানুষের যে চরিত্র হয় তা আরো বেশী বদনামের যোগ্য'।

অতীত বিধুরতা বা শুধুই সংরক্ষণবাদীতা থেকেই কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ অভিযোগ করা হতে পারে। পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদের মতামত শুধুই অন্ধ বা সংরক্ষণবাদীতা বশতই ছিল না। আল্লামা ইকবালের ন্যায় বিখ্যাত দার্শনিক তাদের চিন্তার বাস্তবতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদেরকে বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা আচ্ছন্ন করে আছে বিধায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী সমাজের প্রতিভাবানদের কাছে অপছন্দনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিম চিন্তাবিদদের আপত্তি থাকলেও তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকতা- পূর্ব যুগে আর ফিরে যেতে চায় না। গত কয়েক শতকের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগতিকেও তারা অস্বীকার করে না।

শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষা বিষয়ক যে স্বপ্নের ভিত্তি গড়ে উঠেছে তা হলো একটি সুসংহত পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ভিন্ন দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলা। এ মুসলিমরা দৃষ্টিভঙ্গী আর আচার-আচরণে হবে উত্তম মুসলিম, ইসলামী নিয়ম-কানুনের উপর থাকবে তাদের অগাধ জ্ঞান, এ জ্ঞানের কারণে তারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, আমাদের সময়ে প্রাপ্ত জ্ঞানভান্ডারে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

www.pathagar.com

বিশেষ করে গত অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষার উপর মুসলিম পন্ডিতদের লেখাগুলো উপর্যুক্ত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে। লেখাগুলোর দ্বারা একটি নতুন স্বপ্নের আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে উম্মাহ্‌র প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে এসব এলাকার কারিকুলাম উন্নয়নের ন্যায় কিছু কিছু উন্নতিও সাধিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন ধরনের মুসলিম শিক্ষক দ্বারা উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়। নিজ নিজ বিষয়ে কারিগরি যোগ্যতার বাইরেও সর্ব বিষয়ের শিক্ষকদেরকে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। তবে ইসলামী তথ্য ও এর প্রেক্ষিতই শুধু ইসলামী শিক্ষা নয়। মুসলিম শিক্ষকদের আসলে কাজ হলো রাসূল (সা) এর তিনটি কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। যেমন- ১) আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো গবেষণা করে দেখা (২) মানুষকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার জ্ঞান ভান্ডার সম্পর্কে শিক্ষা দান করা (৩) মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা (কুরআন ২ : ১২৯, ২ : ১৫১, ৩ : ১৬৪; ৬২; : ২)। এরপরও মুসলিমদেরকে আধুনিক জ্ঞানে গুণান্বিত হতে হবে।

ড. জাফর ইকবালের গ্রন্থ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান সাহিত্যের যে শূন্যতা পূরণ করেছে সে জন্য তিনি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। যথাযথ শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের যোগ্য শিক্ষক আশা করতে পারি। এ জাতীয় শিক্ষকগণই আমাদের সময়ের মুসলিমদের জন্য শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে পারে। ড. জাফর ইকবালের বর্তমান গ্রন্থ Teacher's Training : The Islamic Perspective একটি সম্পাদিত অভিসন্দর্ভ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি থিসিস হিসাবে জমা দেয়া হয়েছিল। এর উপর জনাব জাফর ইকবাল পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। আমাদের জানামতে এটি একটি পথ নির্দেশকারী বড় ধরনের কাজ। এ ধরনের কাজ তেমন একটা দেখা যায় না।

এ অভিসন্দর্ভের চমৎকার সম্পাদনার জন্য করাচির বর্তমান কটন এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের উপ মহাব্যবস্থাপক জনাব সৈয়দ আবু আহমদ আকিফ ও জনাব জাহেদ এ ভ্যালির কাছে আমরা ঋণী। আমরা আনন্দিত যে, গ্রন্থটি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট ও ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ -এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে। দু'টো প্রতিষ্ঠানেরই উপলব্ধি যে, উচ্চতর ইসলামী সচেতনতা ও অনুশীলনের দিকে বর্তমান মুসলিম সমাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য জিনিসের সাথে প্রয়োজন বিরাট পান্ডিত্য ও মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ।

ইসলামাবাদ
২২ জানুয়ারী, ১৯৯৬

জাফর ইসহাক আনসারী
চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

অধ্যায় ১

ভূমিকা

শিক্ষার মাধ্যমেই কোন জাতির একক সত্ত্বার আত্মসচেতনতাবোধ গড়ে ওঠে, শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতিকে আত্মসচেতন করে। এটি কেবলমাত্র কিছু সামাজিক অনুশাসন নয় বরং একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা প্রত্যেককে মানসিক, দৈহিক, আদর্শিক ও নীতিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শিক্ষা মানুষকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন করে তোলে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে।[১]

সার্বিক বিবেচনায়, ইসলামের প্রেক্ষাপটে তারবিয়্যাহ্, তা'লিম ও তা'দিব এই সব শব্দ দ্বারা একত্রে শিক্ষাকে বোঝানো যায়।[২] ইসলামে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মাঝে মূল্যবোধসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও জীবনের উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণের কৌশল। ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ইসলামী শিক্ষা *তাওহীদ* (একত্ববাদ)-এর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের ঐক্য, দেহ ও আত্মার ঐক্য, ইহকাল ও পরকালের ঐক্য এবং চিন্তা ও কার্যক্রমের ঐক্যের জন্য শিক্ষা।[৩] শিক্ষা মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে। অধিকন্তু, শিক্ষা মানুষকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করবে।[৪] সংক্ষেপে, ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য সৃষ্টি করা।[৫] ব্যাপকঅর্থে বলা যায় যে, শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মেধা বিকাশ ও নৈতিকতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ; যার মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎসরণ ঘটে, সৃষ্টিকর্তার আদেশসমূহ তার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংস্কৃতি বংশপরম্পরায় সঞ্চালনে সক্ষম হয়।[৬] শিক্ষা তরুণদের মাঝে শুধুমাত্র নৈতিকতাবোধই জাগ্রত করেনা বরং সেইসাথে তাকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।[৭] নিঃসন্দেহে, শিক্ষা মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের উন্নয়নের হাতিয়ার।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা পাশ্চাত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠা। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের যোগ্য করে তোলে। এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরূপে জাগতিক করে, যা কখনই কোন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হতে পারে না। উপরন্তু, এই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু দিক সরাসরি ইসলামী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সব কারণই প্রচলিত শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর প্রধান দৈন্যতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেই মুসলিম তরুণদের ইসলামী জীবনধারা ও সংস্কৃতি থেকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া চলছে।[৮] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহই মুসলিম তরুণদের পাশ্চাত্যের হাস্যকর বিকৃত অনুসরণকারী হিসাবে গড়ে তুলছে। মুসলিম তরুণদের প্রতিনিয়ত ইসলাম ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যও দায়ী এই শিক্ষা ব্যবস্থাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তার পুরোটাই ইহলৌকিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এটাই নির্দেশ করে যে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতি মুসলিম উম্মাহর চাহিদার উপযোগী নয় এবং এর কাঠামোগত ও বিষয়গত উভয় ধরনের পরিবর্তন দ্রুত প্রয়োজন।

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই কিছু সামাজিক আদর্শ, নীতি ও মূল্যবোধ এবং জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং, কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি অনুকরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠলে তা আত্মহননেরই সামিল।[৯]

কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই যোগ্য শিক্ষক ছাড়া উন্নত হতে পারে না। উপযুক্ত, দক্ষ ও উৎসাহী শিক্ষকের উপরই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে। আমরা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতি, শিক্ষাক্রম, উপকরণ, প্রশাসনিক কাঠামো প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে যে কোন ধরনের শ্রমব্যয় করতে পারি; কিন্তু একমাত্র শিক্ষকই পারে এই কাঠামোতে প্রাণ সঞ্চার করতে।

শিশুদের দেহ, মন, হৃদয়, আত্মা সবকিছুই কুমারের কাদামাটির চাইতেও সহজে পরিবর্তনশীল প্রবণতাযুক্ত, কৃপণ ব্যক্তির স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান এবং বৈজ্ঞানিকের আনবিক বোমা থেকেও অধিক শক্তিশালী। এই শিশুদের দায়িত্বই শিক্ষকদের নিকট বিশ্বস্ততার সাথে অর্পণ করা হয়। সুতরাং শিক্ষকের রয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্বাভাবিকভাবে এটা বলা হয় যে, স্কুলের মর্যাদা নির্ভর করে শিক্ষকদের গুণাবলীর উপর এবং এই সকল কারণে যে কোন শিক্ষা বিষয়ক সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হবে তার শিক্ষকদের উন্নয়ন।[১০]

অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমানের জন্য শিক্ষকতা একটি পবিত্র পেশা। মুসলিম শিক্ষকগণ কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্যে দায়সারাভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে না। মুসলিম উম্মাহর এরূপ শিক্ষক প্রয়োজন যারা ইসলামী আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে দৃঢ়, অটল। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় এরূপ শিক্ষক প্রয়োজন যারা *মুত্তাকি*, স্থির এবং ভারসাম্য, ব্যক্তিগত ও চারিত্রিকভাবে যারা শিক্ষার্থীদের

www.pathagar.com

আদর্শ। কম্যুনিকেটিভ স্কিল, আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর দক্ষতা, *শরীয়াহর* আদর্শ অনুসারী এবং বিষয়বস্তুর বুদ্ধিদীপ্ত ও যোগ্য ব্যাখ্যাকারী। তারা হবেন *পরহেজগার* এবং তাদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সৎপথে চলার ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা গড়ে উঠবে। কিন্তু মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রকৃত মুসলিম শিক্ষকদের সচেতনতা ও আত্ম উৎসর্গীকৃত কাজের মাধ্যমেই মুসলিম *উম্মাহর* কাঙ্খিত উন্নতি সাধন সম্ভব।

মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির। শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষতা বা জাগতিক প্রকৃতির ব্যবহারিক কোর্সের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামী জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টির কোনরূপ কার্যকর ও সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ধার করা মডেলসমূহ যা জাগতিক প্রেক্ষাপটেও আজ প্রশ্নের সম্মুখীন, মুসলিম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে তা একেবারেই অপর্যাপ্ত।[১১] এই মডেলের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষকগণ এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করছে যা বিষয়বস্তু, মূল্যবোধ, সংগঠন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।[১২] এই মডেল মুসলিম শিক্ষকদের ইসলামী আদর্শসম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা সৃষ্টি করে না,[১৩] যাদেরকে শুধুমাত্র আলাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৪]

এই মডেলগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা বা পার্থিব মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন দেশের জন্য এবং এগুলোকেই অন্ধভাবে অনুকরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, এই শিক্ষা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বহির্ভূত এবং শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে কোনরূপ সহায়তা করেনা। বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম দেশেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশসমূহের ন্যায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করা হয়। যার ফলে মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য মানসিকতা ও ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষকের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই জন্য দায়ী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহেরও বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বর্তমানে সময় এসেছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামসমূহকে পুনরায় ইসলামী আদলে ঢেলে সাজানোর।

এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতা প্রেক্ষাপটেও যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেটিও অমুসলিম দেশসমূহের প্রোগ্রামসমূহ অপেক্ষা নিম্নমানের। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ তুলনা করা হলে নিম্নরূপ চিত্র ভেসে উঠে[১৫]:

www.pathagar.com

১ মুসলিম দেশসমূহের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সময়সীমা অমুসলিম দেশের প্রোগ্রামের সময়সীমার তুলনায় কম।
২ মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষকগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়সের পরিপূর্ণতা উভয় দিক থেকেই অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে আছে
৩ মুসলিম দেশসমূহের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক কোর্সসমূহের হার তুলনামূলকভাবে একেবারেই নগণ্য।
৪ মুসলিম দেশের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য বা বিভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য কোনটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একজন ভাল মুসলিম ও পেশাগত যোগ্যতাপূর্ণ শিক্ষক তৈরিতে এই পদ্ধতি ব্যর্থ।

মুসলিম দেশের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম একেবারেই বই পুস্তকে সীমাবদ্ধ। কেননা, প্রশিক্ষণকালীণ সময়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার কোনটাই প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত হয় না।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, শিক্ষক প্রশিক্ষণের এই ধর্মনিরপেক্ষতা মডেল প্রকৃত আত্মনিবেদিত মুসলিম শিক্ষক তৈরির অনুপযুক্ত। এইরূপ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের দ্বারা আল্লাহর প্রতিনিধি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মুসলিম *উম্মাহর* জন্য এরূপ প্রশিক্ষণ মডেল প্রয়োজন, যা যোগ্য শিক্ষক প্রস্তুত করবে, যে শিক্ষকের মাধ্যমেই আল্লাহর অনুগত বান্দা গড়ে উঠবে। এইরূপ ইসলামী প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই মুসলিম *উম্মাহর* প্রশিক্ষণ মডেল পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ইসলামায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাতের সময় থেকেই এই পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা হয়েছে কিন্তু কোনটাই আলোচ্য সমস্যা সংশিষ্ট নয়। এই সমস্যার আসন্ন সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই গবেষক এই বিষয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গবেষণার গুরুত্ব

১ প্রকৃত মুসলিম শিক্ষক প্রস্তুতের উপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম গঠনে মুসলিম দেশসমূহ এই গবেষণার সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।
২ ইসলামের আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষকের ভূমিকা সংক্রান্ত যে কোন গবেষণায় সহায়তার জন্য।
৩ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ (যেমন-OIC এবং ISESCO) এই গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উপযুক্ত পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপযোগী ধারণা লাভ করতে পারে।

www.pathagar.com

৪ সমতা বিধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মুসলিম দেশসমূহে এই গবেষণা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৫ মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রোগ্রামকে পুনর্বিন্যাসকরণের লক্ষ্যে এই গবেষণার সহায়তা নিতে পারে।

৬ মুসলিম সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকার বিষয়টি নীতি নির্ধারক কর্তৃক সঠিক মূল্যায়নে এই গবেষণা সহায়তা করতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান -

১ আল্লাহ, জ্ঞান, মানুষ, মহাবিশ্ব এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ?

২ কোন ধরনের সমাজ ইসলামের আদর্শ?

৩ ইসলাম সম্মত জাতি ও সমাজ গঠনে আমাদের কোন ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন?

৪ বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ মুসলিম দেশমূহে পরিচালিত প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেলগুলো কি?

৫ ইসলামী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রস্তুতে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে কি কি দুর্বলতা আছে?

৬ ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক পেতে হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল কেমন হতে হবে?

সূত্র :

১. খুরশীদ আহমেদ, *Principles of Islamic Education*, লাহোর : ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃঃ ২।

২. আবুল ওয়াফা আল ঘুনেমী আল-তাফতাজানী *Islamic Education : Its Principles and Aims, Muslim Education Quarterly*, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৬ (ক্যাম্ব্রিজ : দি ইসলামিক একাডেমী), পৃঃ ৬৭।

৩. মুহাম্মদ সেলিম, *মুসলমানো কা নিযামে তালিম : মিলিনুকতা-এ-নাযারসে*, (করাচি : তানজিম-ই আসাতিধা-ই-পাকিস্তান, সিন্ধ, ১৯৭৬), পৃঃ ৩৬।

www.pathagar.com

৪. মুহাম্মদ সেলিম, *মিথালী মুসলমান আসাতিদাহ আওর মিথালী তালবা* (লাহোর : ইদারাহ্ তালিম-ও-তাহক্বীক, তানযিম-ই-আসাতিধা-ই-পাকিস্তান, ১৯৮৫) পৃঃ ১৮।

৫. মুহাম্মদ জামিল খায়্যাত, *Teacher Education : The Islamic Perspective, Bulletin of Education and Research*, চতুর্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২ (লাহোর ঃ শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়) পৃঃ ৭১।

৬. ইবনে খালদুন মিসেস তানভির খালিদ কর্তৃক উদ্বৃত, *Education : An Introduction to Educational Philosophy and History* (করাচি : ন্যাশনাল বুক ফাউণ্ডেশন, ১৯৭৫) পৃঃ ৮৩।

৭. খুরশীদ আহ্‌মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

৮. ইসমাঈল রাযী আল-ফারকী, *Islamisation of knowledge : The General Principles and the Work Plan* এন এ ব্যালোচ সম্পাদিত, *Knowledge for what?* (ইসলামাবাদ : ন্যাশনাল হিজরাহ্ কাউন্সিল, ১৯৮৬), পৃঃ ৫।

৯. খুরশীদ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

১০. ওন জন, *Teacher Education in Belgium- Towards Practopia* রিচার্ড গুডিং, মিখাইল বাইরাম এবং ম্যাক পার্টল্যাণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত, *Changing Priorities in Teacher Education* (নিউ ইয়র্ক : নিকোলাস পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৮২) পৃঃ ১২১।

১১. এম এ আহ্‌মাদ শামি, *A System for the preparation of Muslim Teachers* এম এইচ আল-আফেনদি এবং এন এ ব্যালোচ কর্তৃক সম্পাদিত *Curriculum and Teacher Education : Islamic Education Series* (জেদ্দাহ : কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২), পৃঃ ১৫৫।

১২. এ এইচ খালদুন কিন্নানি, "Producing Teacher for Islamic Education", আফেনদি ও ব্যালোচ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

১৩. আল কুরআন, ২:৩০।

১৪. আল কুরআন, ৫১:৫৬।

১৫. জোসে বাট জিমেনো এবং রিকার্ডো ম্যারিন ইবানেয, *The Education of Primary and Secondary School Teachers : An International Comparative Study* (প্যারিস : ইউনেস্কো, ১৯৮১) পৃঃ ১৮৭-৯৮।

---

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

মৌলিক ধারণাসমূহ

প্রতিটি পদ্ধতির কিছু ভিত্তি থাকে যাকে কেন্দ্র করে ঐ পদ্ধতির সমস্ত কাঠামো পরিচালিত হয়। প্রভু, মানুষ, জ্ঞান, সত্যতা, বিশ্বজগৎ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সমাজ-এর ধারণা হচ্ছে মৌলিক ভিত্তি যার উপর কোন পদ্ধতির কাঠামো গড়ে তোলা যায়। সুতরাং এই মৌলিক বিষয়সমূহের ইসলামী এবং প্রাচীন ও সমসাময়িক দার্শনিক ধারণা বা মতবাদসমূহে চোখ বুলিয়ে নেওয়া জরুরী। কি ধরনের মানুষ গড়ে তুলতে হবে, কিরূপ সমাজ গঠন করতে হবে এবং শিক্ষকগণ কোন ধরনের আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটাবে-এই সমস্ত বিষয়সমূহের যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তখনই একটি কার্যকর শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মডেল তৈরি সম্ভব হবে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন এই প্রশিক্ষণ কাঠামোই বিশ্বের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

জ্ঞানের ধারণা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা। ইসলামে জ্ঞানের আলোচনার পূর্বে আমাদের জ্ঞানের অন্যান্য মতবাদগুলোতেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া জরুরী। এগুলো হচ্ছে- Relativism, Empiricism, Idealism (ভাববাদ), Rationalism (যুক্তিবাদ), Skepticism (সংশয়বাদ)। Relativism অনুযায়ী জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে যিনি জ্ঞাত ব্যক্তি তার মানসিকতার উপর নির্ভর করে। জে. স্টুয়ার্ট মিল, কঁতে, রিনোভিয়ার, ডিলথে এবং আমেরিকান দু'জন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস এবং জন ডিউই জ্ঞানের এই তত্ত্বের সক্রিয় সমর্থক। Relativism দাবি করে মানব জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি বা ঘটনার উপর নির্ভরশীল এবং এই ক্ষেত্রেই সংশয়বাদ কাটিয়ে উঠার মত প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও নিশ্চিতকরণের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে Empiricism গুরুত্ব আরোপ করে যে, অভিজ্ঞতাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের মূল এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস।[২] যেখানে ভাববাদীদের মতে, জ্ঞান জ্ঞানীর মনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।[৩] বার্কলি, ফেকটে, শেলিং, হেগেল, গ্রীন, ব্রাডলি, ক্যাসিরার,প্রানসভিগ, গ্রস, জেন্টাইল প্রমুখ বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক।

www.pathagar.com

অন্যদিকে Rationalism (যুক্তিবাদ) দেহ ও আত্মার বিভাজনের সম্মিলনে বিশ্বাসী।

Rationalism (যুক্তিবাদ) অনুযায়ী আত্মা ও বস্তু উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। যে বস্তু চিন্তায় স্বকীয় তার অস্তিত্বেরও স্বকীয়তা আছে। যুক্তিবাদে মানব অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং মানুষের মনের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[৪] সংশয়বাদীদের মতে, মানব মন কোন জ্ঞান কখনই নিশ্চিতরূপে আয়ত্ব করতে পারে না। মানুষকে সঠিক জ্ঞান নির্বাচন করার জন্যই সচেষ্ট হতে হবে।

রাসেলের মতে, সত্য বিশ্বাসেরই একটি অংশ জ্ঞান। তার মতে, জ্ঞান দুই ধরনের: প্রথমত, মৌলিক জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, মৌলিক ঘটনা বা জ্ঞানের সংযোগে প্রাপ্ত জ্ঞান।[৫]

জ্ঞানের ইসলামী ধারণা

জ্ঞান ইসলামে বেশ উঁচুস্তরে সমাদৃত। প্রকৃতপক্ষে, বোধশক্তিসম্পন্ন এবং জ্ঞানের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউই আল্লাহ প্রদত্ত বাণীর মূলবার্তা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয় না।[৬] জ্ঞানের সংকীর্ণতা ও ধৃষ্টতার কারণে মানুষ প্রকৃত প্রভু আল্লাহকে মন্দ বলে; তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা এবং আল্লাহ ভিন্ন ভ্রান্ত দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত হয়।[৮] একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানে পরিপূর্ণ কুরআন অনুসরণেই রয়েছে প্রকৃত নিরাপত্তা।[৯] যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই হচ্ছে সমস্ত ভালোর অধিকারী। যারা জ্ঞান, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং আল-কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত তারাই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা তর্কে লিপ্ত হয়।[১০] যারা বিশ্বস্ত এবং জ্ঞানের অধিকারী শুধুমাত্র তারাই পরকালের যথাযোগ্য সম্মানের অধিকারী হবে।[১১] শুধুমাত্র তারাই যাদের রয়েছে *তাক্বওয়া* বা আল্লাহ ভীতি এবং সঠিক পথে চলার জ্ঞান।[১২]

আল কুরআনের কতিপয় আয়াতে এবং রাসূলুলাহ (সা.) এর বাণীতে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের বিস্তৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা অতীব উন্নত মর্যাদার অধিকারী।[১৩]

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"[১৪]

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম (নর ও নারী)-র জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ। (মিশকাত)[১৫]

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য পথে বের হয়, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথে অবস্থান করতে থাকে। (তিরমিযী)[১৬]

জ্ঞানার্জন মানুষের পূর্ববর্তী পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। (তিরমিযী)[১৭] ইসলামকে পুনরায় জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তাঁর এবং নবীগণের মাঝে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য বা নবীগণের পরবর্তী স্তরেই তাঁরা থাকবেন (দারিমী)[১৮] ।

শিক্ষায় উৎকর্ষতা আধ্যাত্মিক সেবায় উৎকর্ষতা অপেক্ষা উত্তম, এবং নির্লিপ্ততা ধর্মের মূল (বায়হাক্বী)[১৯] ।

রাতে এক ঘন্টা জ্ঞান আহরণ সমস্ত রাত জেগে থাকার চেয়ে উত্তম। (দারিমী)[২০]

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, "আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘন্টার ধ্যান এবং অধ্যয়ন এক বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

ইসলামী ধারণা অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে মানুষকে তৈরি করা হয়েছে কোন্‌টি ভাল জানার জন্য এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য। এভাবেই, যারা জানে না এবং যারা জানে তারা সমান নয়।[২১] যারা জ্ঞান আহরণ করেনা ও উপলব্ধি করেনা তাদের উপমা ছাগলের পালের ন্যায়, যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক, ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির, মূক ও অন্ধ,[২২] সর্বনিকৃষ্ট প্রাণীর চাইতেও কোনভাবে উন্নত নয়।[২৩] একমাত্র মানুষই জ্ঞানের মালিক। কেননা, কেবলমাত্র মানুষই গুণবান হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। জ্ঞান মানুষকে শুধুমাত্র প্রাণী থেকে পৃথক করে তাই নয় বরং তাকে ফেরেশতাদের উর্ধ্বেও স্থান করে দিয়েছে, যাদের কি-না আদমের সম্মুখে নত হতে হয়েছিল, কেননা, আদম সেই সমস্ত বস্তুর নাম জানত যা ফেরশেতারা জানত না।[২৪] এবং এই ধারাবাহিকতায় আলাহ্‌ সন্তুষ্ট হয়ে আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। এটা স্পষ্ট যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জ্ঞানের উৎকর্ষতায়, যার প্রাধান্য সবকিছুর উপরে বিশেষত: ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা এমনকি ইবাদতের উপরেও।[২৫]

হাতিম আল-আসাম একজন খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞানের নৈতিক মূল্যবোধের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ

www.pathagar.com

করেন। "প্রকৃত জ্ঞান মানুষের আত্মাকে মুক্ত রাখে। পৃথিবীর লোভ-লালসা, অসারতা বা দাম্ভিকতার আসক্তি, ক্ষমতা-মর্যাদার আকাঙ্খা, হিংসা-বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ, অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে অবিবেচক এবং মহান প্রভু আল্লাহ অপেক্ষা দক্ষতা ও সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতি থেকে রাখে মুক্ত।

বিখ্যাত পণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল-গাজ্জালী শিক্ষার ইসলামী আদর্শের মহান ব্যাখ্যাকারী। তার মতে, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আলাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমেই।[২৭]

মুহাম্মদ ইকবাল-এর মতে, জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য মানুষের মাঝে মানুষের সাথে আল্লাহ এবং বিশ্বের যোগসূত্রতা সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা এবং মানুষের বোধগম্যতা সৃষ্টি করা যে, এই মহাবিশ্ব 'আল্লাহর আবাসস্থল'-এটি কুরআন থেকে সংগৃহীত শব্দগুচ্ছ। এই যোগসূত্রতা জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানের গুরুত্ব এখানেই নিহিত। আবার ইকবালের নিকট জ্ঞান কোন ধরনের মেকি বুদ্ধিবৃত্তিক আভিজাত্যের বিষয় নয়; যা কিনা বর্তমানের কিছু ধার্মিক বাইবেলের ভিত্তিতে চলে থাকে।[২৮] যেহেতু মানুষ দ্বৈত স্বভাবের, তাই জ্ঞানও দুই প্রকার : একটি হচ্ছে মানুষের আত্মার পরিপুষ্টির জন্য, অন্যটি মানুষের পার্থিব চাহিদা পূরণের নিমিত্ত। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট জ্ঞান যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অর্জন করা ফরয। এই জ্ঞানের জরুরী উপাদানগুলো হচ্ছে- আল-কুরআন, *হাদিস*, *শরীয়াহ* এবং *হিকমাহ*। এই জ্ঞানকে আল-গাজ্জালী *ফরযে আইন* বলে বিশেষায়িত করেছেন যার অর্থ প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের আচরণের ধর্মীয় দিক নির্দেশনা আল্লাহর বাণী থেকেই প্রাপ্ত। একমাত্র আল্লাহর বাণী-ই চরম সত্য। কিন্তু একমাত্র রাসূলুলাহ (সা.)-ই জানেন দৈব বাণীর সঠিক অর্থ। মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী, আল-কুরআন এবং *সুন্নাহ* নির্ভুলভাবে আল্লাহর বিধি-বিধান ও দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করে। সময়, স্থান বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক ইসলামী নিয়ম-নীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সা.) প্রদত্ত ব্যাখ্যা বা উপস্থাপিত সত্য ছাড়া কোনটাই একেবারে সত্য বা চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা যায় না।[২৯]

অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এটি মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং পার্থিব জীবনেই এটি প্রাধান্য পায়। এই ধরনের জ্ঞানকে বলা হয় *ফারদুল কিফায়াহ*,যা সামগ্রিকভাবে মুসলিম

www.pathagar.com

সম্প্রদায়কে অর্জন করতে হবে। ফলশ্রুতিতে, এই সম্মিলিত দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কিছু অংশের উপর ফরয হিসাবে পালনীয়, এককভাবে সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞান এই ধরনের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

গণিত, চিকিৎসা, কৃষি, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রশাসন, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানকে গাজ্জালী প্রশংসার যোগ্য বলেছেন এবং মুসলমানদের জন্য এই বিষয়সমূহ অধ্যয়নকে মেধার পরিচায়ক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এবং এই জ্ঞান গভীরভাবে আয়ত্বের জন্য প্রয়োজন যৌক্তিকতা {(Rationalism) এবং অভিজ্ঞতা (Empiricism)}, আল-কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত সাধারণ কাঠামোর আলোকে পরিচালিত ।

এই ধারণা আমাদের মনে অবশ্যই থাকতে হবে যে, প্রথম ধরনের জ্ঞান সরাসরি ঐশী বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা, কল্পনা ও যৌক্তিক অনুসন্ধানে আরোহিত জ্ঞান। প্রথমটি হচ্ছে আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য, ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্য উদ্দেশ্যভিত্তিক সত্য জ্ঞান। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষের প্রয়োজন ও বোধগম্যতার জন্য অর্জিত বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন তথ্যের জ্ঞান।

কিছু মুসলিম ধর্ম তত্ত্ববিদদের মতে প্রথম ধরনের জ্ঞানে *কাশ্‌ফ (Kashf)* অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যা মানুষের নিজস্বতা বা আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষ কেবলমাত্র তার পরহেজগারিতা ও ইবাদতের মাধ্যমেই এটি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এটি নির্ভর করে তার ভিতরের সুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও আল্লাহর *হেদায়াতের* উপর। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি অথবা আধ্যাত্মিক অনুভূতি *(Dhawq)* এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মোচনের মাধ্যমেই এটি গৃহীত হয়।

এই জ্ঞান *(মারিফাহ) (Marifah)* যখন *শরীয়াহ* মোতাবেক প্রকৃতরূপে পালিত হয় তখনই তা আল্লাহর অন্তর্দৃষ্টি বুঝতে সক্ষম হয়।

ইসলামে জ্ঞানের নিম্নরূপ ধারণাসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে -

ইসলাম জ্ঞানের মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। জ্ঞানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা·অর্জনের, বিশেষতঃ বাস্তবতার বিষয়টি ইসলামে বেশ গুরুত্ব

www.pathagar.com

লাভ করেছে। মহত্ত্ব অর্জনের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার মাঝের সামঞ্জস্যতা ইসলাম দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

ইসলামে এর অনুসরণকারীদেরকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা বা উদ্যম অব্যাহত রাখার আদেশ করা হয়েছে।

মহান প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মাঝে মহাপ্রভু সম্পর্কিত ধারণা বেশ প্রাচীন। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ অদ্ভুত সব দেব-দেবীর ধারণা পোষণ করে আসছে। গ্রীকদের মানবসদৃশ প্রভু, ইহুদীদের সর্বশক্তিমান *ইয়াহওয়েহ্*, খ্রিস্টানদের তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস-বাবা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, হিন্দুদের দেবতামণ্ডলী, উঁচু ভাবধারা সম্পন্ন উপনিষদের ব্রাহ্ম, চীনাদের বর্ণনাতীত তাও এবং ইসলামের আল্লাহর একত্ববাদ হচ্ছে বহু মতবাদের মাঝে স্বল্পসংখ্যক কয়টি।

গ্রীকদের প্রভু বা ভগবান সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে বলা হলে, থ্যালাস পানিকেই সর্বোচ্চ বা প্রধান প্রভু বলে গণ্য করত।[৩১] পেটোর মতে, সমস্ত ভাল গুণসমৃদ্ধ জীবিত বস্তুই তাদের প্রভু।[৩২] অ্যারিস্টটলের মতে, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি প্রভু বা GOD নয়, বরং *তিনি পৃথিবী পরিচালনা করেছেন*।[৩৩] ইহুদীরা এক ঈশ্বরবাদী এবং পরবর্তীতে তাদের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে রাজা, বাবা এবং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ধারণা করে।[৩৪] খ্রিষ্টান ধর্মীয় তত্ত্ববিদ্যা ত্রয়ীশ্বরবাদ ধারণায় সীমাবদ্ধ অথবা বহু দেব-দেবী অথবা তিন দেবতা যা কিনা তিন ব্যক্তির সম্মিলন : বাবা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।[৩৫] যেখানে ইসলামে ত্রিশ্বরবাদ সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

আল-কুরআনে দৃঢ়ভাবে বর্ণিত

হে আহ্‌লে কিতাবধারীগণ! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া উক্তি করো না, প্রকৃতপক্ষে মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং রূহ তাঁরই কাছ থেকে আগত। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন। আর বলো না তিনজন; নিবৃত্ত থাক, তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম; আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, তিনি সন্তানের জনক হতে পবিত্র; আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই; আল্লাহ কর্ম সম্পাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৩৬]

www.pathagar.com

আল-কুরআনের এই আয়াতে, খ্রিস্টানদের তাদের ত্রিত্ত্ববাদের মত ভ্রান্ত মতবাদ পোষণের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং সীমা লংঘন না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এটি আশ্চর্যজনক যে, খ্রিস্টানরা একই সাথে এক ঈশ্বরবাদ এবং ত্রিশ্বরবাদে বিশ্বাসী; কেননা কোন খ্রিস্টান এটি অস্বীকার করতে পারবে না যে, বাইবেলে বর্ণিত যীশুর শিক্ষানুযায়ী GOD বা ঈশ্বর এক এবং তাকে ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা প্রভু নেই।

কিছু খ্রিস্টান দার্শনিক GOD বা ঈশ্বরকে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করে। লুথার ক্যালভিন, ওয়াইসলি এবং আরও বেশ কিছু খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ প্রভু সম্পর্কে এমন ভঙ্গীতে কথা বলে যা কিনা প্রভুকে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করতেই বাধ্য করে।[৩৭] গণতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী দার্শনিক স্পিনোজার মতে, প্রভু হচ্ছে অফুরন্ত গুণের সম্মিলিত বস্তু, যেই গুণের দুটি মাত্র অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগতঃ চিন্তা এবং বিস্তার।[৩৮]

হিউম এবং কার্নেডস-এর ন্যায় সংশয়বাদীগণ প্রভুকে অনন্ত বা অসীম হিসাবে বিবেচনা করে না।[৩৯] পাশ্চাত্যের আধুনিক দার্শনিকরা যেমন- হোয়াইটহেড, বার্দায়েভ, শোয়েযার, মার্টিন বাবার, পল ওয়েস এবং এলান ওয়াট্স দেব-দেবী তত্ত্ব বা বিশ্ব ও ব্রহ্ম একাত্মই এই তত্ত্বের সমর্থনকারী।

ইসলাম সামগ্রিকভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ বা স্রষ্টা এক (তাওহীদ)।

ইসলামে "god" (*ইলাহ*)-কে কেবল দেব-দেবী হিসাবে গণ্য করা হয় না বরং "The GOD" (আল্লাহ) একক প্রভু। তিনি কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্চনার জন্য নন বরং সর্বময় ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনিই সব মূল্যবোধ ও আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী, অনন্ত-অসীম, পরম, একমাত্র এবং অবিভাজ্য প্রভু বা GOD। তিনি কখনও অবয়ব ধারণ করেন না অথবা তার কোন অংশীদার অথবা সহযোগী বা পুত্র সন্তান নেই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, ধারণকারী, পালনকর্তা এবং বিশ্বের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। তিনিই সঠিক বিবেচক যিনি কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির উপর বিশেষভাবে দয়া করেন না (তাদের জাতি বা রং বা কেবলমাত্র বিশেষ ধর্মের কারণে)।

www.pathagar.com

তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক[৪০] এবং সমস্ত অদৃশ্য[৪১] বস্তু তার অধীনে। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান[৪২] এবং আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার অধীন।[৪৩] তিনি সম্মানিত *আরশের* রব এবং ভোরের রব[৪৫] এবং পথপ্রদর্শনকারী।[৪৬] তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন যেন[৪৭] একটি বিছানা,[৪৮] আকাশ হতে পরিমাণ মত পানি বর্ষণ করেন[৪৯] যার ফলে পুনর্জীবিত[৫০] করেন শস্য, ফল এবং উদ্ভিদ[৫১] এবং সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ যা একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন[৫২] এবং প্রতিটি বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও যুগলরূপে।[৫৩]

তাঁর নির্দেশ কার্যকর হয় চোখের পলকের ন্যায়,[৫৪] বরং তার চাইতেও দ্রুত,[৫৫] কেননা তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করার মত কেউ নেই। আল্লাহই বলেছেন, যখন কোন কিছুকে তিনি বলেন "হও" তখন তা হয়ে যায়।[৫৬] আল্লাহর বাণী চরম সত্য[৫৭] ও সম্পূর্ণ। এই বাণী পরিবর্তনের কেউ নেই।[৫৮] তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, রাত্র দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদন করে এবং সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি তারই হুকুমের অধীন।[৫৯] তিনিই শুরু এবং শেষ। আল-গাজ্জালীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহই সব কিছুর শুরু এই অর্থে যে, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের কারণ এবং উৎস আল্লাহ। তিনিই শেষ কেননা তার শিক্ষা আদর্শই প্রধান বা এর পরে কিছু থাকতে পারে না।[৬০]

আল্লাহ সকল চাহিদা বা প্রয়োজনের উর্ধ্বে। প্রবঞ্চনার মাধ্যমে কোন ধরনের সুবিধা অর্জনের প্রয়োজন তাঁর নেই।[৬১] যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন তখন সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই ধ্বংস হয় এবং এর মাধ্যমেই বুঝা যায় তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী *(Par Excellence)* এবং তাঁর এই সমস্ত কাজে তিনি নিজে কখনও পরিবর্তিত হন না। শুধুমাত্র তাঁর আদেশে বিশ্বজগতের পরিবর্তন সংগঠিত হয়।[৬২]

ইসলামে মহাপ্রভুর (GOD) ধারণার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নে উলেখ করা হলো-

১ GOD (আল্লাহ) একক ও একমাত্র সত্ত্বা।

২ কেবলমাত্র আল্লাহ *ইবাদতের* যোগ্য।

৩ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী।

৪ একমাত্র আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা।

www.pathagar.com

৫ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রধান, সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী, চিরন্তন শাশ্বত, পরম, পূর্ণাঙ্গ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।

৬ আল্লাহ অসীম দয়া, জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।

৭ আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, পূর্ব-পশ্চিমের রব, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছায় শুরু হয় এবং সব তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

৮ আল্লাহ সকল চাহিদার উর্ধ্বে যেখানে সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

৯ আল্লাহই সর্বপ্রধান বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, বিচার দিবসের মালিক।

১০ আল্লাহ আমাদের প্রার্থনায় সাড়া প্রদানকারী কেননা তিনিই আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী, এমনকি শিরার চেয়েও নিকটবর্তী।

১১ আল্লাহ একদিকে অনুতপ্তকারীদের ক্ষমাপ্রদানকারী, অন্যদিকে পাপাচারকারীদের বিচারক।

১২ আল্লাহই সকল জ্ঞান এবং তিনিই সত্য।

১৩ আল্লাহই সর্বোত্তম বিচারক এবং কখনই অন্যায্য নন।

১৪ আল্লাহই প্রকৃত বাস্তবতা, চিরন্তন সত্য।

মানব বা মানুষ সম্পর্কিত ধারণা

মানুষ সম্পর্কিত ধারণা যে কোন সমাজের প্রাথমিক ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সমাজের অন্যান্য বিষয়সমূহ একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ইসলামের আলোকে আলোচনার পূর্বে অন্যান্য দর্শন, আদর্শ এবং ধর্মের মৌলিক ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া জরুরী।

এ্যারিস্টটল মানুষকে Zoon Ekonlogy নামে আখ্যায়িত করেন যার অর্থ "বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী"।[৬৩] চীনা দর্শনে মানুষকে বিশেষ গুণাবলীসম্পন্ন সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চীনা চিন্তাধারায় মানুষ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞব্যক্তি।[৬৪] ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী, মানুষের প্রধান লক্ষ্য আত্মত্যাগ বা পরিত্রাণ লাভ, যা পরম আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন করে অথবা মানুষের মাঝের সর্বোচ্চ নিজস্ববোধ আত্মাকে বুঝতে সহায়তা করে।[৬৫] ইহুদী দার্শনিকগণ মানুষের সাথে খোদা বা GOD এর সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষকে সংজ্ঞায়িত করে। উদাহরণস্বরূপ ড. হেসেল জোরালোভাবে বলেন, মানুষের জন্য GOD-কে জানাই

www.pathagar.com

সবকিছু নয় বরং এটা জরুরী যে, সে GOD এর পরিচিত বা জ্ঞাত। ইহুদীদের চিন্তাধারা অনুযায়ী আদর্শ মানুষ সে যে তার মাঝে GOD এর আগ্রহ বা চাহিদা নিশ্চিত করতে পারে। ওল্ট থেকে স্কিনার পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের তত্ত্ব এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মানুষ ও প্রাণীকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছে। ফ্রড, এডলার, র‍্যাংক এবং জাংগ একটি মনোস্তাত্ত্বিক বিশেষণের মডেল গঠন করেছেন যেখানে মানুষের শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত যৌন চাহিদার স্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের মতে, মানব যৌনতা সম্পূর্ণরূপে একটি শারীরিক কার্যক্রম যা কিনা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে রাখে।

দারখেইম থেকে চোমস্কির Structuralists মতবাদে তারা মানুষের একক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি এবং মানব ও সমাজ বাস্তবতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের মতে :

একজন মানুষ শুধুমাত্র একজন মানুষ এই কারণেই যে, সে সভ্য। আমাদের সম্মিলিত বিভিন্ন চিন্তা-ধারণা, বিশ্বাস আয়ত্ত্বকরণ এবং সভ্যতা পরিচালনায় সক্ষম। তাই আমাদের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। যেমন-রুশো বহু বছর পূর্বে দেখিয়েছিলেন : কোন মানুষকে যদি সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে তার বোধশক্তি লোপ পাবে। একটা পশুর সাথে তার খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। সমাজের একটি অপরিহার্য বিষয়, ভাষা যা ছাড়া মনের ভাব বা ধারণা প্রকাশ করা অসম্ভব, কেননা এগুলো সবই মানুষের উঁচুস্তরের মানসিক উপাদান।[৬৭]

বার্দাদেভের মতে, একজন দেবতা মানুষকে তার নিজের প্রতিকৃতি দিয়ে অনুরূপভাবে সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে মানুষও একজন সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষকে স্বাধীন কার্যক্রম করার ক্ষমতা দিয়েছে দেবতার ক্ষমতার প্রতি কোনরূপ আনুষ্ঠানিক বাধ্যতা প্রকাশ ছাড়াই।[৬৮]

প্রয়োগবাদী পার্স, জেমস এবং ডিউঈ-এর মতে, ব্যক্তি মানুষের যে অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনা আছে তা দ্বারা সে মহাবিশ্বের যে কোন শক্তিকে পরাভূত করে নিজের সমাজ গঠনে সক্ষম।

স্বভাববাদ (Naturalism) অনুযায়ী, মানুষ প্রকৃতির সন্তান শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মূল্যবান সন্তান। সে তার যোগ্যতার গুণেই এই মর্যাদার স্তর অর্জন করে নিয়েছে।[৬৯]

www.pathagar.com

ডারউইন মানুষকে বিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বলেই গণ্য করে। ডারউইন ও তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীগণের মতে ইঁদুর একটি বিশেষ ধরনের পার্থিব জীব যা কিছু স্বগোত্রীয় সম্পর্কের কারণে সংঘবদ্ধ থাকে। বিবর্তনবাদ ছকের অবস্থান অনুযায়ী ইঁদুরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।[৭০]

বস্তুবাদ (Materialism) মানুষকে বস্তু হিসাবে বিবেচনা করার দিকে ধাবিত করে। অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রমের সম্মিলিত রূপ, যা কিনা টেবিল, চেয়ার, পাথর প্রভৃতি বস্তুর ন্যায়। সাঁর্তের ন্যায় অস্তিত্ববাদী মনে করেন, মানুষ মূল্যবোধের একটি আদর্শ বস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন যা মানুষকে মানবিক স্বভাবের অধিকারী-সাঁতে দৃঢ়ভাবে এর বিরোধিতা করেন।[৭১] তার এরূপ করার কারণটিও খুব সাধারণ। সাঁর্তে একজন নাস্তিক এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণা ছাড়া মানব প্রকৃতির সংস্কার সম্ভব নয়। নাস্তিক অস্তিত্ববাদীদের মতে, মানুষ নিজে যা তৈরি করে তা ছাড়া সে নিজে কিছুই না এবং এটাই অস্তিত্ববাদের প্রথম নীতি।

ভাবরাদ (Idealism) অনুযায়ী মানুষের দৈহিক বা সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা আত্মিক অস্তিত্বকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, মানুষ ভাল কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব, শিক্ষা ও ইচ্ছার উপর।[৭২]

মানুষ সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণা আয়ত্ত্ব করার জন্য তার বই Introduction to the Critique of Political Economy-র উলেখিত অনুচ্ছেদটি গ্রহণযোগ্য।

আক্ষরিক অর্থে বলা হলে মানুষের জন্য Zoon Politikon শব্দটি ব্যবহার সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষ শুধুমাত্র একটি সামাজিক প্রাণী নয়, বরং সে একমাত্র সমাজেই স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। সমাজের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী স্বতন্ত্র কারও কাছ থেকে উৎপাদন আশা করা ততটাই অবাস্তব যতটা একা কারও সাথে কথা না বলে ভাষার উন্নয়ন করা।[৭৩]

মার্ক্স এবং কম্যুনিজম মানুষকে শুধুমাত্র প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করে না বরং অর্থনৈতিক উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবেও গণ্য করে। কম্যুনিস্টদের মতে, মানুষ একটি জটিল যন্ত্র যা একটি পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে কাজ চালিয়ে যায়। তারা মানুষকে বস্তু ছাড়া আর কিছুই মনে করেনা এবং মানুষের চিন্তা, অনুভূতিকে যন্ত্রের সঞ্চালন বলেই গণ্য করে। আমরা যদি এই যান্ত্রিক (Mechanistic) দৃষ্টিভঙ্গিকে

www.pathagar.com

গ্রহণ করি তবে আমাদের শরীরের মাঝে মন বলে যে কিছু আছে এই ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে।

অগাস্টিন GOD ভালবাসত, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করত। তার মতে, মানুষের শারীরিক কার্যক্রম পুরোটাই অপরাধ দ্বারা পূর্ণ। মানুষের পাপ বা অন্যায় যদি না থাকত তবে দয়া, অনুগ্রহের মত কোন বিষয় থাকত না এবং এই দয়া ছাড়া সমগ্র মানব জাতিই হৃত হত। অগাস্টিনের মতে, আদম (আ.) ছিলেন পেটোর মতবাদের (Platonic) "eidos" .. সকল মানবধর্মের আদর্শ এবং এই কারণেই সকল মানুষ আদম (আ.) পাপের ভাগীদার হচ্ছে। আদমের পাপ সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাপ।[৭৪]

স্টয়েক্স (Stoics) এর বিবেচনায়, মহাবিশ্ব মহাপ্রভুর নির্ধারিত পথে ও গতিতে সর্বদা গতিশীল। মানুষ মহাবিশ্বের অংশ হিসাবে এই গতিশীলতার কার্যক্রমে স্বীকৃতি জানিয়ে এর সাথে খাপ খাইয়ে চলছে।[৭৫]

ইসলামে মানুষ সম্পর্কিত ধারণা

বিভিন্ন দর্শনের আলোকে মানুষ সম্পর্কে যে ধারণাসমূহ আলোচিত হল ইসলামের ধারণা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইসলামী ধারণার সুস্পষ্ট দিকসমূহ নিম্নে উলেখ করা হল :

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি জগতের সমস্ত জীবের মাঝে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন : 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি।'[৭৬] (২:৩০)

একটি ভাল এবং শান্তিপূর্ণ প্রকৃতিতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

মানুষকে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি আমাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা থাকতে হবে যে, মানুষ একটি সৃষ্ট জীব এবং এটি কোন বিবর্তিত প্রাণী নয় যা কি না ডারউইন প্রবর্তিত মতবাদে এসেছে।

১ মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে সৃজন করেছি প্রথমে যখন সে কিছুই ছিল না।[৭৭] (১৯:৬৭)

২ তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের সৃষ্টি করেছি অকারণে, তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না।[৭৮](২৩:১১৫)

www.pathagar.com

৩ এবং মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য যা আল-কুরআনে উলেখিত আছে তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ।

৪ আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য ।[৭৯] (৫১:৬)

মানুষ পরিপূর্ণ ও অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষ কেবলমাত্র একটি প্রাণী নয়; বরং সে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে একক ও অদ্বিতীয়ভাবে সম্মানের অধিকারী। কেননা আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষভাবে ।[৮০](৯৫:৪) আলকুরআন অনুযায়ী, স্বর্গীয় রূহ তার মাঝে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে ।[৮১](১৫:২৯)

বিশ্বের সকল বস্তুকে মানুষের বশীভূত করা হয়েছে। আল-কুরআন অনুযায়ী পৃথিবীর সবকিছুকে মানুষের সুবিধার জন্যই তার অধীনে করা হয়েছে।

১ তিনি আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের *রিযিক* উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন ।[৮২] (১৪:৩২-৩৩)

২ তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভোমণ্ডল ও যা আছে ভূ-মণ্ডলে, তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে ।[৮৩] (৪৫:১২-১৩)

৩ যিনি সৃষ্টি করেছেন মরন ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময় ।[৮৪] (৬৭:২)

আল-কুরআনের অন্যত্র বিশ্ব সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা হয়েছে মানুষের নৈতিক পরীক্ষা গ্রহণ করা ।[৮৫] (১১:৭)

www.pathagar.com

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে ভাল বা মন্দ খুঁজে নেওয়ার বুদ্ধি-বিবেচনা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা

দর্শনশাস্ত্রে মহাবিশ্বের ধারণারও বেশ গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দিষ্ট দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা পদ্ধতিতেও এটি প্রভাব ফেলে।

গ্রীক যুগের শুরুতে পেটো মহাবিশ্বের গাণিতিক গঠনকে সৃষ্টিকর্তার যৌক্তিক মানসিকতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করেন। "GOD"-কেই "শাশ্বত জ্যামিতি" বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। পৃথিবীকে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হিসাবে বিবেচনা করা মানুষের মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করার শামিল। এই ধরনের বিশ্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানে দর্শনের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।[৮৬] পেটো 'সৃষ্টি হয়েছে অপেক্ষা সৃষ্টি করা হয়েছে' এই তত্ত্বে অধিক বিশ্বাসী। গাণিতিক যুক্তির আলোকে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এর প্রচারে সচেষ্ট হন।

এরিস্টটল ও তাঁর অনুসারীগণ ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত কিছু চাকা হিসাবে মহাবিশ্বের যান্ত্রিক রূপ নির্ধারণ করে এবং এই ধরনের একটি জটিল যন্ত্র গ্রীকবাসীদের মনে রেখাপাত করে। এরিস্টটলের জগত সম্পর্কিত ধারণাটি নিম্নলিখিত তিনটি ধাপে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় :

বস্তু ধারাবাহিক। সকল জাগতিক বস্তু চারটি "পদার্থ"-এর সমন্বয়ে গঠিত যা কি না চারটি "বৈশিষ্ট্য"-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

মহাবিশ্ব স্থান এবং একটি গোলকে সীমাবদ্ধ। এটি সময় বিবেচনায় অসীম। এর সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই।

লজের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ধারণানুযায়ী শুধুমাত্র যৌক্তিক অনুমান এবং আবিস্কারসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তার মাধ্যমেই বিশ্বজগত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোনভাবেই জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।[৮৭] তিনি এই বিশ্বকে প্রকৃত স্বর্গীয় বস্তুরই আর একটি রূপ বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু এটি চিরস্থায়ী ধারণার মূলনীতি অনুযায়ী মানসিক আন্তঃক্রিয়া যা ক্ষণস্থায়ী কার্যকারণ থেকে পৃথক।[৮৮] ওল্‌ফ এবং লিব্‌নিজের ন্যায় যৌক্তিক চিন্তাবিদদের বিবেচনায়, জগত চিরস্থায়ী নয়, বরং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বাহ্যিকভাবে পরিচালিত এবং মানুষ ও প্রাণীর যথাযোগ্য প্রয়োগ ও উন্নতির মাধ্যমেই বিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি।

www.pathagar.com

হিউম এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টিকর্তার আদেশে সৃষ্ট শৃঙ্খলাপূর্ণ জটিল সত্ত্বা বলে মনে করে না এবং কেবলমাত্র অনুভূতির জটিলতা বলেই গণ্য করে। তথাপি, তার ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখা, বিশেষত Dialogues concerning Natural Religion-এ তিনি বিশ্বকে শৃঙ্খলাপূর্ণ বলেই বিবেচনা করেন।[৮৯]

ইণ্ডিয়ান ধারণানুসারে, বিশ্বজগতের মাঝে একটি বিশাল পর্বত আছে যেখানে দেব-দেবীর বসবাস এবং এটিকে ঘিরেই সূর্য আবর্তিত হয়। এর দক্ষিণে ইণ্ডিয়া এবং অন্য পার্শ্বে মহাদেশসমূহ।[৯০]

স্পিনোজার মতে, মহাবিশ্বের কোন সমাপ্তি বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।[৯১] কান্টের প্রথম দিকের লেখা Universal Natural History এবং Theory of the Heavens- এ সুন্দর ও নিখুঁত এই জগৎ ও স্বর্গের সৃষ্টি কোন জ্ঞানী ও ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু তার পরবর্তী লেখাগুলোতে দেখা যায় তিনি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

হেগেলও কান্টের সাথে একমত প্রকাশ করেন যে, মহাবিশ্বের গঠন থেকে এর সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত কোন সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় না। Essentialists লিবনিজ জগৎ নিয়ে একটি তত্ত্ব গঠন করেন। এখানে সকল ঘটনা একটি নিখুঁত নিয়মের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় যাকে বলা হচ্ছে "পূর্ব নির্ধারিত ঐক্য" ("Pre-established harmony")।[৯২]

ভাববাদীদের মতে, এই মহাবিশ্ব সকল বস্তুর একটি বিশাল সম্মিলন যা শুধু গতিশীল। এটি কার্যকারণ এবং প্রতিফলের বিশাল, বাধাহীন ধারাবাহিক রূপ।[৯৩]

মার্ক্সের দর্শনে এই বিশ্ব একটি জটিল প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে উইলিয়াম জেমসের ন্যায় প্রয়োগবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে "বদ্ধ বা অবরুদ্ধ জগৎ" একটি নির্দিষ্ট, সবসময়ের জন্য একইরূপের পূর্বপরিকল্পিত বাস্তবতা।[৯৪]

ব্রুনোর মত ভাববাদীদের বিশ্বাস বিশ্বজগতের গতির একটি অন্তর্নিহিত মূলনীতি আছে। এই নীতি উদ্দেশ্যমুখী এবং সকল বস্তুকে লক্ষ্য পূরণে ধাবিত করে।[৯৫]

বসু এবং মতেকিউ'র কাজকে এগিয়ে দিয়েছিল মানবতাবাদী সেলিং। তিনি মনে করেন একটি বিশ্ব আত্মা আছে যা জীবনের একটি অন্তর্নিহিত মূলনীতি হিসাবে কাজ করে এবং বিশ্বকে একক সংগঠন হিসাবে পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

ইসলামের আলোকে মহাবিশ্ব বা জগৎ

ইসলামে জগৎ সম্পর্কিত ধারণা অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা অধিক বাস্তব ও ইতিবাচক। আল-কুরআনের আলোকে নিম্নে কিছু ধারণা উলেখ করা হল :

এই জগত আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির একটি বহিঃপ্রকাশ। এটি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন স্বাধীন সত্তা নয়। মহাকাশ, স্থান, কাল এবং বস্তু আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি সম্পর্কে "চিন্তা-ভাবনার দিকে ধাবিত" করে।

আল্লাহ এই জগৎ অনর্থক খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি।[৯৭] তিনি সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার উদ্দেশ্য পূরণে[৯৮] এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী যা মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে। আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনাকারী।[৯৯] তিনিই আইন প্রণয়নকারী এবং সঠিক পথ-প্রদর্শনকারী।[১০০] সঠিক অণুপাত ও পরিমাপেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন[১০১] এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন ।[১০২] সবকিছুই তাঁর কাছে অঢেল থাকে কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় পরিমাণেই প্রেরণ করেন।[১০৩]

আকাশ-পৃথিবী এবং এর মাঝের কোন কিছুই আমি কৌতুকচ্ছলে বা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। খেলার বস্তু সৃষ্টির ইচ্ছা থাকলে তা নিকটস্থ বস্তু দিয়েই করতাম। বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যাকে আঘাত করি, ফলে মিথ্যা হয় নিশ্চিহ্ন . . . ।[১০৪]

অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই জগতের সৃষ্টি এবং এর উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা। এটি কিছু দার্শনিকের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট যুক্তি, যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও বিচার দিবস নাই বলে বিশ্বাস করে। অন্যথায় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায়, এই মহাবিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখন প্রয়োজন মুহম্মদ (সা) এর বাণীতে মনোযোগী হয়ে অনুসরণ করা।

এই বিশ্ব সৃষ্টি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয় বরং সুবিন্যস্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এর সৃষ্টি। এই সৃষ্টির সার্বিক ক্ষমতার প্রকৃত সার্বভৌম অধিকারী আল্লাহ।[১০৫]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু নিয়ম-নীতির মাধ্যমে এই জগতের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যেমন : সূর্য, চন্দ্রের গতিশীলতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

১ সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের সাথে চলছে।[১০৬]

২ ... এবং সূর্য তার নিজ অবস্থানে থেকে ঘুরছে; ইহা পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত এবং চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ

www.pathagar.com

> করেছি, এমনকি সে জীর্ণ খেঁজুর শাখার ন্যায় পরিণত হয়। চন্দ্রকে ধরতে পারেনা সূর্য এবং রাত্রিও দিবসের অগ্রগামী নয় এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমন করছে।[১০৭]

আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন এই বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করার জন্য এবং এর কার্যক্রমের নিয়মসমূহ আবিস্কার করে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষের উন্নয়নে ব্যবহার করার জন্য। এবং এই সমস্ত কিছুই সংঘটিত হতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মের আওতায়।

১ তিনি তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ পাও এবং এখানে রয়েছে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।[১০৮]

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণাটি মানুষের আগ্রহের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। পেটোর সময়কাল থেকে সৌন্দর্য, সত্য এবং সকল উত্তম বিষয় বাস্তবতার অপরিহার্য দিক এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যাই হোক, ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণায় বিবর্তনের ফলে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রাথমিক মূল্যবোধ হচ্ছে একতা বা ঐক্য। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচার এবং তৃতীয়টি ছিল ভালবাসা। পরবর্তীতে আরও বিবর্তিত হয়। একদিকে মানব মূল্যবোধ আমাদের আশা-আকাঙ্খা, কামনা, অনুভূতি এবং অভ্যাসের বাইরে গড়ে উঠেছে অন্যদিকে এগুলো দর্শনের নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত।

স্বভাববাদীদের মতে, প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবোধের অধিকারী। তাদের মতে জীবনে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ অর্জন করতে হলে যতদূর সম্ভব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবন পরিচালনা করতে হবে।[১০৯]

প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতির মাঝের আন্তঃ সম্পর্কের মাধ্যমেই মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটে। প্রয়োগবাদ দর্শনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কোন চূড়ান্ত ধারণা বা অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও কাজের মধ্য দিয়েই মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।[১১০]

অন্তঃসারবাদী (Essentialist)-দের বিশ্বাস সত্যের মত মূল্যবোধ অভ্যন্তরে গ্রোথিত থাকে এবং উৎস থেকেই প্রসারিত হয়।

www.pathagar.com

শাশ্বতবাদী (Perennialists)-দের মতে, জ্ঞান, মূল্যবোধ অতিপ্রাকৃতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে আছে। এডলারের বর্ণনানুযায়ী, "কারও মাঝে যতটুকু ভাল দিক আছে তা শাশ্বত বা চিরস্থায়ী।" তাদের মতে, সৌন্দর্যতত্ত্বের সর্বোচ্চ মূল্য সৌন্দর্য এবং কারণ সম্পর্কিত চিন্তা নীতিশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মূল্য।[১১২]

সুফীবাদে ব্যক্তির উন্নয়নকেই মূল্যবোধ বলে গণ্য করা হয়। সুফীগণ গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হতে চায় এবং সত্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। তারা জিকিরের মাধ্যমে চেতনার একটি রহস্যময় স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যেখানে ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানে নিজেকে মগ্ন করতে পারে।[১১৩]

ইসলামের আলোকে মূল্যবোধ

ইসলামে মূল্যবোধের ধারণা আলোচনার পূর্বে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রথমতঃ ইসলামে ধর্মযাজকের কোন স্থান নেই এবং নেই কোন সুসংগঠিত চার্চ। এবং ধর্ম নিয়ে কোন একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর এককভাবে করার কিছু নেই। এখানে চার্চ এবং রাষ্ট্র, পার্থিব ও ধর্মীয় আইনের কোন বিভাজন নেই। ইসলাম ধর্ম পালন কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য নয়। বিশ্বাসীগণ সঠিক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, ইসলাম একটি সামগ্রিক সভ্যতা, পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি এবং একটি সার্বজনীন বিশ্ব নীতির প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল্যবোধের আরবী পরিভাষায় এর শাব্দিক অর্থ "পর্যাপ্ত পরিমাপ"। আল-ফারাবীর মতে, বাহা, জামাল, খায়ের প্রভৃতি শব্দগুলোকেও মূল্যবোধ অর্থে ব্যবহার করা যায়।

Value মূল্যবোধ (*ক্বদর*) আমাদের সময়ে ব্যবহৃত জনপ্রিয় একটি শব্দ, যার প্রচলন উনিশ শতকে। সমসাময়িক দার্শনিকগণ যখন এটির প্রকৃতি সম্পর্কে সম্ভাব্য কোন সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হন তার বহু পূর্বেই ইসলামে *হুসন-ও-ক্বাবাহ* নামে আলোচিত হত।

মূল্যবোধ সচেতনতা ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি। যতদিন পর্যন্ত মূল্যবোধ থাকবে, ততদিন ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে। ইসলামের আহকামসমূহ (ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ) কেবলমাত্র ধারণার বিষয় নয় বরং এগুলোর প্রত্যেকটিরই রয়েছে মূল্যবোধ। এই আহকামসমূহে অফুরন্ত আদেশ যা আমাদের চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, ইচ্ছার সাথে সম্পর্কযুক্ত; একক কোন বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করে না। ধারাবাহিকভাবে, ইসলামে আল্লাহ কেবলমাত্র শক্তি, জ্ঞান বা অনুভূতি নয়; বরং তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, 'মহান' (*সুবহান*) সকল মূল্যবোধের উর্ধ্বে; "সকল মূল্যবোধ।" আলাহর বাণী তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ প্রচার করেছেন। মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে, প্রতিচ্ছবিতে নিয়ে আসার জন্য তারা মূল্যবোধের আদর্শ ছিলেন।

ইসতিহ্সান, মুরসিলা প্রভৃতি এখন পর্যন্ত ইসলামে মূল্যবোধ মেনে চলছে। আল-কুরআন এবং *হাদিস* এখন পর্যন্ত জীবিত সত্ত্বা এবং চিরকাল স্থায়ী হবে। কিন্তু তথাকথিত *ওলামাগণ* মূল্যবোধের ভিত্তিতে এর সামগ্রিক গুরুত্ব পর্যবেক্ষণে সক্ষম নন এবং *ইজতিহাদের* মাধ্যমে সৃজনশীল কিছু বের করে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালায় না। ইসলামের মূল্যবোধ একটি আদর্শ বা নমুনা। জীবনের নমুনা গতিশীল।

প্রয়োগিকক্ষেত্রে, ইসলামে মূল্যবোধ একটি মানদণ্ড, যার মাধ্যমে সঠিক বা ভুল বিষয় বিচারে সক্ষম। এই মানদণ্ড আমাদের ভাল এবং মন্দ কাজে পার্থক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন দর্শনে মূল্যবোধের ধারণা বিভিন্নভাবে এসেছে। এটা সমাজে ভালোর ধারণার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দার্শনিকদের মতে, মূল্যবোধ সাময়িক ও পরিবর্তনশীল বিষয়। কিন্তু ইসলামে মূল্যবোধ অপরিবর্তনীয় কেননা, আল্লাহ অপরিবর্তনশীল এবং সমগ্র বিশ্ব তার আদেশে পরিচালিত হয়।

> এবং তুমি কখনও আল্লাহ প্রদর্শিত পথে পরিবর্তন দেখতে পাবে না।[১১৫]

অধিকন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবও অপরিবর্তনশীল। সুতরাং মানুষের সুবিধা/দিকনির্দেশনার জন্য যে মূল্যবোধ সেটিও হতে হবে স্থায়ী। সময় যে পরিবর্তনই নিয়ে আসুক না কেন মূল্যবোধ একই কাঠামোতে পরিচালিত হবে। ইসলামী মূল্যবোধ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের উপযোগী। অনৈসলামিক মূল্যবোধগুলো এখানে বাধা হিসাবে কাজ করে। এই মূল্যবোধসমূহ মানুষের প্রকৃতির অনুপযোগী, মানুষের অজ্ঞতা, আত্মঅহমিকা, গোঁড়ামী ও খেয়ালের বশে এগুলোর উৎপত্তি এবং সকল মানবতা লংঘনকারী কর্মের উৎস বা মূল।

www.pathagar.com

ইসলামের মূল্যবোধ

ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত প্রধান মূল্যবোধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উলেখ করা হল :

২ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এর প্রতি আনুগত্য।
৩ আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার ও ইবাদত করা।
৪ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আস্থা স্থাপন ও সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা।
৫ ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।
৬ অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণ ও ভোগ করার নিষেধাজ্ঞা।
৭ আল্লাহর পথে *জিহাদ* (*জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ*)।
৮ আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত (*হালাল*) এবং নিষিদ্ধ (*হারাম*) বস্তু মেনে চলা।
৯ হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সমস্ত বিষয়কে *হালাল* করেছেন তোমরা সেগুলোকে হারাম করোনা।[১১৬]
১০ আল্লাহ ও তাঁর অনুগতদের প্রতি পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন (*হাক্কুলাহ* এবং *হাক্কুল ইবাদ*)

আলাহর অনুগতদের প্রতি পালনীয় দায়িত্ব নিম্নরূপ :

১ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব
২ স্বামী, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব
৩ আত্মীয়স্বজনের প্রতি দায়িত্ব
৪ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব
৫ *ইয়াতীমদের* প্রতি দায়িত্ব
৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব
৭ দুঃখী-দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব
৮ মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার দায়িত্ব

নৈতিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধের এই সেটটি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামের "নীতিমালার কোড" বলা যেতে পারে। এই কোড মানব আচরণের প্রায় সমস্ত

www.pathagar.com

অংশেরই মূলনীতি। ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ নিম্নে উলেখ করা হল :

১ সত্যবাদিতা (Truthfulness)
২ পবিত্রতা (Chastity)
৩ সততা (Honesty)
৪ অঙ্গীকার রক্ষা
৫ সরলতা
৬ শিষ্টাচার
৭ ক্ষমা
৮ দয়া
৯ ন্যায়বিচার
১০ ভালবাসা
১১ ধৈর্য্য এবং স্থিরতা
১২ জ্ঞান ও উৎকর্ষতার সাথে ধর্ম প্রচার
১৩ আত্মত্যাগ
১৪ সংযমী
১৫ নৈতিকতা
১৬ সাহস এবং তিতিক্ষা

ইসলামে সমাজের ধারণা

ইসলামে সমাজ এমন একটি সংগঠন যা শান্তিপূর্ণ ও সংগতিপূর্ণ সহ-অবস্থানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এটি পুঁজিবাদী বা সাম্যবাদী সমাজ নয় বরং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগতের সুখী সংমিশ্রণ।

সমাজ মানুষের জীবন-যাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেখানে মানুষের ঐক্যবোধের মাধ্যমেই আল্লাহর একত্ব প্রকাশ পায় এবং তার আইনের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট করে তোলে।

ইসলামে সমাজের ধারণাটি বেশ সচেতনতার সাথে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কেননা, বর্তমানের সামাজিক তত্ত্বসমূহ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র এতটাই সমাজের সাথে একীভূত হয়েছে যেন এগুলোর মাঝেই সকল সমস্যার সমাধান।

www.pathagar.com

ইসলামের আদর্শ সমাজকে বলা হয় *উম্মাহ*। *উম্মাহ* শব্দটির উৎপত্তি *আম্ম* ধাতু হতে, যা দ্বারা বুঝায় সঠিক পথ এবং সংকল্প। সুতরাং *উম্মাহ* হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে সাধারণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়।

অন্যান্য সামাজিক তত্ত্বে সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সামঞ্জস্যহীন মানুষের সম্মিলন, যারা বংশ বা এলাকার ভিত্তিতে এবং পার্থিব সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্য ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে ইসলাম *উম্মাহ* শব্দটির মাধ্যমে ইসলামী সমাজের মানুষের প্রতি প্রদান করছে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব এবং এর সামাজিক দর্শনের ভিত্তি হিসাবে সকলকে সম্মিলিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে।

উম্মাহ এর সামাজিক কাঠামো সাশ্রয়ী, যৌক্তিক কারণ "যার পার্থিব জীবন নেই তার আধ্যাত্মিক জীবনও নেই।"[১১৭] এই সমাজব্যবস্থা সাম্য, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার এবং অধিকার সংরক্ষণ অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে-শ্রেণীবিন্যাসহীন সমাজ। *উম্মাহ* এর রাজনৈতিক দর্শন এবং সরকার গঠন গণতন্ত্রের ন্যায় মাথা গণনার পদ্ধতি নয় অথবা উদারপন্থীদের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীনও নয়। এটি কোন দূষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদের শাসন নয়, জনগণ বিরোধী স্বৈরশাসন নয় অথবা স্ব-ঘোষিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির শাসন নয়। এটাই "সমাজ" এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বুঝায় "মানুষের একটি সম্প্রদায় যারা নিজেদের এক আল্লাহর অধীনস্থ করেছে।" এই সম্প্রদায়কে রাসূল (সা.) সব সময়ই *উম্মাতি* (আমার সম্প্রদায়) বলে সম্বোধন করেছেন। *উম্মাহ* একটি আদর্শিক সম্প্রদায়, যাদের ভ্রাতৃত্ববোধ একই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এক আল্লাহতে বিশ্বাসই ইসলামী সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করে।

শরীয়াহ্ হচ্ছে কুরআন ও রাসূল (সা.) এর *সুন্নাহ* অনুসারে ইসলামী আইনের সম্মিলন। এছাড়াও *উম্মার* সম্মিলিত একক মতামত এবং জ্ঞানী *উলামাদের* সম্মতিও শরীয়াহর *অন্তর্ভুক্ত*। ইসলামের প্রধান সামাজিক আদর্শসমূহ *শরীয়াহ* নির্ধারণ করে। *উম্মাহর* সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় নীতির বিষয়সমূহের আইন হয়ে থাকে *শরীয়াহ্* কেন্দ্রিক। সংক্ষেপে, *শরীয়াহ* অর্থ রীতি, ধারা এবং পথ।[১১৮] *শরীয়াহ* ইসলামী সমাজের রীতি-নীতি, আইনের কেন্দ্রবিন্দু যা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে চলার

www.pathagar.com

জন্য। ইসলামে পার্থিব এবং ধর্মীয় আইন পৃথক করা সম্ভব নয় অথবা কাঙ্খিতও নয়।

পশ্চিমা বিশ্বের রয়েছে বিজ্ঞান, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলাবদ্ধতার মত ইতিবাচক দিক, এছাড়াও রয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি এবং এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, তা সত্ত্বেও অন্যকে আকৃষ্টকারী চমৎকার চারিত্রিক গুণাবলী থেকে তারা বঞ্চিত যা শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই এই ধরনের শক্তিশালী গুণাবলী সম্পন্ন সমাজ আশা করা যায়। যদি এটিকে প্রকৃতরূপে বাস্তবায়ন করতে হয় তবে প্রয়োজন সত্যিকার বিশ্বাসের পুনর্জীবিত করণ এবং *তাওহীদের* (এক আল্লাহতে বিশ্বাস) শিক্ষা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন। মুসলিম সমাজে বিশ্বাস বা আস্থা এমন একটি কাঠামো যা আমাদের শিক্ষার প্রতিটি বিষয়ের সাথে, সকল ধরনের জ্ঞানের সাথে অথবা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই বিশ্বাস রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হতে হবে।

ইসলামী সমাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল -

১ ইসলামী সমাজ আইনের অনুসরণকারী এবং আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

২ ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য দিক হচ্ছে প্রত্যেকের চারিত্রিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণ।

৩ ইসলামী সমাজ এরূপ হয় যে এখানে জনগণ একে অপরের চাহিদা এবং সুখ শান্তির ব্যাপারে সচেতন ও সহায়তায় এগিয়ে আসে।

৪ ইসলামী সমাজ ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন সমাজ।

৫ ইসলামী সমাজ একটি শিক্ষিত সমাজ।

৬ ইসলামী সমাজ মানুষের "ন্যায়-নীতিপূর্ণ জীবন"-কে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়।

৭ ইসলামী সমাজ একটি পরিশ্রমী-কর্মঠ সমাজ।

৮ ইসলামী সমাজ একটি সহজ-সরল, যথাযথ, কঠোর নিয়মানুসারী, গুরুগম্ভীর সমাজ।

৯ ইসলামী সমাজ ভারসাম্যপূর্ণ।

১০ ইসলামী সমাজ একটি সর্বজনীন সমাজ।

www.pathagar.com

১১ ইসলামী সমাজ একটি 'সাম্যভিত্তিক সমাজ'। অর্থাৎ এই সমাজে সকলেই সমান এবং সম অধিকার ও সুযোগ পাওয়ার যোগ্য।

১২ ইসলামী সমাজ প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক।

১৩ ইসলামী সমাজ সমতা, ন্যায়বিচার এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে।

১৪ ইসলামী সমাজ প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা এবং অধিকার নিশ্চিত করে। (বিশ্বাসীদের জন্য সমাজ এবং সমাজের জন্য বিশ্বাসীগণ)

১৫ ইসলামী সমাজ বিশ্বাসীদের আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

১৬ ইসলামী সমাজ জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে।

সর্বোপরি, ইসলামী সমাজ একটি সামগ্রিক কল্যাণকর সমাজ।

সমসাময়িক মুসলিম সমাজ

সমসাময়িক মুসলিম সমাজ এবং আদর্শ ইসলামী সমাজের তুলনা করা হলে আমাদের বিশ্বাস এবং বাহ্যিক ব্যবহারের মাঝের বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এটি যেন এরূপ যে, আমাদের বিশ্বাস এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড বিপরীতমুখী এবং সমধারায় আনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ইসলামের অনুসরণকারীগণের নিকট ইসলাম প্রাচীন আমলের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে; এটি ভবিষ্যতে উপলব্ধি করা বা কার্যে পরিণত করার মত কোন আদর্শ হিসাবে আর টিকে নেই। শুধুমাত্র সহজাত রক্ষণশীলরা আধুনিক মুসলিমদের অল্পকিছু ইসলামী নীতি একত্রিত করে রেখেছেন। তারা ইসলামের সামগ্রিক কাঠামো এবং বহুমুখী শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। তথাপি ইসলামের সাথে তাদের এই সংযোগ উদাসীন এবং ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য ও গতিশীল সামাজিক শক্তি হিসাবে সচেতন বোধগম্যতার জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন।

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার ইচ্ছাশক্তি মুসলিম জাতি হারিয়ে ফেলেছে। প্রাত্যাহিক জীবনের বাস্তব ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনার সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলাম এখন শুধুমাত্র পূর্বের স্মৃতি হয়ে আছে। মুসলিমগণ এখন বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এর একটি হচ্ছে পার্থিব জাতীয় দর্শন।

www.pathagar.com

সকল মানবজাতির জন্য রাসূল (সা.) এর বার্তা ছিল এক আলাহর ইবাদত কর এবং সকলে একত্রে ভাই-ভাইয়ের ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করবে। বর্তমানের মানুষ প্রকৃত এক প্রভুর পাশাপাশি বা কখনও তাঁর পরিবর্তে বহু প্রভু মেনে চলে। এর মাধ্যমেই মানব জীবনের একক ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বাস ধ্বংস হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে যখনই মানুষ দূরত্বকে জয় করে দূরীভূত করল তখনই জাতি, ভাষা এবং ভৌগলিক অবস্থান হিসেবে নিজেদের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি করে। এই সময়কালেই মানুষের সংকীর্ণ মানসিকতা একটি নতুন দার্শনিক মতবাদের জন্ম দেয়- জাতীয়তাবাদের মতবাদ। এই মতবাদ জাতিসমূহকে স্থায়ীভাবে করেছে বিভক্ত এবং বিশ্বাস, আস্থা, সহানুভূতিতা ও বন্ধুত্বের পরিবর্তে সৃষ্টি করেছে সন্দেহ, ঘৃণা ও শত্রুভাবাপন্নতা।

সমসাময়িক মুসলিম সমাজ ভয়াবহ জটিল দৃশ্যের অবতারণা করে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত একটি বিশাল এলাকা জুড়ে মুসলমানদের অবস্থান। সমগ্র মানবজাতির এক-চতুর্থাংশ এই মুসলিম সমাজের মাঝে বিভাজন সৃষ্টিকারী বহু উপাদান আছে। মুসলিম সমাজ এখন অবস্থান করছে অর্ধ-বিস্মৃত ঐতিহ্য এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আধুনিকতার কারণে তাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। মুসলিম সমাজ বিভিন্ন ধরনের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পরিচ্ছদ, জাতিগত সংস্কৃতি নিয়ে অবস্থান করছে যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সবকিছুকে ছাড়িয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ-এর ঐক্য : ২. সকল বিভাজনকে দূরীভূত করে মুসলিম সমাজকে করবে ঐক্যবদ্ধ।

একমাত্র *উম্মাহ*-এর মাধ্যমেই মুসলিম সম্প্রদায় পারস্পরিক নির্ভরশীল একটি গোষ্ঠী গঠন করতে পারে, তখনই আমরা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুসলিম সভ্যতা হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। এরূপ বিপদ এবং আরোপিত পরিবর্তনের সময় একটি সভ্যতার মাঝে ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং অনুপ্রাণিতকরণের ভিত্তি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ঐক্য থাকার পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রেও বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে। উম্মাহ নিজেদের মাঝেই বিভক্ত। ঔপনিবেশিক শক্তি সফলতার সাথে *উম্মাহকে* প্রায় ৫৬টি জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে এবং এদের একেকটিকে অন্যটির বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে প্রস্তুত করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের জন্য এদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা। মূল শত্রু শক্তির রাজনৈতিক চাল সর্বদা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব, বিরোধিতা ও শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে রাখে।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণভাবেও প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের মাঝে বিভক্ত। কেননা এদের জনগণ বিষমজাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রভুদের সহায়তায় একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত। কোন জাতিকেই তাদের জনগণকে একটি একক সত্ত্বায় পরিণত করার মত সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং কোন দু'টি রাষ্ট্রকেও একত্রিত হয়ে বৃহত্তর জাতি হতে দেয়নি।

পরিস্থিতি আরও মন্দ করার উদ্দেশ্যে শত্রু শক্তি মুসলিম বিশ্বে বিদেশী শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটায় যেন তারা রাষ্ট্রসমূহে এমনকি রাষ্ট্রের জনগণের মাঝেও চিরস্থায়ী বিবাদ নিশ্চিত করতে পারে। কখনও তারা খ্রীস্টধর্মে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে মুসলিম ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অথবা অমুসলিম অধিবাসীদের মাঝে এরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে যা মুসলিমদের সাথে বিবাদে লিপ্ত করে। মুসলিম উম্মাহর মাঝে শত্রুশক্তির বিরুদ্ধভাবাপন্ন কিছু রাষ্ট্র আছে। তাদেরকে উস্কানীমূলকভাবে বৃথা যুদ্ধে জড়িয়ে সেই সমস্ত রাষ্ট্রের শক্তি সম্পদ ধ্বংস করে দেশের পুনর্গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

কোন মুসলিম রাষ্ট্রই বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ বা নির্বিঘ্ন নয়। প্রতিটি মুসলিম সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিরাট অংশ তার নিজস্ব শক্তি নিশ্চিত করার কাজে ব্যয় করে।[১২০] বর্তমানে, বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে *উম্মাহ* সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। এই শতকে, মুসলিম *উম্মাহকে* পরাজিত বা বশ্যতা স্বীকার করার জন্য যেভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে অন্য কোন জাতিকে সেরূপ করা হয়নি। মুসলিমদের ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন করা হয়, এদের দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করা হয়, ধোঁকা দেওয়া এবং বোকা বানানো এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। মুসলিম জাতি তাদের জীবন ও আশা, ভূমি ও সম্পদের ক্ষেত্রে পরাজিত,ধ্বংসপ্রাপ্ত, লুণ্ঠিত হয়। শত্রুপক্ষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিনিধিদের দ্বারা তারা ক্রমশঃ ইসলাম থেকে দূরে সরে পাশ্চাত্য ও পার্থিব জগৎমুখী হতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরূপ হয়েছে।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত যে, মুসলিম বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরাশক্তির এই ধরনের কার্যধারা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক ব্রেইনওয়াশ করায় বাধা দেওয়া শুরু করেছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক গোলযোগের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক সংঘাতও চলছে। সর্বত্রই পুনর্গঠন বা পুনর্জীবনের আকুতি। যদিও পুনর্গঠনের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ধরনের তথাপিও একটি ক্ষেত্রে সকলে একমত, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে আমাদের প্রকৃত আন্দোলনের ধারা নিয়ে আসা।

www.pathagar.com

যদি পুনর্গঠনের এই আবেদন আমাদের মাঝে উজ্জীবিত থাকে তবে *ইনশাল্লাহ* (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন) উত্তম ভবিষ্যত গঠনের স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু এই সফলতাকে কখনই আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরাতে দিব না। ভবিষ্যতে মুসলিমদের জন্য *সূরা আল-কাহফের* শিক্ষা (গুহা) চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে হবে।

সূত্র :

1. F. R. O'Neill, *Theories of knowledge* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1963), p. 146.
2. ibid, pp. 181-95.
3. Ralph B. Perry, *The Cardinal Principles of Idealism* in Roland Hude and Josehp P. Mullally (eds.), *Philosophy of Knowledge: Selected Readings* (New York: J. B. Lippincott Company, 1960), p.359.
4. F. R. O'Neill, op. cit., pp. 172-73.
5. Bertrand Russell, *Philosophy Essays* (London: George Allen and Unwin, 1960), p. 170.
6. *Qur'an*, 3:7, 3:18, 6:105, 22:54, 34:6.
7. ibid., 6:108.
8. ibid., 22:71
9. ibid., 11:14.
10. ibid., 22:8, 31:20.
11. ibid., 58:2.
12. ibid., 35:28; also 34:6, 35:28, 58:11, 96:1-5.
13. ibid., 58:2.
14. ibid., 39:9.
15. *Mishkatul Masabih*, book 1, English tr by al-Haaj Fazal Karim (Lahore: The Hook House), p. 351.
16. ibid., p. 351.

www.pathagar.com

17. ibid., p. 351.
18. ibid., p. 356.
19. ibid., p. 357.
20. ibid., p. 361.
21. *Qur'an*, 39:9.
22. ibid., 2:171.
23. ibid., 8:22.
24. ibid., 2:31-32.
25. Prof Bakhitiar Hussain Siddiqui, *Education: An Islamic Perspective* (Islamabad: University Grants Commission, 1986), p.8.
26. Mansoor A. Qureshi, *Some Aspects of Muslim Education* (Lahore: Universal Books, 1983), p.4.
27. ibid., p.4.
28. Dr. Muhammad Maruf, *Contribution to Iqbal's Thought* (Lahore: Islamic Book Service, 1977), p.2.
29. Muhammad Wasiullah Khan (ed.), *Society in the Muslim World* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1981), p.4.
30. Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation* (London: Croom Helm, 1972), pp. 37-38.
31. Renneth R. Halk, *God in Greek Philosophy to the Time of Socrates* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1931), p.42.
32. Estienne Gilson, *God and Philosophy* (London: Yale University Press, 1942), p.28.
33. Will Durant, *The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the Great Philosophers* (New York: Washington Square Press, 1961), p.71.
34. James Hasting (ed.) *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. VI (Edinburgh: T & T Clark, 1974), p.297.

www.pathagar.com

35. Dr. M. Fazlur Rehman Ansari, *The Qur'anic Founcations and Structure of Muslim Society*, vol. I (Karachi: Indus Educational Foundation, n.d.), p. 109.

36. *Qur'an*, 4:171.

37. William Hordern, *Speaking of God* (New York: Macmillan, 1964), p.133.

38. Will Durant, op. cit., p. 172.

39. Charles Hartshrone and William I. Reese, *Philosophy Speak of God* (Chicago: University of the Chicago Press, 1953), pp. 340 and 439.

40. *Qur'an*, 1:2.

41. ibid.,16:77.

42. ibid., 57:2.

43. ibid., 48:4, 7.

44. ibid., 23:116, 38:180.

45. ibid., 113:1.

46. ibid., 7:3.

47. ibid., 13:3.

48. ibid., 20:53.

49. ibid., 43:11.

50. ibid., 29:63.

51. ibid., 16:10-11, 55:10-13.

52. ibid., 20:53.

53. ibid., 54:50.

54. ibid., 43:12.

55. ibid., 16:77.

56. ibid., 6:73, 19:35.

57. ibid., 6:34.

www.pathagar.com

58. ibid., 6:115.
59. ibid., 7:54.
60. Imam Ghazali, *Tahafat al-Falasifa,* English tr. by Sabih Ahmad Kamali (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963), p. 60.
61. M. M. Sharif, *Islamic Educational Studies* (Lahore: Institute of Islamic Culture 1964), p. 21.
62. Ghazali, op. cit., p.60.
63. John Wild, "The Concept of Man in Greek Philosophy" in S. Radha Krishnan and P. T. Raju (eds.), *The Concept of Man in Comparative Philosophy* (London: George Allen and Unwin, 1960), p.43.
64. Fung Yu-lan, *A Short History of Philosophy* (London: George Allen and Unwin, 1952), p.8.
65. P. T. Raju, "Comparisons and Reflection" in S. Radha Krishna and P.T. Raju, op. cit., p. 309.
66. A. H. Heschel, "The Concept of Man in Jewish Thought" in S. Radha Krishnan and P.T. Raju, op. cit., pp. 119 and 122.
67. E. Durkheim, quoted in Roger Trigg, *The Shaping of Man: Philosophical Aspects of Sociology* (Oxford: Basil Blackwell, 1982), p.65.
68. Hartshrone and Reese, op. cit., 290.
69. J. Donald Butler, *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion* (New York: Harper and Brothers Publishers, 1957), pp. 119-21.
70. J. J. C. Smart, "Philosophy and Scientific Realism," quoted in Roger Trigg, *The Shaping of Man*, op. cit., p. 290.
71. Roger Trigg, *The Shaping of Man: Philosophical Aspects of Sociology* (Oxford: Basil Blackwell, 1982), p. 44.
72. Butler, op. cit., p. 279.

www.pathagar.com

73. K. Marx, *An Introduction to the Critique of Political Economy*, 1904 reprint (Calcutta: Bharati Library, n.d.), p. 268.

74. Herschel Baker, *The Image of Man* (New York: Harper and Brothers, 1961), pp. 166, 171-72.

75. ibid., p. 73.

76. *Qur'an*, 2:30.

77. ibid., 19:67.

78. ibid., 23:119.

79. ibid., 51:6.

80. ibid., 95:4.

81. ibid., 15:29.

82. ibid., 14:32:33.

83. ibid., 45:12-13.

84. ibid., 67:2.

85. ibid., 11:7.

86. *Encyclopaedia Britannica*, vol. (London: Encycloaedia Britannica Ltd., 1975), p. 117.

87. James Hastings (ed.), *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. 14, op. cit., p. 407.

88. ibid., vol. 12, p. 22.

89. ibid., p. 262.

90. ibid., vol. 4, p. 131.

91. ibid., vol. 12, p. 22.

92. Theodore Brameld, *Philosophies of Education in Cultural Perspectives* (New York: Henry Holt and Company, 1955), p. 208.

www.pathagar.com

93. John H. Raudal Jr, *The Making of the Modern Mind*, revised edn. (New York: Houghton Mifflin, 1940), p. 435.

94. Brameld, op. cit., p. 101.

95. Hastings, op. cit., p. 218.

96. Hastings (ed.) *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. 12, op. cit., p. 222.

97. *Qur'an*, 11:16.

98. ibid., 46:3.

99. ibid., 3:54.

100. ibid., 87:3.

101. ibid., 25:2, 54:49.

102. ibid., 20:50.

103. ibid., 15:21.

104. ibid., 21:17.

105. Prof. Khurshid Ahmad, *Islami Nazria-i-Hayat* (Karachi: University of Karachi, 1960), p. 128.

106. *Qur'an*, 55:6.

107. ibid., 36:38-40.

108. ibid., 6:97.

109. Butler, op. cit., p. 93.

110. S. S. Curtis, *An Introduction to the Philosophy of Education* (London: University Tutorial Press Ltd., 1965), p. 30.

111. National Society for the Study of Education, *Philosophies of Education: First Yearbook*, part I (Bloomington: Public School Publishing Co., 1942).

112. Brameld, op. cit., p. 309.

www.pathagar.com

113. Mizanur Rehman, *Concept of Value in Islamic Thought* (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1957), p.11.

114. S. A. A. Maududi, *What Islam Stands for?* Paper read in International Conference in London (Lahore: Jamaat-i-islami Pakistan, 1976), p. 18.

115. *Qur'an*, 33:62.

116. ibid., 5:87.

117. Ali Shariati, *On Sociology of Islam*, translated from Persian by Hamid Algar, (Bekeley: Mizan Press, 1979), p. 119.

118. Maududi, *Fundamentals of Islam* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1976), p. 84.

119. Maududi, *Unity of Muslim World* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1976), p. 84.

120. Al-Faruqi, op. cit., p.2.

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

শিক্ষা

শিক্ষা একটি সামাজিক কার্যক্রম। যে সমাজে শিক্ষাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে সমাজে শিক্ষা সেভাবেই অবদান রাখে। শিক্ষার মুখ্য ও প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে বংশপরম্পরায় সংস্কৃতি সঞ্চালনের মাধ্যমে একে সংরক্ষণ করা। কিন্তু শিক্ষার আরও একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে সংস্কৃতিতে নতুনত্ব আনয়নের মাধ্যমে সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। সুতরাং সংস্কৃতির বাহক হিসেবে শিক্ষা শুধুমাত্র সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার হাতিয়ার নয় বরং সমাজ পরিবর্তনেরও উপকরণ। শিক্ষার দুটি ভূমিকার ক্ষেত্রই একটি উদ্দেশ্য পূরণ করে : সমাজের গতিশীলতা এবং উন্নয়ন। সর্বদা পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে সমাজকে যথেষ্ট অটল বা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আবার একই সাথে সময়ের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য একে যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে। একটি সমাজ যতই অটল বা স্থায়ী হোক না কেন, এটি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তনকে রোধ করতে পারেনা, যদি এরূপ করে তবে স্থির হয়ে এর শক্তি ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে অস্তিত্ব মুছে যায়।[১]

শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই নিজ ও তার সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এটি সমাজে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে। পুটোর ভাষায়, সমাজের সকলের উপকারের জন্য ব্যক্তি বিশেষের মেধা বা প্রতিভা যে কাজে যথাযোগ্য হবে সেই কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই শিক্ষা।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবক শ্রেণীকে তার সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া বা অভিষিক্ত করা। সংস্কৃতির বাহক হিসাবে, একদিকে শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সমষ্টি এবং অন্যদিকে এগুলো থেকে উদ্ভূত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলন, একই সাথে এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে বংশপরম্পরায় সঞ্চালনের সমষ্টিগত কৌশল।

ইসলামে শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা টার্মসমূহ হচ্ছে—*তারবিয়্যাহ, তা'লিম এবং তা'দিব*, এগুলোকে একসাথে বিবেচনা করা হলে ইসলামে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার অর্থ এবং পরিসর সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

আরবদের ব্যবহৃত শব্দ *তা'দিব* অর্থ "পরিমার্জিত বা পরিশুদ্ধ অথবা শৃঙ্খলা" যাকে আমরা বলি শিক্ষা বা Education। তারা একজন শিক্ষককে বলে *মুয়াদ্দিব* (যে পরিমার্জিত করে বা শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা বা আচরণ বা শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদান করে)। আরবী ভাষায় *তারবিয়্যাহ* (শিক্ষা) শব্দটি এসেছে মূল *রাবা-ইয়ারবু* থেকে যার অর্থ উৎপাদন বা বৃদ্ধি। সুতরাং, শিক্ষা অর্থ ধারাবাহিকভাবে কোন কিছুকে সম্পূর্ণতা, নিখুঁত বা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।[২]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের সাথে প্রত্যেকের সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন প্রক্রিয়া এবং জীবনের প্রতি একটি স্বচ্ছ-সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করা। যাই হোক, ইসলামে শিক্ষার ধারণার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে এটি *তাওহীদের* মৌলিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, অর্থাৎ ধার্মিক ও পার্থিব জগতের ঐক্য, দেহ ও আত্মা, এই জগত ও মৃত্যু পরবর্তী জগৎ এবং চিন্তা ও কাজের ঐক্যের জন্য শিক্ষা।[৩] আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন, শিক্ষা আমাদের সেই দায়িত্ব পূরণে সক্ষম করে গড়ে তোলে। উপোর্যপুরি, শিক্ষা পশুর সাথে আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে।[৪]

বর্তমান জগতের বিবেচনায় ইসলামে শিক্ষার ধারণা অবাস্তব এবং ব্যবহারনুপযোগী। বর্তমান ইহলৌকিক মূল্যবোধ ধর্মীয় বোধগম্যতা অপেক্ষা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর বাস্তববাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে শিক্ষার ইসলামী ধারণায় খাপখাওয়ানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তারা প্রয়োগবাদ এবং জড়বাদে গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে, প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ বা অবশ্যই পালনীয়। এটি পার্থিব ও পারলৌকিক উৎকর্ষতার জন্য ইসলামের ইবাদতের একটি ধরন।[৫]

ইসলামের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। "বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান" মানুষকে সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক করে সবকিছুর উপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামে নেতৃত্বের জন্য *ইল্‌ম* (জ্ঞান) একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং সভ্যতার বিস্তারে একটি আবশ্যকীয় উপাদান।[৬]

রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট প্রেরিত প্রথম বাণীই ইসলামে শিক্ষার গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটায় :

www.pathagar.com

পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৯৬ : ১-৪)

নিম্নের বাণীসমূহও সুস্পষ্টভাবে এর প্রতিফলন ঘটায়-

> আল্লাহর বান্দাসমূহের মধ্যে একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে যাদের জ্ঞান আছে।[৮]
>
> যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি কখনও সমান হতে পারে?[৯]

এটাই শিক্ষার প্রকৃত এবং স্থায়ী লক্ষ্য যা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই শিক্ষার সকল বিষয় নির্ধারণ করা হবে এবং এই উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হলেই তাকে ইসলামী শিক্ষা বলা যাবে। যাই হোক, এটা দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে শিক্ষা অক্ষরজ্ঞান এবং ইহলৌকিক বিষয়সমূহ পাঠের বিপক্ষে। এটি দ্বারা সাধারণভাবে বুঝায় যে, ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে অবশ্যই উপরোলিখিত উদ্দেশ্যের বোধগম্যতা। এর অনুপস্থিতিতে কোন শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষা বলে গণ্য করা যাবে না, এটা যে কোন যুগের আইনস্টাইন বা ফ্রয়েড প্রস্তুত করার জন্যই হোক না কেন।[১০]

ইসলাম অনুযায়ী, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নিজস্ব প্রকৃতি বুঝায় এবং তার যোগ্যতার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করার হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই মুসলমানগণ একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সভ্যতার ন্যায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাচীন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইহা বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয়। এটি চিরকালই পরিবর্তনশীল প্রশ্ন এবং সকল সময়ের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অযোগ্য।

শস্যের উৎপাদন বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যেমন- আবহাওয়া, ঋতু, পানির সরবরাহ, মাটি, শ্রম, কৃষিভিত্তিক জ্ঞান, উপকরণের সহজলভ্যতা, সরবরাহ ব্যবস্থা, চাহিদা, জাতীয় পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি। শস্য উৎপাদন যেরূপ বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেরূপ প্রতিটি সমাজের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।

www.pathagar.com

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল -
ইসলামী সংস্কৃতিতে শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কার্যক্রমের ধারা চালিয়ে যাওয়া বা কার্য সম্পাদন করা। মানুষকে ইসলাম ধর্মে শিক্ষিত করা, তাদের এই ধর্মের আদর্শ ও মর্মে অনুপ্রাণিত করা এবং একটি সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক ইসলামী জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করা।

তাদের শিখতে হবে জীব*নের অর্থ এবং উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান, তাওহীদ*, রিসালাত, আখিরাতের মূল তত্ত্ব এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এদের প্রভাব, নৈতিকতার ইসলামী মূল্য, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং উপাদান এবং একজন মুসলমানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাধ্যবাধকতা। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণে শিক্ষা মানুষকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে তোলে। শিক্ষার্থীকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যেন ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন পরিচালনা করতে পারে। এই উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে। এই জন্য প্রয়োজন সমগ্র কারিকুলামের সংস্কার, নতুন টেক্সটবই প্রস্তুতকরণ এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের আলোকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিটি বিষয়, বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান-এর শিক্ষণ কার্যক্রমে ইসলামী দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, এবং প্রতিটি ধাপেই শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য যথাযথ যত্নবান হতে হবে।[১১]

সকল শিক্ষারই উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উন্নয়ন, কিন্তু উন্নয়নের মূলনীতি সংস্কৃতি বিশেষে ভিন্ন হয়। ইসলামের আদর্শ মানুষকে একজন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী অনুযায়ী, চিন্তা ও আচরণের ভারসাম্য, যা তাঁর নিজের জীবনের বৈশিষ্ট্য।[১২] সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন। এটি সম্ভব মানুষের অনুপ্রেরণা, সামর্থ, বুদ্ধিমত্তা, যৌক্তিকতা, অনুভূতি এবং শারীরিক বোধমগ্যতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম এরূপ হবে যে, ইসলামী বিশ্বাস তার সমগ্র ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হবে এবং ইসলামের সাথে একটি তীব্র হৃদয়াবেগের সংযোগ স্থাপন করবে। কুরআন ও *সুন্নাহ* অনুসরণে সমর্থ হবে। সন্তুষ্টচিত্তে ইসলামী মূল্যবোধ

www.pathagar.com

দ্বারা পরিচালিত হবে *খলিফাতুলাহ*-র (যাকে আল্লাহ বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)[১৩] যোগ্যতা অর্জনে অগ্রসর হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যের পাশাপাশি শিক্ষা মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করবে : আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি, দৈহিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষা-ব্যক্তিবিশেষের এবং সামগ্রিকভাবে-এবং এই সমস্ত বিষয়ের সার্বিক পূর্ণাঙ্গতা ও মঙ্গলজনক দিকে ধাবিত করবে।

শিক্ষার ফল হিসাবে একটি সামগ্রিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব পেতে হলে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রত্যেকের জন্য নিম্নলিখিত মৌলিক বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে:

১ মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আস্থা নিশ্চিত ও দৃঢ়করণ।

২ প্রয়োগ ও ব্যবহারের নিমিত্তে বিশ্বাস ও জ্ঞানের সম্মিলন বা সংযোগ।

৩ পরিবার, সমাজ এবং ইসলামী সম্প্রদায় (*উম্মাহ*) এর জন্য একজন প্রয়োজনীয় সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা।

৪ উৎপাদন কর্ম, হালাল রোজগারের (*কাস্‌ব-এ-হালাল*) জন্য এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের মঙ্গলজনক অবদানের জন্য প্রস্তুত করা।

৫ সমাজের চাহিদা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৬ সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (*আমল আল-সালিহ*)

৭ সমাজে সর্বাধিক চাপ সৃষ্টিকারী সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা গড়ে তোলা। যেমন-শিক্ষার বিস্তৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সমবায় কার্যক্রম, সাম্প্রদায়িক উন্নয়ন, জাতীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও ইসলামীকরণ।

৮ সমাজের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের জন্য উম্মাহর মানব ও বস্তুগত উভয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ক্রমবিকাশ।

৯ তথ্য, সত্য, দক্ষতা, বোধগম্যতা এবং অন্তর্দৃষ্টির ন্যায় আরও অধিক নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচিতি লাভ করা।

১০ মহাবিশ্বের সকল দিক বিবেচনায় এর অধ্যয়ন।

১১ জগৎ পরিচালন—নীতির প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

১২ সমাজে বহুমুখী ভূমিকা পালনের জন্য মুসলিমদের প্রস্তুতকরণ।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আলাহর ইবাদতকারী ভাল মানুষ গড়ে তোলা। ইসলামী শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ, মানবতার সকল স্তরে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন।

শিক্ষা মানুষের মাঝে আলাহর প্রতি ভালবাসা ও আলাহ ভীতি জাগ্রত করবে। এবং এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির মনোভাব গড়ে উঠবে।

আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসাবে প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে নিজেকে এবং বিশ্বকে শাসন করার সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে শিক্ষা।[১৪]

ইসলামী মূল্যবোধের উপর যদি শিক্ষা ভিত্তি করে তবে এর উদ্দেশ্য অবশ্যই হবে স্বাধীনতা।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যক্তিবিশেষ এবং সমাজের আর্থ-সামাজিক দিকগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজে :

১ শিক্ষা মানুষকে সৎ, সত্য এবং যুক্তিযুক্ত জীবনযাপনে সমর্থ করে তুলবে।
২ শিক্ষা অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত চাহিদা সরবরাহ করবে।
৩ শিক্ষার বাস্তব ও কারিগরী দিক থাকতে হবে যেন সকলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

জীবনকে পরিপূর্ণ করণের জন্য ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা শিল্পকলার প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজের বহুমুখী চাহিদা পূর্ণ করবে।

ইসলামে বিশ্বাসীগণ জীবনের সকল বিপদেও ন্যায়-নীতি ও সততার সাথে থাকবে। আল-কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয়, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য, আমাদেরকে পৃথিবী ও আখিরাতের সর্বোত্তম বিষয়সমূহ দান কর।[১৫]

এটা আশা করা যায়, এই সমস্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে করা হলে তা ইসলামের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাবে এবং মানবজাতির জন্য আর্শীবাদস্বরূপ হবে। অবশ্যই এই সমস্ত লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা আসতে পারে শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্যের সাথে সংমিশ্রণে। ইসলাম কোন বদ্ধ প্রক্রিয়া বা তন্ত্র নয়। এটি একটি ধারাবাহিক ধর্মীয় সামাজিক রীতি এবং অন্যান্য সভ্যতার

www.pathagar.com

সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়সমূহ এর মাঝে আত্তীকরণ করা হয়েছে। ইসলাম বাহ্যিক মূল্যবান ধারণা বা তত্ত্ব গ্রহণ করে পরিপূরক হিসাবে কিন্তু নিজস্ব কোন উৎপাদনের স্থলাভিষিক্ত করে নয়।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থী প্রস্তুত করার জন্য। এই মূল্যবোধসমূহের ব্যবহার হতে হবে মুসলিম এবং সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত অমুসলিম দেশেও।

মুসলিম সম্প্রদায় একটি ধর্মতত্ত্ব এবং একটি দৃঢ় বিশ্বাসের মূল্যবোধ এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে যা তার সদস্যদের দিয়েছে সঞ্জীবিত চরিত্র এবং স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে মুসলমানগণ হয়ে আছে স্থবির কিন্তু ইসলাম তার চিরস্থায়ী গুণাবলী বজায় রেখে সত্য হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। উম্মাহর প্রতি শিক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র এই সংক্ষিপ্ত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকা নয় বরং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের [illegible]

ইসলামের ভিত্তিকে রক্ষার জন্য এখন মুসলিম বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী ধারণাকে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে এবং অন্যান্য আধুনিক মূল্যবোধের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সত্য বিষয়টিকে আবিস্কার করে গ্রহণ করতে হবে।

মুসলিম সমাজের সর্বত্র ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ছাপ ফেলে গিয়েছে। দুই শতক ধরে তারা অর্থ সম্পদকে নিজেদের স্বার্থ সাধনে ব্যবহার করে মুসলিম বিশ্বকে করেছে অসহায়। এই অসহায়ত্ব বজায় আছে যে কোন খণ্ডিত/ভগ্ন কাঠামোর সমাজে যেখানে রয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট অর্থনীতি, সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক দল এবং নির্যাতনকারী আমলাতন্ত্র। আধুনিকতা ও উন্নয়নের সমসাময়িক কৌশল এখানে আরও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। এখানে ঔপনিবেশিকতা আলোচনার উদ্দেশ্য নয় বরং বলা হচ্ছে যে, অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যতার সীমারেখার নিচে বসবাস করে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতেই ক্ষমতা ও সম্পদ। এই ক্ষুদ্র সম্ভ্রান্ত ধনী জনগোষ্ঠী মূল্যবোধের বিদেশী যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্য আরও দীর্ঘায়িত করছে।

একটি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু পেশাজীবী সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কেবলমাত্র উপযোগবাদী (যা জনহিতকর তাই ন্যায়সঙ্গত এই মতবাদে বিশ্বাসী)

www.pathagar.com

হতে পারে না। উপযোগবাদের সীমাহীন ভোগ এবং উম্মাদের ন্যায় অর্জনের প্রতিযোগিতা এখনই বিশ্বকে নানারকম সমস্যার দিকে ধাবিত করছে। বায়ু ও পানি দূষিতকরণ, শক্তির সীমাবদ্ধতা, পুনঃউৎপাদনের অযোগ্য সম্পদের নিঃশেষকরণ-পাশ্চাত্যের জন্য করুণ বাস্তবতা। কিন্তু যেখানে পশ্চিমা চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ তাদের এই দুর্বলতা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে, সেখানে দুঃখের বিষয় যে, অনেক মুসলিম দেশ তাদের "পরিত্যাক্ত" রীতিই গ্রহণ করছে। তারা অনৈসলামিক, আড়ম্বরপূর্ণ অপচয়ে মগ্ন হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষাকে অবশ্যই এই রীতির সংশোধন করতে হবে, হালাল ও হারামের পৃথকীকরণ শিক্ষা দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকার শিক্ষা, অর্থ সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগ এবং পুনরায় বিতরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার শিক্ষা দিতে হবে।

ইসলাম মানুষকে দিয়েছে সামগ্রিক জীবন-যাপন প্রণালী সম্বলিত দর্শন। এই দর্শনের ব্যাপক প্রয়োগ এবং জ্ঞানের সকল ধারায় ইসলামী ধারণা প্রদান করতে হবে নতুবা নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আল-কুরআনে বর্ণিত ইসলামী সংবিধান ও *সুন্নাহর* মৌলিক বিষয়সমূহ হচ্ছে *নাসাস-ক্বাতাহী* (অপরিবর্তনীয় নীতি, বিশ্বাস), যেমন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর উপর বিশ্বাস এবং সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর দিকে ধাবিত করবে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী যারা এগুলোর প্রতি আস্থা রাখে না তারা মুসলিম নয়। এই সমস্ত বিষয়সমূহ ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম যুব সমাজের মনে চিরস্থায়ী করতে হবে।

এই মূল্যবোধসমূহের গ্রোথিতকরণ ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা মুসলিম যুবকদের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে পার্থিব বিষয়সমূহের সঙ্গতিপূর্ণ জীবনে অভ্যস্থ করে গড়ে তুলবে। এই ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাপন প্রণালী আরবরা প্রথম প্রদর্শন করেন ইসলামের উৎকর্ষতার যুগে। তারা গ্রীক শিক্ষা গ্রহণ করে, এর পরীক্ষণ, অনুসন্ধান এবং বিস্তৃতির মাধ্যমে বহুমুখী ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। যেমন- বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে Empiricism (অভিজ্ঞতাই যাবতীয় জ্ঞানের উৎস এইমতে বিশ্বাসী দর্শন) এর বৈজ্ঞানিক মূলনীতি প্রকাশ করে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখন একই ধরনের বৈজ্ঞানিক Empiricism গ্রহণ করতে হবে পার্থিব বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যা কিনা মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিস্কার। কিন্তু গত পাঁচ শতকে মুসলমানরা তা ভুলে গিয়েছে। অভিযোজন, পরীক্ষণ এবং সহনশীলতার (গোড়ামীর বিরুদ্ধে) মূল্যবোধকে এই নতুন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

এটা ভুলে যাওয়া চলবে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের উপর ভর করে আছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের দূর্বলতার কারণে। এই মূল্যবোধ অনেকাংশেই এখন বিলুপ্ত। কিছু নিজস্ব প্রথাগত মূল্যবোধ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আরোপিত মূল্যবোধের সংঘর্ষে আমাদের প্রকৃত মূল্যবোধের এই দুর্বলতা। এই নতুন মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের বারবার আঘাত করে তাদেরকে করেছে হতবুদ্ধিসম্পন্ন। এখন তারা আত্মবিশ্বাসহীন, অরক্ষিত। অন্ধভাবে বিজাতীয় মূল্যবোধকে অনুসরণ করার প্রবণতা দ্রুত বেড়ে চলছে। লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করা হলেও তাদের রীতি-নীতি সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় না। এই দৈন্যদশা শুধুমাত্র আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে তা নয় বরং সমগ্র সমাজের উপর এর প্রভাব পড়েছে।

সূত্র :

1. Bakhtiar Hussain Siddiqui, *Education: An Islamic Perspective* (Islamabad: University Gransts Commission, 1986), p. 47.
2. Abdul Wafa Al-Ghuneimi Al-Taftazani, "Islamic Education: Its Principles and Aims," *Muslim Education*, vol. 4, no. 1 (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), p. 67.
3. Muhammad Saleem, *Musalmanon Ka Nizam-e-Ta'lim, Milli Nuqta-e-Nazar se* (Karachi: Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan, Sindh, 1976), p. 36.
4. Muhammad Saleem, *Mitbah Musalman Asateza Aur Mitbali Tulba* (Lahore: Idara Ta'lim-o-Tahquq, Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan, 1985), p. 18.
5. Muhammad Saleem, *Musalmanon Ka Nizam-e-Ta'lim*, op. cit., pp. 30-31.
6. Khurshid Ahmad, *Principles of Islamic Education* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1984), p. 3.
7. *Qur'an,*96:1-4.
8. ibid., 35:28.
9. ibid., 39:9.

www.pathagar.com

10. Maududi, *The Meaning of the Qur'an*, vol. IV (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1974), p. 245.
11. Khurshid Ahmad, *Principles of Islamic Education*, op. cit., pp. 18-20.
12. ibid., p. 26.
13. Muhammad al-Faisal, "The Glorious Qur'an is the Foundation of Islamic Education" in S. M. N. Al-Attas (ed.), *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah: King Adul Aziz University, 1972), p. 156.
14. ibid., p. 15.
15. Khurshid Ahmad, *Principles of Islamic Education*, op. cit., p. 29.

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

শিক্ষণ ও শিক্ষক

'শিক্ষণ' শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিবেশে শিক্ষণের যথার্থ সংজ্ঞা নিয়ে প্রায়শঃই আকর্ষণীয় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। এ কারণে শিক্ষণের এই সকল বিভিন্ন সংজ্ঞার অবতারণা এবং আকর্ষণীয় উদ্যোগ হতে পারে। এখানে শিক্ষণের বিভিন্ন ঐতিহ্যগত বা গতানুগতিক মাননির্ধারক ধারণার পরিবর্তে বর্ণনামূলক সংজ্ঞা প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে এবং অন্যান্য দ্বিধাযুক্ত ধারণাসমূহ হতে ব্যতিক্রমীরূপে উপস্থাপন করা হবে।

সাধারণ নিবন্ধে 'শিক্ষণ' বা 'শিক্ষা প্রদান' শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ 'শিক্ষণ' হচ্ছে তত্ত্বগত শিক্ষা বা জ্ঞানের অবগাহন বা অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে বলা যায় "ইসলামের শিক্ষণ" হচ্ছে বদ্ধমূল ধারণা বা প্রথাগত বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ 'শিক্ষণ' হচ্ছে একটি পেশা বা জীবিকা – এমন পেশা বা জীবিকা যিনি নির্দেশ দেন অথবা শিক্ষা দেন। তৃতীয়তঃ 'শিক্ষণ' হচ্ছে অন্যকে কিছু জ্ঞানদান করা যা আমরা সাধারণতঃ বিদ্যাপীঠে প্রত্যক্ষ করি।

আমরা এখানে শিক্ষণের প্রথম ধারা দুটিকে গ্রহণ না করে বরং তৃতীয় ধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সচেষ্ট হয়েছি। শিক্ষণকে তাই আমরা নিম্নরূপে প্রকাশ করতে পারি :

'শিক্ষণ' হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির বাধা-বিঘ্ন দূর করে সুনিপুণভাবে সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। একজন পরিণত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ও একজন অপরিণত মনস্কা মানুষের মাঝে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ঘটে শিক্ষণের মাধ্যমে যেখানে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদানে সদা সচেষ্ট থাকেন।[১]

বিদ্যাপীঠে একে অন্যকে জ্ঞানদানে শিক্ষণ পদ্ধতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।[২]

শিক্ষণ এমন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্জন এবং ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিক, চারিত্রিক সততা ও সরলতা এবং একক বিচার-বিশেষণ করার ক্ষমতার চর্চা করতে উৎসাহিত করা। এমন বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ হয় অন্ততঃ দুটি কারণে- প্রথমতঃ এটি পরিকল্পিত শিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ—প্রকৃত অর্থে শিক্ষক কর্তৃক আদর্শরীতির পারস্পরিক আচরণের পরিবর্তে শিক্ষণ হচ্ছে স্বাতন্ত্রসূচক

www.pathagar.com

সাফল্যলাভের কার্যকলাপ, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষণ কার্যক্রম অন্যান্য কার্যক্রম যেমন প্রচারণা, পরিকল্পনা, উপদেশ এবং অনুশাসন হতে ব্যতিক্রম, কেননা এগুলো ব্যক্তিকে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে নিজস্ব বিচার-বিশেষণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।[৩]

ইসলামের চিন্তন প্রক্রিয়া বা চিন্তনরীতিতে শিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদান। শিক্ষণ ব্যতীত কোন জ্ঞান নেই এবং ইসলাম ব্যতীত জ্ঞানের কোন পরিধি নেই। জ্ঞানার্জন চর্চা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার পূর্ব শর্ত। যাদের জ্ঞানের সম্যক ধারণা রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষা প্রদান (জ্ঞানের প্রচারণা) করা একক পবিত্র দায়িত্ব। একজন শিক্ষক হচ্ছেন জ্ঞানের প্রকৃত বার্তাবাহক। এতে এ কারণে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়, কেননা মহানবী মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং বলেছেন : "বস্তুত! আমি একজন শিক্ষক ব্যতিত অন্য কিছু নই।"[৪] তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বজনের শিক্ষাগুরু। তিনি মানুষকে আল কুরআন এবং আল কুরআনের অসীম জ্ঞানগর্ভ হতে শিক্ষাদান করতেন এবং তাঁদেরকে ধর্মীয় সদগুণাবলীসম্পন্ন করে তুলতেন।[৫] যখন পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁদের সাথে কোন অঙ্গীকারে উপণীত হতেন যাঁদের উপর পবিত্র ঐশীগ্রন্থ নাজিল হত, তিনি বলেন : "তোমরা অবশ্যই মানবজাতিকে অবগত করবে এবং তা গোপন কর না",[৬] অর্থাৎ, এ কারণে শিক্ষা প্রদান করা তাঁদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে নবী-রাসূলদের আহবান। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি সম্মানজনক কার্যপ্রক্রিয়া যা অন্যান্য উপযোগীতাহীন কার্যক্রমের বিরোধিতা করে। একটি সম্মানজনক কার্যপ্রক্রিয়ার প্রকৃত মূল্য নিহিত রয়েছে এর আত্ম-তুষ্টিতে। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা মুসলিম চিরাচরিত রীতি। প্রকৃত অর্থে, শিক্ষকতাকে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি পবিত্র ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে, মুসলমানদের অবক্ষয়ের যুগেও সম্পদশালী ও অবস্থাশালী ব্যক্তিবর্গ মুষ্টিমেয় ছাত্রদের প্রতি তাঁদের কিছু সময় ব্যয় করাকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।[৭]

ইমাম গাজ্জালী বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা প্রদান করা এক পবিত্র ইবাদত। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি অর্থপ্রাপ্তির আশায় জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন, সামাজিক প্রতিপত্তি পেয়েছেন, সুলতানের প্রতি তার বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তি পেয়েছেন অথবা অন্য কোন উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার ইবাদতের মাধ্যমে নিজের ভয়াবহ পরিণাম হতে রক্ষা পেয়েছেন।

www.pathagar.com

শিক্ষক ও শিক্ষকতা হচ্ছে ইসলামের চিন্তনপ্রক্রিয়ায় এক ধর্মীয় ও কেন্দ্রীয় অবস্থান। মহানবী মোস্তফা (সা.) স্বয়ং কুরআনে আলাহ্ কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক হিসেবে অভিহিত হয়েছেন :

> বাস্তবিক অর্থে, এটি বিশ্বাসীদের জন্য মহান আল্লাহতায়ালার এক অশেষ করুণা যে, তিনি (আল্লাহ) তাদের মাঝে এক বার্তাবাহক প্রতিপালন করেছেন যিনি তাদের নিকট আল্লাহর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং তাদেরকে আসমানী কিতাব এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট ভুলে নিমজ্জিত ছিল।[৮]

> তিনিই যিনি তাঁর (আল্লাহর) নির্দেশিত পথে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করা এবং তাদেরকে পাক ঐশী কিতাব এবং জ্ঞান-শিক্ষা প্রদানের জন্য এক অশিক্ষিত জাতির মাঝ হতে তাদের জন্য একজন ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছেন।[৯]

মুহাম্মদ (সা.) এর আরও অনেক বাণীতে শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

> এমন দু'জনার চরিত্র ব্যতিত অন্য কাউকে অনুসরণ করো না ঃ প্রথম জন সেই ব্যক্তি যাঁকে রাব্বুল আলামীন মেহেরবানী করে সম্পদ দিয়েছেন এবং তিনি ঐ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করেন; দ্বিতীয় জন এমন ব্যক্তি যাঁকে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা জ্ঞান (আল কুরআন) দিয়েছেন এবং তিনি সেমতে আচরণ করেন এবং অন্যকে তা শিক্ষা প্রদান করেন।[১০]

> ঐশী কিতাব আল কুরআন এবং সেমতে প্রয়োজনীয় ধর্মশিক্ষা দীক্ষা দাও এবং মানুষকে শিক্ষা প্রদান করা, যেহেতু মানুষ মরণশীল। (তিরমিযী)[১১]।

> আমাকে একজন শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। (দারিমি)[১২]।

> এটি এমন ব্যক্তির জন্য শুভ নয় যাকে উপযোগী জ্ঞানের শিক্ষাদান করা সত্ত্বেও যে অন্যদেরকে শিক্ষাদান করা হতে বিরত থেকে নিজেকে চিরতরে ধ্বংস করে।[১৩]

www.pathagar.com

আমার পরে তাদের মাঝে তিনিই সর্বাপেক্ষা দয়াশীল মানুষ হবেন যিনি শিক্ষা অন্বেষণ করবেন এবং তা দীক্ষা দেবেন। (বায়হাকী)[১৪]

মুহম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির মহান শিক্ষক ছিলেন। এটি এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি আরবের মরুভূমির বুকে সত্য অন্বেষণ করে চির সত্যের শিক্ষক হয়েছিলেন, তাই তিনি অভূতপূর্ব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিপব সাধন এবং আরবের 'বেদুইন' জাতির অবিসংবাদিত নেতা হতে পেরেছিলেন।[১৫]

শিক্ষক প্রসঙ্গে ইসলামের উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রখ্যাত মুজাহিদ হাসান আল-বান্না তাঁর ভবিষ্যত জীবিকা গ্রহণ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরে একজন প্রকৃত ও যথার্থ শিক্ষক ব্যতিত আর কিছু হতে চাননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এইভাবে তিনি মিশরের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন। পরবর্তীতে, তিনি বাস্তব জীবনে একজন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক হলেন এবং তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করলেন। তিনি এমনকি শুধুমাত্র মিশরের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যই নয় বরং গোটা মুসলিম জাহানের সকল ভবিষ্যত প্রজন্মের মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করে মুসলিম ইতিহাসে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

একজন প্রকৃত মুসলমান শিক্ষক হচ্ছেন বাস্তব অর্থে একজন ধর্ম প্রচারক। ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিকভাবে ইসলামের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধ দীক্ষা দেওয়াই তার পবিত্র দায়িত্ব। ইসলামে ধর্ম প্রচারণা এবং শিক্ষকতা পাশাপাশি অগ্রসরমান।[১৬] প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষকতা সম্পর্কে কতিপয় প্রসিদ্ধ ইসলামী দার্শনিক এবং চিন্তাবিদের দর্শন বিশেষভাবে উলে-খ্যযোগ্য।

ইকবালের মতানুসারে, একজন শিক্ষকের কার্যক্রম শুধুমাত্র ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট কিছু জ্ঞানদান করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন শিক্ষক ছাত্রদের নিকট আদর্শ এবং অনুকরণীয় বটে। তিনিই হচ্ছেন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। একজন শিক্ষক হবেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর মাধুর্য্যমণ্ডিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় গুণাবলীর বলে ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জনের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। তাঁকে শিক্ষার মানে এবং সমাজের সাথে এর সুনিবিড় সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম হতে হবে।[১৭]

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফার দর্শন মতে, একজন শিক্ষক হবেন একজন পিতার মত যিনি তাঁর সন্তানদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ করেন এবং তাদেরকে গভীর আদর ও ভালবাসা সহকারে দীক্ষা দেন। সেখানে প্রতিশ্রুতি ও কাজের মাঝে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

ইমাম গাজ্জালী শিক্ষকের চরিত্রায়ণ করছেন এরূপে :

> একজন শিক্ষককে তাঁর ছাত্রদের প্রতি সমব্যথী হতে হবে এবং এমনভাবে তাদের যত্ন নিতে হবে যেন তারা তাঁর নিজের সন্তান। একজন শিক্ষককে একজন পিতার চেয়েও বেশি দায়িত্ববান হওয়া উচিত, কেননা পিতার দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রের শারীরিক অস্তিত্ব রক্ষা করা যেখানে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব তাঁর ছাত্রের আসন্ন জীবনের প্রতি যত্নশীল হওয়া।
>
> একজন শিক্ষককে মহানবী (সা.) এর পথ অনুসরণ করা উচিত এবং শিক্ষার্থীদের কাছ হতে সম্মানী আশা করা উচিত নয়। তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান মহান আলাহতায়ালাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে পুরস্কৃত হওয়ার আশা করতে পারেন।
>
> তিনি বিদ্যার্থীদের কাছে যথার্থ সৎ ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত থাকবেন এবং তারা (বিদ্যার্থী) উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে 'ইজাযাহ্' (শিক্ষকতার অনুমতি) দেবেন না।
>
> তিনি তাদেরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ বা উপদেশ কিংবা প্রেরণা দান করবেন এবং তাদের মন্দ ব্যবহার বা আচরণের জন্য তিরস্কার করবেন। যাই-ই ঘটুক না কেন তিনি অবশ্যই দীর্ঘ এবং কঠোর ভাষায় তাদেরকে তিরস্কার করবেন না; কেননা,তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না।
>
> একজন শিক্ষক কখনই কোন ছাত্রের উপস্থিতিতে সহকর্মী কোন শিক্ষককে গালমন্দ করবেন না। পক্ষান্তরে, তিনি এমনভাবে তাঁর বিষয়টি শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন যাতে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রতিও সমভাবে আকৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষককে তাঁর বিষয়টি পড়ানো শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের ধীশক্তি বা মেধা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। তিনি যে বিষয়টি পড়াবেন সেটির সম্যক ধারণা তাঁর নিজেরও থাকতে হবে। মহানবী মোস্তফা (সা.) বলেছেন, "যখন কেউ মানুষকে এমন কিছু বলবে যা তারা বুঝতে সক্ষম হবে না, তা তখন তাদের জন্য মন্দ হবে।"

পরিশেষে, তিনি যা প্রচার করেন তা তাঁকেও অনুশীলন ও অনুসরণ করতে হবে, তাঁর কথার সাথে কাজের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। মানুষ তখনই একজন ব্যক্তি কর্তৃক প্রভাবিত হয় যখন তিনি তাঁর নিজস্ব প্রচারিত বাণীর অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। নিজ বক্তব্যের সাথে সক্রিয় না হলে আকর্ষণ হারিয়ে যায় এবং শিক্ষক বিরক্তিকর হয়ে পড়েন।[১৮]

সৈয়দ সুলেমান নদভি (Nadvi) এর দৃষ্টিতে শিক্ষককে ইসলামের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক বিষয় পাঠদান করতে হবে এবং সনাতন ও আধুনিক শিক্ষাদানের মিশ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।[১৯]

সৈয়দ কুতুব (Qutub) এ মত পোষণ করেন যে, শিক্ষককে সত্য প্রকাশে অবিচল থাকতে হবে। তিনি তাঁর সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিশেষজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি তিনি হবেন ইসলামের প্রচারক। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা স্বচ্ছ হওয়া উচিত, তিনি যেন ইসলামের একজন আদর্শ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।[২০]

সৈয়দ কুতুবের দৃষ্টিতে ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ অনুশীলন করানো হচ্ছে একজন প্রকৃত মুসলমান শিক্ষকের প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব, কেননা বর্তমান সমাজে এমন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই।[২১]

এই শতাব্দীর মহান মুসলিম চিন্তাবিদ মওলানা মওদূদীর দৃষ্টিতে একজন শিক্ষককে ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন এবং *সুন্নাহ* সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানধারণের পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞানার্জন করাও বাঞ্ছনীয়।[২২] শুধুমাত্র শিক্ষকই নন বরং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদেরকেও *শরীয়া* পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করতে হবে।[২৩] একজন মুসলিম শিক্ষককে শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের অপেক্ষায় না থেকে বরং বিদ্যার্থীদেরকে ইসলামের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। তিনি তখনই এ সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন যখন তিনি স্বয়ং একজন প্রকৃত মুসলমান হবেন।[২৪]

www.pathagar.com

শিক্ষকের মর্যাদা : অতীত পর্যালোচনা

ইসলামের অধীন ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক ছিলেন সর্বোত্তম অবস্থানে। ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষকের মর্যাদার গভীর অধ্যয়নে শুধুমাত্র যে ঐতিহাসিক মূল্যই রয়েছে তাই-ই নয় বরং শিক্ষকের সুনির্দিষ্ট আচরণগত প্রকৃতি নির্ধারণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান শিক্ষা সংক্রান্ত জট খুলতে সাহায্য করবে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার ইতিহাসে, ইসলামের মহান বাণী প্রচারে শিক্ষকদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল। তাঁরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও তাঁরা চমৎকারভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করেছেন। শিক্ষককরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অসম সাহসী বীরযোদ্ধা বৈ আর কিছু ছিলেন না যারা ইসলামের সুমহান বার্তা চরম প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির মাঝেও দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে পূর্ব প্রশিক্ষণ ব্যতিত অথবা শিক্ষণ এবং উদ্দীপনার প্রযুক্তিগত পাঠগ্রহণ ছাড়াই জ্ঞান বিকাশের ও স্থানান্তরের এই পর্বটি বিস্ময়করভাবে অতি অল্প সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা মিলিটারী কলেজ অথবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ ঃ ব্যবসায়ী, কারিগর এবং বেদুঈন (যাযাবর)। ইসলামের প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইসলামের শক্তির বলে তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে ইসলামের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষকদের প্রথম প্রজন্ম।

শিক্ষকরা মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধারণ করেছিলেন; তাঁরা ছিলেন গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অবস্থানে যেখান হতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্পাদন করা হত। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের সমাজ ও নৈতিকতার প্রশংসীয় কর্ম সাফল্য পরিমাপ করতেন।

বর্তমান ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বহুকাল ধরে মুসলিম শিক্ষকরা সকল প্রকার শিক্ষার সুদৃঢ় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। মধ্যযুগের উপাসনালয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হতে ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য ছিল, কেননা শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন অবিসংবাদিত বা একচেটিয়াভাবে প্রভাবশালী পুরোহিত বা যাজক প্রথা ছিল না। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল শিক্ষকদের করায়ত্বে। শিক্ষকরা শিক্ষা পরিকল্পনা এবং প্রশাসনে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। শিক্ষাবৃত্তি ব্যবস্থা তাঁদেরকে রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংগঠন

www.pathagar.com

হতে কম-বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিল এবং শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থাপনা কমিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের করায়ত্বে ছিল। শিক্ষকরা নিজেদের এবং জনগণের কৃতিত্বের সাথে এই পদ্ধতি পরিচালনা করেছেন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকদের সামর্থ্য এবং শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদানে ভারসাম্য রাখার জন্য সর্বোত্তমভাবে সাহায্য করেছে। এটি তাঁকে তার সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে এবং মুসলিম উম্মাহর এক সুসংগঠিত ও অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গৌরবান্বিত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, আর তা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল ইসলামের প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা এবং ইসলামের সুনিয়ন্ত্রিত জীবন বিধানের কল্যাণে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শ্রেণী অত্যন্ত মহৎ নজীর স্থাপন করেছিলেন এবং সমাজ অন্য যে কারোর চেয়ে তাঁদেরকে কাছ হতে উচ্চতর ও অতুলনীয় আদর্শ বা নৈতিকতা আশা করত। পিতা-মাতা যে সকল শিক্ষকদেরকে তেমন বিশ্বাস করতেন না তাদের কাছে সন্তান পাঠাতেন না। যেহেতু, সে সময় নাম অন্তর্ভুক্তি ও সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল না, সেহেতু বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ভরশীলতা, স্বাতন্ত্র্য অথবা চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত না হলে ঐ শিক্ষকের শিক্ষাগ্রহণ কোন বাধ্যতামূলক ছিল না। একজন স্নাতকোত্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্ণনা করা হতো এইভাবে যে, সে এই এই বিষয়গুলো অমুক শিক্ষকের তত্ত্বধানে পড়েছে বা পড়ছে। যিনি জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে অত্যন্ত সুপরিচিতি লাভ করেছেন তাঁর বক্তব্য বা বক্তৃতা অন্যান্যদের চেয়েও মানুষকে বেশি আকৃষ্ট করত। কিছু শিক্ষক শুধুমাত্র প্রখর জ্ঞানবান ও মেধাবীই ছিলেন না বরং আরও ছিলেন প্রসিদ্ধ 'সূফী' এবং শিক্ষাদানের পাশাপাশি কিছু ছাত্রদেরকে তাঁরা আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও দিতেন। এই সকল কিছু গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় এক পবিত্রকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষকরা ছিলেন এই শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁরাই ছিলেন শিক্ষাদাতা এবং কি ও কিভাবে শিক্ষা দিবেন তার একমাত্র সিদ্ধান্তকারী। তাঁরা তাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতা করতেন ও সেবাদানের প্রতিদানে কোন আর্থিক সুবিধাদি দাবি করতেন না। তাঁদের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর জন্য সমাজ তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিল কেননা তাঁদের উপযুক্ত আর্থিক সম্মানী প্রদানে সমাজ সক্ষম ছিল না। অভিভাবকদের পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের প্রতিদান টাকায় মূল্যায়ন করা সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে বির্তকের সূত্রপাত হতে পারে যে, একজন শিক্ষকের সেবাদানের প্রতিদানে

www.pathagar.com

কিভাবে আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব? একজন শিক্ষকও জাগতিক প্রতিদান বা আর্থিক সুবিধাদি লাভ আশা করতেন না; তাঁদের এই মহতী সমাজসেবার পুরস্কার প্রদানকারী ছিলেন একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা। শিক্ষকতা ছিল ইবাদত স্বরূপ; সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আল-আমীন ব্যতিত আর কে পুরস্কার প্রদানে সক্ষম? সেকালে শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তিরা রাজন্যদের চেয়ে বেশি সুপরিচিত ছিল এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য এমনকি সাম্রাজ্য বা ক্ষুদ্র রাজ্যের শেষ সীমানা অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত ছিল।

মুসলিম বিশ্বের এ সকল শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী নিচে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হল :

উদারমন

শিক্ষকরা সেকালে উদার মনস্কা ছিলেন এবং তাঁদের কাছ হতে সর্বদা তা আশাও করা হত। বিভিন্ন শিক্ষকদের কাছ হতে একই বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ছিল মানুষের এক সাধারণ রীতি। বিভিন্ন শিক্ষকদের কাছ হতে জ্ঞানার্জন এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপটে ব্যাখ্যা গ্রহণই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কোন (অনুপাখন বা প্রতিরোধন) মন্ত্রণা দিতে কিংবা অন্য ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে তাদের (ছাত্রদের) নিকট সান্নিধ্য কখনই পছন্দ করতেন না। সকল প্রকার পূর্বসংস্কারভিত্তিক মতামত বা আচ্ছন্নতা নিরুৎসাহিত করা হত।

শেখ আবদুল হক দেহ্‌লভির পিতা তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন যার প্রচেষ্টা ছিল ছেলেকে উদার মনস্কা করে গড়ে তোলা। আবদুল হকের পিতা সাইফুলাহ্ ছেলের উপর সর্বদা জোর দিয়ে নৈতিক উপদেশ দিতেন এভাবে :

"শিক্ষাগ্রহণকালে কোন বিষয়ে বিতর্কের সময় কারোর সাথে অযথা তর্ক করো না এবং তোমার প্রতিপক্ষের অযথা বিরক্তির কারণ হয়োনা। যখন তুমি জানবে যে অন্যের মতামতই সত্য তখন তা সহজভাবে গ্রহণ কর; এবং যদি সত্য তোমার স্বপক্ষে থাকে তাহলে তুমি তোমার মতামত সর্বোচ্চ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার পর্যন্ত পুনর্ব্যক্ত কর; যদি তারপরও তারা তা গ্রহণ না করে তাহলে তুমি বলবে যে, তোমার জ্ঞান এর ব্যতিক্রম হবে না (এবং এইভাবে বিতর্কের সমাপ্তি টানবে)।"[২৫]

জাগতিক বা পার্থিব অর্জনের প্রতি নিরুৎসুক

জাগতিক বা পার্থিক অর্জনের প্রতি নিরুৎসাহ ছিল সেকালের মুসলিম শিক্ষকদের অন্যতম আকর্ষণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁরা কখনই খলিফা বা সুলতানের কাছ

www.pathagar.com

হতে কোন রকম সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে যেতেন না। বরং এটাই সত্য ছিল যে, রাজা এবং উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত অমাত্যরা যদি কোনভাবে একজন শিক্ষককে কোন পুরস্কার দিতে সক্ষম হতেন তাহলে শিক্ষকদের পরিবর্তে বরং তারাই সম্মানিত বোধ করতেন।

শেখ আলী মুত্তাকী সুলতান বাহাদুর শাহ্র শাসনামলে গুজরাটে এসেছিলেন এবং সুলতান ছিলেন শেখের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তিনি তাঁকে (শেখ) তার দরবারে সম্মান জানাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শেখ এমনকি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার দরবারে যাওয়ার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করেছিলেন। আর সেটা একমাত্র তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন সিন্ধুর কাজী আব্দুলাহ স্বয়ং সুলতানের পক্ষে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এবং তখনই কেবল তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎকারে সম্মত হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারের পর সুলতান তাঁর সম্মানার্থে এক কোটি টংকা (মুদ্রা) উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং কাজী আব্দুলাহ্কে তা গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন।

শিক্ষকরা ছিলেন রাষ্ট্রদূত এবং শান্তি স্থাপনকারী

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জনসেবকদের শ্রেণীমতে খোলা হত। অটোমান বা অন্যান্য রাজবংশের শাসনামলে যে বিদ্বান ব্যক্তিরা রাজদরবারে সম্ভ্রান্ত অমাত্য পদে অলংকৃত হতেন বর্ষপঞ্জিকায় বা জ্ঞান পঞ্জিকায় তাঁদের নাম প্রায়শঃই ছাপা হত। অন্যান্যরা রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এবং কূটনৈতিক মিশনের প্রধান হতেন এবং রাজন্য ও দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রেখেই তাঁরা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

আব্বাসীয় খলিফা বাগদাদের নিজামীয়া কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ শেখ আবু ইসহাককে হিজরী ৪৭৫ সালে নাইশাপুরে সুলতান মালিকের নিকট একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে তাঁর যাত্রাপথে প্রতিটি শহরেই তাঁকে রাজষিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। নগরবাসীরা তাঁর খচ্চরের ক্ষুরের ধুলো পবিত্র মনে করে সংরক্ষণ পর্যন্ত করেছিল এবং যখন তিনি শহরে প্রবেশ করেছিলেন তখন রাস্তা অতিক্রমকালে তাঁর আগমনে উচ্ছসিত ও পরমানন্দে দোকানীরা ভিড় লক্ষ্য করে তাদের পণ্যসামগ্রী ছুঁড়ছিলেন। সাওয়ায় তিনি একজন মহান শান্তি আনয়নকারী হিসেবে সাফল্যের সাথে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সমরখন্দের শাসক উলুগ বেগ কনস্ট্যান্টিনোপলের বিজেতা ওসমানীয়া সুলতানের কাছে আলামা কুশ্কীকে এক শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। সুলতান উলুগ বেগ কুশ্কীর শুধুমাত্র

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না বরং তিনি তাঁর শিক্ষকও ছিলেন যাঁর সাথে তিনি গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নও করেছেন।

শিক্ষকরা ছিলেন বিচারক ও মুফতি

বিচারকের ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষকরা তাঁদের পাঠ্যবিষয়ের সাথে সংশিষ্ট সম্পর্কীয় ব্যাপারেও উদ্যোগী ছিলেন। উদারহণস্বরপ ঃ ফিকাহ্.শাস্ত্রের শিক্ষকরা মুফতি হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করা হত। নিত্যদিনের লেনদেন পরিচালনাকালে সাধারণ মানুষরা যাতে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত না হয় সেজন্য তারা আইন জারী করতেন। যাই হোক, শুধুমাত্র সে সকল শিক্ষক যাঁরা আইনজারী করার *ইজাযাহ্* বা অনুমতিলাভ করেছিলেন শুধুমাত্র তারাই মুফতির দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। একজন মুফতিকে তাঁর চরিত্র ও জ্ঞানের ব্যাপারে কিছু কঠোর শর্ত পূরণ করতে হত। ইমাম মালিকের মতে মুফতি হওয়ার পূর্বে সত্তরজন নির্বাচিত ব্যক্তিত্ব তাঁর পরীক্ষা নিয়ে মুফতি হিসেবে উপযুক্ত বলে রায় না দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শিক্ষকগণ রায় দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ও সতর্ক থাকতেন এবং কোন বিষয়ে তাঁদের অজ্ঞতা থাকলে তাঁরা তা অকপটে স্বীকার করতেন।

শিক্ষকগণ শুধুমাত্র জনগণের আগ্রহেই স্বেচ্ছায় বিচারক ও মুফতির দায়িত্ব পালন করতেন। তবে সাধারণতঃ তারা অনেক কারণে দরবার বা রাজকীয় বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতেন কেননা প্রাথমিক বিবেচনা ছিল যে, তাঁরা ঐ পদে থেকে স্বাধীনভাবে কার্যপ্রণালী পরিচালনা করতে পারবেন না। যখন ইমাম আবু হানিফা রাজকীয় বিচারকের পদ অলংকৃত করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন মন্ত্রী ইবনে হুরায়রাহ্ তখন তাঁকে ১১ দিন ধরে প্রত্যহ দশটি বেত্রাঘাত দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইমামের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে সক্ষম হননি। ইমাম আবু হানিফাকে আবার আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর বিচারক হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। খলিফা তাঁকে উক্ত পদে আসীন করার জন্য বারবার রাজকীয় শপথ নেন, কিন্তু ইমাম প্রতিবারই দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। খলিফার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং হিজরী ১৫০ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২৭]

এবং যখন ইবনে ইদ্রিস এমনি এক প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন, খলিফা হারুনুর রশিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমি আপনার মুখ দেখতে আর ইচ্ছুক নই।" সেবক তখন আত্মমর্যাদায় অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "এবং আমারও সেই একই মত।"

www.pathagar.com

শিক্ষকরা ছিলেন বিপবী

যদিও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না তবুও জনগণের উপর তাঁদের একচ্ছত্র সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য যে কোন সময় ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় নেতৃত্ব দেওয়ার মত তাঁরা দূরদর্শী ছিলেন। এটা বলা হয়ে থাকে যে, জামিয়া আল-আজহার ছিল মিশরের সকল বিপবের উৎস। এটা সুনিশ্চিত যে, শিক্ষার সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তিত্বদের উৎসাহেই মুসলিম জাহানের অধিকাংশ বিপদ সংঘটিত হয়েছিল। মহান পরিবর্তনের পূর্বেও জনগণকে তাঁরা শিক্ষাদান করতেন। মুজাদ্দিদ আলফ্ সানি, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ আহ্মেদ, হাসান আল-বান্না, সৈয়দ কুতুব, ওবায়দুলাহ সিন্ধী সকলেই বিপ-বের সাক্ষী ছিলেন। সাম্প্রতিককালে, কওমী মাদ্রাসার একজন শিক্ষক আয়াতুলাহ্ খোমেনী একটি বিপবের নেতৃত্ব দিয়েছেন যা বিজ্ঞানের এই যুগে কল্পনারও অতীত।

শিক্ষকতার সময়

পশ্চিমা বিশ্ব আবাসিক স্কুল পদ্ধতি সম্পর্কে ভ্রান্তভাবে প্রশংসা করে যেখানে শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের সুষম পরিমার্জন করা যায়। ঐতিহাসিক সত্যটা হচ্ছে যে, ইসলামের শিক্ষা পদ্ধতি সর্বদা আবাসিকই ছিল। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শিক্ষকের দৈনিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে উদ্দেশ্যের একাগ্রতা ও শিক্ষাগ্রহণের প্রতি আকর্ষণ তাই-ই প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রিমিংহাম তার 'ইসলাম ইন সুদান' বইটিতে একজন মুসলিম শিক্ষকের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

> ফজর নামাজের পর পূর্বদিনের পঠিত খলিলের একটি ফিকাহ্ শাস্ত্রের বই পড়ানো।
>
> কুরআনের শিক্ষার্থীদের লিপি সংশোধন, সকালে খলিলের উপর শিক্ষাদান।
>
> কুরআন পাঠের উপর আস-শাতিবির একটি বই অধ্যয়ন।
>
> ফিকাহ্র আরেকটি ক্লাস, জোহরের নামাজ, মধ্যাহ্নে খলিলের উপর শিক্ষা, আসরের নামাজ,তাজবিদ এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের ক্লাস, মাগরিবের নামাজ।
>
> মন্তব্য সহকারে খলিলের বই মুখস্থ করা।

www.pathagar.com

ছাত্রদের কুরআন তেলাওয়াতের সময় শিক্ষকের গা এলিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ।

এশার নামাজ।

ছাত্রদের রাতের আহারকালে শিক্ষকের বিশ্রাম গ্রহণ।

ছাত্রদের সকালে কুরআন তেলাওয়াত। শিক্ষকের খিদমত হতে বিরত থাকাকালে তাঁর কক্ষে জ্বালানো বাতির আলোতে একজন ছাত্র সেখান হতে তাঁকে পড়া শোনায়।

ছাত্রদেরকে নতুন পাঠের প্রতি সজাগ করানো। তারা তাদের লিপিফলক পরিস্কার করে এবং পাঠ লিখে।

তাদের লিখা সংশোধন করা।

ফজরের নামাজ।

খলিলের পূর্ববর্তী পাঠ চিহ্নিতকরণ।

ছুটির দিনে আইনগত মতামত লিখন।

ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের একজন প্রথম সারির শিক্ষক এই সময়সূচীটি অনুসরণ করতেন। এটা সেকালের শিক্ষকদের পেশাগত কাজে তাদের নিঃস্বার্থ আগ্রহ ও আন্তরিকতাই প্রকাশ করে। সাম্প্রতিককালে মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে আর এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃত অর্থে, সুদৃঢ় মনোবল ও সংকল্পের মাধ্যমে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কল্যাণধর্মী পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব। উদ্দেশ্যের সাথেও তার অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্ভব।

শিক্ষকদের নিয়োগ

শিক্ষার আনুষ্ঠানিক রূপলাভ করার পূর্বে প্রাথমিক পর্বে শিক্ষকদের নিয়োগ কঠোর বিধি মোতাবেক ছিল না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি মানুষের গভীর আগ্রহ বিশেষ করে শিক্ষকদের পড়া দলটি যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগে সহায়ক হত। কিছু ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা মনোনয়ন দিতেন, অন্যথায় শ্রেণী বা সাধারণ মানুষেরা সর্বোত্তম ছাত্রদেরকে বেছে নিত। উক্ত পদে নিয়োগ লাভের জন্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রার্থীর প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ এবং তার সাধারণ জনপ্রিয়তা বিবেচ্য হত।

www.pathagar.com

শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী সদস্য ও জনগণের অভিমতই নিয়োগ লাভের প্রধান সহায়ক ছিল। প্রাথমিক পর্বে শাসক রাজন্যরা নিয়োগদানে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু একজন বিদ্বানকে হয়তো উক্ত পদে নিয়োজিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হত। বাগদাদের নিজামীয়া কলেজে ইমাম গাজ্জালীর অধ্যক্ষের পুনঃনিয়োগের দাবি তাদের প্রতিনিধি *মুতাওয়ালির* (প্রশাসক) কাছে ছাত্র ও শিক্ষকরা জানিয়েছিল। যখন ইমাম উক্ত পদে আসীন হতে অপারগ হলেন তখন *মুতাওয়ালি* আব্বাসীয় খলিফাকে ইমামের উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে অনুরোধ করেছিলেন।

নিয়োগলাভের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি ছিল শিক্ষকরা তাদের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী ছাত্রদেরকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদানের মাধ্যমে শিক্ষানবীশের জন্য প্রশিক্ষণ দিতেন অথবা শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে তাদেরকে পড়ানোর সুযোগ দিতেন। শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের পর এই পদ্ধতি শিক্ষণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত রীতিকে গতিশীল রাখত এবং শিক্ষকদের নিয়োগলাভের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করত। নিজামীয়া কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ আবু ইসহাক শিরাজী শিক্ষানবীশ হিসেবে ১০ বৎসরের অধিককাল নিয়োজিত ছিলেন। পাঠ্যচক্রের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রবর ব্যক্তিত্ব কর্তৃক প্রায়ই তাঁর জীবদ্দশায় এইরূপ নিয়োগ দিবেন। যখন দায়িত্ব পালনে অপারগ হতেন অথবা শহর হতে দূরে যেতে বাধ্য হতেন তখন তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রের উপর তাঁর দায়িত্ব সাময়িককালের জন্য অর্পণ করতেন।

ইমাম আবু হানিফার শিক্ষক হামাদ যখন কিছুদিনের জন্য বসরা গেলেন তখন তাঁর স্থলে হানিফাকে নিয়োগদান করেছিলেন। হামাদের অনুপস্থিতিতে শিক্ষক কর্তৃক পড়ানো হয়নি এমন একটি বিষয়ের উপর ছাত্রদের প্রশ্নকালে আবু হানিফা তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি তাদের সকল প্রশ্ন ও উত্তরের বিশ্বস্ত নমুনা সংরক্ষণ করেছিলেন। হামাদ যখন দুই মাস পর ফিরলেন তখন আবু হানিফা তাঁর প্রশ্নোত্তরগুলো তাঁকে দেখালেন এবং এগুলোর ৬০টির মধ্যে ৪০টি উত্তরই সঠিক বলে তিনি রায় দিলেন।

ইমাম শাফিঈ তাঁর মৃত্যুর পর তদ্বীয় ছাত্র বুওয়েতিকে তাঁর স্থলে মসজিদে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই বুওয়েতিকে এ কাজে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যখনই পুলিশ প্রধান বা অন্যকোন নাগরিক তাঁর আইনগত ভাষ্য শুনতে আসতেন, তিনি বুওয়তিকে তার জিহ্বা

www.pathagar.com

হিসেবে অভিহিত করতেন যা তার দীব্যদর্শনকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করত। শিক্ষকরা তাদের পরবর্তী শিক্ষক নিয়োগদানে অত্যন্ত যত্নশীলতার সাথে উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করতেন। ইমাম আবু হানিফা তাঁর প্রিয়তম ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ করতেন এবং বলতেন যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র (আইন শাস্ত্র) পড়ানোর জন্য যদি তিনি কাউকে সনাক্ত করতেন তাহলে তাঁকে উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করতেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় জনপ্রকাশ্যে বক্তৃতার প্রচলন ছিল এবং বক্তৃতাকালে শিক্ষককে যে কেউ উক্ত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে পারত। এই পরিস্থিতিতে বিদ্বান ব্যক্তিরা শুধুমাত্র তখনই বক্তৃতা দিতেন যখন তাঁরা ঐ বিষয়ের উপর সম্যক ধারণা ও জ্ঞানলাভে সক্ষম হতেন, অন্যথায় তাঁরা বিরক্তির কারণ হতেন।

বেতন

উমর বিন আবদুল আজীজ খেলাফতের প্রথম খলিফা ছিলেন যিনি প্রথমবারের মত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি প্রদানের প্রচলন করেন। একদা তিনি আরবের বেদুঈনদেরকে মহানবী (সা.) এর জীবন-প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের জন্য দু'জনকে পাঠালেন; তাদের একজন ইয়াজিদ তার পরিশ্রমের জন্য আর্থিক পুরস্কার গ্রহণ করলেন এবং অন্যজন তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

সে সময়ে, প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা তেমন যথেষ্ট ছিল না। ইবনে খালদুন মামুনের অধীনে একটি শ্রেণীর বেতন রেজিস্টার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সাধারণ অভিমত বা ধারণা ছিল যে, বিদ্বান ব্যক্তিরা রাষ্ট্র হতে রাজকীয় সম্মানী পেতেন—এই ধারণা তিনি সাফল্যের সাথে খণ্ডন করতে পেরেছিলেন।

রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রীতি ও তার কার্যকারিতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হত। ওসমানীয় যুগে বার্ধক্যজনিত কারণে দৈনন্দিন ভিত্তিতে কিছু ক্ষেত্রে নিয়মিত বয়স্কভাতা দেওয়া হয়। অর্থ প্রদান করা হয় সরকারী কোষাগার হতে সরাসরি নতুবা কোনটি সুনির্দিষ্ট শহরের উপর করারোপ করে অর্থ সংগ্রহ করা হত। অনুদান বা বেতনের পাশাপাশি শিক্ষকরা মাঝে মাঝে দয়ালু শাসকদের কাছ হতে অল্প কিছু আর্থিক পুরস্কার পেতেন। একজন প্রখ্যাত বিদ্বান ও শিক্ষক শিয়ালকোটের মোল্লা আবদুল হাকিম তাঁর দেহের ওজনের সম পরিমাণ স্বর্ণ উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। অন্য এক মতে, রৌপ্য দ্বারা তাকে ওজন করা হয়েছিল এবং তাঁকে ছয় হাজার রুপী প্রদান করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। জনগণের চাঁদা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মক্তব) যেখানে শিক্ষকরা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন, নগদে অথবা পণ্যের বিনিময়ে তা পরিশোধ করা হত। অভিভাবক কর্তৃক তাদেরকে বিনামূল্যে খাওয়ানো হত এবং অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া হত। কিছু ক্ষেত্রে, শহরের নাগরিকরা কলেজ শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করত।

মারওয়জি ছিলেন একজন ঐতিহ্যবাদী যিনি তাঁর নিজ রাজ্য খোরাসানে একটি পাঠ্যচক্র (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করলেন, পরিচালনা বাবদ খোরাসানের গভর্ণরের নিকট হতে বাৎসরিক চারশত দিরহাম ও তাঁর নিজ ভ্রাতার নিকট হতে আরও চারশত দিরহাম গ্রহণ করতেন। সমরখন্দের শহরবাসীরাও ঐ একই পরিমাণ অর্থ প্রদান করত।

অবসর ভাতা

কিছু বিদ্বান ব্যক্তি মহাবিদ্যালয় হতে স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ করে তাদের নিজ গৃহে পেশাগত কাজ চালিয়ে যেতেন। সাধারণতঃ তাদের বাসগৃহ সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠকে তারা পাঠদানের জন্য ব্যবহার করতেন। ওসমানীয়দের আমলে কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবসর ভাতা দেওয়া হত। সাধারণতঃ তারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকাকালীন যে অর্থ পেতেন তাই-ই অবসর ভাতা হিসেবে দেওয়া হত।

অবসর গ্রহণ বয়স ও শক্তি সামর্থ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা শিক্ষকদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটলে শুধুমাত্র তাকে সময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হত অথবা অনেক সময় তা রাজকীয় মর্জির উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

বিদ্বান ব্যক্তিদের পরবর্তী বংশধররাও শাসকদের বদান্যতায় আর্থিক সহায়তা পেতেন, বিশেষ করে এমন পরিবার যাদের শিক্ষাদানে অতীত সুখ্যাতি ছিল। ওসমানীয় সুলতান মোহাম্মদ বলতেন যে, তার রাজ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মওলানা ফারানির একজন বংশধরও জীবিত থাকবে ততদিন তার সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও টিকে থাকবে। সুলতান তাই মওলানা ফারানির পৌত্র মওলানা আলাউদ্দিনকে প্রতিদিন পঞ্চাশ দিরহাম করে অনুদান দিতেন; তার বড় ছেলেকে দিতেন পঞ্চাশ দিরহাম এবং ছোট ছেলেকে দিতেন চল্লিশ দিরহাম। তিনি আরও ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছিলেন যে, তাদের বংশধররা ইবনাহ্ কোলের স্থায়ী বিচারকের দায়িত্ব পেতে থাকবে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

ইসলামের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রধানতঃ তিনটি সাধারণ প্রণালী বিদ্যমান ছিল :

প্রথম পদ্ধতিটি '*সারদ*' নামে পরিচিত ছিল। এটা ছিল এক দায়সারা গোছের শিক্ষাদান পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষক পাঠ্যবই কদাচিৎ পড়াতেন এবং কোন শব্দ বা সমস্যাবহুল বিষয়ের গভীরে না যেয়ে অগোছালোভাবে ব্যাখ্যা করতেন; ফিকাহ্ শাস্ত্রের সমস্যাগুলো হালকাভাবে পড়ানো হত অথবা *আস্‌মাউর রিযাল (Asmaur Rijal)*-এর সমস্যাদির জট খোলার চেষ্টা করা হত। এই পদ্ধতি নবীনদের উপর প্রয়োগ করা হত যারা হাদিস শরীফ মাত্র শুরু করেছে এবং হাদিস শরীফের বাহ্যিক জ্ঞানার্জনই যাদের একমাত্র ও প্রথম লক্ষ্য।

অন্য পদ্ধতিটি '*বেহাস ওয়া হাল*' *(Behas Wa Hall)* নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১ নতুন শব্দগুচ্ছকে ব্যাখ্যা করা এবং হাদিস শরীফ অনুসারে তার সমার্থ তুলে ধরা।
২ হাদিস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারানুসারে অজ্ঞাতদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান।
৩ হাদিসের বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে যায় অথবা হাদিসের মতের বিরুদ্ধে যায় তার সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করা।

এই পর্যায়ে আলোচনা তেমন ব্যাপক আকারে হত না। শিক্ষক উক্ত বিষয়ের এক পরিমিত ব্যাখ্যাদানেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যাই হোক, প্রাথমিক পদ্ধতির তুলনায় তথ্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনেক ব্যাপক ও গভীরতর ছিল। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ হাদিস শিক্ষাদানেই প্রয়োগ করা হত।

তৃতীয় পদ্ধতিটি ঈমান ও *তাআয়াম্মাক (Ta'ammuq)* নামে পরিচিত ছিল যেখানে এই বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ করা হত। প্রতিটি শব্দ ও ভাব বিস্তারিত আলোচনা এবং তার ব্যাখ্যাদান করা হত। সমার্থক শব্দের মাধ্যমে অর্থের ব্যাখ্যাদান করা হত, প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য যথার্থভাবে তুলে ধরা এবং একটি সুনির্দিষ্ট শব্দের ব্যাখ্যাদানকালে এর পেছনের ঐতিহাসিক লুকায়িত মমার্থ উপস্থাপন করা হত : শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বৃতি তাতে স্থান পেত। শব্দের উৎস

www.pathagar.com

এবং সময়ের আবর্তনকালে শাব্দিক অর্থের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা যথার্থরূপে উপস্থাপন করা হত। হাদিসের বাইরের ফিকাহর সমস্যাগুলো উদ্বৃতিসহযোগে সহযোগী বইয়ের নামে উলেখ করা হত। সংক্ষেপে, প্রতিটি কোণ্ হতে বিষয়বস্তুর উপর বক্তৃতা দেওয়া হত এবং এ বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাসা লুকায়িত থাকত না। ব্যাপক জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে অভিভূত করাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল না বরং তাদেরকে ভালভাবে বিষয়টি বুঝানো এবং যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে তাদেরকে ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে মানিয়ে চলার উদ্দেশ্যেই এমন শিক্ষাদান করা হত। এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে, এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র উচ্চতর পর্যায়ের বিদ্যার্থীদেরকেই শিক্ষাদান করা হত।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক সমাজে তিনটি শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়:

> মহানবী মুহম্মদ মোস্তফা (সা.) এর সাহাবীগণ, তাদের অনুসারী এবং *উলেমাগণ* ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা সার্বক্ষণিক শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা শিক্ষা দিতেন এ কারণে যে, ইসলাম অনুসারে যাঁরা ইসলামের পতাকাতলে রয়েছেন তাঁদের উচিৎ তাঁদের আহরিত জ্ঞান অপরকে দান করা। একই সময়ে তাঁরা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বসমূহও পালন করতেন।
>
> দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকরা তাঁদের অধিকাংশ সময় শিক্ষাদানে ব্যয় করতে আত্ম নিবেদিত ছিলেন। ধর্মীয় ইতিহাসবেত্তাগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আইনানুসারে, বিত্তবান মুসলমানরা এ কাজে নিয়োজিত থাকতেন। শিক্ষকরা, যাই হোক, শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য জীবিকার পথ খুঁজতেন কেননা শিক্ষার্থীদের কাছ হতে শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ সাহায্য আশা করা হত না।
>
> তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকরা শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দিতেন। তাঁরা সাধারণতঃ খুব দরিদ্র ছিলেন অথবা যুদ্ধবন্দী ছিলেন। তাঁদের কারো কারো অন্য পেশা ছিল, অবশিষ্টদেরকে *বায়তুল মাল* (সরকারী কোষাগার) হতে মানসম্মত সম্মানী দেওয়া হত।

ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রতর পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ হওয়া অপেক্ষা উদ্দেশ্য বহুল ও ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হত। মুসলিম সমাজে শিক্ষকরা

www.pathagar.com

পৃথকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা প্রয়োগবিদ হতে ইচ্ছুক ছিলেন না; মুসলিম সমাজে তখনও শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। শিক্ষকরা তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতেন না বরং শিক্ষিত হতেন; পৃথক হওয়া নয় বরং সংযুক্ত হতেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের সাথে সংশিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাঠ্যবইয়ের প্রচলন শুরু হল তখন '*ইযাজাহ*' ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র। একজন শিক্ষকের অধীনে যিনি পড়েছেন তিনি তাঁর বই হতে পড়ানোর অনুমতি নিতে পারতেন। যে বই পাঠ্য হিসেবে অনুসরণ করা হত তার অনুমতি সাধারণতঃ ঐ বইয়ে লিখা থাকত। কখনো কখনো কোন শিক্ষকের মৃত্যুর পর তাঁর বই পাঠ্য হিসেবে পড়াতে হলে ঐ শিক্ষকের উত্তরাধিকারীদের কাছ হতে অনুমতি নিতে হত। ইবনে খালিকান লিখেছেন যে, তিনি শুনেছিলেন ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে হিবাতুলাহ শাহী বুখারী ব্যাখ্যা করতেন যিনি ১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজামীয়ায় আবুল ওয়াক্ত এর অধীনে তা পড়ে এটা আবার পড়ানোর অনুমতি পেয়েছিলেন। আবুল ওয়াক্ত ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তা শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আবুল হাসান আব্দুর রহমানের কাছে যিনি আবার ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবু মুহাম্মদ আব্দুলাহর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করে তা পড়ানোর অনুমতি পেয়েছিলেন। আবু মুহাম্মদ আব্দুলাহ আবার তাঁর শিক্ষক ইবনে মাতার নিকট হতে ৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তা পড়ানোর অনুমতি পেয়েছিলেন যিনি স্বয়ং এটির লেখক ইমাম বুখারীর অনুমতি সাপেক্ষে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। স্বয়ং বুখারীর অধীনে ইবনেমাতার এটি দু'বার পড়েছিলেন, প্রথমবার ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। শাহী বুখারী রচনার তিনশত বছর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এইভাবে একজন শিক্ষক তা পড়ানোর লিখিত অনুমতি পেলেন।

শুধুমাত্র লেখকের অনুমতি পাবার পরই একজন শিক্ষক ঐ বই পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন এবং লেখকের অনুমতি পাবার পর তখন মাত্র একজন শিক্ষক তা হতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। একজন শিক্ষক যখন সাধারণ বৈধতা (*ইযাজাহ আয়ামা*) দিতেন তখনই কেবল একজন শিক্ষক তার সব লিখা হতে পড়ানোর অনুমতি পেতেন। দামেস্কে ইবনে বতুতাকে এমন শিক্ষাগত যোগ্যতারসনদ বা 'ডিপোমা' দেওয়া হয়েছিল। সে সময় ভীনদেশী বিদ্বান কর্তৃক বহু '*ইযাজাহ*' গ্রহণের এক সাধারণ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রফেসর খুবা বক্শের

www.pathagar.com

মতে, দুটি উদ্দেশ্যে এই *ইযাজাহ* দেওয়া হত : "সেটা ছিল লেখকের অধিকারের প্রতি তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি এবং অনুমতি প্রদানের যোগ্যতার সনদ।"[২৮]

মকরিজিকে তাঁর শিক্ষক আবু হাইয়ান কর্তৃক প্রদত্ত ইযাজাহটি নিম্নরূপ :

> আমি তোমাকে এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি (আল্লাহ্ তোমাকে সফল করুন) যে, আমি স্পেন, আফ্রিকা, মিশর এবং হিজাহ্‌র শিক্ষকদের নিকট হতে যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং যা কিছু আমি সিরিয়া এবং ইরাকে শিক্ষাদানে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি।[২৯]

শিক্ষকের মর্যাদা

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরা অনন্য মর্যাদা লাভ করতেন। তারা অনন্য নৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব উপহার দিয়েছিলেন যা বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সামাজিক গঠনের সমকক্ষ নয় বরং আরও অনেক বেশি মর্যাদাশীল ছিল। সেকালে কোন ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা আজকের সমাজের মত এত ঠুনকো ও সহজ ছিল না। তবে অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষকরা এত স্বচ্ছল ছিলেন না কিন্তু সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি ছিল না; একজন ব্যক্তির মূল্যায়নে তখন অপরজনকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে মাপতে হত।

শিক্ষকের মর্যাদা মাপা হত তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য জমায়েত হওয়া মানুষের ভীড়ের মাধ্যমে এবং তাঁর আগমনের সময়ে মানুষের স্বাগতম জানাতে অথবা তাঁর প্রস্থানের সময় বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসা মানুষের ভীড়ের মাধ্যমে। একজন বিদ্বানের প্রকৃত জনপ্রিয়তা যাচাই করা সম্ভব হত তার মৃত্যুর পর অন্তিম বিদায়ের বেলায় আগত মানুষের ভীড়ের মাধ্যমে।

শিক্ষার ভূবনে একজন শিক্ষকের গুণাবলীর দ্বারা তার মূল্যায়ন করা হত। তাদের কাছ হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিদ্যার সুখ্যাতির মাধ্যমেই তারা পরিচিতি লাভ করতেন। তাদের বক্তৃতাকালে উপস্থিত শিক্ষকদের মুহূর্মুহু করতালি বা সমর্থন ছিল তাদের জনপ্রিয়তা ও তাদের কাজের গুণাবলী যাচাইয়ের আরেক মাপকাঠি—সেকালে এ ছিল এক সাধারণ রেওয়াজ।

সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজ শিক্ষকের প্রকৃতি ও মেধা নির্ধারণ করত। শাসক, রাজন্য ও কুলীন সম্প্রদায় হতেও তারা স্বীকৃতি পেতেন।

www.pathagar.com

সকল সমাজে তাঁদের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করা হত। তিনি একজন আলেম এবং কুরআন, হাদিস এবং ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন বলে মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতেন। মধ্যযুগে এমনকি খলিফা এবং সুলতানরা পর্যন্ত উলেমা ও *ফুকাহাদেরকে* অত্যন্ত সম্মান করতেন। উমাইয়া খলিফারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফুকাহাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন আবু ইসহাক সিরাজী সুলতান মালিক শাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তখন হাজারো মানুষ তাঁর পদচুম্বন করতে জড়ো হয়েছিল এবং তাতে তাঁর চলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। যারা তার সান্নিধ্যে আসতে পারছিল না তারা তাঁর ঘোড়ার লেজ চুম্বন করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

মহান শিক্ষক আলামা ইবনে মুয়াউইয়া ছিলেন অন্ধ। একদিন তিনি যখন তাঁর হাত ধুতে চাইলেন তখন খলিফা হারুন আল রশদ স্বয়ং একটি পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিয়েছিলেন। হারুনের ছেলে আমিন এবং মামুন তাঁদের শিক্ষকের পায়ে জুতা পরানোর জন্য পরস্পর ঝগড়া করত।

সমকালীন সমাজে শিক্ষকদের ভূমিকা

সমকালীন সমাজে শিক্ষকদের ভূমিকা—বিশ্ব প্রেক্ষাপট : ১৯৭৫ সালের ২৭ আগষ্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেনেভায় ইউনেস্কোর ৩৫তম অধিবেশনে শিক্ষার আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ICE) অনুষ্ঠিত হয় যেখানে একজন শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হয় :

> বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা সম্পর্কে সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের শিক্ষক ও প্রশাসকদেরকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তাদেরকে বুঝতে হবে যে, তাদের ভূমিকা এবং কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট নয় কিন্তু সমাজ ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনে ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে তাদেরকে সম্পৃক্ত থাকতে হয়।
>
> শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও গোটা বিশ্বে শিক্ষকদের সুবিন্যস্তকরণ সত্ত্বেও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক ও আইন প্রণয়নে শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে নব নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এই রকম বিশেষণে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিত্বদের

www.pathagar.com

পেশাগত জীবনালেখ্য সমাজে তাদের সুস্পষ্ট ভূমিকা ও কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

মূল্যায়ন সুনিশ্চিত করা উচিত এ কারণে যে, পদমর্যাদার অস্তিত্ব শুধুমাত্র সেবাদানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং ভবিষ্যত শিক্ষকরা শিক্ষকদের ভূমিকার পরিবর্তন সম্পর্কে সজাগ থাকবে এবং নতুন নতুন ভূমিকা ও কার্যকলাপ গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে।

১ ইদানিংকালে শিক্ষকরা আধুনিক শিক্ষার যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি প্রয়োগের সকল সুবিধা গ্রহণ করে নতুন শিক্ষার কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকেন। তিনি একাধারে একজন প্রশিক্ষক ও একজন পরামর্শক যিনি তার ছাত্রদের সামর্থ্য ও আগ্রহের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন কিন্তু তথ্যের উৎস বা জ্ঞানান্তরের কদাচিৎ ভূমিকা পালন করেন; একজন শিক্ষক এইভাবে তার ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক বহির্বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত দিতে সাহায্য করে থাকেন।

২ যখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্দেশনার মাঝে আর সীমাবদ্ধ থাকলো না বরং শিক্ষক তার নির্দেশনামূলক দায়িত্ব হতে বিচ্যুত হলেন, তিনি এখন সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তার ছাত্রদেরকে সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, উৎপাদনশীল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করানোর জন্য আরও দায়িত্বশীল হলেন। একজন শিক্ষককে তার ছাত্রদেরকে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত কাজে এবং এই সকল কার্যক্রম সংঘটিত করতে এখন আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।

৩ স্থানীয় সমাজে পেশাজীবী এবং নাগরিক হিসেবে শিক্ষকের উপর যে গুরু দায়িত্ব—তা পালনে তাকে আরও যত্নশীল হওয়া উচিত, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ প্রয়োগে তাকে আরও সচেতন হতে হবে।

৪ এখন এটা সুস্পষ্ট যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা শিক্ষক এবং তার ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপককভাবে নির্ভরশীল, আধুনিক সমাজের শিক্ষক হিসেবে তিনি শিক্ষা প্রক্রিয়ার আরও সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন। শিক্ষকের

www.pathagar.com

> সহকর্মী ও অন্যান্য প্রতিনিধি তাকে এ ব্যাপারে আরও সহযোগিতা করতে পারেন এবং অভিভাবক ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট সমাজের সকলকে তাকে সাহায্য করা উচিত।

এটা সত্য যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত জীবনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন একজন শিক্ষকের ভূমিকা ও কার্যপ্রণালী প্রভাব বিস্তার করে, এ সকল পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা একজন ব্যক্তিকে ভবিষ্যত শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো প্রশিক্ষণকালে এবং একজন শিক্ষকের মানসিক প্রস্তুতি এবং আরও প্রশিক্ষণ এবং স্ব-শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিদ্যমান শিক্ষা সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে সহনীয় আইন, নিয়ম-কানুন, পেশাগত মর্যাদা প্রসঙ্গে আরও নমনীয় হতে হবে; তাতে শিক্ষকদের সংশিষ্টতা ও শিক্ষণ কার্যক্রমে যথার্থ শিক্ষা সম্পর্কীয় ভূমিকার গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে যা জীবিকা ও তার উন্নয়নে আরও উদ্দীপনার প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে। সর্বজন স্বীকৃতির অনুমোদন এবং সত্যয়ন প্রক্রিয়া শিক্ষকদের নতুন ভূমিকাকে আরও তরান্বিত করবে। একজন শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে তার নতুন ভূমিকা ও কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকতে সমর্থ থাকবেন এবং আজীবন শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষকদের পাঠ্যসূচীর উন্নয়নে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকা উচিত।

সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষায় নিম্নে উলেখিত কর্মসূচীসমূহ থাকা বিবেচ্য :

১ শিক্ষকদেরকে সাম্প্রতিককালে তাদের ভূমিকা এবং কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে হবে এবং ভবিষ্যতের শিক্ষকদের শুধুমাত্র তার নির্দেশনামূলক ভূমিকা নয় বরং সমাজ তার কাছ হতে তার ভূমিকা ও কার্যপ্রণালীর বৈচিত্র প্রত্যাশা করে। শিক্ষকরা এখন আরও বেশি বিভিন্ন পাঠ্যসূচী বহির্ভূত এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে সংশিষ্ট এবং তারা শিক্ষকতা ও শৈশবের শিক্ষা সহযোগে একক ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে ভূমিকা পালনে সক্ষম বিধায় তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

২ শিক্ষার্থীদের কল্যাণার্থে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সকল সুবিধা ও সম্পদ সার্থকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের গড়ে তুলতে হবে।

৩ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পনের মাধমে শিক্ষকদের নতুন ভূমিকা এবং কার্যপ্রণালীর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে ঘনিষ্ট সম্পর্ক উন্নয়নে ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যম, দায়িত্বপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে তাদের মানসিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।[৩১]

'শিক্ষক' শব্দটির মাধ্যমে এমন একজন ব্যক্তিত্ব বুঝায় যিনি অনানুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে বক্তিগত প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন অথবা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, দক্ষ বা আত্মবিশ্বাসী এবং তিনি এমন পরস্থিতিতে তাতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। এ ধরনের ভূমিকা অনুশীলন স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্থায়ীভাবে কেউ শিক্ষক হওয়ার দাবি জানাতে পারে না, যেহেতু পরিস্থিতির পরিবর্তন অথবা তার চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সে পদ দখল করতে পারে।

যিনি শিক্ষাদান করতে চাইবেন অথবা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেবেন, তাকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও শিক্ষকদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে; তাকে অবশ্যই ব্যাস্টিক ও সামস্টিক সম্পর্কে জটিল ও অনানুষ্ঠানিক পর্যালোচনা করতে সক্ষম হতে হবে এবং অবশ্যই দায়িত্ব আরোপকালে দক্ষতার উন্মেষ ঘটাতে হবে।[৩২] একজন শিক্ষককে অবশ্যই সামাজিক কাঠামোর অধীন তার শিক্ষার্থীদেরকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের উন্নতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।[৩৩]

একটি বিদ্যালয় হচ্ছে এমন এক কৌশল যেখানে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সুনিশ্চিত করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়। এই সমস্যাগুলি স্থান হতে স্থানে এবং সময় হতে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। শিক্ষকদেরকে তার সুনির্দিষ্ট সমাজে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, "শৈশব শিক্ষা" (সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি যেখানে অনেক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সমাবেশ ঘটে) এবং 'শিক্ষা' এর মাঝে সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং উদ্দেশ্যগুলির প্রকৃতি অনুসারে সমাজ তাকে সে দায়িত্ব অর্পণ করে।

www.pathagar.com

সমাজের দৃষ্টিতে শিক্ষক এখন আর শুধুমাত্র প্রচলিত জ্ঞানের দিশারী নন, শিক্ষার ধারক শিক্ষক এখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং শুধুমাত্র তার গতানুগতিক শিক্ষাদানের নিজস্ব গণ্ডিতেই নয় বরং উদ্যমী, পাঠ্যসূচীর রচনাকারী ও পাঠ্যদানের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিশু অথবা বৃদ্ধ যে হোক না কেন তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য বা বাতিলযোগ্য প্রচলিত বিশ্বাস ও পুরানতত্ত্ব এবং সমাজের কেন্দ্রীয় ধ্যান-ধারণার পরিমার্জন সাধনে গতি আনতে সক্ষম হতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষা ও সৃজনশীল উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ ও সৃজনশীল উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। শিক্ষকের আন্তরিক উদ্যমে তার ভূমিকার পরিবর্তনের মাধ্যমে এভাবে সমাজের জন্য এক ভিন্নতর সৃজনশীল ও কল্যাণকর প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা হতে পারে।

শিক্ষকের এই ভূমিকায় জ্ঞানের স্থানান্তরের বাইরে অন্যান্য অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে (যদিও সে সঠিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সবকিছু করে এবং তার প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তা গ্রহণে নিশ্চিতভাবে সক্ষম হয়)। সে সর্বদা সচেতন থাকে যে, শিক্ষাদান কিভাবে জ্ঞানের অন্বেষণ, স্বযুক্তিপূর্ণ ও আত্তীকৃত করে এবং আরও জ্ঞানার্জনের ভিত্তি হিসেবে চিন্তা ও উদ্দেশ্যের গঠন ও পরিবর্ধন এবং নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। তিনি উৎস বা জ্ঞানের বাহকের পরিবর্তে বরং উৎসের নির্দেশক হিসেবে, সুযোগের সদ্ব্যবহারকারী এবং জরিপ ও চিন্তা প্রক্রিয়ার নির্দেশক হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকেন। বিদ্যার্থীর শিক্ষার জন্য তার জ্ঞান উপাদান হিসেবে নয় বরং আধিপত্য বিস্তারের জন্য, কিন্তু একজন অনুঘটক হিসেবে শিক্ষা ও তার বৃদ্ধিতে উৎসাহদানকারী যার ফলে মানবীয় সক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রসারণের মধ্যকার বিভেদে তিনি নির্ভীক।[৩৪]

শিক্ষক যখন জ্ঞানদাতা হন তখন শিশুদের নিকট হতে তার বেশ সামজিক দূরত্ব সুনিশ্চিত হয়। যাই হোক, যখন তাকে ফিলিপাইনে সমাজ উন্নয়নকারী, আচরণ পরিবর্তনকারী ও সমাজকর্ম হিসেবে দেখা যায়, তার তখন ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয় যা একমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হয়।

যখন একজন পুরুষ বা মহিলা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত তখন গভীর ও সৃজনশীল এক ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবেন। শিক্ষক তখন আর জ্ঞানবহরের আড়ালে লুকাতে অথবা উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের সাথে মাথা নিচু করে থাকা বাচ্চাদের নির্দেশ করতে পারেন না। শিক্ষক এখন আর এমন বিদ্যালয় শিক্ষক নন যার কাছ হতে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র জ্ঞান ও নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে। তার লক্ষ্য হচ্ছে তাদের

www.pathagar.com

মনকে প্রশান্ত করা এবং তাদের চিন্তা, শিক্ষাগ্রহণ, আচরণ এবং সৃজনশীলতার বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করা। এইভাবে, একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের পাশাপাশি সম্প্রদায় ও জনগণের সামাজিক নেতৃত্বদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পেশা খুঁজে পান; উদাহরণস্বরূপ, কিশোর যে সবেমাত্র শিক্ষালয় ত্যাগ করেছে কিন্তু কর্মময় জীবন শুরু করেনি অথবা পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমজীবি, তার দায়িত্ব শিক্ষালয়ের দরজা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে তিনি একজন সমাজ নেতা, বিদ্যালয়ের বাইরে ও বিদ্যালয় সময়সূচীর পরেও তিনি একজন শিক্ষক।

একটি বিদ্যালয় দ্বৈত ভূমিকা পালন করে; একটি হচ্ছে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম যা নতুন প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলে এবং অন্যটি হচ্ছে বিদ্যালয় বহির্ভূত কার্যক্রম যা সমাজের বয়স্কদের সংঘটিত করে। একজন শিক্ষানবীশ শিক্ষককে অবশ্যই তিনটি কার্যক্রম পালনে প্রস্তুত থাকতে হবেঃ শহুরে তথা আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে; একজন পরীক্ষিত শিক্ষক হতে হবে যিনি তার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন সহকর্মীদের স্থায়ী পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন; এবং তাকে স্থানীয় সমাজ সংক্রান্ত সংঘের কার্যাবলীর একজন স্থায়ী মাধ্যম হতে হবে।

শিক্ষকতা পেশায় কিছু জটিল কার্যক্রম বিদ্যমান এবং কোন পরিস্থিতিতেই শিক্ষকের ভূমিকাকে লংঘন করা যাবে না। আমরা যেমন শর্তহীনভাবে বলে থাকি যে, একজন রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য একজন ডাক্তার প্রয়োজনীয় পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করবেন, তেমনিভাবে আমরা শর্তহীনভাবে বলি যে, শিক্ষার প্রসার ঘটানোই একজন শিক্ষকের দায়িত্ব। শিক্ষকের 'ভূমিকা' অবশ্যই উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না এবং আচরণগত অভ্যাসের কারণে মূল কার্যক্রমের পরিবর্তন হবে না।

আধুনিককালে শিক্ষকের ভূমিকা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত বিধায় প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তির সময় অত্যন্ত মেধাবী ও মননশীল শিক্ষক বাছাইয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। যাই হোক, দূরদর্শী শিক্ষক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শিক্ষকতা পেশা ও উচ্চতর শিক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট ও আবিষ্ট এবং সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হন। শিক্ষকের ভূমিকার আশাব্যঞ্জক কার্যকরী পরিবর্তনের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন উদ্দেশ্য সাধন এবং উৎসাহজনক ফলাফল প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ১৯৭৫ সালে শিক্ষার উপর অনুষ্ঠিত Internatonal Conference

www.pathagar.com

on Education (ICE) শিক্ষকের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যিকতা সুস্পষ্টভাবে উলেখ করেছে :

> ... সেবাদানরত ও ভবিষ্যতের শিক্ষকদেরকে তাদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন, সজাগ ও প্রস্তুত থাকার জন্য শর্ত আরোপ করা অত্যাবশক এবং সকল শ্রেণী ও পর্যায়ের সেইসব শিক্ষক ও প্রশাসকদেরকে বর্তমানকালের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাদের উপলদ্ধি করতে হবে যে, তাদের ভূমিকা ও কার্যক্রমসমূহ পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় নয়, তবে সেগুলি সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রভাবের উপর সততই নির্ভরশীল।[৩৫]

শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রারম্ভেই এই আবশ্যকতা চিহ্নিত ও সমর্থনে সচেষ্ট থাকতে হবে। এটা অভিযোজন বা অনুচিন্তনের মত প্রয়োগ হতে পারে না।

শিক্ষণের শিক্ষাগত মূল্যায়নের বিচারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার শর্তগুলি শিক্ষকের গুরুত্বহীনতা স্বীকার করে না। প্রকৃত অর্থে, শিক্ষক শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়নকারীই নন, বরং সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে পরিবর্তনশীল বর্তমান ভূমিকায় শিক্ষকের দায়িত্ব আরও অনেক বেশি জটিল এবং কঠিন যা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষকের বর্তমান ভূমিকা অভিভাবকের স্ব-গৃহের ভূমিকার সমতূল্য। তবে শিক্ষাদানে পরিবারের ভূমিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মত অবশ্যই আনুষ্ঠানিক নয়। সুনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক কাঠামোতেও এমন মাতা-পিতা খুব কমই রয়েছে যারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যদিও সে রকম পারিবারিক কাঠামোতে তারাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত। এটা সম্ভবপর এ কারণে যে, তারা যেহেতু একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত পারিবারিক কাঠামো রচনা করেছেন যেখানে খুব কমই সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।[৩৬]

এতদসত্ত্বেও, সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষকের শৃঙ্খলা আনয়নকারী ও কার্যপ্রণয়নকারীর ভূমিকা হতে তাদেরকে পরিত্যাগ করা যাবে না। এই শ্রেণী ছিল সর্বোত্তমভাবে একক আনুষ্ঠানিক কাঠামো, তবে এমন সমষ্টিগত দল নয় যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশা করা হত। ক্রমান্বয়ে, যদি এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হত যেখানে শৃঙ্খলা বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশক, তবে শিক্ষককে সেখানে সে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।[৩৭]

www.pathagar.com

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রকৃতির শিক্ষণ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব সনাতন পদ্ধতির মতই মহান হলেও তা হচ্ছে ভিন্ন প্রকৃতির। যদি তত্ত্বাবধানকে এমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়, তবে শিক্ষক তার প্রকৃত অবস্থান পরিত্যাগ করতে পারে না। তিনি অবশ্যই সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার মতই শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেন, তবে তা অবশ্যই ভিন্নতর পদ্ধতিতে যেখানে বুদ্ধিমত্তা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য।[৩৮]

শিক্ষকের ভাবাদর্শগত ভূমিকা

শিক্ষকের সকল শিক্ষা এক বিশেষ ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি কর্মকাণ্ড সুনির্দিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণ কিংবা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষাগত ভাবাদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যদিও সে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট নাও হতে পারে। শিশুদের জন্য মূল্যবিহীন শিক্ষা যেমন অলীক, ঠিক তেমনিই মূল্যবিহীন শিক্ষক প্রশিক্ষণেরও অস্তিত্ব নেই।[৩৯] এই বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উদাহরণ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের মতই অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক বিশ্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মহান উদ্দেশ্য অসংখ্য দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে (সাধারণত আশাব্যঞ্জক বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে)।

> যদি শিক্ষকের সৃজনশীল কাজ প্রকৃতই সুচিন্তিত ও প্রস্তুতিসাপেক্ষ হয়, তাদের শিক্ষণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিজ্ঞতা, জ্ঞান, শিশু ও কাজের প্রতি ভালবাসা এবং শিশুর মানসিকতা গঠনের দক্ষতা সন্দেহাতীত হলে স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কেমন হল তা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। শিক্ষকরা যারা লেলিনের ভাবাদর্শে দীক্ষিত, ঐকান্তিকভাবে তাদের দেশকে ভালবাসে; দেশ,সমাজ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকে, তারা তাদের সকল কাজে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও জনগণকে জীবনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষাদান করে থাকেন।[৪০]

এটা এক স্বচ্ছ ও বড় ধরনের বক্তব্য যা শিক্ষকের ভাবাদর্শগত ভূমিকার উপর সর্বশেষ আকাঙ্খা আরোপ করেছে। এমনকি দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপনেও শিক্ষকের ভাবাদর্শগত ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

> অনেক অল্প বয়সী শিক্ষক এবং শিক্ষণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের স্নাতকধারীরা বাস্তব জীবন ও লেলিনের জীবন ও কর্মের ভিত্তিতে জনগণকে প্রকৃত শিক্ষাদানে যথাযথভাবে প্রস্তুত নয়। তারা তাদের শিক্ষাগুরুর কাছ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং তা তারা অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শিক্ষণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মাঝেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নতির উপর গুরুত্বারোপ বিলীন হয়ে যায়নি।[৪১] সোভিয়েট শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ বার্তায় এ ধরনের অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং এটা সেখানে নতুন কিছু নয়। ভাবাদর্শগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা আরও কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়াই হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রধান কাজ। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সমগ্র শিক্ষাক্রমের প্রায় ১৪-১৯ শতাংশই ছিল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যেখানে প্রতিটি স্তরেই রাজনৈতিক অথবা ভাবাদর্শগত কোর্সসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিপব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের দাপ্তরিক দলিলে শিক্ষকদের এই ভাবাদর্শগত কাজের উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত কর্ম নিয়ন্ত্রণ নীতিসমূহ প্রকাশিত হয় এমনিভাবে :

> যেহেতু শিক্ষকরা আমাদের পিতৃভূমির নব প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জাগরণের মহান দায়িত্ব বহন করে, সেহেতু তারা অবশ্যই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত স্তরের ক্রমাগত উন্নয়নে অবদান রাখে এবং তাদেরকে (শিক্ষার্থীদেরকে) জাগ্রত ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে থাকে।[৪২]

শিক্ষকদের মৌলিক ও প্রধানতম কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকদের তাই শিক্ষার উৎস বা উদ্দেশ্যের প্রতি অনুরাগ থাকা এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট থাকা উচিত। শিক্ষকদের মৌলিক বা গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাসমূহ হচ্ছে :

> উত্তম শিক্ষাদান করা। শিক্ষকতার পদ্ধতিসমূহ অধ্যয়ন, শিক্ষকতার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন সাধন এবং শিক্ষকতাকে সর্বোত্তম পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। বিদ্যার্থীদেরকে প্রগাঢ় ভালবাসায় সিক্ত ও উষ্ণতায় ভরিয়ে

www.pathagar.com

> তুলতে হবে, তাদের কাছ হতে দৃঢ়ভাবে কাজ আদায় ও পথ প্রদর্শনে সাহায্য করতে হবে, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক সক্ষমতার উন্নয়ন সাধন এবং ভাবাদর্শগত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে চিন্তায় ও আচরণে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে। অধ্যাবসায়ের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। রাজনীতি ও মার্ক্সীয় লেনিনিজম এবং মাও সে তু-এর অবদান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিজ পেশার উপর অধ্যয়নে কঠোর পরিশ্রম ও নিজ বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত স্তরের এতিহ্য রক্ষার্থে ক্রমাগত সচেষ্ট থাকা উচিত।[৪৩]

একই রকমভাবে, এই দলিলের আর্টিকেল ৩২ ও ৩৫ এ "সাধারণ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার বিধিসমূহ" শিরোনামে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদ কর্মরত শিক্ষকদের ভাবাদর্শগত ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন এইভাবে :

> **আর্টিকেল ৩২** : একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের নেতৃত্বদানকারীরূপে থাকবেন। তিনি নতুন প্রজন্মের বিদ্যার্থীদেরকে নির্দেশনা ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সরকারের সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকবেন।
>
> **আর্টিকেল ৩৫** : একজন শিক্ষকের মৌলিক বা প্রধান দায়িত্বসমূহ হচ্ছে: শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞানের মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞানদান, তাদের মাঝে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ জাগ্রত করা, বিদ্যালয়ের শিশুদের আগ্রহবোধ ও সামর্থের উন্নয়ন সাধন করা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধের উন্মেষ ঘটানো, বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তোলা; তাদের ব্যক্তিক চারিত্রিক ও বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করা; পিতা-মাতা বা অভিভাবক ও সমাজের সাথে সমন্বয় সাধন করা; শিক্ষণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা বা তত্ত্বসমূহ প্রচার করা; এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার ভাবাদর্শগত ও তত্ত্বীয় স্তরে এবং শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত যোগ্যতাসমূহের উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষকতায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও শৈশব শিক্ষাদানের উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে দায়িত্ব সহকারে কাজ করে যাবেন; শিক্ষক তার প্রাত্যাহিক কাজের মাধ্যমে, তার আচরণে এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক রীতি-নীতিসমূহ

www.pathagar.com

> নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক অনুপম আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য সদা সচেষ্ট থাকবেন।[৪৪]

সকল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে একই রকমভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপণীত হতে সাহায্য করে যে, উদীয়মান শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই পর্যাপ্ত ভাবাদর্শগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

মুসলিম শিক্ষকের ভূমিকা

বিশেষত: ধার্মিক শিক্ষকের ক্ষেত্রে সকল ভাবাদর্শগত শিক্ষা প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকই হচ্ছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রতূল্য। মুহাম্মদ (সা.) শিক্ষকতাকে উপভোগ করেছেন এবং তাঁর চারপাশের সকলের উপর বিস্ময়করভাবে দারুন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যাই-ই বলেছেন বা করেছেন সকল কিছুই সাহাবীদেরকে সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর মাধ্যমেই নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য ইসলাম ধর্ম থেমে থাকেনি। কেননা, তিনি তাঁর জাতির শিক্ষকদেরকে তাঁর শিক্ষার প্রচারণার প্রতি যথার্থই দায়িত্বশীল করে তোলেন। তিনি বলেন: "শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নবী হওয়ার উত্তরাধিকারী।"[৪৫]

এই প্রথা সমাজে শিক্ষকদের ভূমিকা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলে। নবীজির উত্তরাধিকারী হিসেবে একজন শিক্ষক ইসলামী সংস্কৃতি এবং এ সমাজের মূল্যবোধের ধারক হিসেবে পরিগণিত ও এভাবে তিনি বলিষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি সাংস্কৃতিক প্রথা সংরক্ষণ করে প্রজন্ম হতে প্রজন্মে তা ছড়িয়ে দেন এবং এ উপায়ে সমাজের সম্ভবপর বৃদ্ধি ও তা চলমান রাখেন। তিনি 'ইজতিহাদ'—"ইসলামের অবকাঠামোতে আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ (এবং উন্নতি)"[৪৬] এর মাধ্যমে নব্য সামাজিক বাস্তবতা ও সনাতন সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্যকার "সাংস্কৃতিক বৈষম্য" দূরীকরণে আরও দায়িত্বশীল হন—এবং এভাবে তরুণ-তরুণীদের ক্রম পরিবর্তিত সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি শিক্ষা দেন। তিনি এ কারণে দ্বৈত ভূমিকা বা দায়িত্ব পালন করেন : "বর্তমান সাংস্কৃতিক রীতি বা প্রথাসমূহ সংরক্ষণ; এবং সংস্কৃতির প্রকৃত সত্ত্বা ও আধুনিক যুগের বর্তমান সত্ত্বার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি তা চলমান রাখেন।"[৪৭]

www.pathagar.com

একজন মুসলিম শিক্ষক ব্যক্তিকেন্দ্রীক নন বরং তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি হচ্ছেন সকল শিক্ষা কর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই শিক্ষাক্রম রচনা করেন, পাঠ্যবই নির্বাচন করেন, বিষয়বস্তু গঠন করেন, পাঠদান পদ্ধতির পরামর্শ দেন, কি ও কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা নিরূপণ করেন এবং এমন পরিবেশের সূচনা করেন যেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে তার কাছ হতে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়ে থাকে। তিনিই তার শিক্ষার্থীদের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। তিনিই তার বিদ্যার্থীদের সুপ্ত সক্ষমতা জাগ্রত করেন, তিনি তার নিজ জীবন ও আচরণের উদাহরণের মাধমে তাকে (বিদ্যার্থীকে) উৎসাহিত করেন। শিক্ষার্থীর নিজস্ব জাগ্রত সত্ত্বার বিলোপ না ঘটিয়ে তিনি তার (শিক্ষার্থীর) হৃদয়ে আদর্শের ভালবাসা প্রতিস্থাপন করেন। শিশুরা তাদের মুরুব্বীদেরকে অনুসরণ করার মাধ্যমে তারা যে সমাজে জন্মগ্রহণে করেছে সে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। তিনি তার অধিকাংশ প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার বলে তার শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যাশিত মানে উপণীত করতে সক্ষম হন। তিনি যেন শিক্ষাক্রম ও বিশ্বকে তাদের জন্য চরিত্রায়ন করেন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষককে সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যায়ন বা সম্মান করা হয়েছে। শিক্ষকের প্রতি এমন এক বিস্ময়কর শ্রদ্ধাজনিত অনুভূতি যাতে বিদ্যার্থীরা তাদের চিন্তা ও আচরণে তার প্রতিটি আচরণ বা কর্মে প্রভাবিত হয়। একমাত্র বেয়াদব ও চরম অবাধ্য বিদ্যার্থীরাই শিক্ষকের এই প্রভাব বলয় হতে বিচ্যুত হয়।[৪৮]

একজন মুসলিম শিক্ষককে এ সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা সক্ষমতা যাই-ই বলা হোক না কেন, অবশ্যই ধারণ করতে হবে। মুসলিম *উম্মাহর* কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণে বা উন্নয়নে আমাদেরকে অবশ্যই এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলী বা গুণাবলীর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

একজন মুসলিম শিক্ষককে *শরীয়াহর* সাথে একমত হওয়া উচিত : *শরীয়াহ* বা ধর্মীয় আইনের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত হওয়াই হচ্ছে মুসলিম শিক্ষকের সর্বোত্তম দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি অবশ্যই *শরীয়াহ* মোতাবেক ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ ও পালন করবেন। মসজিদে তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া উচিত; সমস্যা সমাধানে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের অগ্রাধিকার থাকা উচিত; বিচারকালীন সময়ে ধৈর্য্যশীল হতে হবে; ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক ও সদগুণাবলীসম্পন্ন এবং যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

একজন মুসলিম শিক্ষককে খোদাভীরু হতে হবে : একজন মুসলিম শিক্ষককে প্রকাশ্যে ও আভ্যন্তরীণভাবে উভয়ক্ষেত্রেই খোদাভীরু হতে হবে। তার সকল কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে তিনি খোদাভীরু বান্দা, যেহেতু তার প্রতি এমন বিশ্বাস করা হয় যে তিনি স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক বিশ্বাসী। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালা বলেন :

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না অথবা জ্ঞাতসারেই তোমাদের বিশ্বাসকে ভঙ্গ করো না।[৪৯]

একজন মুসলিম শিক্ষককে উত্তম ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া উচিত : একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। নৈতিকতা ও আদর্শবর্জিত একজন শিক্ষক কখনই শিক্ষকতার স্বর্গীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আজ আমাদের প্রয়োজন এমন ধর্মপ্রাণ মুসলিম শিক্ষকের যিনি ঐকান্তিকভাবে ইসলামী ভাবধারায় ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রকৃত মুসলিম শিক্ষার্থীরূপে গড়ে তুলতে পারেন।[৫০]

সৈয়দ আহমদের মতে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই *শরীয়াহর* কঠোর অনুসারী এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ও ইসলাম প্রচার এবং প্রসারে সুবক্তা হতে হবে। বিদ্যার্থীরা যেন সহজেই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।[৫১]

একজন মুসলিম শিক্ষককে অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের কাছে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অনুকরণীয় আদর্শ হতে হবে : আধুনিককালে যুব শ্রেণীর কাছে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে কেন্দ্রীয় অনুকরণীয় আদর্শের কোন বিকল্প নেই। যুব শ্রেণীর কাছে শিক্ষকের 'রোল মডেলিং' রূপে আবির্ভূত হওয়া ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প নেই। জীবিত আদর্শনীয় বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা যুব শ্রেণীকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না।[৫২]

একজন শিক্ষক উলেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা সহজেই বুঝতে সক্ষম না হলে উপযুক্ত পাঠ্যবই ও সঠিক প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষককে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া উচিত যাতে যুবারা অত্যুৎসাহী হয়ে সাড়া দেয়।

মুসলিম ইতিহাসে অতীতের প্রসিদ্ধ শিক্ষকরা এতই মহান ছিলেন যে, বিস্তৃত শিক্ষার্থী শ্রেণীর সকলে অতি সহজেই তাদের মনোহর ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হত এবং শিক্ষার্থীরা তাদের পড়া হতে যা শিখতো তার চেয়েও বেশি

www.pathagar.com

শিখতো যা তারা দেখেছে ও শুনেছে। ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন সমকক্ষ বা সমতুল্য হওয়ার আকাঙ্খার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তার কাছে আশা করা হত যে, তিনি তার দায়িত্ব পালনে মেশপাল বা গবাদি পশুর মাঝে শৃঙ্খলা আনয়নের মত নয় বরং অনুভূতিশীল মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন সাধনে এবং সমাজ কর্তৃক প্রত্যাশিত আদর্শ আনয়নে তাদেরকে সাহায্য করাই তার মহান ব্রত।

এ কারণে মুসলিম শিক্ষক হিসেবে শুধুমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিত্বই নন বরং সদগুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিত্বই প্রত্যাশিত ছিল; তিনি হবেন এমন এক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যার আচরণ ও ব্যবহার যুবাদের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। শুধুমাত্র তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তাই-ই নয় বরং তিনি যা করেন ও যে পথে চলেন এবং শ্রেণীকক্ষে বা বাইরে তার আচরণে তার শিষ্যরা দ্রুত আকৃষ্ট হয় এবং তা অনুসরণে দ্রুত প্রভাবিত হয়—এমন সকল কিছুর উপরই প্রাধান্য দেওয়া হত। আধুনিককালে শিক্ষকের এমন ধারণা দুভার্গ্যবশতঃ বিলীন হয়ে গেছে। শিক্ষকতার আচরণ শিক্ষকতার দক্ষতা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল এবং বর্তমানে অনেক শিক্ষক আচরণগত বিষয়বস্তুর প্রতি তেমন সচেতন নন। তা সত্ত্বেও তারা আচরণের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাৎক্ষণিকভাবে, যে সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে সময়ানুবর্তিতা এবং অ্যাসাইনমেন্টে বিজ্ঞতা আশা করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাতের সময় না দিয়ে অথবা সঠিক সময়ের মধ্যে পরীক্ষিত অ্যাসাইনমেন্ট ফেরৎ না দিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিদ্যার্থীরা আদর্শনীয় বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের কাছ হতে অনুকরণ ও সনাক্তকরণের মাধ্যমে আচরণের শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। একজন প্রসিদ্ধ সোভিয়েট শিক্ষক প্রায়শঃই শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে, শিক্ষকরা হচ্ছেন মানব-আত্মা সৃজনের কারিগর। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিনি বলেন :

> অবশ্যই একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার শিক্ষার্থীরা তাকে হুবহু অনুকরণে আকৃষ্ট হয়। এ কারণে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, জীবন, তার প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মে তার সকল শিক্ষার্থী অনুগামী হয়... । এ কথা সহজেই বলা যায় যে, যদি একজন শিক্ষক তার মহান কর্তৃত্ব যথেষ্ট ও যথাযথভাবে উপভোগ করেন তবে কিছু মানুষ তাদের সারাটা জীবন ধরে তার (শিক্ষকের) প্রভাব বয়ে বেড়াবে।[৫৩]

www.pathagar.com

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উশিংস্কিই একই রকম উক্তি করেছেন : বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে এমন স্বচ্ছতা থাকা উচিত যাতে তিনি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবেন; শুধুমাত্র শিশু ও অভিভাবকদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবেই নন, বরং তাদের মতই অন্যদের কাছেও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে পরিগণিত থাকবেন এবং বিদ্যালয় অনুশাসন বা হিতোপদেশে মতানৈক্য বা অসঙ্গতিপূর্ণ হবেন না। শুধুমাত্র এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই শিশু শিক্ষার্থীদের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব ও আধিপত্য স্থাপন এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রকৃত অর্থে কার্যকর হবে।[৫৪]

একজন শিক্ষকের চরিত্র সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অন্য যে কোন ভূমিকার চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যেহেতু, তিনি তার বিদ্যার্থীদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হন, সেহেতু কর্মক্ষেত্র ও অন্যত্র সকল সময়ে তিনি এক চলমান আচরণগত আদর্শ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিত হন। শিক্ষক হচ্ছেন যথার্থ কর্তৃত্বের অধিকারী এবং শিক্ষার্থীরা তাকে সকল প্রকার বাস্তব ও কাল্পনিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে। এটা পরম সত্য যে, শিক্ষক প্রদত্ত হিতোপদেশ অনুসরণে তারা আগ্রহী হয় এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে তিনি যথাযথই প্রতিফলিত হন, তাই তিনি শুধুমাত্র তার শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিই উপলব্ধি করতে পারেন না, বরং কর্তৃত্ব প্রদানে তাদের (শিক্ষার্থীদের) ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণাও লাভ করেন। তিনি যখন কথা বলেন তখন তার সকল প্রকারের ভাবার্থ অনুধাবন ও আত্মস্থ করা হয় : মৌখিক ভাবার্থ ও গূঢ় ভাবার্থ সকল কিছুই তার অঙ্গভঙ্গিতে, আচরণে অথবা সাধারণ ব্যবহারের মাধ্যমে আরোপিত হয়। শিক্ষকের ধর্মীয় মূল্যবোধের নীতিসমূহের কারণে তার শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে তার উদ্দেশ্যসমূহকে ব্যাহত করতে পারে, যদিও তা তারা তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রকাশ নাও করতে পারে। যদি তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস না করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের অভিজ্ঞতায় যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে—এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি পরিতৃপ্ত নাও হতে পারেন যদি তার শিক্ষার্থীরা এ সত্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যদি তিনি অনুভব করেন যে, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও ব্যাপকতার মাধ্যমে সমাজের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি এবং উত্তম বিশ্ব গড়ে তোলা উচিত, তবে তিনি নিশ্চিতভাবে শিক্ষকতার মাধ্যমে সে ধ্যান-ধারণা প্রয়োগে নিরুৎসাহিত হবেন কিন্তু, এক আল্লাহতে তার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা এবং এ বিশ্বাসটুকু যে জীবনের সর্বোত্তম মূল্যবোধ— সে সম্পর্কে সন্দেহাতীত হওয়া উচিত। একই রকমভাবে, তিনি তার শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা করেন যে, তারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল

www.pathagar.com

হতে এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে যেখানে তাদের উৎস ও সৃষ্টি প্রথিত রয়েছে, যাঁর (আল্লাহর) উপর তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন এবং যাঁর প্রতি স্বাভাবিক ও যথাযথভাবে ইবাদত অবশ্যই কাম্য।[৫৫] এ একই যুক্তি একজন শিক্ষককে অন্যান্য সকল মূল্যবোধের প্রতি অনুরক্ত থাকতে সাহায্য করে; তিনি যেভাবেই হোক তার পেশাগত কাজে এভাবে তার সুদৃঢ় স্থান নিশ্চিত করেন।

ইমাম গাজ্জালীর মতে, একজন শিক্ষকের প্রখর ব্যক্তিত্ব তার ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বিবেচ্য হতে হবে।[৫৬]

ইদানিংকালে শিক্ষকতার অবস্থান বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে যেখানে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতাই চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে বিবেচ্য হয় এবং অনেকের দৃষ্টিতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আদৌ গুরুত্ব বহন করে না। একজন শিক্ষক নীতি ও আদর্শ বিবর্জিত হতে পারেন কিন্তু তিনি যখন উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলেন, তখন মনে করা হয় যে, তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। এর ফলাফল অবশ্যই অনুমান করা যেতে পারে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও কলেজে আজ এমন পেশাজীবী নিয়োগ করা হয় যে, নিয়োগকালীন সময়ে তাদের চারিত্রিক গুণাবলী নয় বরং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্যয়নেই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন মুসলিম শিক্ষককে শুধুমাত্র একজন শিক্ষিত ব্যক্তিত্বই নয় বরং তাকে অবশ্য অবশ্যই নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন এক প্রকৃত ও যথার্থ গুণবান মানুষ হতে হবে। একজন শিক্ষককে অবশ্যই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং তিনি যাদের সংস্পর্শে আসেন তাদেরকে নীতি আদর্শ ও জীবন বিধানের প্রতি অত্যুৎসাহী করে গড়ে তুলতে হবে যা তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নিজেই অন্বেষণ করে বিশেষ নজির স্থাপন করেন। তিনি অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তিত্ব হবেন যিনি নিজে যা বিশ্বাস করেন তাই-ই তিনি তার শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেন। তার প্রদর্শিত পথ ও নীতির সাথে তার নিজস্ব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মত-পার্থক্য অবশ্যই হওয়া উচিত নয়। তিনি অবশ্যই একজন গুণবান ও পূণ্যবান ব্যক্তি হবেন; তিনি এমন এক করুণাময় ব্যক্তি হবেন যিনি তার শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ প্রকৃত মুসলমান করে গড়ে তোলাই তার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ব্রত বলে মনে করবেন; তাদেরকে তিনি আল-কুরআন নির্দেশিত জীবন-বিধান অনুসারে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করবেন। যদিও আধুনিককালে এই চরম সত্যটি উপেক্ষা করা হয়। আজকের বিশ্বে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীর পরিবর্তে বরং দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি ও

www.pathagar.com

স্থাপনার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। সংস্কারকদেরকে এই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যখন আমরা শিক্ষকতা পেশায় যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগদান করতে পারব তখন অধিকাংশ সমস্যাই আপনা-আপনি দূরীভূত হবে।

একজন মুসলিম শিক্ষককে তার শিক্ষার্থীদের প্রতি দয়ালু, ভদ্র ও ক্ষমাশীল হতে হবেঃ কুরআনে আল্লাহতায়ালা শিক্ষকতার গুণাবলী নির্দেশনা করেছেন এভাবে :

> (হে নবী), এটা মহানুভব আল্লাহর অপার দয়া যে, আপনি তাদের প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ও ক্ষমাশীল; এ কারণে যে, আপনি যদি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হতেন তবে তারা আপনার কাছ হতে ভিন্ন হয়ে যেত; তাই তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চান।[৫৭]
>
> হে মুহাম্মদ, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে (তাদের খারাপ ব্যবহারের প্রতি) দেখুন।[৫৮]
>
> হে নবীজী, প্রজ্ঞা ও মৃদু ভর্ৎসনার সাথে আল্লাহর পথে তাদেরকে দাওয়াত দেন এবং মানুষের সাথে অত্যন্ত ভদ্রভাবে আলোচনা করুন।[৫৯]
>
> হে মুহাম্মদ, ত্যাগ-তিতিক্ষার সাথে আপনার ধর্ম প্রচার অব্যাহত রাখুন—এবং আপনি কেবলমাত্র আল্লাহর সহায়তায় আত্মসংযম পালন করতে পারেন।[৬০]

একজন মুসলিম শিক্ষককে মানুষের সাথে সদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল, দরিদ্রের অভাব মোচন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভালবাসা উচিৎ। একজন শিক্ষককে অবশ্যই এ সকল গুণাবলী সম্পন্ন হতে হবে।

একজন মুসলিম শিক্ষককে মহান, ভাবগম্ভীর ও ঐকান্তিক হতে হবে : শিক্ষককে অবশ্যই সর্বদা মহান, ভাবগম্ভীর ও আন্তরিক হতে হবে। ইমাম সাফিঈ বলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট তথ্য অবশ্যই জ্ঞান নয়; জ্ঞানার্জনের জন্য আন্তরিকতা, মর্যাদা বা শ্রদ্ধা, নম্রতা ও আনুগত্য এবং অবশ্যই খোদা ভীরু হওয়া আবশ্যক। ইমাম মালিক একদা খলিফা হারুন আল রশিদকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা থাকলে তাকে অবশ্যই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জ্ঞানও আহরণ করতে হবে, যেমন : মর্যাদাবোধ, ঐকান্তিকতা এবং ধৈর্য্য।

www.pathagar.com

একজন মুসলিম শিক্ষককে ধর্ম প্রচারক হতে হবে : ১৯৭৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর মওলানা মওদূদী শিক্ষকদের এক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিটি মুসলিম শিক্ষকের আজ ধর্মপ্রচারক হওয়া প্রয়োজন এবং কর্মরত অবস্থায় উদ্দীপনার সাথে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কাজ করা উচিত।[৬১] যেহেতু আজ শিক্ষক ক্রমবর্ধমান হারে কেবলমাত্র বেতনভোগী ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন, সেহেতু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। বর্তমানকালে শিক্ষককে ধর্ম প্রচারক হিসেবে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অতি অল্প প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এটা চিহ্নিত হওয়া উচিত যে, উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষককে পরিত্যাগ না করলে তিনি পথ প্রদর্শক ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ কুরআনে এই ধর্ম প্রচারণার আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিটি নবী তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি তাঁদেরকে এই ঐশী মহাগ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষাদানে কোন অনুদান বা প্রতিদান গ্রহণ করবেন না।

> হে আমার বান্দা, ধর্ম প্রচারককে অনুসরণ কর, যাঁরা তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান গ্রহণ করে না এবং সঠিক পথেই রয়েছে তাদেরকে অনুসরণ কর।[৬২]

জাফর বার্মাকি লিখেছেন : আমি ঈসা বিন ইউনূসের মত কোন ক্বারীর সাক্ষাৎ পাইনি। তাকে একশত সহস্র (এক লক্ষ) দিরহাম উপহার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বলেছিলেন : "খোদার কসম, আমি মানুষকে সুন্নাহ শিক্ষাদান করে সম্মানী গ্রহণপূর্বক তাদের বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য শুনতে চাই না।"[৬৩]

সৈয়দ সুলায়মান নদভী বিজ্ঞতার সাথে মন্তব্য করেছেন যে, শিক্ষকদের জ্ঞানের দালাল নয় বরং তাদের কার্যক্রম ও শিক্ষকতায় নবীজির উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। অর্থ অপেক্ষা জ্ঞানই তাদের অধিক পছন্দনীয় হওয়া উচিত। যদি শিক্ষকরা পেশাগতভাবে দিনব্যাপী শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত থাকেন, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের *বাইতুল মাল* হতে তাদেরকে ভাতা প্রদান করা উচিত।[৬৪]

আধুনিককালে সমাজে শিক্ষকদের স্থান ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের প্রকৃত স্থান হতে অপরিহার্যভাবে আলাদা। শিক্ষককে আজ দেখা যায় কম আনুষ্ঠানিকতাসম্পন্ন হিসেবে যিনি রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাসহ কিছুটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্বসহকারে বেতনভোগী রূপে কর্মরত। চাকুরীচ্যুতির সাথে সাথে তার এ সকল দায়িত্বেরও সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি তাদের

www.pathagar.com

সাহায্য ছাড়া প্রায় চলতেই পারেন না। যাই বলা হোক না কেন, বাণিজ্যিকরণ বা আধুনিকতার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করা হয়েছে, কিন্তু তাদের মাঝে আজও প্রকৃত অঙ্গীকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মুসলিম শিক্ষক মহৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করবেন : মুসলিম শিক্ষকরা অতীতে তাদের শিক্ষার্থীদেরকে এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করতেন। ইবনে জামাহ্ বলেন যে, তার কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশ করার মাধ্যমে তার মহৎ উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা প্রমাণিত হত। মুসলিম শিক্ষককে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের বিশ্বাসসমূহ প্রচার করা, *শরীয়াহ্র* উপর পুনঃ জোর দেওয়া, সত্য প্রতিষ্ঠা করা ও মিথ্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ; জ্ঞান যদি এই উদ্দেশ্যে আহরিত না হয়, তা হতে সাফল্য লাভ অসম্ভব হয়ে উঠে। মহৎ উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র জ্ঞানকে আশীর্বাদপূর্ণ করে তোলে।

একজন মুসলিম শিক্ষককে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে : একজন শিক্ষককে শুধুমাত্র তার বিষয়বস্তুর উপর দক্ষ ও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির ধারকই নয় বরং এছাড়াও তাকে প্রখর বিশেষণী ক্ষমতার অধিকারীও হতে হবে। এটা ব্যতীত তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবেন না। একজন শিক্ষক যে তথ্যই বিন্যাস বা উপস্থাপন করুন না কেন, তিনি তা অবশ্যই জানবেন এবং (যা সংশিষ্ট) কিভাবে তা সংগ্রহ করা হয়েছে, এর গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি এবং এর উত্তরে প্রায়োগিক ও সনাতনী ভূমিকা কি—তা স্পষ্টভাবে বুঝাতে সক্ষম হবেন।

মুসলিম শিক্ষককে অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও সঞ্চালনকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে: একজন মুসলিম শিক্ষককে ইসলামের সমুন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক বা বাহকের ভূমিকা পালন করা তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এটা তার বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা সৃজনে এবং অনিবার্য ব্যর্থতা ও হতাশা প্রশমনে সাহায্য করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত তিনি শুধুমাত্র একজন প্রয়োগবিদ বৈ অন্য কিছু নন, যিনি কেবলমাত্র সীমিত পর্যায়ে ব্যবহারক্ষম, কিন্তু অতুলনীয় কোন উদ্দীপনা জাগরণে সক্ষম নন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। এটা সুনির্দিষ্ট কোন মতবাদ, প্রত্যাশা, উচ্চাকাঙ্খা কিংবা উন্নয়নমূলক কোন কাজ হতে পারে, কিছু স্বপ্নীল আবেদনের অস্তিত্ব এতে পারে, তবে অবশ্যই তা ব্যক্তিক পর্যায়ের নয়। কিন্তু, তা অবশ্যই কোন নির্দেশনায় বল প্রয়োগ করে না। তবে

www.pathagar.com

তার উপস্থিতির নিদর্শন নির্দেশনার মাঝে অনুমানসিদ্ধ হতে পারে। এটা এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দ্রুত উজ্জীবিত করা যেতে পারে। একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষক তার আলোচ্য সংশিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটের উপর আগ্রহ সহকারে আলোকপাত করেন। যদি তার ছাত্র-ছাত্রীরা এ আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে, তারা সত্য অন্বেষণে সফলতা লাভ করবে।

শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক : শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তৃত্ব শিক্ষক ও তার শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উপর প্রবলভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর পরম শ্রদ্ধাবোধ এবং শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ভালবাসা ও স্নেহের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়।

কাজী ইবনে জামায়াহ্ বলেন : "শিক্ষার্থীরা যখন একজন শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে এবং যখন তারা তাদের নিজ নিজ আসনে বসে থাকবে তখন তাকে তাদের প্রতি স্বাগতম সম্ভাষণ জানাতে হবে, তাদের প্রত্যেকের সমস্যাদির ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে, কেননা তাদের অনেকেই অত্যন্ত অন্তর্মুখী স্বভাবের এবং সাধারণ প্রীতি সম্ভাষণের পর তারা সহজ ও স্বাচ্ছন্দবোধ করে। তিনি তাদের সাথে হাসিমুখে ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, ভালবাসা ও সহানুভূতির সাথে সম্ভাষণ করবেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রতি তাদের মনের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে আনন্দ ও সাহসিকতার সাথে সহজভাবে তাদের প্রশ্ন করা শুরু করতে পারেন।"

ইমাম শাফিই শিক্ষা ভুবনের সকল সদস্যের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং আগুন্তকদের সাথে উত্তম আচরণ করতে শিক্ষকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলতেন, "আমার কাছে প্রিয়তম পাত্র তিনিই যিনি আমার কাছে প্রিয় হবার জন্য অন্যদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব বিস্তার করে (আমার বক্তব্য শোনার মধ্য দিয়ে)। আমি তার উপর নগণ্য মাছি বসাও সহ্য করতে পারি না, কেননা তাতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।"[৬৫]

ইব্‌নে জামায়হর মতে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই তার ছাত্রের অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যাওয়া বা তার কোন ক্ষতি বা নিকটজনের মৃত্যুর শোককালীন সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানানো উচিত। কোন ছাত্র শিক্ষাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ও পোষ্যদেরকে দেখাশুনা করা উচিত। তাদের প্রয়োজন জানার চেষ্টা করা এবং তাদের জন্য যথাসাধ্য করা উচিত। তাদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজন অনুসারে সকল কিছুই করা উচিত। যদি তাদেরকে আর্থিক বা অন্য

www.pathagar.com

কিছুর মাধ্যমে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে তাদের কল্যাণের প্রতি সজাগ থাকা এবং তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।[৬৬]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, মুসলিম শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে তাদের সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তারা তাদের নিজ সন্তানদের চাইতেও তাদের শিক্ষার্থীদের ধীশক্তি বা মেধা ও সামর্থ্যের প্রতি সর্বাপেক্ষা সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরস্কৃত করতেন। খলিফা আলী (রাঃ) মানুষের তিন শ্রেণীর পিতার অস্তিত্বের মাঝে সঠিকভাবেই শিক্ষকদেরকে তাদের অন্যতম বলে সমুন্নত মর্যাদাবান করেছেন যাদের একজন হচ্ছেন প্রকৃত পিতা এবং অন্যজন হচ্ছেন শ্বশুর। মুসলিম বিশ্বে একজন শিক্ষক ছিলেন অনিবার্যভাবেই শিক্ষার্থীদের স্থানীয় পিতামাতা বা অভিভাবক এবং শিক্ষা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ফেলে আসা পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। সেকালে শিক্ষকরা অভাবী শিক্ষার্থীদের কাছ হতে বেতনতো নিতেনই না বরং তাদেরকে আরও আর্থিক সাহায্য দিতেন। ইমাম শাফিঈ অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে ইমাম মুহাম্মদ বিল আল-হাসান এবং এমনকি ইমাম মালিক কর্তৃক উপকৃত হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করেন এবং তাকে শিক্ষাগ্রহণ পরিত্যাগ না করার পরামর্শ ও সেমতে সাহায্যও করেছিলেন। কাজী ইবনে ফুরাতের শিক্ষক যখন জানতে পারলেন যে, তার ছাত্র তার পরিবার কর্তৃক প্রদানকৃত অর্থ দ্বারা তার পড়ালেখার খরচ চালাতে পারবেন না, তখন তিনি তাকে আশি দিনার প্রদান করেছিলেন।

ইমাম গাজ্জালী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ঘনিষ্ট ও উষ্ণ বা আন্তরিক সম্পর্কের সমর্থক বা প্রবক্তা ছিলেন। শিক্ষককে তার ছাত্র-ছাত্রীর সাথে দয়া ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করতে হবে। বয়ৎসন্ধিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর প্রতি এমন বিশেষ আচরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইবনে খাল্‌দুন ভালবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকদের উচিৎ তার ছাত্রদের প্রতি পিতা-মাতার মত আচরণ করা।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকার প্রতি এমন উচ্চ ধারণা পোষণের মাধ্যমে গুণাবলীসম্পন্ন মুসলিম প্রজন্ম গঠনে এবং ইসলামী সমাজের অগ্রগতিতে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব ও প্রাধান্য স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। আধুনিককালে

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয় কারখানার মত যেখানে পরিসংখ্যান টেবিলে সাফল্য নির্দেশিত থাকে, কিন্তু সনাতনী বা প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাক্রম এমনভাবে পরিচালিত হত যাতে গোটা সমাজ উচ্চতর ও মৌলিক প্রকৃতির ইস্যুর ভিত্তিতে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে আগ্রহের সাথে আন্দোলিত হত।

সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় রোল মডেলের ভূমিকা পালনের পাশাপাশি শিক্ষক শুধুমাত্র জ্ঞানের একজন পথ প্রদর্শকই নন বরং তিনি ছিলেন মহৎ আচরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষকতা এমন সাধারণ পেশা নয় যা শুধুমাত্র শিক্ষা বিকিকিনি করে বরং তা এমন এক ভূমিকা যা সম্পূর্ণভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

সংক্ষেপে, একজন শিক্ষককে অবশ্যই এমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি হতে হবে যিনি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, উষ্ণ বা আন্তরিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে তার শিক্ষার্থীদেরকে যথার্থভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারণে সক্ষম হতে হবে। নৈতিক স্বৈরাচারী দমনে এটা হচ্ছে ইসলামের এমন আদর্শ যা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষকতার কৌশল

আল কুরআন নির্দেশিত এবং মানবজাতির মহান শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক অনুসরণ ও প্রচারিত শিক্ষকতার কৌশলসমূহের প্রতি এক ঝলক নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে সুফল পাওয়া যেত।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকতার সুনির্দিষ্ট কৌশলসমূহের মর্মার্থ এখানে আলোচিত হল :

মুহাম্মদ (সা.) স্পষ্টভাবে মানুষকে শিক্ষাদানে স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত ছিলেন। "বলুন, আল্লাহই একমাত্র সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং আমি শুধুমাত্র তাঁর একজন সাধারণ আজ্ঞাবাহক।"[৬৭] মহানবী (সা.) এর দায়িত্ব ছিল স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে মানব জাতিকে বাস্তব ও সত্যের প্রকাশ বা শিক্ষা দেওয়া। এ কারণে একজন মুসলিম শিক্ষককে তার শিক্ষকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও উপলব্ধি থাকতে হবে। তিনি একজন দায়িত্বশীল সচেতনকারীর ভূমিকা পালন করবেন।

কৌতুহল বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব : কুরআন নির্দেশিত এ এক বিশেষ কৌশল এবং মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম এ কৌশল প্রয়োগ করেন এবং শিক্ষাগ্রহণে কৌতুহল জাগ্রত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন, তারপর

www.pathagar.com

তার জ্ঞানের উপর জোর দেন। সাধারণতঃ শ্রোতামণ্ডলীর প্রতি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাবাদের কৌশলের মাধ্যমে এ আকাঙ্খার শিক্ষা দেওয়া হয়। কুরআনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই বিদ্যা বা পদ্ধতি চর্চা করা হয়েছে। যেমন-

> দুর্যোগ! দুর্যোগ কি? ওহ্, কে আপনাকে জ্ঞাপন করবে যে দুর্যোগ কি?[৬৮]
>
> যখন গ্রহগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, স্বর্গ চ্যুতি ঘটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যখন সমুদ্র সামনের দিকে পাবিত হবে এবং সমাধিসমূহ উন্মোচিত হয়ে যাবে।[৬৯]
>
> যখন আগ্রহ জন্মাবে ...তারপর তা জ্ঞানের উপর সঞ্চারিত হবে ...।
>
> আমাদেরকে কি আপনাকে বলা উচিত কারা সর্বাপেক্ষা ব্যর্থ মানুষ এবং কি তাদের কর্মফলের অবর্ণনীয় ব্যর্থতা।[৭০]

একই রকমভাবে, মহানবী মোস্তফা (সা.) সকৌতুহল ভঙ্গিতে তাঁর বিদায় ভাষণে আহবান করেছেন : "আজ কোন্ দিন? এটা কোন্ শহর? এটা কোন্ মাস?" এই প্রশ্নগুলি মহানবী (সা.) এর শিক্ষার্থী কর্তৃক স্বউদ্যোগে আবিস্কার ও তত্ত্ববিষয় সম্পর্কিত শিক্ষণ পদ্ধতিই নির্দেশ করে। কেউ কি মনে করেন যে, মহানবী (সা.) জানতেন না যে, সেটা কোন দিন, মাস ও শহর ছিল? না, অবশ্যই না। মহানবী (সা.) প্রকৃত অর্থে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শ্রোতামণ্ডলীর কৌতুহল জাগরণের উদ্দেশ্যেই এমনটা করতেন।

দৃষ্টান্ত : ইসলামে এই অদ্বিতীয় শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কুরআনে এবং যাঁর উপর এই ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে মহানবী (সা.) স্বয়ং এই পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কুরআনে এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই পদ্ধতির সাফল্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কেননা এ সকল দৃষ্টান্ত পাঠক ও শ্রোতাদেরকে শিহরিত করে তোলে। একইভাবে, মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষণ পদ্ধতিতে অসংখ্য যথোপযুক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর নবী বলেন, "আমাকে বল যে, যদি কারোর ঘরের নিকটেই নদী প্রবাহমান থাকে এবং সে যদি দিনে

www.pathagar.com

পাঁচবার গোসল করে—তাহলে কি তার শরীরে আর কোন ময়লা থাকবে?" তারা সমস্বরে বলল, 'না', তার শরীরে আর কোন ময়লা থাকবে না। তিনি অতঃপর বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাজীরাও এমনই হন। আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে তাদের সকল পাপ হতে মুক্ত করেন।"[৭১]

পুনরাবৃত্তি : কুরআনের রীতি অনুসরণপূর্বক মুহাম্মদ (সা.) এর অভ্যাস ছিল তাঁর শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্তত তিনবার পুনরাবৃত্তি করা। কুরআনে বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বিভিন্ন পথ প্রদর্শনে ইসলামের আদেশ ও প্রত্যাদেশের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সালাত আদায়ের পর প্রতি একশত বারের অধিক[৭২] এবং দরিদ্রদেরকে যাকাত প্রদানেও মুসলমানদেরকে একশত বারের অধিক আদেশ করা হয়েছে।[৭৩]

আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) যখনই কোন কথা (কোন বিষয়বস্তুর উপর) বলতেন, তখন তিনি তা অন্তত তিরবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে মানুষেরা খুব সহজেই সঠিকভাবেই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং যখনই (দরজায় করাঘাত করে) ভিতরে আসার অনুমতি চাইতেন তখনই অন্তত তিনবার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতেন।[৭৪]

ক্লান্তি ও বিরক্তি এড়ানো : ইসলামী শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে সর্বদা ক্লান্তি ও বিরক্তি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী (সা.) ধর্ম প্রচারের জন্য এমন সময় নির্ধারণ করতেন যাতে তারা ক্লান্তি ও বিরক্তিতে সরে পড়তে না পারে এবং তিনি মানুষের প্রতি যত্নবান হতেন। ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) ধর্মোপদেশকালীন যথোপযুক্ত সময় নির্বাচনের মাধ্যমে অত্যন্ত যত্নবান হতেন যাতে আমরা বিরক্তির ক্লান্তি তে পূর্ণ না হই (তিনি ধর্মোপদেশ ও জ্ঞানদানকালে সর্বদা আমাদেরকে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি হতে বিরত রাখতেন)।[৭৫]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুলাহ প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষজনদের সাথে ধর্মীয় আলাপআলোচনা করতেন। একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহ্ আবু আব্দুর রহমান! (আল্লাহ কর্তৃক)! আমি ইচ্ছা প্রকাশ করি, আপনি যেন প্রত্যহ আমাদেরকে ধর্মোপদেশ

www.pathagar.com

দেন।" তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি শুধুমাত্র এ কারণে এমন করে থাকি, কেননা আমি আপনাদেরকে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না এবং সন্দেহ নাই, মহানবী (সা.) এর মত আমিও এক যথোপযুক্ত সময় নির্বাচন করে ধর্মোপদেশকালীন আপনাদের প্রতি যত্নবান হতে চাই এবং আপনাদের বিরক্তির একঘেয়েমির কারণ হতে চাই না।"[৭৬]

সহজ হতে কঠিন বা জটিল হওয়া : ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাতেই সর্বপ্রথম বহুল প্রচলিত সহজ হতে কঠিন বা জটিল হয়ে যাওয়া শিক্ষণের নীতির প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঘটে। এমনকি ইসলামের বিধি-নিষেধ বা নিষেধাজ্ঞার (*মুনকার*) প্রত্যাদেশ জারি হয় এমন পরিস্থিতিতে যাতে মানুষ সংশিষ্ট প্রত্যাদেশ সম্পর্কে প্রথমেই মানসিকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। এই পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে আল্লাহতায়ালাই স্বয়ং মানবজাতিকে শিক্ষাদানে প্রথম প্রয়োগ করেছেন। পবিত্র কুরআন একবারেই অবতীর্ণ না হয়ে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে যা এই নীতিকেই সমর্থন করে। মুহাম্মদ (সা.) নিজেও তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে এই ধারা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ধীরে ধীরে মানুষকে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছেন : প্রথমে *তাওহীদ*, তারপর *সালাত*, পরবর্তীতে *সাওম* (*রোজা*), *যাকাত* এবং সর্বশেষে *হজ্জ* সম্পর্কে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েছেন।[৭৭]

জানা হতে অজানা বিষয়ে শিক্ষাদান : এই সুপরিচিত শিক্ষা নীতি হার্বাটের তত্ত্ব বলে ভুল করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে এই তত্ত্বের প্রবর্তক এবং পরবর্তীতে তা পশ্চিমা শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মদ (সা.) তাওহীদের প্রথম শিক্ষাদান করেন যা এ প্রসঙ্গে উলেখ করা যেতে পারে। মহানবী মুস্তফা (সা.) আলাহর নির্দেশনানুসারে মক্কায় সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশদেরকে প্রশ্ন করেন, "যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের পিছনে একদল শক্তিশালী সৈন্য আকস্মিকভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছ, তাহলে কি তোমরা তা বিশ্বাস করতে?" তারা সমস্বরে বললো, "অবশ্যই, তোমাকে বিশ্বাস করা আমাদের উচিত, কেননা আমরা সবসময় দেখেছি যে, তুমি সত্যবাদী এবং নীতিবান।" তারপর তিনি বললেন,"তাহলে আমি বলব যে, যদি তোমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস না কর,তবে তোমরা অবশ্যই নিদারুণ সমস্যায় পতিত হবে।" এখানে মহানবী (সা.) কুরাইশদের প্রতি পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে এক নতুন ধারণা তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞানদানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কুরাইশদের কাছে তার নিজ সত্যবাদিতার ভাবমূর্তির মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের ধ্যান-ধারণার শিক্ষা দিয়েছেন।

মানসিক ধীশক্তি বা মেধা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি : ইসলাম প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ মানসিক মেধা বা ধীশক্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানে বিশেষ জোর দেয়। আলী (রা.) বলেন, তোমাদেরকে মানুষের নিজ নিজ মানসিক ধীশক্তি বা মেধানুযায়ী ধর্মপ্রচার করতে হবে যাতে মানুষ আলাহর ধর্ম সংস্কারকদের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে।[৭৮]

এই কৌশলগুলি সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা বিশ্বের পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভ্রান্ত ভাবে পশ্চিমা শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইসলাম আজ হতে সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর পূর্বেই এই নীতিসমূহ প্রবর্তন করেছে। উম্মাহর শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে এই সত্য অবশ্যই উন্মোচিত হবে।

শিক্ষকতা পেশার পদমর্যাদা

পদমর্যাদা বলতে সাধারণত অবস্থান, উচ্চ ধারণা পোষণ বা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ অথবা সুখ্যাতিজনিত সম্মান বুঝায়। সমাজ কর্তৃক কোন পেশার পদমর্যাদার সঠিক মূল্যায়নের উপাদান বেশ কঠিন ও দূরধিগম্য। শিক্ষকতা পেশার পদমর্যাদা বা সম্মান গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পৃথকভাবে মূল্যায়নের অবকাশ নেই। পদমর্যাদার প্রকৃতি ও ধরন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ভাবধারার কারণে শিক্ষকের পদমর্যাদা বা সম্মান প্রভাবিত হয়।[৭৯] নৈতিক প্রভাব, পেশাগত স্বাধীনতা, শিক্ষাগত বৃত্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সমন্বয়ে এই মর্যাদা বা সম্মান গড়ে ওঠে। পদমর্যাদা আপেক্ষিক। এটা কেবলমাত্র সমাজের পরিবেশ ও পরিবর্তনের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে নিরূপণ করা সম্ভব।

পেশাগত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র, অধিকার ও দায়িত্বসমূহ, সম্মানী, পেশাগত আভিজাত্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা এবং মানুষের স্বীকৃতির অবস্থান বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার পদমর্যাদা নিরূপণ করা সম্ভব। আমরা বরং এখানে বিস্তৃতভাবে তা আলোচনা করি।

www.pathagar.com

পেশাগত স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র : সকল পেশার প্রকৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দৃশ্যত পেশাগত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার কলাকৌশল অর্জনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত পূর্ণ পদমর্যাদার উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের চিকিৎসা, প্রকৌশল,সাংবাদিতকা এবং আইন পেশায় সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন যেমন- পাকিস্তান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন, পাকিস্তান প্রকৌশলী সংগঠন, পাকিস্তান বার কাউন্সিল এবং APNS প্রতিটির স্ব স্ব পেশায় প্রবেশে, আচরণে ও কর্মকাণ্ডের উপযুক্ততা নিরূপণে কঠোরতা ও ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। ভাইজি (Vaizey) যেমন বলেন, পেশাগত পদমর্যাদা ও পেশাগত স্ব-শাসন পদ্ধতি একত্রে কাজ করা উচিত। সাধারণ অর্থে, শিক্ষকতা পেশা পেশাসমূহের মাঝে নিম্নস্তরে অবস্থান করছে এবং এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষকদের প্রতি কর্মচারীর মত আচরণ করা হয় ...। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষকদেরকে তাদের কর্মজীবনের উপর আরও অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের প্রতি এই কর্মচারী সুলভ আচরণ করা হবে যা তাদের পেশাগত পদমর্যাদা অনুসারে প্রাপ্ত হয়।[৮৩]

সকল মুসলিম দেশে জাতীয় শিক্ষক কাউন্সিল গঠন করা উচিত। এই কাউন্সিলগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যকে অবশ্যই সরাসরিভাবে নির্বাচিত শিক্ষক হতে হবে যাতে তারা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। শিক্ষাদানে স্বীকৃতি, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম সংরক্ষণ, পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা কর্ম ও সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, পেশাগত নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং ডিসিপিনারী কমিটি কর্তৃক শিক্ষকদেরকে অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখাই হচ্ছে এই কাউন্সিলসমূহের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই সকল কর্মকাণ্ডের বাইরেও এই কাউন্সিলসমূহ অন্যান্য পেশাগত বিষয়ে সরকারকে উপদেশমূলক কাজে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সম্মানী বা কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত শর্তাবলী বিষয়ে আলোচনা তাতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ নয়। এ সকল কাউন্সিলসমূহ এভাবে চারটি স্তরে গঠিত হওয়া উচিৎ :

১) জেলা পর্যায় : যেমন- লাহোর টিচার্স কাউন্সিল
২) প্রাদেশিক পর্যায় : যেমন- সিন্ধু টিচার্স কাউন্সিল
৩) জাতীয় পর্যায় : যেমন- টিচার্স কাউন্সিল অব ইজিপ্ট
৪) উম্মাহ পর্যায় : যেমন- উম্মাহ টিচার্স কাউন্সিল

www.pathagar.com

উম্মাহ টিচার্স কাউন্সিলের মুসলিম দেশগুলোর নিজ নিজ প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দেশগুলির মধ্যে শিক্ষক বিনিময় প্রথার প্রচলন করা উচিৎ। এই কাউন্সিলের উম্মাহ পর্যায়ের শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশন বা অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা থাকা উচিত।

এ সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে না যে, নবরূপে গঠিত কাউন্সিল কর্তৃক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থান ও পদমর্যাদার উন্নতি ও পরিবর্তন অন্যান্য বিত্তশালী পেশাজীবীদের মতই পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে। তবে এটা আশা করা যায় যে, পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো আলোচ্য গঠনমূলক কাউন্সিলসমূহ গঠনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অধিকার ও দায়িত্বসমূহ : পেশাগত দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার ধরন ও প্রকৃতির উপর সমাজের যে কোন পেশাজীবী দলের পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখা বা না রাখা বহুলাংশে নির্ভরশীল। সকল সহায়ক ঘটনা বা পরিস্থিতি সমান ও সমান্তরাল থাকলে, স্বাধীন পেশাজীবীরা সকল প্রকার হস্তক্ষেপ বা কঠোর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থাকবেন এবং এভাবে তারা সর্বোচ্চ পদমর্যাদা বা সম্মান উপভোগ করতে পারবেন। এই ইস্যুর ভিত্তিতে একজন বিদ্যালয় শিক্ষক দুটি কারণে জটিল বা কঠিন অবস্থানে রয়েছেন। প্রথমতঃ শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের অধীনে কাজ করতে হয় যা তার পরিকল্পনা বা মর্জি মাফিক নয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম এমনভাবে গ্রহণ করা হয় যাতে শিক্ষকদের স্বাধীনতা এবং সংশিষ্টতার কোন ভূমিকা থাকে না।[৮১] প্রশাসনের সুনিয়ন্ত্রিত যাতাকলে পিষ্ট শিক্ষকদের স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন কঠোর ও সরাসরি হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্খিতও বটে।

পেশাগত স্বাধীনতা সাধারণত পেশাজীবীদের সকল পেশাগত কাজে সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণে তাদের দায়িত্বের পরিচয় বহন করে। এখানেও অন্যান্য পেশাজীবী হতে শিক্ষকতা এক ভিন্নতর অবস্থানে থেকে কর্মরত। উদাহরণস্বরূপ, সুস্পষ্ট বা স্বচ্ছ এমন কোন শিক্ষক নীতিমালা বা আচরণবিধি প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি যাতে শিক্ষকদের সহৃদয় সম্মতি রয়েছে কিংবা তাদের এমন কোন শক্তিশালী বা প্রভাবশালী সংগঠন নেই যেটি এ বিষয়ে শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্পষ্টতঃ কর্মরত শিক্ষকরা বর্তমানে এই প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন। যে কোন দেশের শিক্ষকদের

www.pathagar.com

পদমর্যাদা বা সম্মান পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাফল্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

আয় বা সম্মানী : সম্মানী স্পষ্টতই পদমর্যাদা রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক দেশে পেশাজীবী হিসেবে শিক্ষকদেরকে নগ্নভাবে কম সম্মানী দেওয়া হয়ে থাকে। অসংখ্য প্রয়োগিক গবেষণায় নিম্নহারে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের কুফল দেখানো হয়েছে। এ বাস্তবতার কারণে ইংল্যাণ্ডে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্স কর্তৃক এক জরিপ চালানো হয়েছিল। সুদীর্ঘ উন্মুক্ত মতামত গ্রহণের সময় অল্প সংখ্যক কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী মানুষেরা শিক্ষকদের প্রতি নিয়োগকর্তার আচরণে তাদের সম্মানী বা বেতন বিষয়ক আলোচনার ব্যাপক প্রাধান্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্নোত্তরে এ কথা বারংবার তারা প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করে থাকে, কেননা এ এক নিরাপদ চাকুরী অথবা তারা অন্য কোন কাজে উপযুক্ত নন। আরও প্রকাশ, শিক্ষক হওয়ার জন্য তেমন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না এবং তারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ, এমনকি নিজস্ব কর্মদক্ষতা বা উচ্চ অবস্থানের সৃষ্টিতে তারা উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। এই সনাতনী বা প্রচলিত ধারণা অটল বা অটুট থাকে, কেননা শিক্ষকতা এমন এক জীবিকা হিসেবে বিবেচিত যেখানে এই পেশাজীবীদেরকে উচ্চতর সম্মানীর জন্য শোচনীয়ভাবে কাড়াকাড়ি বা হুড়াহুড়ি করা উচিৎ নয়। এইভাবে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোষামোদ করে এমনভাবে উদ্ভাসিত করা হয় যে, যোগ্যতার নিরিখে বর্তমানে তারা যা গ্রহণ করছে তার চেয়ে বেশি প্রাপ্যের উপযুক্ত যেন তারা নন।[৮২]

তাহলে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষকদের উপার্জনের পরিমাপ নিরূপিত হবে? সর্বপ্রথমে, বিদ্যালয় ও সমাজের বৃহৎ পরিধিতে শিক্ষকদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বিবেচনায় আনতে হবে; দ্বিতীয়তঃ জাগতিক সম্মানীর ক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশাজীবীদের সাথে অন্যান্য প্রকৃতির পেশাজীবীদের কাজের তুলনা করা উচিৎ যেখানে উভয়ক্ষেত্রে একই ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চাওয়া হয়; তৃতীয়তঃ তাদের পেশাগত মর্যাদা সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য শিক্ষকদের উপার্জন অবশ্যই সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্য এমন পর্যাপ্ত হতে হবে যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। যখন প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের প্রশিক্ষণ শেষে উত্তম লভ্যাংশ গ্রহণে নিশ্চিত হবে, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই সানন্দে অধিক নিবেদিত প্রাণে কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত হবেন।

www.pathagar.com

পেশাগত গর্ব : এ সত্ত্বেও শিক্ষকরা তাদের শিক্ষকতা পেশাকে নিয়ে গর্ব করেন, কেননা এই পেশা তাদের সম্মান বৃদ্ধি করে। পেশা হচ্ছে ঐ পেশার সদস্য কর্তৃক সৃষ্ট জীবিকা। যদি তারা এই পেশার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ এবং এ পেশায় সংশিষ্ট হওয়াতে গর্ববোধ করেন, তাহলে তারা তাদের পেশার প্রতি আগ্রহী হয়ে এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। পেশাগত গর্ব শিক্ষকদেরকে তাদের পেশার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণে নিবেদিত প্রাণে সেবাদান এবং তাদের নীতিমালা কঠোরভাবে সংরক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করে থাকে। যে সকল সদস্য এই আচরণবিধি বা নীতিমালা লংঘন করেন তাদের প্রতি পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে সর্বদা সতর্কতার সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তাদের নিজস্ব সংগঠন করার স্বাধীনতা শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও পেশাগত মর্যাদা বা সম্মান বিবেচনায় এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা সংক্রান্ত স্বাধীনতা তাদের নিজ নিজ দেশের শিক্ষার বিভিন্ন পলিসি ও প্রোগ্রাম রচনায় তাদের প্রভাব ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল।

গণমানুষের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা : শিক্ষকদের নিজস্ব পেশাগত বৃত্তের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পৌরসভা, নগর ও স্থানীয় কাউন্সিল এবং অন্যান্য এমন সংবিধিবদ্ধ সংগঠনের সেবাদানের মাধ্যমে শিক্ষকরা শুধুমাত্র নিজেদের জন্যই নয় বরং তাদের নিজ পেশার জন্যও জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন।

জনগণের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সামাজিক মর্যাদা : জাতীয় পুরস্কার প্রদান এবং জাতীয় কমিটি ও কমিশনে তাদের সেবাগ্রহণের জন্য অন্তর্ভুক্তি তাদের প্রতি জনগণের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়। যে কোন পেশাজীবীদের নিজ নিজ দেশে আধিপত্যপরম্পরা পেশাসমূহের মাঝে তাদের অবস্থানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বিদল (Biddle) তার এক তুলনীয় গবেষণামূলক প্রকল্পে চারটি দেশের (ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দ্য ইউনাইটেড স্টেটস্) শিক্ষকদেরকে ১২টি ভিন্ন ভিন্ন পেশার সাথে তাদের সামাজিক মর্যাদা তুলনা করেছিলেন যেখানে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[৮৩] বৃটেন ও আমেরিকার শিক্ষকরা ঐ সকল পেশার সমতুল্য ছিলেন। উভয়ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা (ক্রমানুসারে) ঐ তালিকার মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন; চিকিৎসক, আইনজীবী, স্থপতি ও পূর্ত প্রকৌশলী-এর ঠিক পূর্ববর্তী স্থানে এবং

www.pathagar.com

গ্রন্থাগারিক, অফিস সুপারভাইজার, ব্যাংক কর্মচারী, কারখানার ফোরম্যান ও দক্ষ শ্রমিকের উপরে তাদের অবস্থান বিদ্যমান ছিল।

আমেরিকার শিক্ষকরা লয়েড ওয়ার্নারের পদমর্যাদা পরিমাপকের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যেখানে ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, স্থপতি এবং মন্ত্রীরা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, কিন্তু আলোচ্য তালিকায় সর্বোচ্চ পেশাগত পদমর্যাদার ক্যাটাগরীতে উচ্চ বিদ্যালয় বা উন্নতমানের বিদ্যালয় শিক্ষকরা তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৮৪] ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্ এর রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রণীত কম স্পর্শকাতর পদমর্যাদার তালিকায় স্কুল শিক্ষকরা বঞ্চিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তারা সেবিকা ও সমাজ কর্মীদের সাথে সামাজিক শ্রেণী-২ এ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তবে ডাক্তার, দন্ত চিকিৎসক, যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৌশলী, স্থপতি, পাদ্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সামাজিক শ্রেণী-১ এ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৪৯ সালের ব্রিটিশ সামাজিক গতিময়তা জরীপে অনেক বেশি স্পর্শকাতর হল জোন্স্ শ্রেণীভুক্তকরণে কেবলমাত্র মাধ্যমিক ও বেসরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা উক্ত তালিকায় ক্যাটাগরী-১ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ক্যাটাগরী-২ এ দুই শ্রেণীর শিক্ষকরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন : প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মাধ্যমিক বা বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অন্যান্য সকল শ্রেণীর বিদ্যালয় শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজকর্মী ও বাণিজ্যিক ভ্রমনকারীদের সাথে ক্যাটাগরি-৩ এ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সন্দেহ থাকতে পারে যে, কোন দেশের অতি সাধারণ মানুষের তাৎক্ষণিক মতামতের ভিত্তিতে হয়তঃ এ সকল পেশার পদমর্যাদার এমন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অধিকাংশ দেশের সামাজিক জরিপকারী এবং শিক্ষকরা স্বয়ং মনে করেন যে, তারা ঐ তালিকার মধ্যবর্তী পদমর্যাদা অধিকার করে আছেন। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে তাদের অবস্থান মধ্যবর্তীরও নীচে এবং প্রকৃত অর্থে সেখানে শিক্ষকদের পদমর্যাদা অত্যন্ত নিম্নমানসম্পন্ন। এই সকল দেশে শিক্ষার অবনতি হচ্ছে শিক্ষকদের নিম্নতর পদমর্যাদার প্রধান কারণ। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষকদের এই করুণ অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত নবীন শিক্ষকরা ক্রমাগতভাবে কাপুরুষতার সাথে ভাল নতুন চাকুরীর প্রত্যাশা করবেন। ছাত্র সমস্যা ও কল্যাণ (১৯৬৬) এর উপর গঠিত কমিশন কর্তৃক প্রকাশ যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাইমারী স্কুলের একজন প্রবীন শিক্ষক বাস্তবিক অর্থে তার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একজন দপ্তরী হতে চাইতেন, কেননা দপ্তরীর বেতন তার বেতনের চেয়ে বেশি

www.pathagar.com

ছিল।[৮৫] এমন ঘটনাতে আমাদের দিব্য চোখ খুলে যাওয়া উচিৎ। এই জরীপের এক দলিলে ইউনেস্কো শিক্ষকদের পদমর্যাদা প্রসঙ্গে এমন সুপারিশ করেছে :

> এটা চিহ্নিত হওয়া উচিৎ যে, শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান এবং তাদের প্রশংসনীয় অবদান শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহিলা শিক্ষক এবং তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ যত্নবান ও সচেতন হওয়া উচিৎ, বিশেষ করে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কারণে শিক্ষা সেবায় তাদের অনুপস্থিতি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।
>
> যাই হোক, বর্তমান প্রশাসনিক ও আর্থ সামাজিক পদমর্যাদার উন্নতি ও মানিয়ে চলা সাপেক্ষে তাদের সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধিকরণের প্রত্যাশা করা হয় যাতে সমাজে আরও অধিক সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্ততপক্ষে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকে।
>
> আশা করা যায় যে, এ সকল বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের ভূমিকা ও কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা হবে।[৮৬]

শিক্ষাসংক্রান্ত পদমর্যাদা

শিক্ষার মান সর্বদা মানসম্পন্ন শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের সাধারণ শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং শিক্ষকতার বিভিন্ন কার্যকরী পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি থাকা তাদের প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। সমাজে বিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষকতাকে এক সামাজিক এবং জনগণের সেবাদানকারী উন্নত ও মহৎ পেশা হিসেবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা উচিৎ কেননা তিনি সম্ভাব্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম। ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যায়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত সুযোগ্য শিক্ষক দেশের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে।

শিক্ষকদের শিক্ষাগত অবস্থান বা যোগ্যতা তাদের মর্যাদা বা সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা তারা তাদের বিদ্যালয় ও কলেজে সানন্দে অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তারা তাদের পেশাগত ক্ষেত্রেও শিক্ষাদানে চিত্তাকর্ষক যোগ্যতা অর্জনে

www.pathagar.com

সক্ষম হন। একজন শিক্ষক যত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন, সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদাও ততটুকু বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকতা পেশায় যতটুকু সম্ভব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা উচিৎ।

আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ব্যাপক পশ্চাদগামীতা অবস্থা বিদ্যমান, সে কারণে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির অধিকাংশ সেই প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান। দৃশ্যতঃ *উম্মাহর* প্রতিটি দেশকে তাদের বিদ্যালয়সমূহের জন্য যোগ্যতম শিক্ষক নিয়োগে সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। পরিশেষে, ভবিষ্যৎ নাগরিক আজকের শিশুদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, চরিত্রবান, মহৎ ও মহান শিক্ষক নিয়োগ করা সকল দেশেরই উচিত।

সূত্র :

1. John S. Brudacher, *Modem Philosophies of Education* (New York: McGraw Hill, 1939), p. 108.
2. Henry C. Morrison, *Basic Principles of Education* (Boston: Houghton Mifflin, 1934), p. 41.
3. Israel Scheffler, 'Philosophical Models of Teaching' in R. T. Hyman (ed.), *Contemporary Thought on Teaching* (Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc., 1971), p. 173.
4. *Mishkatul Masabih*, op. cit., 358.
5. *Qur'an*, 1:129, 3:164.
6. ibid., 3:184.
7. Ishtiaq Hussain Qureshi, *Education in Pakistan: An Introduction into Objectives and Achievements* (Karachi: Maaref Limited, 1975), p. 239.
8. *Qur'an*, 3:164.
9. ibid., 2:62.
10. *Sihih Al-Bukhari*, op. cit., p. 62.
11. *Mishkatul Masabih*, book I, op. cit., p. 353.
12. ibid., p. 358.
13. *Sahih al-Bukhari*, op. cit., p. 67.

www.pathagar.com

14. *Mishkatul Masabih*, op. cit., p. 36.

15. Naeem Siddiqui, *Rasulullah Bahasiyat Muallim* (Lahore: Idara Ta'lim-o-Tahqiq, Tanzim-i Asatidha-Pakistan, 1984), p. 5.

16. Khurshid Ahmad, *Teacher—A Preacher and Reformer* (Speech delivered in Educational Conference at Sukkur under the auspices of Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan, in December 1983).

17. Mian Mohammad Tufail, *Iqbal's Philosophy and Education* (Lahore: Bazam-i-Iqbal, 1966), pp. 131-33.

18. Imam hazali, *Kitabul Ilm (The Book of Knowledge)*, English tr. by Dr. Nabih Amin Faris (Lahore: Shaikh Mohammad Ashraf, 1962), pp. 126-53.

19. Syed Suleman Nadvi, *Musalmanon Ki Aainda Ta'lim* (Delhi: Maktaba Jamia Islamia, 1933), p. 10.

20. Syed Qutb, *Islam: Din-i-Haq* (Lahore: Al-Badr Publications, 1977), p. 11.

21. Prof. Mohammad Qutb, "Adress to Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan in April 1981," *Monthly Ta'limat*, vol. 4 (Lahore: Anjuman-e-Fazlin, IER, Punjab University, 1981, p. 11.

22. Maududi, *Ta'limat* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1982), p. 27.

23. ibid., p. 168.

24. Maududi, "Address to Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan on 30 December 1978," *Talimat*, vol. 4, no. 4 (1981), op. cit., p. 107.

25. Abdul Ghafoor Chaudhri, *Some Aspects of Islamic Education* (Lahore: Universal Books, 1982), p. 63.

26. ibid., p. 64.

27. ibid., p. 44.

28. Mansoor A.Quershi, *Some Aspects of Muslim Education* (Lahore: Universal Books, 1983), p. 66.

29. ibid., p. 66.

30. ibid., p. 74.

31. Norman M. goble and James F. Potter, *The Changing Role of the Teachers: International Perspective* (Paris: UNESCO, 1977), pp. 211-14.

www.pathagar.com

32. James D. Greenberg, "The Case for Teacher Education: Open and Shut," *Journal of Teacher Education*, vol. 34, no. 4 (1983), p. 2.

33. R. K. Kelsall and H. M. Kelsall, "The Status, Role and Future of Teachers" in J. Bdmund King (ed.), *The Teacher and the Needs of Society in Evolution* (Oxford: Pergaman Press, 1970), p. 107.

34. Goble and Porter, op. cit., p. 58.

35. ibid., p. 36.

36. John Dewey, *Democracy and Education* (Lahore: Unwin Books, 1973), pp. 58-59.

37. ibid., pp. 60-61.

38. J. Donald Butler, *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion* (New York: Harper and Brothers Publishers, 1957), p. 497.

39. B. Spodek, *Teacher Education: Of the Teacher, By the Teacher, For the Children* (Washington D. C.: National Association for the Education of Young Children, 1974), pp. 8-9.

40. Nigal Grant, "communist Countries" in Richard Goodings *et el* (ed.), *Changing Priorities in Teacher Education* (New York: Nicholas Publishing Co., 1982), p. 57.

41. ibid., p. 58.

42. *China Quarterly*, no. 55, 1973, p.4.

43. ibid., p. 35.

44. *Soviet Education*, vol, XIII, nos. 3-4, 1971, pp. 110-11.

45. *Mishkatul Masabih*, op. cit., p. 349.

46. Muhammad Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: M. Ashraf, 1954), p. 148.

47. Bakhtiar Hussain Siddiqui, *Education an Islamic Perspective* (Islamabad: University Grants Commission, 1986), p. 40.

48. ibid., p. 41.

49. *Qur'an*, 8:27.

www.pathagar.com

50. Salah Jamjoom, *First World Conference on Muslim Education* (Jeddah: King Abdul Aziz University), 1977), p. 68.
51. Umar Khan *et al Syed Ahmad Shaheed ke Ta'lims Nazriat*, unpublished master's thesis (Lahore: IER, Punjab University, 1981), pp. 53-57.
52. Howard Kirschenbaum and Sidney B. Simon, "Values and the Future Movement in Education: in Alvin Toffler, *Learning for Tomorrow : The Role of the future in Education* (New York: Vintage Books, 1974), p. 262.
53. Ronald F. Price, *Marx and Education in Russia and China* (London: Croom Helm, 1977), pp. 123-24.
54. ibid., p. 123.
55. Butler, op. cit., p. 358.
56. Ghazali, *Kitabul Ilm* (Lahore: Al-Badr Publications, 1977), p. 148.
57. *Qur'an*, 3:159.
58. ibid., 15:88.
59. ibid., 16:125.
60. ibid., 16:127.
61. Maududi, "Address to delegation of Tanzim-i Asatidha-i-Pakistan on 30 December 1978," *Ta'limat*, op. cit., p. 105.
62. *Qur'an*, 36:21.
63. Mansoor Qureshi, op. cit., p. 7.
64. Naeem Siddiqui, op. cit., p. 20.
65. Ghafoor Chaudhri, op. cit., p. 61.
66. ibid., p. 62.
67. *Qur'an*, 67:26.
68. ibid., 101:1-3.
69. ibid., 82:1-4.
70. ibid., 18:103.
71. *Mishkatul Masabih*, vol. III, *Kitabul Salah, op. cit., p. 160.*

www.pathagar.com

72. *Qur'an*, 2:43, 110, 238, 239, 277, 9:71, 11:14, 14:31, 17:78-79, 20:132, 24:56, 29:45, 31:4-5, 35:29-30, 73:2.

73. ibid., 2:43, 140:277, 24:56, 31:4-5, 73:20, 7:156, 9:18, 60, 71, 23:1-4.

74. *Sahih Al-Bukhari*, Book I: *Kitabul Ilm*, op. cit., p. 77.

75. ibid., p. 60.

76. ibid., , 61.

77. *Tarjumanul Qur'an*, vol. 76, no. 5, January 1972, p. 25.

78. *Sahih al-Bukhari*, book I: Kitabil Ilm, op. cit., p. 95.

79. E. W. Franklin, *Survey of the Teaching Profession in Asia* (Washington D. C.: World Confederation of Organisation of the Teaching Profession, 1963), p. viii.

80. John Vaizey, 'Teachers Under Authority," *Times Education Supplement*, 9 January 1959, p. 41.

81. Kelsale and Kelsale, op. cit., p. 119.

82. ibid., p. 145.

83. ibid., p. 111.

84. ibid., p. 112.

85. Government of Pakistan, *Report of National Commission on Students Problems and Welfare*, (Islamabad, Ministry of Education, 1966), p. 47.

86. Goble and Porter, op. cit., p. 216.

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

বিশ্ব প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষাদান একটি কৌশল (Art)। অন্যান্য কৌশল শিক্ষার ন্যায় এই কৌশলটিকেও দক্ষতার বিভিন্ন মাত্রায় শেখা যায়। প্রকৃতিগতভাবেই অনেক শিক্ষক এত বেশি পারদর্শী, শিক্ষার কোন কৌশল শিক্ষা ছাড়াই উন্নতমানের শিক্ষকের ন্যায় তারা শিক্ষদান করতে পারেন। বিষয়টি এমনই যে, কোন কোন সঙ্গীত শিল্পী যেমন সুরের কারুকাজে শিক্ষা ছাড়াই সুর তুলতে পারেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি এতটাই প্রতিবন্ধীর ন্যায় এবং শিক্ষকতার জন্য এতটাই অনুপযোক্ত যে, বাদ্যযন্ত্র যেমন কোন বধিরকে সুর শিখাতে পারে না তেমনি প্রশিক্ষণও তার শিক্ষকতার কৌশল শিক্ষায় কোন অবদান রাখতে পারে না। বেশিরভাগ শিক্ষকই বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের শিক্ষকদেরকেও শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া শিক্ষার্থীদের প্রতি অপরাধ করার শামিল, এইসব শিক্ষকদের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদানের বিষয়টি বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। এর কারণ শিক্ষকই হলো শিক্ষকদের মূল ব্যক্তি।[১]

বর্তমান শিক্ষাদান ব্যবস্থায় শিক্ষকই মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাদের উপর শিক্ষার দাবি অনেক। বিজ্ঞানভিত্তিক পেশার মাধ্যমেই তাদের উপর কৃত দাবি মেটানো যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাকে সে জন্য কতগুলো তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পড়ে উঠতে হবে। এই জ্ঞান না থাকলে শিশুদের ভবিষ্যত শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে। সে জন্য সুশৃঙ্খল কতগুলো তত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে, এই তত্ত্বগুলো হতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যৌক্তিক বিশেষণের মাধ্যমে সুসামঞ্জস্য নীতি গড়ে তোলা যায়, এই নীতিগুলো পেশাদারীর কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করে। চাকুরির আদর্শ, পেশাগত নৈতিকতা, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং পেশাদারী গ্রুপে প্রবেশের নিয়ম-কানুন হলো প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ভবিষ্যত প্রজন্মের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে হলে শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষণের মান ও গুণ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই, পেশাগত জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে এই চাহিদা মেটানো যায়। এই গোষ্ঠী শিক্ষকতা পেশার মর্যাদাও বাড়িয়ে দেবে এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতিও এই গোষ্ঠী বদলিয়ে দিবে।[২] সাধারণ নির্দেশনার অংশ হিসেবে শিক্ষকদের প্রস্তুতি সরাসরি শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। এই উদ্দেশ্য শিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে

www.pathagar.com

নির্ধারিত বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হবে। শিক্ষক শিক্ষণের মূল লক্ষ্যই হলো ভাল শিক্ষক তৈরি করা।

শিক্ষক শিক্ষণকে এত সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করা উচিত হবে না। শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়েছে, আর এক দেশ থেকে আরেক দেশে এটি একেক রকম। আলাদাভাবে এটিকে চিন্তা করলে হবে না। দীর্ঘ গবেষণায় এর ফলাফলকে বিবেচনা করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয় যে, শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের স্নাতক বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার অধিকারী হবে, কার্যকর ও দক্ষ সিদ্ধান্ত দানের যোগ্য হবে, শ্রেণীকক্ষে উষ্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে, বিকল্প কৌশল নির্ধারণে পারঙ্গম হবে, পেশাগত গুণাবলীর অধিকারী ও গবেষণা কাজ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিশেষ লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে স্নাতকদেরকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে।

(১) শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা বিশেষণ (২) শিক্ষা গ্রহণের সমস্যার বিশেষণ (৩) শিক্ষা কার্যক্রমের বিশেষণ (৪) পরিবেশগত অবস্থার বিশেষণ (৫) উদ্দেশ্যের বিশেষণ (৬) শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ (৭) বিভিন্ন শিক্ষাদানের বিষয় নির্ধারণ (৮) স্থান, কাল, সম্পদ, শিক্ষার্থীর শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর আচরণ নির্ধারণের ব্যবস্থাপনা (৯) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়ন (১০) সমস্যা নিরূপণ ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনার উপাত্ত বিশেষণ (১১) শিক্ষামূলক গবেষণার ব্যবহার (১২) সক্রিয়ভাবে পেশাগত সংস্থাসমূহে যোগদান।[৩] শিক্ষক শিক্ষণের মৌলিক কাজ হলো চিন্তামূলক কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং নৈতিক, রাজনৈতিক ও সহায়ক বিষয়কে সহায়তা করা। এই গুণগুলো শিক্ষকদের দৈনন্দিন চিন্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।[৪]

সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে যে তারতম্যের সৃষ্টি করেছে তাতে কাকে কার্যে নিযুক্ত করা হবে সে ব্যাপারে দাবিদার প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষমতা দিয়েছে। এর ফলে কিছু কিছু স্কুল ও শিক্ষণ স্কুলকে শিক্ষক তৈরির সাধারণ দক্ষতার মডেল গ্রহণে বাধ্য করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক স্বল্পতার বহুবিধ কারণের মধ্যে এটি মূল কারণ। সে কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত তাদের লক্ষ্য পুনর্মূল্যায়ন করা, শিক্ষণ স্কুলের জন্য বেশি পরিমাণে সম্পদ বিনিয়োগ করা। এগুলো তারা করবে সমাজ সেবার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে।[৫]

www.pathagar.com

সাধারণ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যাপক ভিত্তিক অঙ্গীকারের উপরই ইচ্ছাকৃত শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের বিষয়টি নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টি সমাজে যেমন সমাদৃত নয় তেমনি সম্মানিতও নয়। অনেকের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দক্ষতা উন্নয়নের ন্যায় বিষয় হলেও তাকে অতি প্রাথমিক পর্যায়েরই মনে করা হয়। তার অবস্থা বর্ণনায় কৌতুকের অবতারণা করা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো মর্যাদার দিক দিয়ে অতি নিম্ন পর্যায়েই অবস্থান করে। সরকারী বিভাগগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার উপর উইসকনসিন সিম্পোজিয়ামে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে উলেখ করা হয় যে, স্বল্প মাত্রার শিক্ষক শিক্ষণ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি দুর্বল কলঙ্ক হিসাবে বিরাজ করছে।[৬]

চতুর্থ অধ্যায়ের উলেখিত শিক্ষক পরিচিতির ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষণের কিছু কিছু মূলনীতি স্থির করা যাবে : শিক্ষকদেরকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের বিশেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

শিক্ষকগণ যে মডেলগুলোর কথা বলেন সেগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষণে এমন নীতি ব্যবহার করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে তা দেখা যায়।

শিক্ষক শিক্ষণের প্রাথমিক অবস্থায় দু'বৎসরের স্থায়ী শিক্ষা পদ্ধতির একটি অবধারিত অংশ গঠন করা যেতে পারে; প্রথমতঃ অন্যান্য সব নাগরিকের ন্যায় (অন্যের চেয়েও অপেক্ষাকৃত বেশি) তাদেরও স্থায়ী শিক্ষণের প্রয়োজন, তাদেরকে স্থায়ী শিক্ষাদানের উপায় হিসেবে মনে করা হলে তাদেরকে অবশ্যই সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল না হলে শিক্ষক শিক্ষণ ও ব্যবস্থাটাই অর্থহীন।

শিক্ষক শিক্ষণ হবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ন্যায়। এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি পদ্ধতি গ্রহণ অতি জরুরী। শিক্ষকদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা তাদের নিজেদের প্রতি ও তাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি সমানভাবে নিবেদিতপ্রাণ হয়। তাদের শিক্ষণটি তাদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে এমনভাবে গড়ে উঠে যাতে জনগণ সে শিক্ষণটাই তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে। রূপক হিসাবে বলতে হয়—শিক্ষক শিক্ষণ হবে দ্বি-লক্ষ্যাভিমুখী শিক্ষা।[৭]

www.pathagar.com

শিক্ষাদান অনুশীলন

ইতোপূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাদান একটি কৌশল আর শিক্ষক এই কাজে একজন কৌশলী। অন্য ক্ষেত্রের একজন কৌশলীর ন্যায় ভবিষ্যৎ কাজের জন্য একজন শিক্ষকের যথেষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এ কাজটিকে ঔষধের কৌশলের সাথে শিক্ষণের কৌশলের ন্যায় তুলনা করা যায়। ঔষধের কাজ জীবন্ত জিনিসের সাথে, ঔষধের আছে জীবনী শক্তি আর স্বাস্থ্যের আত্মনীতি পদ্ধতি। চিকিৎসক চিকিৎসার নিমিত্ত প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয় করেন। তবে তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তা করেন। এইজন্য চিকিৎসক তার কার্য প্রণালীতে প্রকৃতির পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করেন, যথাযথ ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করেন। জীববিদ্যার ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতি তার নিয়ম অনুসরণে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসকও সে গতিশীলতাই ব্যবহার করেন। শিক্ষককেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার সুদূরপ্রসারী। একজন চিকিৎসক একই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পণ্ডিত মওলানা খলিল আহমদ হামদি ১৯৮৬ সালের ৩০ অক্টোবর গবেষকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের শিক্ষাদান অনুশীলনের মেয়াদ পদ্ধতি হবে হুবহু চিকিৎসকের বাড়ির কাজের ন্যায়।

এ ব্যাপারে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমের কড়া সমালোচকও সাধারণভাবেই এটি স্বীকার করেছেন যে, ছাত্র শিক্ষাদান জরুরী। বিভিন্ন জরীপে দেখা যায় যে, প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ হিসাবে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান অনুশীলন গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষকদের জন্য এটির মূল্য অনেক। সাহিত্য অনুশীলনে বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞার বিষয়, নির্দিষ্ট তত্ত্ব এবং শিক্ষাদান অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। সর্বোপরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার স্বার্থকতার কথাটিই এখানে সবচেয়ে বেশি আসে যার উত্তর দেওয়া হয়নি।

শিক্ষাদানের অনুশীলনের জোরালো ধারণাটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সাথে সংশিষ্ট। এ অভিজ্ঞতা পুরনো বা নতুন যে কোনটিই হতে পারে। বর্তমান তত্ত্ব ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে এগুলোর জন্য প্রয়োজন আরো স্পষ্টতর সংজ্ঞা। চিকিৎসা অভিজ্ঞতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষাদান অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান চক্র, মাঠ অভিজ্ঞতা ও ব্যাষ্টিক শিক্ষার ন্যায় শব্দগুলোর বিবিধ ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো সহায়ক উপকরণের বর্ণনায় সাধারণ শব্দ হিসাবে ব্যবহারিক (Practicum) শব্দের কথা বলা হয়েছে। থিউ (Thew) এর মতে ব্যবহারিক শব্দ দ্বারা পেশাগত এমন

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতাকে বুঝানো হয় যা শিক্ষার্থীগণ প্রয়োগ করে থাকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে এবং তার তত্ত্বকে পুনর্গঠন করে থাকে এবং শিক্ষক হিসাবে সে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার যোগ্যতাকে শানিত করে থাকে। শিক্ষাদান অনুশীলনকে নিম্নবর্ণিতভাবে ভাগ করা যায় :

দলভিত্তিক (Block Teaching) শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী যথাযথ পরিস্থিতিতে শিক্ষাদান কার্যের পূর্ণ পরিধির মতে বড় ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আর সহযোগী বিদ্যালয় হতে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী এই দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এটি অন্যসব পেশাগত অধ্যয়নের অন্তর্গত শিক্ষাগ্রহণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। তবে এটি তাদের জন্য পেশাগত অধ্যয়নের বিকল্প কিছু নয়। দলভিত্তিক শিক্ষাদান অনুশীলন সাধারণত কোন একটি মেয়াদাকালকে বুঝিয়ে থাকে। শিক্ষানবীশকাল (Internship) হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কার্যে পুরো দায়িত্ব পালনকালীন একটি বর্ধিত মেয়াদকাল। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষানবীশদের দায়িত্ব হয় সীমিত বা স্বল্প পরিমাণের। চূড়ান্তভাবে প্রশিক্ষণ কার্য সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষানবীশগণের সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়।

বিরতিহীন শিক্ষাদান অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষাদান কার্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার সুযোগ শিক্ষার্থীগণ পেয়ে থাকে। এর মেয়াদ হবে সপ্তাহে আধা দিবস, একদিন বা দু'দিন। বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থেকে তাদের এ কার্যক্রম চলে থাকে।[৮]

শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের বিশ্বব্যাপী জরীপে দেখা যায় যে, শিক্ষক-শিক্ষণের উপর্যুক্ত শ্রেণীসমূহের যে কোন একটি বিভিন্ন দেশ ব্যবহার করে থাকে। শিক্ষাদান অনুশীলনের এই মেয়াদ কোথাও কোথাও এক মাস হতে এক বৎসরও হয়ে থাকে। শিক্ষাদান অনুশীলনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সুযোগগুলো শিক্ষার্থীগণ পেয়ে থাকে :

১) স্বকীয় ধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ সহজেই তাদের নতুন ভূমিকা পালনে নিজেদেরকে খাপখাওয়াতে পারে।

২) শিক্ষাদান কার্যক্রমে প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্য একটি ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।

৩) শিক্ষাদানের প্রতি অঙ্গীকার উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

৪) প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় আগেভাগেই তত্ত্বগত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ।

শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিকল্পনার বিশেষণ করতে গিয়ে Smith ও Zagan (১৯৭৫) বলেন যে, অভিজ্ঞতার বেলায় সুসংগঠিত পদ্ধতি আতিশয্যতা দূরীকরণ ও পরীক্ষামূলক শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করতে পারে। তাদের মতে, শিক্ষক হতে হলে তাকে মাঝে মাঝে ওরিয়েন্টেশন গ্রহণ করতে হবে, মূল ধারণা, মূল শিক্ষা গ্রহণ, অঙ্গীকার, মূল অনুমান ও মূল মূল্যায়নের জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত তাদের ধারণা লাভ ও সাধারণিকরণের ধারণা লাভ করতে পারে, তাছাড়া তারা যাতে সঠিক ও পরিবর্তিত অবস্থায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের উলেখিত বিষয়গুলোকে যাচাই করতে পারে তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব অভিজ্ঞতার জ্ঞান দিয়ে থাকে। যৌক্তিক পর্যায়েই তা হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতি পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদেরকে মূল অনুমান ও সবশেষে মূল্যায়নের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। মনে করা হয় যে, এরূপ দীর্ঘ অগ্রগতি শিক্ষকদের শিক্ষাকে নিশ্চিত করবে যারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থী ও স্কুলের প্রয়োজন পূরণ করবে।

অনুশীলন শিক্ষাদান কার্যক্রমের কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার ব্যাপারে মতভেদ আছে। শিক্ষার্থী-অনুশীলন-শিক্ষাদান কার্যক্রমের উন্নয়নে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জরীপের ফলাফল পেয়ে জনসন শিশুদের সাথে আরো দীর্ঘ ও বেশি বেশি করে যোগাযোগ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের সাথে বিভিন্ন কোর্সের সমন্বয়ের কথা বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের আগে ও পরে "ছাত্র-শিক্ষকদের" পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আকারে শিক্ষাদান অবস্থার অন্তর্ভুক্তির কথাও জনসন উলেখ করেন।[৯] অন্যান্য ধারণায় বারবার দলভিত্তিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষাদানে যোগ্য নয়, ল্যাবরেটরী অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে তাদেরকে আলাদা করার কথাই বলা হয়, শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতির ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা বলা হয় এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের মাত্রার উপর কম জোর দেওয়ার কথা বলা হয়।

www.pathagar.com

ডাইসেকের মতে- অনুশীলন পাঠদানে পুরোপুরিভাবে শিশুদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে শিশুদের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দলবদ্ধ করার (Custom-tailoring) ন্যায় শিশুদের উদ্দেশ্যে আরো বেশি বিশেষায়িত পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। এটা প্রমাণিত যে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশেষ ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষমুখী করার নিমিত্ত বর্তমানে অনেকগুলো পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।[১০]

গ্রিফিথ ও মূর কলেজকে অনুশীলনী পাঠদান কাজে নিয়মিতভাবেই ব্যবহার করেছেন। কুড়িটি স্কুলের উপর গবেষণা কাজ চালানোর সময় এই কাজটি করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, বেশিরভাগ প্রধান কার্যালয়ই মনে করে যে, শিক্ষাদান কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা তেমন প্রস্তুত নয় এবং তাদের জন্য কলেজ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানও সন্তোষজনক নয়; তবে তারা নিজেরাও শিক্ষাদান কাজের জন্য স্পষ্টত কোন নীতি প্রণয়ন করেনি এবং তত্ত্বাবধান সম্পর্কেও তাদের ধারণা অস্পষ্ট। এই ধরনের ও এই পরিমাণ তত্ত্বাবধান স্কুলের লোকদের দ্বারাই করতে হবে।[১১]

ইন্টার্নশীপ

অধুনা বৎসরগুলোতে শিক্ষক প্রস্তুতি কার্যক্রমের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। একটি সমালোচনা হলো, শিক্ষকতায় যোগদানের পূর্বে তারা যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন না। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কার্যে প্রবেশের পূর্বে এইসব শিক্ষাদানকারীকে সবসময় ও ব্যাপকভিত্তিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা (Clinical Experience) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[১২]

শিক্ষাদান বিড়ম্বনা (Teaching Enxiety)'র বেলায় দেখা যায়, সংশোধিত শিক্ষাদান বিড়ম্বনা অবস্থার উপর পুরনো শিক্ষার্থী-শিক্ষণ কার্যক্রমের কোন ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায় না। এই অবস্থায় দেখা যায় যে, শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষাদান বিড়ম্বনা অনুকরণে ব্যাপক শিক্ষাদান কার্যক্রম যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষকদের ধারণা হলো, এটা একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা কত দীর্ঘ হবে, ইতিবাচক ফল পাওয়ার জন্য এটি কোন আবশ্যক বিষয় নয়। ইন্টার্নশীপের উপর গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষকদের তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রাক্কালে প্রথমদিকে অর্ধেকের ন্যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার মধ্য দিয়ে উলেখযোগ্য হারে বিড়ম্বনার মাত্রা কমে গিয়েছে। এরপরও প্রশ্ন থেকেই যায় যে, কম মাত্রায় ইন্টার্নশীপ কার্যক্রম গৃহীত

www.pathagar.com

হলে ইন্টার্নশীপ বিড়ম্বনার মাত্রা কমানোর জন্য যথেষ্ট হবে।[১৩] উদ্বিগ্নতা ও বিড়ম্বনার মাধ্যমে চিন্তা করা হলে প্রাক সেবাদানকারী শিক্ষকগণ কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও আবেগ অনুভূতি বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি উঁচু মাত্রার চিন্তা করে থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষক ও ইন্টার্নকারী শিক্ষকগণ কোন বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে, শ্রেণীকক্ষের অবস্থা ও শিক্ষার্থীদের ভাবের আদান-প্রদানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয়।

উপর্যুক্ত উপসংহারে ইন্টার্নশীপের গুরুত্ব এবং মুসলিম দেশগুলোতে প্রাক-শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের নব পদ্ধতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অনুকরণ

প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষা কার্যক্রম ক্যাম্পাসের তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ সংশিষ্ট বিষয় এবং ক্যাম্পাসের বাইরে শিক্ষাদান কাজের বেলায় শিক্ষার্থীদেরকে ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে হিউজেস ও ট্রেইল মনে করেন :

> দু'টো অভিজ্ঞতার বিষয় অর্জিত হয়নি, এর ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষগণকে শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমে একটি বিভ্রান্তিকর তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থা প্রায়ই শিক্ষার্থী শিক্ষকদেরকে শ্রেণীকক্ষে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় যেখানে তারা এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তারা যার সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না। তাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবেই এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রেণী কক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থার মতই তারা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে।[১৪]

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীগণের তাদের নিজস্ব শিক্ষাদান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে শানিত করেছে। এছাড়াও আন্তঃক্যাম্পাস ও বহিঃক্যাম্পাসের শিক্ষাদান কার্যক্রমের মধ্যেকার প্রচলিত সম্পর্ককে জোরালো করেছে। শিক্ষক শিক্ষণের পারস্পরিক কর্মকাণ্ড কমপক্ষে দু'টো অন্য বিষয়ের মাধ্যমে গতি লাভ করেছে। এর মধ্যে একটি হলো শিক্ষক প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার। অধিকতর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অধ্যয়ন এর মাধ্যমের সম্ভব হয়েছে। আরেকটি হলো, একটি বিষয় বেশি বেশি স্বীকার করে নেওয়া যে, "তত্ত্ব যার মধ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সে বাস্তবতার ভিত্তিতে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যাবে।"[১৫]

www.pathagar.com

শিক্ষক শিক্ষণে তত্ত্ব ও অনুশীলনের সমন্বয়

একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বর্তমান বৎসরগুলোতে বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, এটি হলো শিক্ষক শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্ক। শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়টি বারবার সমালোচিত হয়েছে, এর কারণ একটিকে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক এ দু'ভাগে বিভাজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ ও সমাজের স্কুলগুলোর সাথে শিক্ষক শিক্ষণের সম্পর্ককে যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ করা হয়। শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে তাত্ত্বিক শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি বাস্তবে প্রয়োগকৃত নয় আবার ব্যবহারিক শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে তেমন সমর্থিত নয়। কখনো কখনো অনুশীলনের মাধ্যমে তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় আবার কখনো কখনো এর বিপরীতও হয়ে থাকে। শিক্ষাদানকারী অনেক শিক্ষক মনে করেন যে, তত্ত্ব ও ব্যবহারিকের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ ও ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়টি হবে কঠিন যদি শিক্ষক শিক্ষণ সবচেয়ে অর্থপূর্ণ হয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে ও তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শিক্ষক শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের সমন্বয় সাধনের বিষয়টি বিভিন্ন রকম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কথা হলো, পরিকল্পনা গ্রহণকারীগণ শিক্ষক-শিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। এই কর্মসূচীগুলোকে সাবধানতার সাথে স্পষ্টভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যসহকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষক-শিক্ষণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষক শিক্ষণের প্রধান ক্ষেত্র, সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র ও পেশাগত শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। রেনশো এ প্রসঙ্গে বলেন, "সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষা যে কোন বিভাজিত বিষয় নয় বরং উভয়টিই পরিপূরক এ ব্যাপারে অনেক মতামত রয়েছে।[১৬] এর একটি ফল হলো, এমন একটি কোর্স চালু করা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার কোর্স পাশাপাশি চলছে। এটি কার্যক্রম গ্রহণের প্রথম থেকেই চলে আসছে। এভাবে আনুসঙ্গিক ও ব্যবহারিক থেকে পরিকল্পিত তত্ত্বগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর আরেকটি ফল হলো পেশাগত কাঠামোর মধ্যে থেকে কতিপয় বিষয়ের শিক্ষা প্রচলন সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সংশিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষণ, বিষয়টির উপর শিক্ষা গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, শিক্ষাদানের সমাজতাত্ত্বিক বিষয়, স্কুলের বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও এর শিক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করার ন্যায় বিষয়গুলো এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৭]

www.pathagar.com

তৃতীয়ত : এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হলো, কঠোরভাবে সমন্বিত শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষক শিক্ষণের পেশাগত পরিধির মধ্যে অনুশীলন। এ পদ্ধতি শিক্ষণের মধ্যে কতগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত (মনস্তত্ত্ব, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান), কারিকুলামে বিভিন্ন কোর্স, শিক্ষাদান ও শিক্ষাদান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা এর আওতাভুক্ত। শিক্ষক প্রস্তুতির পেশাগত পরিধিতে সংশিষ্ট শিক্ষাতত্ত্ব ও অনুশীলনের বিষয়টি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অনেকগুলো কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়ন করেছে।

তত্ত্বগত জ্ঞানের অবস্থানগত শিক্ষাদান

কোন কোন শিক্ষক একথা জোর দিয়েই বলেছেন যে, শ্রেণীকক্ষে তত্ত্বগত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে যথেষ্ট প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এর জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষাদানের বিষয় এবং পরে পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এর পরিবর্তে প্রকৃত বা অনুকরণমূলক শিক্ষা পরিবেশকে ব্যবহার করতে হবে। অবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য গবেষণা ও তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত নীতি শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহার করতে হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে আলোচনা করতে হবে। চলমান অবস্থার বর্ণনায় তত্ত্বজ্ঞান ব্যবহার করতে হবে, অন্যদিকে তত্ত্ব ব্যাখার জন্য অনুমাণগত শিক্ষাদান অবস্থা ব্যবহার করতে হবে।

এই ধারণা শিক্ষক শিক্ষণে উপকরণের ব্যবহার ও উন্নয়নকে উলেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে এবং শিক্ষক প্রস্তুতের কার্যক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভে নতুন উদ্যম ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

স্কুলগুলোর সাথে নতুন সম্পর্ক

স্কুলগুলোর সাথে ঘনিষ্টতর ও অধিকতর ফলপ্রসূ সম্পর্ক শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলনগত সমন্বয়কে সহজতর করার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের সম্পর্ক শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্কুলের স্টাফদের মধ্যে ঘনিষ্টতর সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে এবং মাঝে মাঝে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষকদের জন্য অন্যবিধ শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে।

Asian Institute for Teacher Education আয়োজিত একটি কর্মশালায় সমন্বয়কারী তত্ত্ব ও অনুশীলনের উপর প্রণীত রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকেই এসব ক্যাম্পাসে একটি "ল্যাবরেটরী স্কুলের" সাথে

www.pathagar.com

এবং নিকটের "সহযোগী স্কুলের" সাথে সহযোগিতা করা উচিত। ল্যাবরেটরী স্কুলকে "একটি প্রতিষ্ঠিত ডেমন্‌সট্রেশন ও পাইলট কেন্দ্র হিসাবে মনে করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ স্টাফ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে, যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষাদান পরিবেশের ব্যবস্থা করা যায়।"

অন্য বিষয় ছাড়া এটিও দেখা হয় যে, সকল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকেই ল্যাবরেটরী স্কুলে শিক্ষার্থীগণ আসবে। এখানকার স্টাফগণ হবে উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাদের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। স্কুল ও ইনস্টিটিউশনের স্টাফদেরকে "মাঝে মাঝে "আন্তঃ বদলী"-র ব্যবস্থা করতে হবে।" এছাড়াও প্রধানত ছাত্রদের অনুশীলন পাঠদানের জন্য ব্যবহৃত সহযোগিতাদানকারী অন্যান্য স্কুলগুলোর সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতাদানের কারণে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে :

১ সমাজের জন্য সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের স্কুলের ব্যবস্থা হতে পারে।

২ সংগঠন, প্রশাসন এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ন্যায় বিষয়গুলোর জন্য নিয়মিত ধরনের স্কুলগুলোর ছাত্র-শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধার বিষয় অবহিত হওয়া।

৩ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন।

৪ ল্যাবরেটরী স্কুল, নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন মাত্রার ও ধরনের নতুন ধরনের ছাত্র শিক্ষক সুবিধার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৫ ছাত্র-শিক্ষকদের গুণাবলী এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের যোগ্যতার যাচাই করা।

৬ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনগুলোতে বর্তমানে যে সব নতুন নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী অনুশীলন চলে আসছে সেগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে সহযোগিতাদানকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা করা।

প্রতিটি সহযোগিতাদানকারী স্কুলে একটি টিচিং সেন্টার (Teaching Centre) খুলতে হবে। এই সেন্টারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ও ছাত্র-শিক্ষকদের সহযোগিতাদানকারী শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ফ্যাকাল্টি থাকবে। এখান হতে

www.pathagar.com

পরিকল্পনা ও ও শিক্ষার্থীগণের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষার্থী শিক্ষণের তত্ত্বাবধানের ন্যায় বিরাট দায়িত্ব শিক্ষকদেরকে যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে তাদেরকে শিক্ষক শিক্ষণের কর্মসূচীর আওতায় সুপারিশকৃত নীতিমালা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ও পেশাগতভাবে অভিজ্ঞ হতে হবে।

শিক্ষামূলক তত্ত্ব ও অনুশীলনের সমন্বয়ের ব্যাপারে মার্কল্যাণ্ড ও গ্র্যান একমত হন যে, বাস্তবতা বিবর্জিত একমাত্র তাত্ত্বিক গবেষণা দিয়ে কাজ হবে না। তারা এটি জোর দিয়ে বলেন যে, ব্যবহারিক শিক্ষণের বেলায় "তাত্ত্বিক বিষয়গুলো কেমন কাজ করে শিক্ষার্থী শিক্ষকদেরকে তা দেখতে হবে।" এবং নীতিগতভাবে[১৮] তারা যা শিখেছে তাদের তা প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে।

মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষক শিক্ষণ পুরো ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক শিক্ষা ইনস্টিটিউশনগুলো অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে চলে আসছে। এসব দেশের কারিকুলামে ব্যবহারিক কোর্সের চেয়ে তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুশীলন পাঠদানের সময় শিক্ষকদের ব্যবহারিক প্রস্তুতিও এখানে অবহেলিত। এখানকার কোর্সগুলো হয় স্বল্পমেয়াদী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ তত্ত্বাবধানও এখানে করা হয় না।

এর ফলে বেশিরভাগ শিক্ষকই তাদের পেশায় উৎসাহ পায় না, তারা পেশাটাকে শুধু চাকুরি হিসেবেই দেখে। তারা কাজ করে যন্ত্রের ন্যায় আর আদর্শগত ভূমিকার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যোগ্যতাকে উন্নত করার জন্য বা আদর্শগতভাবে উন্নত করার জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলো শিক্ষকদের উপর সামান্যই প্রভাব ফেলে। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকই পুস্তক ক্রয় করে পড়ে। কোথাও কোন স্কুলে লাইব্রেরী থাকলেও শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা এখানে একই রকম; তারা শিক্ষা উপকরণের সুযোগ তেমন পায় না, এইসব উপকরণ বেশি মূল্যবান হওয়ার কারণেই তারা সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ পায় না। জনৈক পর্যবেক্ষক এই মর্মে মন্তব্য করেন, "শিক্ষকদের মোটের উপর কোন বিকাশ হয় না। তারা একই জিনিস একইভাবে পড়াতে থাকে, তারা তাদের ধারণা ও পদ্ধতিগুলো এমনভাবে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো যেন স্থবির হয়ে পড়েছে, একই জায়গায় তারা কষ্ট করে করে চলছে,

www.pathagar.com

তারা যেখান থেকে শিক্ষাদান কাজ শুরু করেছিল সেখান থেকেই অবসর নিয়েছে।[১৯]

অনেক শিক্ষণ কলেজের প্রধান লক্ষ্যই হলো ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের জন্য শিক্ষক তৈরি করা। এইসব স্কুলে ধর্মকে ভিন্ন বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। ধর্মকে অন্যসব বিষয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় না। পূর্ববর্তী মুসলিম শিক্ষকের যে মর্যাদা ও প্রভাব ছিল বর্তমান মুসলিম শিক্ষকের তেমনটি নেই।

মুসলিম শিক্ষকদের প্রস্তুতি পশ্চিমাদের ন্যায় হবে না, পশ্চিমা বা অন্যদেশের ন্যায় তাদের নকল করা যাবে না। শিক্ষার্থীদের দেহ মনের যত্ন নেওয়ার সাথে সাথে মুসলিম শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে তাদের আত্মার উন্নয়নে উৎসাহিত করা, মুসলিম শিক্ষকদের জন্য প্রণীত শিক্ষক প্রস্তুতি কর্মসূচীতে অবশ্যই শিক্ষকদের জন্য প্রণীত অতিরিক্ত এই গুণাবলী অন্তর্ভুক্তির জন্য অতিরিক্ত কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক আবহ তৈরি করতে হবে, শিক্ষার্থী শিক্ষণের পাঠদানে পরিবর্তন আনতে হবে, স্বেচ্ছামূলক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও চাকুরীকালীন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে হবে।

মুসলিম সমাজের একজন শিক্ষকের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব গুণাবলী থাকবে যাতে তার তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা তাদের নিজ নিজ বয়স অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আলাহার উপর তাদের ঈমান আনতে পারে। তারা যাতে এমন জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষমতা অর্জন করতে পারে যাতে তারা চিন্তা করতে পারে এবং মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তার বিধিবিধান জানার একটি শক্তি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং যাতে তারা তাদের জ্ঞান, মেধা ও উপলব্ধিকে তাদের নিজেদের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে পারে।

ছাত্ররা যাতে এগুলো করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্য শিক্ষকদেরকে ইসলামের কায়দা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তারা যাতে তাদের পূর্বসূরীদের অবদান কিভাবে ইসলামের খেদমতে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারে, আর তারা যাতে তাদের শিক্ষাদানের ভূমিকা সর্বোচ্চ উপায়ে ব্যবহার করতে পারে তাদেরকে সেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ ভূমিকা ও শিক্ষা পেশার মর্যাদার প্রেক্ষিতে যারা নিবেদিত, দায়িত্বশীল সে সব শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য কারিকুলাম প্রস্তুত করতে হবে।

www.pathagar.com

কারিকুলাম একইসাথে মুসলিম হিসাবে শিক্ষকদের নিজস্ব গুণাবলী ও তাদের পেশাগত যোগ্যতার উন্নয়ন সাধন করে। পেশাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকের যোগ্যতা, উপলব্ধিজ্ঞান ও কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি সংঘটিত করার যোগ্যতা।

কারিকুলাম ইসলামী আদর্শের উপর গঠিত হবে এবং ইসলামী কাঠামোর মধ্যে যাতে আধুনিক শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমের সবসময়ই আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন হলেও শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের বিষয়টি বেশি প্রয়োজন। শিক্ষকের কোলেই আমাদের কচি ও মাসুম বাচ্চাদের দিয়ে থাকি, তিনি আমাদের বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার অবস্থান হবে আরো উর্ধ্বে যাতে তিনি আমাদের শিশুদের হৃদয় মনের ক্ষুধা মিটাতে পারেন। তিনিই একজন ব্যক্তি স্কুল সময়ের মধ্যেই যার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়, তার দায়িত্ব সবসময়েই। সেজন্য প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষকদের আত্মিক উন্নয়নের জন্য কারিকুলামে সে ব্যবস্থা থাকা উচিত।

মুসলিম বিশ্ব তার আদর্শিক ও ভৌগলিক সীমানা রক্ষার মধ্য দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত আছে। সেজন্য *উম্মাহর* শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের কারিকুলামে সামরিক প্রশিক্ষণ আবশ্যক করতে হবে।

ইনস্টিটিউশনের বিভিন্ন অংশের ভেতরকার সম্পর্ক ও কারিকুলাম কার্যক্রমের মধ্যে ইসলামী আবহ থাকতে হবে। মুসলিম দেশের শিক্ষক শিক্ষণ কারিকুলামের জন্য ড. যামিল খাইয়াত নিম্নবর্ণিত দিক নিদের্শনা দিয়েছে :

শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষকগণ তাদের বিশেষ বিষয়গুলো শিক্ষা দেবেন। বিষয়বস্তু নয় বরং কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে যা শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে সাহায্য রাখবে এবং তাদের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে— শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে এটিরই অন্বেষণ করতে হবে এবং তার সংশোধন করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলোকে একটি শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে যাতে প্রতিটি বিষয়ে আমাদেরকে ধর্ম নিরপেক্ষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে না হয়, শিক্ষকদেরকে আমাদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা প্রতিটি বিষয় এমনভাবে শিখায় যে, শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শেখে। এই পদ্ধতিটি যেমন ধর্মান্ধ হবে না, তেমনি একেবারে

www.pathagar.com

অবারিতও হবে না যাতে শিক্ষার্থীরা মৌলিক ইসলামী আদর্শে নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে না।

পেশাগত কোর্সের পুরো ক্ষেত্রটি হলো শিক্ষক শিক্ষণ কারিকুলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পেশাগত কোর্সগুলো হলো শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রযুক্তি ইত্যাদি। প্রায় সব মুসলিম দেশেই দেখা যায় শিক্ষক শিক্ষণ কারিকুলামে এই বিষয়গুলোকে মেজর কোর্স হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষার জন্য আমাদের আরো অধিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বলা যায় "ইসলামী শিক্ষা" শুধু "শিক্ষা" হতে আলাদা। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার এই কৌশলটা বিশেষভাবে শিখতে অনুপ্রাণিত করবে।

শিক্ষা দর্শনের কারিকুলাম শুরু হয়েছে একেবারে প্লেটো আর এ্যারিস্টটল থেকে। একেবারে উল্লেখ না করলেই নয় ভদ্রতার খাতিরেই শুধু ইবনে সীনা, ফারাবি ও গাজ্জালীর উপর মাত্র কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করেই ইউরোপীয় ও আমেরিকান দার্শনিকদের উপর অধ্যয়ন শুরু করা হয়েছে। ইবনে সীনা ও ফারাবিকে গ্রীক দর্শনের অনুসারী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি বিশেষভাবেই পশ্চিমা দর্শনের বিষয়। এই কোর্সটি আসলেই ইসলামী ধারণার উপর ভিত্তি করে শুরু করা উচিত। আমরা যখন মুসলিম দর্শন এবং মুসলিম দার্শনিকগণ দর্শনকে ইসলামী করার জন্য কিভাবে গ্রীক দর্শনের মোকাবেলা করেছিলেন জানবো তখনই শুধু আমরা প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের উপর আলোচনা করতে পারি। যেখান থেকে গাজ্জালী ও অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে আমরা সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করতে পারি। আর এভাবেই আমরা দেখতে পারি কিভাবে গাজ্জালী সত্যিকারের ইসলামী দর্শনের সৃষ্টি করেছেন, যদিও তিনি এটি করতে গিয়ে তার গ্রীক দর্শনের জ্ঞানকে পুরো কাজে লাগিয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম দর্শনকে মূল্যায়নের জন্য গাজালীকে ছেড়ে গিয়ে ইবনে খালদুন এবং পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে এটি শিখানো যাবে না যে, মুসলিম শিক্ষা দর্শন বলতে কিছুই নেই, বা কুরআন ও *সুন্নাহর* উপর ভিত্তি করে কোন শিক্ষা দর্শন নেই। পশ্চিমা শিক্ষা দর্শনকে ইসলামী দর্শনের সাথে তুলনামূলক বিষয় হিসাবে শিখতে হবে এবং পশ্চিমা দর্শনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী দর্শনকে উল্লেখ করতে হবে ও যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের সাহিত্যে মূল শিক্ষা ধারণার যে

www.pathagar.com

বিভ্রান্তি রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এটি করা হলেই কেবল শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলামী প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হবে। এবং তারা শিক্ষার ইসলামী দর্শন সম্পর্কে আরো বেশি ইতিবাচক চিন্তা করবে। পশ্চিমা দর্শনের এই ধারণাগুলোকে আপেক্ষিক শিক্ষা কোর্সে সফলতার সাথে ব্যবহার করা যাবে।

পশ্চিমা চিন্তাবিদগণের আবিস্কারের উপর পুরোপুরি ভিত্তি করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কোর্স গড়ে উঠেছে। পশ্চিমারা শিশুদের মননের বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে "মুক্ত" পদ্ধতির অনুসন্ধান এবং কারিকুলামে বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যকার সম্পর্কেও এই কোর্সের ভূমিকা রয়েছে। পিনয়গেট এটিকে উদাহরণস্বরূপ ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। আমরা এটি ভুলে যাই যে, পশ্চিমা মনোবিজ্ঞান মানব মনের অনুসন্ধানের পদ্ধতির কারণে কলুষিত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের সব তথ্যানুসন্ধানীর ফলাফল যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে তা নয়। তাদের ব্যাখ্যাগুলো ভুল হতে পারে। ইসলামে আমরা মানব ধারণা ও মানব বিকাশের যে ধারণা পাই এবং বহু মুসলিম চিন্তাবিদের বাস্তব অনুভূতির মাধ্যমে ঐ ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশেষণ আমাদেরকে একটি আদর্শ ও মূল্যবোধ সিঞ্চিত পদ্ধতির ব্যবস্থা করবে। এটি এমন এক পদ্ধতি যাকে পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদগণ বাতিল করে দিয়েছেন। আমাদের মনোবিজ্ঞানীদের উচিত আমাদের পূর্বসূরী মুসলিম চিন্তাবিদদের কাছ থেকে পাঠ উপকরণ সংগ্রহ করা। ইবনে সীনা থেকে ইবনে খালদুন ও যে সব মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে মানবিক আবেগ আশা ও আধ্যাত্মিক শক্তির ন্যায় শক্তি রয়েছে তাদের কাছ থেকে আমাদের উপকরণ সংগ্রহণ করতে হবে। আমাদের পদ্ধতি পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের চেয়ে কম সংঘটিত নয়। মুসলিম চিন্তাবিদদের কাজগুলো মানব মনের কুরানিক ধারণা দেবে ও সত্য প্রকাশ করবে।

শিক্ষার ইতিহাস হলো আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে আমরা শিক্ষার উপর মনোনিবেশ করে থাকি আর এটি পশ্চিমা দেশে বিকশিত হয়েছে মনে করে থাকি। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উভয় স্থানের শিক্ষার ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী তবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়, পশ্চিমা উপনিবেশের দখলের ইতিহাস এবং মুসলিম দেশগুলোর উপর তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ইতিহাস আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেওয়া। এর ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমান পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়টি কাজ করবে এবং ইসলামী মূল্যবোধের সাথে মিল রয়েছে এমন অংশটিই আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রহণ করবো। শিক্ষার্থীরা এভাবে বুঝতে পারবে যে, কারিকুলাম

www.pathagar.com

হলো আমাদের সংস্কৃতির বাহ্যিক বিষয়ের অংশ বিশেষ। আমেরিকান সংস্কৃতি ও এর বিকাশ ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও তাদের ইতিহাস হতে আলাদা হওয়ার কারণে Dewey আমেরিকার স্কুল ও ইউনিভার্সিটির জন্য ইউরোপীয় কারিকুলামকে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদরকে শিখতে হবে কিভাবে পশ্চিমা সভ্যতার উপর ভর না করে আমাদের নিজস্ব কারিকুলাম প্রণয়ন করা যায়। আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।

আপেক্ষিক শিক্ষণও অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যবস্থায় সকল মুসলিম শিক্ষার্থী শিক্ষকদের জন্য এটি হবে আবশ্যকীয় কোর্স। এর মাধ্যমে তারা বাস্তবভিত্তিক, মানবতাবাদী, ইসলামী, মার্ক্সবাদী ও অন্য পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। তারা বুঝতে পারবে আদর্শ ও ধর্ম কিভাবে কারিকুলাম শিক্ষণ পদ্ধতি এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

বিশ্বের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশাসন আসলে আপেক্ষিকভাবে নতুন ক্ষেত্র। এটি সত্য যে, প্রশাসনিক বিষয়টি হলো কেন্দ্রীয় এবং সব সংঘটিত পদ্ধতির জন্য এটি অত্যাবশক। সুপ্রশিক্ষিত প্রশাসক শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ন্যায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় এ জাতীয় একটি শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের প্রশাসকগণ এমন একটি পরিবেশের জন্য কাজ করবেন যেটি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ সিক্ত হবে আমরা সেরূপ পরিবেশই চাই।[২০]

এগুলোই হলো শিক্ষক শিক্ষণের কারিকুলামে মৌলিক পরিবর্তন যা আমাদের শিক্ষকদের জন্য অনেক উপকারে আসবে। এইসব পরিবর্তন একবার যদি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ বা ইনষ্টিটিউটে চালু করে দেওয়া যায় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য বিষয়গুলোরও আপনাআপনিই পরিবর্তন হবে এবং এভাবে শিক্ষক শিক্ষণ পুরোপুরি একটি আলাদা রূপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : বৈশ্বিক দৃষ্টি

প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা

নিচের সারণীতে সব দেশের জন্য প্রযোজ্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণের আটটি বিষয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

১) যে বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।
২) প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার মেয়াদকাল।

www.pathagar.com

৩) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ।
৪) ভর্তির জন্য শিক্ষার মোট বৎসর।
৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময়ে প্রার্থীর জন্য বয়স।
৬) প্রশিক্ষণের মেয়াদ।
৭) শিক্ষক-শিক্ষণের সমাপ্তির জন্য শিক্ষণের মোট বৎসর।
৮) প্রশিক্ষণ সমাপ্তির সময় শিক্ষকের বয়স।

অবস্থা যাই হোক এই শ্রেণী বিভাজন সব সময়ের জন্য ঠিক নয়। কোন কোন দেশে যেমন, কানাডার মতো দেশেও বিভিন্ন লেভেল (Levels) এমনকি গ্রেডের মধ্যেও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সারণী ১-এ (১৯৮৯ পর্যন্ত) মুসলিম দেশের এই আইটেমগুলো দেখানো হয়েছে। আবার সারণী ২-এ অবশিষ্ট বিশ্ব সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিবরণ উম্মাহর অবস্থাকে অন্য বিশ্বের সাথে তুলনা করতে সাহায্য করবে।

সারণী-১

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা কখন শুরু হয়, B তে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার মেয়াদ, C শিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষণের মেয়াদ, D প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য শিক্ষার মোট বৎসরের পরিমাণ, E শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রবেশের জন্য প্রার্থীর বয়স, F প্রশিক্ষণের মেয়াদ, G শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং H প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G	H
আফগানিস্তান	৭	৬	৩	৮	১৬	৩	১২	১৯
আলবেনিয়া	৬	৮	-	৮	১৪	৪	১২	১৮
আলজেরিয়া	৬	৬	৪	১০	১৬	৪	১৪	২০
বাহরাইন	৬	৬	২+৩	১১	১৭	২	১৩	১৯
বাংলাদেশ	৫	৫	৩+২	১০	১৫	১	১১	১৬
বারকিনা ফাসো	৬	৬	৫	১১	১৭	২	১৩	১৯
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৬	৬	৪	১০	১৬	২	১২	১৮
চাঁদ	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
কমোরোজ	৬	৫	৪	৯	১৫	১	১০	১৬
মিশর	৬	৬	৩	৯	১৪	৫	১৪	১৯

www.pathagar.com

ইথিওপিয়া	৬	৬	২+৪	১২	১৮	১	১৩	১৯
গ্যাবন	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
জাম্বিয়া	৬	৬	৪	১০	১৬	৩	১৩	১৯
গিনি	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
গিনি-বিসাও	৬	৪	৫+২	১১	১৭	২	১৩	১৯
ইন্দোনেশিয়া	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
ইরান	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
ইরাক	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
আইভরি কোস্ট	৬	৫	৪	৯	১৫	৩	১২	১৮
জর্ডান	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	২০
কুয়েত	৬	৪	৪	৮	১৪	৪	১২	১৮
লেবানন	৫	৫	৪	৯	১৪	৪	১৩	১৮
লিবিয়া	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
মালয়েশিয়া	৬	৬	৩+২	১১	১৭	২	১৩	১৯
মালি	৬	৯	-	৯	১৫	৪	১৩	১৯
মৌরিতানিয়া	৬	৭	৩	১০	১৬	৩	১৩	১৯
মরক্কো	৭	৫	৫	১০	১৭	২	১২	১৯
নাইজার	৬	৬	২	৮	১৩	৩	১০	১৬
নাইজেরিয়া	৬	৬	-	৫	১১	৫	১১	১৬
পাকিস্তান	৫	৫	৩+২	১০	১৫	১	১১	১৬
কাতার	৫	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
সৌদি আরব	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
সেনেগাল	৬	৫	৪	৯	১৫	৩	১২	১৮
সিয়েরালিওন	৫	৭	৫	১২	১৭	৩	১৫	২০
সোমালিয়া	৬	৪	৪+৪	১২	১৮	৩	১৫	২০
সুদান	৭	৬	৩	৯	১৬	৪	১৩	২০
সিরিয়া	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	২০
তানজানিয়া	৭	৭	-	৭	১৪	২	৯	১৬
তিউনিশিয়া	৬	৫	৩	-	১৪	৪	১২	১৮
তুরস্ক	৬	৫	৩	৮	১৪	৪	১২	১৮
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৬	৬	৩	৯	১৫	২	১২	১৮
টগো	৬	৬	৩	৯	১৫	২	১২	১৭
ইয়েমেন (উত্তর)	৭	৬	৩	৯	১৬	২	১১	১৮
ইয়েমেন (দক্ষিণ)	৭	৬	২	৮	১৫	৩	১১	১৮

www.pathagar.com

সারণী-২

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা কখন শুরু হয়, B তে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার মেয়াদ, C শিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষণের মেয়াদ, D প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য শিক্ষার মোট বৎসরের পরিমাণ, E শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রবেশের জন্য প্রার্থীর বয়স, F প্রশিক্ষণের মেয়াদ, G শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং H প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G	H
অ্যাঙ্গোলা	৬	৪	২+৩	৯	১৫	২	১১	১৭
আর্জেন্টিনা	৬	৭	৩	১০	১৬	৩	১৩	১৯
অষ্ট্রেলিয়া	৬	৬	৪+২	১২	১৮	৩	১৫	২১
অষ্ট্রিয়া	৬	৪	৪	৮	১৪	৫	১৩	১৯
বার্বাডোজ	৫	৬	৫	১১	১৩	২	১৩	১৮
বেলজিয়াম	৬	৬	৩	৯	১৫	৫	১৪	২০
বলিভিয়া	৬	৮	৪	১২	১৮	৩	১৫	২১
ব্রাজিল	৭	৫	৪	৯	১৬	৩	১২	১৯
বুলগেরিয়া	৭	৮	৪	১২	১৯	৩	১৫	২২
বার্মা	৬	৪	৪+২	১৪	১৬	২	১২	১৮
কানাডা	৬	৯	৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
চিলি	৬	৮	৪	১২	১৮	৩	১৫	২১
চীন	৭	৬	২+২	১০	২১	৩	১৩	২৪
কলম্বিয়া	৭	৫	৪	৯	১৬	২	১১	১৮
কঙ্গো	৬	৬	৪	১০	১৬	৩	১৩	১৯
কোষ্টারিকা	৬	৬	৩+২	১১	১৭	২	১৩	১৯
কিউবা	৬	৯	-	৯	১৫	৪	১৩	১৯
সাইপ্রাস	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	৩	১৫	২১
চেকোশোভাকিয়া	৬	৯	-	৯	১৫	৪	১৩	১৯
ডেনমার্ক	৭	৯	৩	১২	১৯	৪	১৬	২৩
ডমিনিকান রিপাবলিক	৬	৭	২	৮	১৫	৬	১৪	২১
ইকুয়েডর	৬	৬	৩+৩	১২	১৭	২	১৪	২০
এল সেলভাদর	৬	৯	-	৯	১৫	৩	১২	১৮
ফিনল্যাণ্ড	৭	৯	৩	১২	১৯	৩	১৫	২২
ফ্রান্স	৬	৫	৪	৯	১৫	৫	১৪	২০
পূর্ব জার্মানী	৭	১০	-	১০	১৬	৩	১৩	১৯
পশ্চিম জার্মানী	৬	৪	৬+৩	১৩	১৯	৩	১৬	২২

www.pathagar.com

ঘানা	৬	১০	-	১০	১৬	৪	১৪	২০
গ্রীস	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	২০
গ্রানাডা	৫	৭	৩	১০	১৫	১	১১	১৬
গুয়েতেমালা	৭	৬	৩	৯	১৬	৩	১২	১৯
গায়ানা	৫	৬	৫	১১	১৬	২	১৩	১৮
হাইতি	৬	৬	৪	১০	১৬	৩	১৩	১৯
হণ্ডুরাস	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
হাঙ্গেরী	৬	৮	৪	১২	১৮	৩	১৫	২১
আইসল্যাণ্ড	৭	৬	৩+৪	১৩	২০	৩	১৬	২৩
ভারত	৬	৫	৩+৩	১১	১৭	২	১৩	১৯
ইসরাইল	৬	৮	৪	১২	১৮	২	১৪	২০
ইতালী	৬	৫	৩	৮	১৪	৪	১২	১৮
জ্যামাইকা	৬	৫	৫+২	১২	১৭	৩	১৫	২০
জাপান	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
কেনিয়া	৬	৭	৪	১১	১৭	২	১৩	১৯
উত্তর কোরিয়া	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
দক্ষিণ কোরিয়া	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	২
লাওস	৬	৬	২	৮	১৪	৪	১২	১৮
লাইবেরিয়া	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
লুক্সেমবার্গ	৬	৬	৩+৪	১৩	১৯	২	১৫	২১
মালাগাছি	৬	৬	৪	১০	১৬	৪	১৪	২০
মালয়ি	৫	৮	২	১০	১৫	২	১২	১৭
মালটা	৫	৫	৫+২	১২	১৭	২	১৪	১৯
মারিশাস	৫	৬	৫+২	১৩	১৮	২	১৫	২০
মেক্সিকো	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
মঙ্গোলিয়া	৮	৩	৫	৮	১৬	৪	১২	২০
মোজাম্বিক	৬	৪	২+৩	৯	১৫	২	১১	১৭
নেপাল	৬	৫	৪	৯	১৫	৪	১৩	১৯
নেদারল্যাণ্ড	৬	৬	৬	১২	১৮	৩	১৫	২১
নিউজিল্যাণ্ড	৫	৮	৩+২	১৩	১৮	৩	১৬	২১
নিকারাগুয়া	৭	৬	৩	৯	১৬	৩	১২	১৯
নরওয়ে	৭	৯	৩	১২	১৯	১	১৩	২১
পানামা	৬	৬	৩	৯	১৫	৩	১২	১৮
পাপুয়া নিউগিনি	৭	৬	৩	৯	১৬	২	১১	১৮
প্যারাগুয়ে	৭	৬	৩	৯	১৬	৩	১২	১৯
পেরু	৬	৬	৩+২	১১	১৭	৪	১৫	২১
ফিলিপাইন	৭	৬	২+২	১০	১৭	৪	১৪	২১
পোল্যাণ্ড	৭	৮	-	৮	১৫	৫	১৩	২০
পর্তুগাল	৬	৬	৩	৯	১৬	২	১১	১৮

www.pathagar.com

রাশিয়া	৭	৮	-	৪	১৫	৪	১২	১৯
সিঙ্গাপুর	৬	৭	৪	১১	১৭	৩	১৪	২০
ভিয়েতনাম	৭	৪	৩	৭	১৪	৪	১১	১৮
স্পেন	৬	৮	৪	১২	১৮	৩	১৫	২১
শ্রীলংকা	৬	৫	৪+৩	১২	১৮	২	১৪	২০
সুরিনাম	৬	৬	২	৮	১৪	৫	১৩	১৯
সুইডেন	৭	৯	৩	১২	১৯	৩	১৫	২২
সুইজারল্যাণ্ড	৬	৬	৩	৯	১৫	৪	১৩	১৯
থাইল্যাণ্ড	৫	৭	৩	১০	১৫	২	১২	১৭
ত্রিনিদাদ এণ্ড টোবাগো	৫	৫	৩+২	১০	১৫	২	১২	১৭
যুক্তরাজ্য	৫	৬/৭	৬/৭	১৩	১৮	৩/৪	১৬	২১/২২
যুক্তরাষ্ট্র	৬	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
উরুগুয়ে	৬	৬	৪	১০	১৭	৪	১৫	২১
ভেনিজুয়েলা	৭	৬	৩	৯	১৬	২	১৯	১৮
যুগোশাভিয়া	৭	৮	-	৮	১৫	৪	১২	১৮
জাম্বিয়া	৬	৭	৩	১০	১৬	২	১২	১৮
আয়ারল্যাণ্ড	৬	৬	৩+২	১১	১৭	২	১৩	১৯
রুমানিয়া	৬	৮	-	৮	১৪	৫	১৩	১৯
জায়ার	৬	৬	২	৮	১৪	৪	১২	১৮

উপর্যুক্ত সারণীগুলোতে যে উপাত্ত দেওয়া হয়েছে তাতে মুসলিম ও অন্যান্য দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের আটটি অবস্থার গড় এখানে উপস্থাপন করা হলো :

সারণী-৩

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা কখন শুরু হয়, B তে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার মেয়াদ, C শিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষণের মেয়াদ, D প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য শিক্ষার মোট বৎসরের পরিমাণ, E শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রবেশের জন্য প্রার্থীর বয়স, F প্রশিক্ষণের মেয়াদ, G শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং H প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G	H
সবদেশ	6.119	6.244	4.145	10.499	16.508	3.088	13.477	19.596
মুসলিম দেশ	6.024	5.804	3.319	9.723	15.747	3.073	12.796	18.820
অমুসলিম দেশ	6.160	6.436	4.25	10.686	16.846	3.096	13.782	19.942

www.pathagar.com

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অবস্থার গড় তুলনা হতে নিম্নবর্ণিত উপসংহার টানা যায় :

১ অন্যান্য দেশের তুলনায় মুসলিম দেশে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থীদের ভর্তির বয়সের পরিমাণ কম।

২ অন্যদেশের তুলনায় মুসলিম দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষণের মেয়াদ কম।

৩ অন্য দেশের তুলনায় মুসলিম দেশে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম।

৪ অন্য দেশের তুলনায় মুসলিম দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ বৎসরের হিসাবে কম শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৫ অন্য দেশের তুলনায় প্রশিক্ষণ শেষে দেখা যায় মুসলিম দেশের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ শিক্ষা ও বয়সের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ক।

এই উপসংহারগুলো হতে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় যে, মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সবগুলো দিকই পর্যালোচনা করতে হবে যাতে মুসলিম শিক্ষকদেরকে অন্য দেশের শিক্ষকদের সমমানে উন্নীত করা যায় এবং যাতে উম্মাহর শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির দিকে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় ইচ্ছুক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্ষেত্রে সময় উপাদানটিকে প্রশিক্ষণে বৈচিত্র্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও প্রথম বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ ধরনের, এই শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণের প্রথম পাঁচটি বৎসর নিয়োজিত থাকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই অবস্থা আরো বেশি জটিল। এর কারণ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদেরকে ব্যাপক বিষয়ের উপর শিক্ষা দিতে হয়। এই বিষয়গুলো লেভেল ও শিক্ষার ধরন অনুযায়ী বেশ ভিন্ন হয়ে থাকে।

পরের পৃষ্ঠায় তিনটি সারণী দেওয়া আছে। বেশিরভাগ দেশই এর আওতাভুক্ত। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিকের তথ্যাদি এই সারণীগুলো হতে পাওয়া যাবে :

www.pathagar.com

১) প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ।
২) ভর্তির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ।
৩) ভর্তির জন্য শিক্ষার মোট বৎসর।
৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রবেশের সময় প্রার্থীর বয়স।
৫) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ।
৬) প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় শিক্ষকগণের মোট বৎসর।
৭) প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় শিক্ষকের বয়স।

মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কে সারণী ৪-এ উপাত্ত রয়েছে। সারণী ৫-এ অবশিষ্ট দেশগুলোর উপাত্ত দেওয়া হয়েছে।

সারণী-৪

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ, B তে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ, C প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মোট শিক্ষা বৎসর, D শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রবেশের পূর্বে প্রার্থীর বয়স, E প্রশিক্ষণের মেয়াদ, F শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং G প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G
আফগানিস্তান	৬	৩+৩	১২	১৯	৪	১৬	৩
আলবেনিয়া	৮	৪	১২	১৮	৪	১৬	২২
আলজেরিয়া	৬	৪+৩	১৩	১৮	৪	১৭	২৩
বারকিনা ফাসো	৬	৪+৩	১৩	১৯	৩	১৬	২২
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৬	৪+৩	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
মিশর	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
ইথিওপিয়া	৬	২+৪	১২	১৮	২	১৪	২০
গিনি	৬	৩+৩	১২	১৯	৩	১৫	২২
ইন্দোনেশিয়া	৬	৩+৩+	১২	১৮	৪	১৬	২৩
ইরান	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২৩
ইরাক	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	-
আইভরি কোষ্ট	৬	৪+৩	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
জর্ডান	৬	৩+৩+	১২	১৮	৫	১৭	২৩
কুয়েত	৪	৪+৪	১২	১৮	৫	১৭	২৩
লেবানন	৫	৪+৩	১২	১৭	৩/৪	১৫/১৬	২০/২১
লিবিয়া	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
মালয়েশিয়া	৬	৫+২	১৩	১৯	৪	১৭	২৩

www.pathagar.com

মালি	৯	৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
মরক্কো	৫	৪+৩	১২	১৯	৪	১৬	২৩
নাইজেরিয়া	৭	৫	১২	১৮	৩	১৫	২১
পাকিস্তান	৫	৫+২/৪	১২/১৪	১৭/১৯	৩/১	১৫	২০
সৌদি আরব	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
সেনেগাল	৫	৪+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
সিয়েরা লিওন	৭	৫+২	১৪	১৯	৪	১৮	২৩
সুদান	৬	৩+৩	১২	১৯	৪	১৬	২৩
সিরিয়া	৬	৩+৩	১২	১৮	৫	১৭	২৩
তানজানিয়া	৭	৪+২	১৩	২০	৩	১৬	২৩
টোগোল্যাণ্ড	৬	৪+৩	১৩	১৯	৩	১৬	২২
তিউনেশিয়া	৬	৩-৪	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
তুরস্ক	৫	৩+৩	১১	১৭	৪	১৫	২১

সারণী-৫

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ, B তে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ, C প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মোট শিক্ষা বৎসর, D শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রবেশের পূর্বে প্রার্থীর বয়স, E প্রশিক্ষণের মেয়াদ, F শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং G প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G
আর্জেন্টিনা	৭	৩+২	১২	১৮	৪/৫	১৬/১৭	২২/২৩
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪+২	১২	১৮	৪/৫	১৫/১৬	২১/২২
অস্ট্রিয়া	৪	৪+৫	১৩	১৯	৪/৫	১৭/১৮	২৩/২৪
বেলজিয়াম	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
বলিভিয়া	৮	৪	১২	১৮	৪	১৬	২২
ব্রাজিল	৮	৩/৪	১১/১২	১৮/১৯	৩	১৪/১৫	২১/২২
বুলগেরিয়া	৮	৪	১২	১৯	৪	১৬	২৩
বার্মা	৪	৪+২	১০	১৬	৫	১৫	২১
বুরুণ্ডি	৬	৩+৩	১২	১৮	৩	১৫	২১
কানাডা	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
চিলি	৮	৪	১২	১৮	৪	১৬	২২
কলম্বিয়া	৫	৪+২	১১	১৮	৪	১৫	২২
কঙ্গো	৬	৪+৩	১৩	১৯	৩	১৬	২২
কোষ্টারিকা	৬	৩+২	১১	১৭	৪	১৫	২১
কিউবা	৬	৪+৩	১৩	১৯	৫	১৮	২৪

www.pathagar.com

সাইপ্রাস	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	২০
চেকোশোভাকিয়া	৯	৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
ডেনমার্ক	৬	৩+৩	১২	১৯	৬	১৮	২৫
ডমিনিকান রিপাবলিক	৬	২+৪	১২	১৯	৩	১৫	২২
ইকুয়েডর	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
এল সালভেদর	৬	৩+৩	১২	১৮	২	১৪	২০
ফিনল্যাণ্ড	৯	৩	১২	১৯	৫	১৭	২৪
ফ্রান্স	৫	৪+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
পূর্ব জার্মানী	১০	২	১২	১৯	৪/৫	১৬/১৭	২৩/২৪
পশ্চিম জার্মানী	৪	৬+৩	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
ঘানা	৬	৫+২	১৩	১৯	৩	১৬	২২
গ্রীস	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
গুয়েতেমালা	৬	৩+২	১১	১৮	৩	১৪	২১
হাইতি	৬	৩+৪	১৩	১৯	৩	১৬	২২
হণ্ডুরাস	৩	৩+২	১১	১৭	৩	১৪	২০
হাঙ্গেরী	৮	৪	১২	১৮	৪/৫	১৬/১৭	২২/২৩
আইসল্যাণ্ড	৬	৩+৪	১৩	২০	৩	১৬	২৩
ভারত	৫	৩+৪	১২	১৭	৪	১৬	২১
আয়ারল্যাণ্ড	৬	৩+৩	১২	১৮	৫	১৭	২৩
ইসরাইল	৮	৪	১২	১৮	৪	১৬	২২
ইতালি	৫	৩+৫	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
জ্যামাইকা	৫	৫+২	১২	১৮	৩	১৫	২১
জাপান	৬	৩+৩	১২	১৮	৩	১৫	২১
কম্পুচিয়া	৬	৪+৩	১৩	১৯	৫	১৮	২৪
কেনিয়া	৭	৪+২	১৩	১৮	৪	১৭	২২
উত্তর কোরিয়া	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
দক্ষিণ কোরিয়া	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
লেসোথো	৭	৩+২	১২	১৮	৫	১৭	২৩
লাইবেরিয়া	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
মালাগাছি	৬	৪+৩	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
মালয়ি	৮	৪	১২	১৭	৫	১৭	২২
মেক্সিকো	৬	৩+৩	১২	১৮	৩	১৫	২১
নেপাল	৬	৩+৩	১২	১৭	৪	১৬	২১
নেদারল্যাণ্ড	৫	৩+৩	১১	১৮	৩	১৪	২১
নিউজিল্যাণ্ড	৮	৩+২	১৩	১৮	৩	১৬	২১
নিকারাগুয়া	৬	৩+৩	১২	১৯	৪	১৬	২৩
নরওয়ে	৭	৫	১২	১৮	৩	১৫	২১
পানাম	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
প্যারাগুয়ে	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২

www.pathagar.com

পেরু	৬	৩+২	১১	১৭	৫	১৬	২৩
ফিলিপাইন	৬	২+২	১০	১৭	৬	১৬	২৩
পোল্যাণ্ড	৮	৪	১২	১৮	৫	১৭	২৩
পর্তুগাল	৬	৩+২	১১	১৭	৫	১৬	২২
রুমানিয়া	৮	৪	১২	১৮	৪	১৬	২২
রাশিয়া	৮	৪	১২	১৯	৫	১৭	২৪
রুয়াণ্ডা	৬	৩+৩	১২	১৯	৫	১৭	২৪
সিঙ্গাপুর	৭	৪+২	১৩	১৯	৫	১৮	২৪
ভিয়েতনাম	৬	৩+৩	১২	১৭	৪	১৬	২১
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭	৫	১২	১৮	৫	১৭	২৩
স্পেন	৮	৪	১২	১৮	৫	১৭	২৩
শ্রীলংকা	৫	৪+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
সুইডেন	৯	৩	১২	১৯	৪	১৬	২৩
সুইজারল্যাণ্ড	৬	৩+৩	১৩	১৯	৪	১৭	২৩
থাইল্যাণ্ড	৭	৩+২	১২	১৭	৪	১৬	২১
উগাণ্ডা	৭	৪+২	১৩	১৯	৩	১৬	২২
যুক্তরাজ্য	৬	৩+৪	১৩	১৮	৪/৫	১৬/১৭	২২/২৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬	৩+৩	১২	১৮	৪/৫	১৬/১৭	২২/২৩
উরুগুয়ে	৬	৩+৩	১২	১৮	৪	১৬	২২
ভেনিজুয়েলা	৬	৩+২	১১	১৮	৪	১৫	২২
যুগোশ্লাভিয়া	৮	৪	১২	১৯	৪	১৬	২৩
জায়ার	৬	২+৪	১২	৮	৪	১৬	২২
জাম্বিয়া	৭	৩+২	১৩	১৮	৫	১৮	২৩
জিম্বাবুয়ে	৭	৪+২	১৩	১৮	৫	১৮	২৩
চীন	৬	২+২	১০	১৭	৪	১৪	২১

এই সারণীগুলো বিশ্বে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একটি সাধারণ চিত্র প্রকাশ করছে। তবে কোন দেশের বিশেষ পরিস্থিতির উপর গবেষণা করতে হলে গভীর বিশেষণে যেতে হবে।

পূর্ববর্তী সারণীগুলো থেকে বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর সাতটি বিষয়ের যে গড় হিসাব পাওয়া গেল তা নিম্নে দেওয়া হলো :

সারণী-৬

সারণী A তে দেখানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ, B তে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ, C প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির জন্য মোট শিক্ষা বৎসর, D শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

কার্যক্রমে প্রবেশের পূর্বে প্রার্থীর বয়স, E প্রশিক্ষণের মেয়াদ, F শিক্ষক প্রশিক্ষণের শেষে শিক্ষার সর্বমোট বৎসর এবং G প্রশিক্ষণ শেষ করার সময় মুসলিম দেশের সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকের বয়স।

দেশ	A	B	C	D	E	F	G
সবদেশ	6.363	5.673	12.036	18.155	3.19	16.026	22.045
মুসলিম দেশ	6.033	6.333	12.366	18.390	3.4	16.166	22.190
অমুসলিম দেশ	6.488	5.425	11.913	18.073	4.063	15.976	22.136

উপর্যুক্ত সারণীগুলোর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম দেশের গড় হিসাব থেকে নিম্নবর্ণিত উপসংহার টানা যায় :

১ মুসলিম দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ অমুসলিম দেশের তুলনায় কম।

২ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে ভর্তির পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ মুসলিম দেশগুলোতে অন্য দেশগুলোর তুলনায় কম।

৩ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ অন্য দেশের তুলনায় মুসলিম দেশগুলোতে কম।

৪ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শেষ করার বেলায় মোট শিক্ষা বৎসরের পরিমাণ অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় মুসলিম দেশগুলোতে বেশি। এর কারণ, সম্ভবতঃ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশীদের বেলায় সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদ বেশি হয়ে যায়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে ভর্তির সময় এই বিষয়টি দেখা যায়।

এই অবস্থা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মুসলিম দেশগুলোকে তাদের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল বাড়াতে হবে।

কিছু কেস স্টাডি

শিক্ষক শিক্ষণের সাধারণ দিকগুলোর উপর আলোচনার পর কয়েকটি দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর এই গবেষণা চালানো হবে সেগুলো মুসলিম-অমুসলিম উভয় ধরনের দেশ। দেশগুলো হলো-জার্মানী, ইন্দোনেশিয়া, লিবিয়া,

www.pathagar.com

মালয়েশিয়া, চায়না, সুইডেন ও রাশিয়া। এ দেশগুলোর শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে সব তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস, মন্ত্রণালয়, ব্যাংককের এবং পরিশেষে UNESCO অফিস থেকে নেওয়া হয়েছে।

জার্মানী

এখানে ব্যবহৃত পূর্ব জার্মানীর মডেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আদর্শের উপর গড়ে উঠেছে। সাম্যবাদের পতনের পরও কিছু কিছু মডেল ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভবিষ্যত আদর্শিক ইসলামিক শিক্ষকদের জন্য সমস্যা হবে। পূর্বের গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানে (পূর্ব জার্মানী) দু'ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য

এখানে শিক্ষক ইনস্টিটিউশনে একজন শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে সর্বসমেত ১৪ (১০+৪) বৎসরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই যোগ্যতার দ্বারা শিক্ষক জেনারেল পলিটেকনিক স্কুলে প্রথম চার বৎসর শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। শিক্ষার এই স্তরের ১০টি গ্রেড রয়েছে।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় বা উন্নতমানের কোন শিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণ ৮টি সমান সেমিস্টারে মোট ৪ বৎসর মেয়াদি হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণে ভর্তির জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অর্জনের যোগ্যতা।

কারিকুলাম

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কারিকুলাম সারণী ৭-এ উপস্থাপন করা হলো। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সেমিস্টারে সাপ্তাহিক ও ঘন্টার ভিত্তিতে সময় ভাগ করা হয়:

www.pathagar.com

সারণী-৭

পূর্ব জার্মানীর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শিখণের সেমিষ্টার ভিত্তিক কারিকুলাম নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো :

বিষয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	মোট	%
জার্মানী ভাষা ও সাহিত্য	৭	৭	৪	৪	৩	-	-	৩	৩১	৮.৫১
জার্মান ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি	-	-	৩	৩	-	৪	-	২	১৫	৮.২
শারীরিক ও মানবিক পরিবেশ শিক্ষণের পদ্ধতি	-	-	২	২	৩	৩	-	২	১২	৩.২৯
গণিত	৬	৬	৪	৪	৪	৩	-	২	২৯	৭.৯৭
গণিত শিক্ষণের পদ্ধতি	-	-	৩	৩	৩	৩	-	২	১৪	৩.৯০
শিক্ষা ও মনোস্তত্ত্ব নীতি	৪	৪	-	-	-	-	-	-	৩	২.২০
শিক্ষণ বিষয়	-	-	২	২	২	২	-	-	১০	২.৭৫
মনোবিজ্ঞান	-	-	২	২	২	২	-	২	১০	২.৭৫
মার্কসবাদ ও লেলিনবাদ	৬	৬	৬	৬	৬	৬	-	২	২০	২.৫০
ভয়েস প্রশিক্ষণ	১	১	-	-	-	-	-	-	২	০.৫৫
স্বাস্থ্য	২	২	-	-	-	-	-	-	৪	১.১০
রাশিয়ান ভাষা	৩	৩	২	২		-	-	-	১০	২.৭৫
সঙ্গীত শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি	৪	৩	৩	৩	৩	৩	-	৩	২২	৬.১৪
ক্রীড়া ও ক্রীড়া শিক্ষা পদ্ধতি	৫	৫	৫	৪	৪	৪	-	৩	৩০	৮.২৯
শিল্পকলা শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি	৩	৩	৩	৩	৩	৩	-	৩	২১	৫.৭৭
ব্যবহারিক শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি	৩	৩	৩	৩	৩	৩	-	৩	২১	৫.৭৭
উদ্যানতত্ত্ব ও উদ্যানতত্ত্ব শিক্ষণ	৩	৩	৩	৩	২	২	-	২	১৮	৪.৯৪
শারীরিক শিক্ষা (যারা ক্রীড়া বিষয়কে ঐচ্ছিক হিসেবে নেয় না)	২	২	২	২	২	২	-	২	১৪	৩.৮৫

www.pathagar.com

সারণী-৮

পূর্ব জার্মানীতে সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক শিখনের সেমিস্টারভিত্তিক কারিকুলাম নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো :

বিষয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের মূলনীতি	৪	৪	৪	৪	১	২	২*	৮
মূল বিষয়	১০	৯	৯	৯	৯	৯	৬*	৮
সাবসিডিয়ারী বিষয়	১০	৯	৯	৯*	৬	২	-	-
ঐচ্ছিক	-	-	-	-	৪	৫	৩	-
শিক্ষা মনোস্তত্ত্ব	২	২	৪	৪*	-	-	-	-
শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ মূল ও সাবসিডিয়ারী বিষয়	-	-	-	-	৬	৪	৪	-
যুক্তিবিদ্যা, সাইবার নেট, তথ্যবিজ্ঞান	-	১	২	২	-	-	-	-
শারীরিক শিক্ষা	২	২	২	২	-	-	-	-
বিদেশী ভাষা (রাশিয়ান ভাষা আবশ্যকীয়)	২	২	-	-	২	২	৩	-

শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ

দু' সেমিস্টার পরে পাইওনিয়ার ক্যাম্পে (তিন সপ্তাহ) সর্ট কোর্স, তিন সেমিস্টার পরে শিক্ষা ও মনোস্তত্ত্বে সর্ট কোর্স। ছয় সেমিস্টার পরে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (চার সপ্তাহ), শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ (Dessertation) প্রস্তুতকরণ, স্কুল পরীক্ষায় (এগার সপ্তাহ) শিক্ষণ পাঠদান, শিক্ষা ও মনোস্তত্ত্বের শেষ কোর্সে প্রবন্ধ জমাদান।

সকল ধরনের সেকেণ্ডারী স্কুলে (সাধারণ পলিটেকনিক স্কুল) শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীদেরকে দু'টো বিষয় নিতে হয়।

পেশাগত পাঠগুলোতে মোট সময়ের ২৫% আর শিক্ষামূলক পাঠগুলোতে অবশিষ্ট ৭৫% সময় ব্যয় করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে এটির উলেখ করা হলো। তবে গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মান তাদের অনুশীলন পাঠদানে ও শিক্ষামূলক পাঠদানে কিছুটা বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। এক্ষেত্রে এই সময়টার পেশাগত পাঠদান কম করিয়ে অতিরিক্ত সময়টা উপযুক্ত পাঠদানে ব্যয় করা হয়। পেশাগত পাঠদানে এখানে মাত্র ১২% সময় ব্যয় করা হয়। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এই সময় ২০% উলেখ করা হয়েছে। শিক্ষামূলক পাঠদানের বেলায় শিক্ষকদের শেখানোর

www.pathagar.com

সময় বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সাধারণ প্রবণতা হিসাবে দেখা এই বিষয়গুলো কারিকুলামের ৫৫%। দুটি বিষয়ের শিখানোর পদ্ধতিকে বিশেষ বিষয়ের প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে মনে করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬১% হবে।

সাধারণ শিক্ষার বিষয় যা সাধারণ শিক্ষার আওতাভুক্ত তার পরিমাণ হবে কারিকুলামের ২০%। এই সংখ্যাটি অন্যান্য অনেক দেশের সংখ্যার মত।

ইন্দোনেশিয়া

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকের অধীনে শিক্ষক শিক্ষণের পরিচালকের আওতায় পরিচালিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলগুলোতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে।

বর্তমানে স্কুল শিক্ষক শিক্ষণ স্কুলের অধীনে সকল প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় এটিকে Sekolah Pendidikan Guru (SPG) বলা হয়।

SPG তিনটি ভাগে বিভক্ত। (১) SPG-১ একেবারে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে, (২) SPG-২ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে (৩) SPG-৩ সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। SPG এর প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন বৎসর যারা নয় বৎসরের স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউশনগুলোতে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই দেশে এটিকে IKIP বলা হয়।

ভর্তির শর্তাবলী

SPG'র শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি করানো হয়।

১) এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই সরকারী জুনিয়র হাই স্কুলের গ্র্যাজুয়েট হতে হবে।

২) সরকারী ডাক্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শারীরিক, মানসিক পরীক্ষায় যোগ্য হতে হবে।

www.pathagar.com

৩) তাদের বয়স ২০ এর অধিক হতে পারবে না এবং তাদেরকে অবিবাহিত হতে হবে।

৪) তাদের পূর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মর্মে প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৫) স্থানীয় সরকারের পাঠানো প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এক সপ্তাহ অবেক্ষাধীন থাকতে হয়। এই সময়ে ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকগণ তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেন, রেংকিং করেন এবং তাদের প্রাপ্ত গুণাবলী অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করেন।

SPG-তে যেসব শিক্ষার্থী তিন বৎসর উপস্থিত থাকেন তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যে বেশি ভাল করে তাদেরকে সরাসরি IKIP-তে ভর্তি করা হয়। অবশিষ্টদের বি এ ডিগ্রীর জন্য IKIP-তে শিক্ষণের বিষয় চালিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে দুই বৎসর শিক্ষকতার কাজ করতে হয়।

কারিকুলাম

SPG কার্যক্রমের তিনটি প্রধান অংশ রয়েছে। (১) পঞ্চশীলার চেতনা বৃদ্ধির জন্য কোর্স (২) মৌলিক জ্ঞানের উন্নয়ন (৩) বিশেষ জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা বৃদ্ধির কোর্স।

প্রত্যেক কোর্সের নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে এবং এর অধীনে রয়েছে বিভিন্ন বিষয় ও কার্যাবলী। শিক্ষক শিক্ষণ ও প্রযুক্তি শক্তির পরিচালক এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চশীলার চেতনা ও মৌলিক জ্ঞান উন্নয়নের দলটি গঠিত হবে ৪০% অংশীদারীত্বে আর তৃতীয় দলটি গঠিত হবে ৬০% অংশীদারীত্বে। নিম্নের সারণীতে SPG কারিকুলাম উপস্থাপন করা হলো :

www.pathagar.com

সারণী-৯

ইন্দোনেশিয়ায় SPG'র কারিকুলাম— A) এলিমেন্টারী শিক্ষা বিভাগ B) কিণ্ডারগার্টেন বিভাগ C) প্রতিবন্ধী শিশু বিভাগ।

	বৎসরসমূহ						
	১		২			৩	
বিষয়	বিভাগ	A	B	C	A	B	C
পঞ্চশীলা উন্নয়নের গ্রুপ							
ধর্মীয় শিক্ষা	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
পৌরণীতি	২	২	২	২	২	২	২
বাহাসা ইন্দোনেশিয়া	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
শারীরিক শিক্ষা	৩	৩	৩	১৩	৩	৩	১
মোট	১১	১১	১১	৯	১১	১১	৯
মৌলিক শিক্ষা উন্নয়নে গ্রুপ							
ইংরেজী	২	২	২	২	৩	৩	৩
গণিত	২	২	-	-	২	-	-
পারিবারিক জীবন শিক্ষা	১	১	৩	১	-	২	২
মোট	৫	৫	৫	৩	৫	৫	৫
জ্ঞান, শিল্পকলা ও দক্ষতা উন্নয়নের গ্রুপ							
শিক্ষা	১	২	২	১	২	২	২
প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা	-	-	-	২	-	-	২
মনোস্তত্ত্ব	১	১	১	১	২	২	২
শিশু শিক্ষা	-	১	২	১	১	২	১
প্রতিবন্ধী শিশুর মনোস্তত্ত্ব	-	-	-	১	-	-	১
ডিডাকটিভ ও পদ্ধতি	১	২	১	২	৩	২	২
প্রতিবন্ধীদের বিশেষ পদ্ধতি	-	-	-	২	-	-	২
স্কুল প্রশাসন	-	-	-	-	১	১	১
অনুশীলন পাঠদানে নেতৃত্ব	-	২	২	২	৪	৪	৪
বাহাসা ইন্দোনেশিয়া	১	১	১	১	২	২	২
স্থানীয় ভাষা	২	২	২	২	২	২	২
মিউজিক	২	১	১	১	২	২	২
ড্রইং/লিখন	২	২	২	২	-	-	-
হস্তশিল্প	২	২	২	-	-	-	-
বিশেষ শিক্ষা	২	২	২	-	-	-	-
কৃষি	-	-	-	-	-	-	-
কারিগরী	-	-	-	২	৫	৫	৮

www.pathagar.com

মেরিটাইম শিক্ষা/ প্রশাসন/বিচার বিভাগ							
ভূগোল	২	১	১	১	-	-	-
ইতিহাস	২	১	১	১	-	-	-
অংক	২	২	২	২	-	-	-
শারীরিক বিজ্ঞান	৬	৪	৪	৩	-	-	-
স্বাস্থ্য	-	-	-	১	-	-	-
মোট	**২৪**	**২৪**	**২৪**	**২৮**	**২৪**	**২৪**	**২৬**
মোট সংখ্যা	**৪০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**	**৪০**

IKIP কারিকুলাম কার্যক্রমকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় : মৌলিক শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান। আলাদা আলাদা অধিদপ্তর এই অংশগুলোর কাজ করে থাকে। এখানে মৌলিক শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার কারিকুলামের অংশ ৪০% আর অবশিষ্ট কারিকুলাম ৬০% নিয়ে গঠিত।

অনুশীলন পাঠদান

SPG -তে অনুশীলন পাঠদান দ্বিতীয় বৎসরে শুরু হয়। সপ্তাহে এই পাঠদান হয় দু'ঘন্টা। সহযোগিতাদানকারী স্কুলে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি শুরু হয়ে পুরো এক কোয়ার্টারে এটি স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দু' কোয়ার্টারে প্রকৃত অনুশীলন পাঠদান অনুষ্ঠিত হয় এবং সপ্তাহে চার ঘন্টা করে তৃতীয় বৎসর পর্যন্ত এটি চলতে থাকে।

SPG-এর কোন ল্যাবরেটরী স্কুল নেই। এক্ষেত্রে অনুশীলন পাঠদানের কাজ করা হয় প্রদেশের গভর্ণরের অধীনে সহযোগিতাদানকারী স্কুলে।

মূল্যায়ন

মাসিক, বৎসরে তিনবার এবং শিক্ষা বৎসরের শেষে মূল্যায়নের কাজটি করা হয়। কোর্স শেষে রাষ্ট্র কর্তৃক একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, মাসে মাসে শিক্ষার্থীদের বিষয় শিক্ষক দ্বারা কারিকুলামভুক্ত প্রতি বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। কোয়ার্টারলি পরীক্ষার নম্বরের সাথে মাসিক পরীক্ষার ফলাফল যুক্ত করা হয়। কোয়ার্টারলি পরীক্ষা স্কুলের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এর ফলাফল অভিভাবকদেরকে অবহিত করা হয়। বছর শেষে শিক্ষার্থীরা লিখিত পরীক্ষা দেয়, এর ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন হয়। তৃতীয় বৎসরে শিক্ষার্থীরা রাস্ট্রীয় পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এটি পাশের পর শিক্ষার্থীরা ডিপোমা সার্টিফিকেট পায়।

www.pathagar.com

SPG-তে থাকাকালীন সব বিষয়ে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হয়। এটিই সবসময়ের প্রচলিত নিয়ম। শুধু তা নয়, স্টেট ও কোয়ার্টারলি পরীক্ষার ফলাফলই সিদ্ধান্তের বিষয়। শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্টেট পরীক্ষার একটি শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।

লিবিয়া

ব্রিটিশ উপনিবেশের শেষ দু'বৎসরে লিবিয়ায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ চালু হয়। তিন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন লিবিয়ায় চালু আছে :

পাবলিক টিচার্স ইনস্টিটিউশন : এটি প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য।

প্রাইভেট টিচার্স ইনস্টিটিউশন : প্রিপারেটরী মাধ্যমিক স্কুলের বিষয় শিক্ষকদেরকে এটি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ইউনিভার্সিটির আর্টস ও এডুকেশন বিভাগ : উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল, শিক্ষা ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানকারী ব্যবস্থাপনা কর্মীদেরকে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দান করে।

সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট : শিক্ষকদেরকে চার বৎসরের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা হলো ঃ প্রাইমারী স্কুল সার্টিফিকেট, ১৪-১৮ বয়স, মেডিকেল টেস্ট ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা। নিচের সারণীতে তাদের কারিকুলাম দেখানো হলো :

সারণী-১০

লিবিয়ার সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম নিম্নে দেখানো হলো -

		সপ্তাহ প্রতি ক্লাশসমূহ			
বিষয়	**বছর**	**১**	**২**	**২**	**৪**
আরবি		১০	১০	৮	৮
আরবি হাতের লেখা		২	২	১	১
ধর্ম ও কুরআন		৪	৪	৩	৩
বিদেশী ভাষা		৫	৫	৩	৩
ইতিহাস		২	২	২	২
ভূগোল		২	২	২	১,
পাটিগণিত ও এ্যালজাবরা		৩	২	-	-

www.pathagar.com

পৌরণীতি	১	১	-	-
জ্যামিতি	২	২	১	-
এ্যালজাবরা	-	-	২	২
জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি	-	-	-	১
সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান	৩	৪	-	-
পদার্থ বিজ্ঞান	-	-	২	১
রসায়ন	-	-	২	-
জীববিদ্যা	-	-	২	-
সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য	-	-	-	১
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান	-	-	২	২
শিক্ষণ পদ্ধতি	-	-	২	৩
ব্যবহারিক শিক্ষা ও সমালোচনা	-	-	৫	৫
অংকন ও কায়িক প্রশিক্ষণ (বালক)	৪	৪	৪	৪
অংকন, শিল্পকলা প্রশিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সূচি কাজ (বালিকা)	৪	৪	৪	৪
শারীরিক শিক্ষা	২	২	২	২
	৪০	৪০	৪১	৪১

সপ্তাহে একদিন ব্যবহারিক শিক্ষণের ক্লাশ হয়। তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য অবিরাম তিন সপ্তাহের ক্লাশ নেওয়া হয়। শেষ শিক্ষা বৎসরে সব বিষয়ে যা শিখানো হয়েছে তার উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীদেরকে পাবলিক টিচিং ডিপোমা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ডিপোমা পাওয়ার পর গ্র্যাজুয়েটদেরকে কমপক্ষে ছয় বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা পেশায় চাকুরি করতে হয়।

১৯৫৪ সালে লিবিয়ায় যখন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দু'ভাগে ভাগ করা হয় তখন প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলো কাজ শুরু করে। এর পর থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের ইনস্টিটিউটের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউগুলো শিক্ষক তৈরি করে আসছে। আবার উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের ইনস্টিটিউটগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে শিক্ষক তৈরি করা হয়।

কারিকুলাম : এই ইনস্টিটিউটগুলো চার বৎসর মেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রথম বৎসরে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে সাধারণ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষকগণ নিয়োজিত থাকেন।

www.pathagar.com

শেষের তিন বৎসরে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নবর্ণিত তিনটি ক্ষেত্রের যে কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয় :

১) আরবী ভাষা ও ধর্ম
২) বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্র
৩) সামাজিক বিজ্ঞান

সারণী-১১

এইসব ইনস্টিটিউটশনে চার বছর মেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রতি কোর্সে প্রতি সপ্তাহে নিম্ন সারণীতে বন্টনকৃত ঘন্টা নির্দেশ রয়েছে।

সপ্তাহে প্রতি ঘন্টা

বিষয়	বিশেষী-করণ বছর সমূহ	সাধারণ শিক্ষা	আরবি ভাষা			সামাজিক বিজ্ঞান			বিজ্ঞান ও গণিত		
ধর্ম ও কুরআন		১	২	৩	৪	২	৩	৪	২	৩	৪
আরবি ভাষা		১	৫	৪	৩	৭	৫	৪	৬	৫	৪
বিদেশী ভাষা		৭	১২	১০	১০	-	-	-	-	-	-
ইতিহাস		২	-	২	২	৫	২	৩	-	-	-
ভূগোল		২	-	-	-	৫	২	৩	-	-	-
দর্শন পরিচিতি		২	৪	৪	৩	৪	৪	-	-	-	-
প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞান		৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পদার্থ বিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যা প্রাণিবিদ্যা	বিজ্ঞান	৫	-	-	-	-	-	-	১১	৬	৬
এ্যালজাবরা		২	-	-	-	-	-	-	-	৬	৭
জ্যামিতি		২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অংকন		২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কায়িম পরিশ্রম ও ফার্মিং (বালক)		৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সূচের কাজ (বালিকা)		৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
শিক্ষা ও মনোস্তত্ত্বের মূলনীতি		-	-	২	৩	-	-	-	-	-	-
শিক্ষণের বিশেষ		-	-	২	৩	-	২	৩	-	২	২

www.pathagar.com

পদ্ধতি										
স্কুল ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিষয়	-	-	১	১	-	১	১	-	১	১
অনুশীলন পাঠদান	-	-	৬	৬	-	৬	৬	-	৬	৬
শিল্পকলা শিক্ষা	-	৩	১	১	৩	১	১	৩	১	১
শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
মোট	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬

এই বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও শারীরিক শিক্ষা ও মানবিক বিদ্যা কারিকুলামে যোগ করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ব্যবহারিক শিক্ষায় সময় দেওয়া ছাড়াও প্রিপারেটরী স্কুলগুলোর গত বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ সময় দিতে হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রাইভেট টিচিং ডিপোমাও দেওয়া হয়। একজন গ্র্যাজুয়েটকে শিক্ষা পেশায় ডিপোমা প্রাপ্তির পর কমপক্ষে ছয় বৎসর থাকতে হয়।

ইউনিভার্সিটির শিক্ষা বিভাগ চার বছরের ডিগ্রী দিয়ে থাকে। এখানে ভর্তি খুব বাছাই করে করা হয় ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষামূলক কোর্সের উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জনবলের জন্য প্রশাসনিক, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ আর শিক্ষক শিক্ষণের লোকজনের জন্য শিক্ষায় এডভান্স কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়া

ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ মালয়েশিয়ার শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকে। এই বিভাগ হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমন্বয়কারী এবং এই বিভাগই নীতি নির্দেশনা ও বিভিন্ন ইন্স্টিটিউশনের সুন্দর পরিচালনার জন্য দায়ী থাকে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষগণকে তাদের ইনস্টিটিউশন পরিচালনায় অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে জনবল, আর্থিক, কারিকুলাম ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা মেনে চলতে হয়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রই সব ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনগুলো সংগঠিত করে থাকে এবং মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরীর মাধ্যমে জনবলের বেতন, বাৎসরিক সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, খেলার মাঠ ও ভবন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিদেশী মঞ্জুরীর মাধ্যমে কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়। এছাড়া ইনস্টিটিউশনগুলো নিজেরাও তহবিলের জোগাড় করে থাকে। শিক্ষার্থীদেরকে কোন রকম বেতন দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বেশিরভাগ ইনস্টিটিউশনই আবাসিক। মালয়া, ইংরেজী ও চায়না ভাষা হলো পরীক্ষা ও শিক্ষাদানের ভাষা। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ফিস দেওয়া লাগে না।

ভর্তির যোগ্যতা

মালয়েশিয়ায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা হলো মালয়েশিয়া সার্টিফিকেট অব এডুকেশন যাকে মালয়েশিয় ভাষায় Sij Pelajaran Malaysia বলা হয় তাতে ১ম বা ২য় বিভাগ পেতে হয়। প্রার্থীদেরকে মালয় ভাষা ও কৃতিত্বের সাথে পাশ করতে হয়।

প্রার্থীরা জাতীয় ভাষা (Bahasa Malaysia) পাশ করলেও তাদেরকে ভর্তি করা হয়। নির্বাচিত এই সব প্রার্থীদেরকে প্রশিক্ষণের সময় মালয় ভাষাতেও কৃতিত্বের সাথে পাশ করতে হয়। যারা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে চাইনিজ কোর্স নিতে চায় তাদেরকে উচ্চতর চায়না ভাষা/চাইনিজ সিলেবাস ১০-এও কৃতিত্ব অর্জন করতে হয়।

Sijil Pejaran Malaysia (মালয়েশিয়া শিক্ষা সনদ)-এ ন্যূনতম ১ম বা ২য় বিভাগ পেলে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তি হওয়া যায়। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও মালয় ভাষা ও অন্য দু'টো ভাষাতে প্রার্থীদেরকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করতে হয়। এছাড়া যারা (১) অংক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান এবং (২) টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে পাশ করে তাদেরকে ভর্তির সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

কারিকুলাম

মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিশেষ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কারিকুলাম তৈরি করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কলেজ অনুমোদিত সিলেবাস বাস্তবায়ন করে। মাঝে মাঝে এই সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়। সব সিলেবাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত থাকে।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর কারিকুলামে বিষয় ও সময় বন্টন নিম্নের সারণীতে দেওয়া হলো :

সারণী-১২ ক

মালয়েশিয়ার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কারিকুলাম :

বিষয়	সপ্তাহ প্রতি সময়
শিক্ষা	৮ ঘন্টা
ভাষা (মালয়া, ইংরেজী বা চায়না)	১২ "
মিউজিক	২ "
আর্ট এণ্ড ক্র্যাফটস	২ "
শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	২ "
অংক শাস্ত্র ও বিজ্ঞান	৩ "
	২৯ ঘন্টা

এছাড়া প্রতি প্রভাষক দলভিত্তিক ছাত্রদেরকে টিউটোরিয়াল করাবার জন্য সপ্তাহে দু'ঘন্টা আলাদা করে রাখে। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ের কারিকুলামে নিম্নবর্ণিত সময় বিভাজন দেখানো হলো :

সারণী-১২ খ

মালয়েশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কারিকুলাম নিম্নে দেওয়া হলো :

বিষয়	**সপ্তাহ প্রতি সময়**
শিক্ষা	৫ ঘন্টা
বিশেষ বা মূল বিষয়গুলো	৮ "
সাধারণ বিষয় (প্রতি বৎসর ২টি)	২ "
ভাষা শিক্ষা	
মালয়া/জাতীয় ভাষা	৪ "
ইংরেজী	৪ "
শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	৩ "
টিউটোরিয়াল	১ "
অধ্যক্ষের ইচ্ছানুযায়ী	৩ "
	৩০ ঘন্টা

www.pathagar.com

শিক্ষার্থী শিক্ষণ :

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দু'বছরের কোর্স পড়ে ১০-১২ সপ্তাহের শিক্ষক পাঠদানে অংশগ্রহণ করতে হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে স্থাপিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে এই ধরনের কোর্স পরিচালিত হয়। কলেজ অধ্যক্ষ, মুখ্য শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্কুল প্রধানের সাথে আলাপ করে এই ধরনের স্কুল স্থাপন করা হয়। নির্বাচিত ইনস্টিটিউশন ও স্কুলে সাধারণত কলেজের তত্ত্বাবধানে পরিবহন যানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রকৃত শিক্ষণের পূর্বে শ্রেণী শিক্ষণের একটি পর্যবেক্ষণ ঘন্টা নেওয়া হয়। অনুশীলন পাঠদানের সময় কলেজ প্রভাষকের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দল পরিচালিত হয়। পরামর্শ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এখানে কোন ল্যাবরেটরী স্কুলের ব্যবস্থা নেই।

মূল্যায়ন

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক প্রশিক্ষণের বেলায় কলেজেই প্রথম বৎসরের পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দুর্বল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রথমবর্ষেই রেখে দেওয়া হয় বা কলেজ অধ্যক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী তার প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা পরিচালনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বিষয়ভিত্তিক প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক ও সহকারী পরীক্ষক সমন্বয়ে বিষয় ভিত্তিক প্যানেল নিযুক্ত করে। এই প্যানেল মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য খসড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তাব করে।

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন হয়ে থাকে :

১) দু'বছরের বেসিক কোর্স চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ হয়। এই পরীক্ষাকে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা বলা হয়, এই পরীক্ষা অংশত মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন এর সহায়তায় কলেজই গ্রহণ করে থাকে। ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনকে এখানে বহিঃপরীক্ষক হিসাবে মনে করা হয়, প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে টিচার ট্রেনিং ডিভিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২) ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন প্রধান বিষয় যেমন শিক্ষা, শারীরিক ও স্বাস্থ্য এবং মৌলিক ভাষা এর ন্যায় পত্রগুলো ঠিক করে থাকে।

৩) কলেজ শিক্ষকগণ উত্তরপত্রে মার্কিং করে থাকেন। তাদের মার্কিং করার পর মডারেশনের জন্য ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশনে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষা সিণ্ডিকেট ফলাফল তৈরি করে তা প্রকাশ করে

www.pathagar.com

৪) সকল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীরা একবারমাত্র পুনঃনিরীক্ষণের সুযোগ পায়। পরীক্ষার্থীরা যে পত্রের বা বিষয়সমূহে অকৃতকার্য হয়েছে বছর শেষে শেষ পরীক্ষার উত্তরপত্র নিরীক্ষার সুযোগ পায়।

অনুশীলন, পাঠদানের জন্য কলেজ সুপারভাইজারগণ যে কোর্স নম্বর দিয়ে থাকে প্রশিক্ষণার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়নে তা-ও বিবেচনায় নেওয়া হয়। এছাড়া অনুশীলন পাঠদানের রেওয়াজী, পরীক্ষা সংশিষ্ট সুপারভাইজার, বহিঃপরীক্ষা বোর্ড দ্বারা গ্রহণ করা হয়। এই বোর্ড কলেজ অধ্যক্ষ, বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান এবং এডুকেশন অফিসার কর্তৃক গঠিত।

যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে প্রাইমারী টিচার্স সার্টিফিকেট বা সেকেণ্ডারী টিচার্স সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তির পর এবং এক বৎসর শিক্ষণ পেশায় সন্তোষজনকভাবে সেবা দেওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। স্কেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ শেষ করে শিক্ষক স্কুলে যোগদানের তারিখ হতেই প্রারম্ভিক বেতন পেতে পারে।

পেশাগত যোগ্যতা ছাড়াও শিক্ষককে তার নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাদান কাজ শুরুর আগেই একাজটি করতে হয়। প্রাপ্ত যোগ্যতা, চরিত্র ও নাগরিকত্বের মর্যাদার উপর ভিত্তি করে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন

ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থায়ন

জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালিত হয় কারিগরী ও পেশাগত শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে। প্রাদেশিক পর্যায়ে পাবলিক ইলিমেন্টারী এডুকেশন বিভাগের অধীনে এটি পরিচালিত হয়। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে আর মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। প্রাদেশিক পর্যায়ে শিক্ষা অধিদপ্তর সরাসরি প্রাদেশিক শিক্ষক কলেজের দায়িত্বে থাকে।

চীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রধানত স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরাসরি পরিচালিত ছয়টি প্রধান উচ্চতর শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছাড়া সবগুলোর প্রাক-ভর্তি ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগঠিত হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষক প্রশিক্ষণের স্থানীয় ব্যবস্থা দ্বারা বুঝানো হয় যে, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অফিসিয়াল নির্দেশনা পরামর্শের ন্যায় কাজ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এইসব গাইড লাইন ও নির্দেশনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। কোন কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন কোন বিশেষ নীতি অনুসরণ করে আর অন্যান্য নীতি এড়িয়ে চলে। সে যাই হোক কেন্দ্রীয় নীতিমালা হতে বিচ্যুতি বা সংশোধনের বিষয়গুলো মেনে চলতে হয়। স্থানীয় পরিবর্তনের জন্য সব সময় ভাতা দেওয়া হয়। সকল অফিসিয়াল ও নীতির গাইড লাইনে যদি স্থানীয় সংস্থার অনুমতি হলে কথাগুলো লেখা থাকে।[২২]

টাইপ, লেভেল ও মেয়াদ :

তিনটি ধাপে চীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় :

১) Gaodeng Shilan Yuanxiao (উচ্চতর শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
২) Shilan Zhuahke Xuexiao (শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল)
৩) Zhongdeng Shilan Xuexiao (মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল)

শেষোক্তটি হলো কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ স্কুল। উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ইচ্ছুক উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদেরকে চার বছর মেয়াদি কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপর্যুক্ত দু'টো ইনস্টিটিউটই উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক স্কুলগুলো নিম্নমাধ্যমিক স্কুল গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করে থাকে। এই প্রশিক্ষণগুলো সাধারণত তিন বা চার বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। কোন কোন মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ তিন থেকে চার বছরের হয়ে থাকে। কোন কোন মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েট ভর্তি করে ১-২ বৎসর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ভর্তির যোগ্যতা

শিক্ষামূলক কাজ, নিজ স্কুলের চরিত্রগত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। পছন্দ, যোগ্যতা, চরিত্র, চেহারা, কথাবার্তা যাচাইয়ে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা

www.pathagar.com

হয়। ভর্তি পরীক্ষাও নেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষার জন্য যে নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়া হয় তা স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা হয়। এই পরীক্ষায় চায়না ভাষা, সামাজিক বিজ্ঞান, পৌরণীতি, অংক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (প্রতি বিষয়ে ৮০ মিনিট) বিষয়ে বুৎপত্তিগত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষাও নেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তির সময়ে প্রার্থীদের বয়স সাধারণত ২০-২৫ বৎসর আর একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তির সময়ে তাদের বয়স হয় ১৫-২০ বৎসর।

ছাত্র সহায়তা

বিনা বেতনে অধ্যয়ন, খাতা, বইপত্র,কাপড়-চোপড় (বছরে ১টি করে স্যুট) ছাড়াও স্কুল বা বাইরের সংস্থা বৃত্তি দিয়ে থাকে। শতকরা ১০ জনের মত বৃত্তি পেতে পারে।

সুযোগ-সুবিধা

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জায়গার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট রেগুলেশন নেই। তবে এর জন্য সাধারণত বিশাল ক্যাম্পাস ও ভবন থাকে। ক্যাম্পাসে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গ্রন্থাগার, শ্রেণীকক্ষ, কর্মশালা, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, ডাইনিং ঘর ও খেলার মাঠের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা থাকে।

অডিওভিজ্যুয়াল ব্যবস্থায় বিনোদনের স্থান, মিউজিক, রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কোর (ROTC) এর কক্ষ, রান্নাঘর, সেলাইঘর, শিক্ষক-শিক্ষার্থী শ্রমিকদের বাসা, দারওয়ানের আবাসের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন ইনষ্টিটিউশনে আবার ছাত্র কেন্দ্র, টিচিং রিসোর্স সেন্টার, স্টাডি হল, কফি রুমও থাকে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তুলনায় যন্ত্রপাতির পরিমাণ প্রচুর। তাসত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সংগঠিত কারিকুলাম ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ও রিসার্চ সেন্টার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ইনষ্টিটিউশনে ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, সাইকোলজি স্টাডিজ সেন্টার এবং মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য চাকুরীকালীন শিক্ষা সেন্টার রয়েছে।

প্রত্যেক ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষার্থীদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী স্বার্থ দেখভাল করার জন্য বিভিন্ন ক্লাব গড়ে উঠেছে। এইসব ক্লাবে স্টাফ মেম্বারদেরকে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন কাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অর্থের বিনিময়ে স্কুলের বাইরের রিসোর্স পারসনদেরকে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করে আনা হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষাদানের সাংগঠনিক কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে শ্রেণীর সাইজ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত, অপরপক্ষে কলেজে মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীর সংখ্য ৩০০০, গড়ে ৩৫ জন। স্টাফ শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার ১ঃ১১, মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে এই হার ১ ঃ ৯।

কারিকুলাম

শিক্ষক শিক্ষণের কারিকুলাম বেশ সংক্ষিপ্তাকারের, এর মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত গুণগত মান পাওয়া যায়। প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষণের ঘনিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আচরণ ও পেশাগত দক্ষতার ব্যাপারে কিছু ধারণা দিয়ে থাকে। এই গুণাবলী একজন সম্ভাব্য শিক্ষকের কাছে কাম্য।

চীনে কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও মনোভাবকে শিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় মনে করে। এইরূপ দক্ষতা চারটি ভাগে বিভক্ত।

১) **রাজনৈতিক ও পেশাগত ত্যাগ :** শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং মানুষের শিক্ষক হিসাবে তাদের দায়িত্ব বুঝতে হবে।

২) **তাদের শিক্ষার বিষয়গুলোতে সমৃদ্ধশালী জ্ঞান অর্জন :** শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানের লেভেল বাড়াতে হবে।

৩) **শিক্ষকের নীতি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে ও সেগুলোকে শিক্ষায় ব্যবহার করতে হবে :** শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার নীতি সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে হবে এবং শিশু বয়ঃপ্রাপ্তদের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে। শিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪) **শিক্ষক সমস্যার বিশেষণ ও আলোচনা করার যোগ্যতা :** শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোকে ছাত্র-শিক্ষকের গবেষণা করার যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান করতে হবে।

এই দক্ষতা ও আচরণগুলো উপর্যুক্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যের প্রকাশ একটি "আদর্শ" শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে পাওয়া যাবে।

এইসব ইনষ্টিটিউশনের কারিকুলামের চারটি অংশ। (১) রাজনেতিক তত্ত্ব ও অন্যান্য মৌলিক কোর্স (২) শিক্ষক সংক্রান্ত পাঠ (শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান,

www.pathagar.com

শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি) (৩) বিশেষ বিষয়ের কোর্সসমূহ এবং (৪) শিক্ষণ পাঠদান।

চীনে তিন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের কারিকুলাম নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবস্থা করা হয়:

সারণী-১৩

চীনে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের শিখন কারিকুলাম দেখানো হলো -

	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	মোট ক্লাশ ঘন্টা	মোট ক্লাশ ঘন্টা (%)
রাজনীতি	২	২	১	১৭১	৫.৪৬
জাতীয় ভাষা	৬	৬	৪	৫৪৪	১৭.৩৮
কিণ্ডার গার্টেনে জাতীয় ভাষা শিক্ষা	-	-	২	৬২	১.৯৮
গণিত	৪	৪	-	২৮০	৮.৯৪
কিণ্ডার গার্টেনে গণিত শিক্ষা	-	-	১	৩১	০.৯৯
পদার্থবিদ্যা	-	৩	৩	১৯৫	৬.২৩
রসায়ন	-	২	২	১৩০	৪.১৫
জীববিদ্যা	২	২	-	১৪০	৪.৪৭
ইতিহাস	৩	-	-	১০৮	৩.৪৫
ভূগোল	-	-	৩	৯৩	২.৯৭
শিশু মনোবিজ্ঞান	-	৩	-	১১২	৩.২৬
শিশু শিক্ষা	-	-	৪	১২৪	৩.৯৬
শিশু যত্ন	৩	-	-	১০৮	৩.৪৫
শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি	২	২	৩	২৩৩	৭.৪৪
সঙ্গীত ও সঙ্গীত শিক্ষা	৪	৪	৪	৪০৪	১২.৯০
শিল্পকলা ও শিল্পকলা শিক্ষণ	৩	২	৩	২৬৯	৮.৫৯
নাচ	২	১	১	১৩৭	৪.৩৮
সপ্তাহে মোট ক্লাসের সংখ্যা	৩১	৩১	৩১	৩১৩১	১০০
সপ্তাহে মোট স্কুল ঘন্টা	৩৬	৩৪	৩১	-	-
পাঠদান অনুশীলন(সপ্তাহে)	-	২	৬	-	-
উৎপাদনশীল শ্রম (সপ্তাহে)	২	২	-	-	-

www.pathagar.com

সারণী-১৪

চীনে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের শিখন কারিকুলাম দেখানো হলো -

	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	মোট ক্লাশ ঘন্টা	মোট ক্লাশ ঘন্টা (৩য় বর্ষের কারিকুলামের % হিসাবে)
রাজনীতি	২	২	২	১	২৩৯	৬.২০
জাতীয় ভাষা পাঠ ও লিখন	৫	৫	৪	৪	৮১৮	২১.২২
জাতীয় ভাষা মৌলিক ব্যাকরণ	২	২	২	-	-	-
প্রাইমারীতে জাতীয় ভাষা শিক্ষণ	-	-	-	২	৬২	১.৬১
গণিত	৪	৪	৪	-	৪১৬	১০.৭৯
প্রাইমারীতে গণিত শিক্ষা	-	-	-	৪	১২৪	৩.২২
পদার্থবিদ্যা	-	৩	৩	৪	৩২৮	৮.৫১
রসায়নবিদ্যা	৪	৩	-	-	২৪৬	৬.৩৮
জীববিদ্যা	৪	-	-	-	১৪৪	৫.২১
ইতিহাস	৩	-	-	৩	২০১	২.৬৫
ভূগোল	-	-	-	৩	১০২	-
(বিদেশী ভাষা)*	(৩)	(৩)	(৩)	(৩)	(৪০৫)	২.৬৫
মনোস্তত্ত্ব	-	৩	-	-	১০২	২.৬৫
শিক্ষাতত্ত্ব	-	-	২	২	১৩০	৩.৩৭
শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি	-	-	৩	৩	৩৩৫	৮.৬৯
মিউজিক ও মিউজিক শিক্ষণ	২	২	২	২	০	৭.০০
শিল্পকলা ও শিল্পকলা শিক্ষণ	২	২	২	২	২৭০	৭.০০
প্রাইমারী স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা	-	-	-	(২)	(৬২)	-
সপ্তাহে মোট স্কুল ঘন্টা	৩০	৩০	২৭	২৭	৩.৮৫৫	১০০
বছরে মোট স্কুল সপ্তাহ	৩৬	৩৪	৩৪	৩১	-	-
পাঠদান অনুশীলন (সাপ্তাহিক)	-	২	২	৬	-	-
উৎপাদনশীল শ্রম	-	২	২	২	-	-

* যে স্কুলে প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে সেসব স্কুলে এই কোর্সগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের কারিকুলাম :

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কারিকুলামে নিম্নবর্ণিত সাধারণ কোর্সগুলো অন্তর্ভুক্ত। কোর্সগুলোর ক্রেডিট বন্ধনীতে দেখানো হয়েছে। চায়নিজ (৮), ইংরেজী (৮), শিক্ষা পরিচিতি (৪), মনোবিজ্ঞান (৬), শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি (২), অনুশীলন পাঠদান (১২), ইন্টার্নশীপ, চীনা ভাষার ধ্বনি ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্রেডিট (ROTC) (৮), ৫-৮ ক্রেডিটের নিম্নবর্ণিত যে কোন কোর্স ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, চীনের আধুনিক বা সাধারণ ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, মানবিক বিদ্যা, সংবিধান এর সাধারণ পরিচিতি, সামাজিক বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচিতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচিতি।

এই কোর্সগুলো ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কোর্সগুলোও পাঠদান করা হয় :ঢ় সমাজবিজ্ঞান (৩), মানব মনোবিজ্ঞান (৩), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (৬), শিক্ষা পরিসংখ্যান (৪), মৌলিক শিক্ষা (৩), শিক্ষা ক্লাসিকের নির্বাচিত পাঠ (৬), মাধ্যমিক শিক্ষা (৬), শৃঙ্খলার নীতি ও অনুশীলন (৩), চীনা শিক্ষার ইতিহাস (৪), শিক্ষা নীতি (৩), শিক্ষা ও মনোনিয়ন্ত্রণ (৪), শিক্ষা প্রশাসন (৩), শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ (৬), শিক্ষা দর্শন (৪) এবং তুলনামূলক শিক্ষা (৪)।

শিক্ষা জীববিজ্ঞান (৩), অডিওভিজ্যুয়াল (২), যুক্তিবিদ্যা (৩), রাজনীতি ও শিক্ষা (৩), শিক্ষা অর্থনীতি (৩), দ্বিতীয় মাতৃভাষা (১০), শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান (৩), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (২), মানসিক স্বাস্থ্য (৩), শিক্ষা পরিকল্পনা (৩), পেশাগত শিক্ষা (৩), পরিচালনা নীতি (৩), স্কুল প্রশাসন (৩), চীনা দর্শনের ইতিহাস (৩), শিক্ষক শিক্ষণ (৩), কারিকুলাম কার্যক্রম (৩), তুলনামূলক শিক্ষা প্রশাসন (৩), পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (৩), শিক্ষা জ্ঞান তত্ত্ব (৩), শিক্ষা তত্ত্বাবধান (৩), শিক্ষা গবেষণার পদ্ধতি (৩), চীনা শিক্ষার আধুনিক ইতিহাস (৩), উচ্চশিক্ষা (৩), পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক ইতিহাস (৩) এবং বিশেষ শিক্ষা (৩)। শিক্ষার্থীগণ এক বা দুটি কোর্স প্রতি সেমিস্টারে নিতে পারে।

বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক কারিকুলাম প্রণীত হয় আর সারা দেশের জন্য এটি প্রযোজ্য। শিক্ষার্থীগণের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিশেষায়নের জন্য মেজর (Major) ও নন-মেজর (Non-major) বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশেষ লক্ষ্য আছে, সিলেবাসে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

www.pathagar.com

অনুশীলন পাঠদান

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সকল কোর্সে কমপক্ষে ১৪৪ ক্রেডিট এবং শিক্ষকতার কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে মাধ্যমিকের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণেও সবগুলো কোর্সে পাশের জন্য ২৪২ ক্রেডিট অর্জন করতে হবে।

মৌলিক দক্ষতা অর্জনের বিষয়েও ছাত্র-শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। যেমন- চকবোর্ড লিখা, মেমিওগ্রাফি এবং কার্বন পেপার রাইটিং, শিশুদের গল্প বলা, শিশুদের নাচ ও গানে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ল্যাবরেটরী স্কুল (সংযুক্ত পাঠদানকারী স্কুল) আছে। এছাড়াও আশেপাশে তিন-চারটি সহযোগিতাদানকারী স্কুল থাকতে পারে যাতে সহজেই শিক্ষার্থীরা যেতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষণের সময়কে সংযুক্ত পাঠদানকারী স্কুল ও সহযোগিতাদানকারী স্কুলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। কলেজ থেকে কলেজে শিক্ষার্থী শিক্ষক কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

অনুশীলন পাঠদানের জন্য শিক্ষক বা সুপারভাইজারের অধীনে অনুশীলন পাঠদানের ন্যায় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সাধারণ ক্লাশের জন্য সংগঠিত করা হয়। সাধারণত শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ ল্যাবরেটরী স্কুলে প্রথম পর্যবেক্ষণ করে থাকে পরে একই স্কুলে অনুশীলন পাঠদান করে থাকে। সহযোগিতাদানকারী স্কুলেও এই অনুশীলন পাঠদান চলতে থাকে। ল্যাবরেটরী স্কুল বা সহযোগিতাদানকারী স্কুলের অনুশীলনের পাঠদানের পর শিক্ষার্থী শিক্ষক, সুপারভাইজার সযোগিতাদানকারী শিক্ষক এবং পরে ল্যাবরেটরী স্কুলের অনুশীলন পাঠদানকারী ডীনদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়। তারা শিক্ষার্থী শিক্ষণের অগ্রগতি সম্পর্কে সুপারিশের বিষয়ে আলোচনা করে থাকে।

পরীক্ষা

শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত চায়না ও মাণ্ডারিনের উপর চূড়ান্ত বহিঃ পরীক্ষা ছাড়া সব পরীক্ষাই অভ্যন্তরীণ। সাধারণত লিখিত পরীক্ষাই হয়ে থাকে তবে কোর্সের ধরন বা শিক্ষণের উপর ভিত্তি করে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দৈনিক ক্লাশ কুইজ, মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, সেমিস্টার পরীক্ষা, বার্ষিক চূড়ান্ত গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। গ্র্যাজুয়েশনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য বহিঃ পরীক্ষাকে চূড়ান্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের গ্র্যাজুয়েটগণ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাদানের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকে। শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে। পাঁচ বৎসর শিক্ষাদান কাজের পর তারা তাদের পেশার পরিবর্তন করতে পারে। ব্যতিক্রম ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের গ্র্যাজুয়েটগণও এই সুবিধা নিতে পারে তবে (১) ডিগ্রী ও ডিপোমা পাওয়ার পূর্বে তাদেরকে এক বৎসর শিক্ষকতা করতে হয়; (২) তারা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার সুযোগ পায় তবে মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয়; (৩) ডিগ্রী অর্জনের পর তারা যে কোন সময়েই তাদের পেশা বাদ দিতে পারে।

অন্যান্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় চীনে তার শিক্ষকদের জন্য রয়েছে অনুকূল সামাজিক ভাবমূর্তি। সাংঘাতিক শিক্ষক স্বল্পতা সত্ত্বেও অল্প লোকই এই পেশায় আসতে চায়; তারা উন্নত জীবনের জন্য অন্য পেশা পেলে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দেয়। যারা এই পেশায় থেকে যায় পরবর্তী বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের পেশা ও কষ্টের কারণে তারা শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকে।

১৯৭৬ সালের পর হতে চার দস্যুর পতনের পর শিক্ষকদের জন্য পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষকদের আরো ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য সরকার বর্তমানে চেষ্টা করছে। "জনগণের আত্মার প্রকৌশলী" "জনগণের বীর" এবং "উদ্যান পরিচর্যাকারী" এর ন্যায় অভিদায় অভিহিত করা হচ্ছে। এখন "শিক্ষার্থীদেরকে সম্মান করার জন্য শিক্ষকদেরকে নিয়ে ভাবার জন্য" আহবান জানানো হয়।

এই পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের বিশেষায়নের জন্য সরকারী নীতি নির্ধারণ অতীব জরুরী। মনোভাব পরিবর্তন হলো আসল কৌশল এবং শিক্ষকতা যে একটি গৌরবজনক পেশা এটি শিক্ষার্থীদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য সমাবর্তন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ন্যায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, আবার মাঝে শিক্ষার্থী কমিটিগুলো "জনগণের শিক্ষক হওয়ার জন্য গর্বিত" এবং "সম্মানজনক পেশা" এইরূপ আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। বিশেষ উচ্চমানের শিক্ষক ও মডেল শিক্ষকদেরকে তাদের শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনগুলোতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। এই উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোকে অধিভুক্ত করে থাকে। শিশুদেরকে ভালবাসা দেওয়ার নিমিত্ত শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ "ফ্রেণ্ডশীপ পার্টির"

www.pathagar.com

আয়োজন করে সাহায্য করে থাকে। এইরূপ পার্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ শিশুদের মেশার আরো বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে।

সরকার ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলো সব সময় "শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়" এই ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। কর্তৃপক্ষ দেখছে এটি একটি প্রকৃত সমস্যা। ইনষ্টিটিউটগুলোর এই প্রচেষ্টা ততদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রই থেকে যাবে যতদিন না বৃহত্তর চীনা সমাজের অবস্থা ও পরিবেশ এই পেশার প্রতি আরো বেশি বেশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন না ঘটাতে পারে। এখনই যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে দেখা যায়, নিম্ন সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষকদের নগণ্য বস্তুগত সুবিধা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে মোটেও পরিমাপযোগ্য নয়।

সুইডেন

সুইডেনে পাঁচটি শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে -

১) বেসিক স্কুলের প্রথম ছয় গ্রেডের শিক্ষকগণ *Larar Hogskolor* (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন) আড়াই বা তিন বৎসর মেয়াদি কোর্স করে থাকে।

২) তিন বৎসর ধরে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বেসিক স্কুল ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ তিন বৎসর ধরে *Kandidat Degree* (প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী) এর কোর্স করে থাকে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে এক বৎসর মেয়াদি পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

৩) প্রাক স্কুলের শিক্ষকদেরকে মাধ্যমিক পর্যায়ের Forskoleseminarier (প্রাক-স্কুলের প্রশিক্ষণ কলেজ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রার্থীদেরকে নয় বছরের মৌলিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয় এবং ১৯ বৎসর বয়সের হতে হয়। কোর্সটি দু'বৎসর মেয়াদি হয়। এই কোর্স শেষে প্রার্থী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট লাভ করে। তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভের পর প্রাক-স্কুল শিক্ষকগণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হতে পারে।

৪) বিশেষ শিক্ষণ শিক্ষকগণকে Larar Kogskola নামে অভিহিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ইনষ্টিটিউশনে ভর্তির পূর্ব যোগ্যতা হিসাবে পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোর্সটি এক থেকে দু'বৎসর মেয়াদি। এই কোর্স শেষে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষণ সার্টিফিকেট প্রার্থী পেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৫) শরীর চর্চা ও *Yrkesskola* কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীর অন্ততঃপক্ষে প্রথম ভার্সিটি ডিগ্রী (Kandidat) থাকতে হবে। তিন বা চার বৎসর অধ্যয়নের পর প্রার্থী তার সংশিষ্ট বিষয়ের সন্তোষজনক শিক্ষা সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন। কোন কোন কোর্সের জন্য তাদেরকে অবশ্যই শাসকোচিত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এর পরও তাদেরকে Lararhogaskola-তে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রথম সেমিস্টারে এখানে শিক্ষক ও শিক্ষা পদ্ধতির তাত্ত্বিক অধ্যয়ন এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে কোন স্কুলে অনুশীলন পাঠদান করতে হয়। কোন কোন বিষয়ের শিক্ষকদেরকে মৌলিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা দিতে হয়। এই বিশেষ বিষয়গুলো হলো ঃ শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বুনন, কাঠের কাজ, মিউজিক, অংকন ও শিশু যত্ন। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে যেখানে এগুলোর ব্যবস্থা আছে সেখানে এই বিশেষ বিষয়ের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে Larar Hogskola-তে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেজন্য প্রার্থীকে অবশ্যই শরীর চর্চা কোর্স (২ বা ৩ বৎসরের) শেষ করে মাধ্যমিক স্কুল পাশের সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই সার্টিফিকেট মৌলিক শিক্ষা অর্জনের সাথে সংশিষ্ট। এই কোর্সের প্রার্থীর বয়স হবে ন্যূনতম ১৮। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন শিক্ষকদের প্রথম পর্যায়ের মৌলিক শিক্ষা আড়াই বৎসর মেয়াদি হয়। এই শিক্ষার পর তারা কারিগরী জ্ঞান অর্জনের সার্টিফিকেট অর্জন করে। এই সার্টিফিকেট বলে প্রার্থী Lagstadium-এ শিক্ষা দানের যোগ্যতা লাভ করে। সম্ভাবনাময় শিক্ষকগণ শিক্ষার মূলনীতি, শিক্ষণ পদ্ধতি ও সাধারণ বিষয়ের উপর কোর্স করে থাকে। তারা দুটো সাধারণ বিষয়ের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে যার ফলে তারা ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে এই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দান করতে পারে।

ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষার (Mellanstadium) সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের ৪-৬ বৎসরের শিক্ষার পর তিন বৎসরের একটি কোর্স করতে হয়। তারা সাধারণ দু'টি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। মৌলিক শিক্ষার উচ্চ স্তরে পরে তারা এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। উভয় শ্রেণীর শিক্ষকগণকেই এক সেমিস্টারের শিক্ষণ পাঠদানের কাজ করতে হয়। সম্ভাবনাময় প্রথম পর্যায় ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের শিক্ষকগণ সুইডিস ভাষা, ইংরেজী, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, স্বাস্থ্য, মিউজিক, মনোবিজ্ঞান, কায়িক প্রশিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের

www.pathagar.com

মূলনীতি অধ্যয়ন করে থাকে। মৌলিক শিক্ষার উচ্চতর স্তরের শিক্ষকগণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স করে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে এক বৎসরের পেশাগত কোর্স করে তাদের জ্ঞানকে শানিত করে থাকে।

কারিকুলাম

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের কারিকুলাম নিচে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো :

নিম্ন লেভেলের গ্রেড (গ্রেড ১-৩) এবং মধ্য লেভেলের (গ্রেড ৪-৬) এর শিক্ষকদের জন্য।

নিম্ন লেভেলের শিক্ষকদের কোর্স ৫ সেমিস্টার আর মধ্যম লেভেলের শিক্ষকদের কোর্স ৬ সেমিস্টার শেষ হয়। উভয় ক্ষেত্রের বেলাতেই মৌলিক স্কুল কারিকুলাম ও পেশাগত অধ্যয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। নিচে যে কারিকুলাম দেওয়া হয়েছে তাতে নিম্ন লেভেল ও মধ্য লেভেলের শিক্ষকদের কোর্স বিষয় দেখানো হয়েছে। দু'টো কার্যক্রমেই সময় বন্টনের বেলায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

সারণী-১৫

সুইডেনে নিচের দিকের ও মধ্যম লেভেলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কারিকুলাম এখানে সারণীতে উলেখ করা হলো :

বিষয়	শিক্ষার্থী ঘন্টা	ঘন্টা	প্রতি ২৪ শিক্ষার্থীর শিক্ষক ঘন্টা (%)
পাঠদান :			
সুইডিস ভাষায় মৌলিক কোর্স			
সুইডিস	২২০	২৯৫	৪.৭৪
স্বর ও বক্তৃতা	১৮০	৮৩	১.৩৪
ইংরেজী	১৬০	২৫৭	৪.১৩
গণিত	৬৫	৯২	১.৪৮
সাধারণ বিষয় ঃ			
ধর্মীয়জ্ঞান		৬৫	১.০৫
পৌরণীতি		৩৫	০.৫৬
ইতিহাস		৩৫	০.৫৬
ভূগোল		৩৫	০.৫৬
জীববিদ্যা		৮	১.৩২

www.pathagar.com

রসায়ন		৫০	০.৮১
পদার্থবিদ্যা		৫০	০.৮১
সচিত্র ও নক্সা কাজ	১২০	২০০	৩.২২
মিউজিক ঃ			
মিউজিক	২০০	২২৩	৩.৫৯
ইনস্ট্রমেন্টাল মিউজিক		৫২৮	৮.৪৯
শারীরিক শিক্ষা	২০০	২৯৫	৭৪.৭৪
সাধারণ কোর্স :			
মিউজিক	৫০	৬০	০.৯৭
শারীরিক শিক্ষা	৫০	৭০	১.১৩
ঐচ্ছিক কোর্স (নিচের দশ বিষয়ের দুটি)			
সুইডিস	১৪০	২১০	৩.৩৩
ইংরেজী	১৪০	২৪০	৩.৮০
গণিত	(১৪০)	২০০	৩.২২
ধর্মীয় জ্ঞান	(১৪০)	১৮০	২.৮৯
ইতিহাস	(১৪০)	১৮০	২.৮৯
পৌরণীতি	(১৪০)	১৮০	২.৮৯
ভূগোল	(১৪০)	১৮০	২.৮৯
জীববিজ্ঞান	(১৪০)	২৬০	৪.১৮
রসায়ন	(১৪০)	২৬০	৪.১৮
পদার্থবিদ্যা	(১৪০)	২৬০	৪.১৮
শিক্ষণ বিজ্ঞান :			
মৌলিক কোর্স	১৮৭	২১৫	৩.৪৭
পদ্ধতি :			
মৌলিক কোর্স :			
সুইডিস	৫০	৬৫	১.০৫
ইংরেজী	৩০	৪৫	০.৭৩
গণিত	৪০	৫৫	০.৮৯
সাধারণ বিষয়	৭৭	১০৭	১.৭২
শিক্ষণে কারিগরী সহায়তা	১৫	৩৭	০.৬০
ক্যালিগ্রাফি	১৬	২৮	০.৪৫
ঐচ্ছিক কোর্স (মৌলিক কোর্স হতে বাছাইকৃত বিষয়সহ)			
সুইডিস	২০	৩০	০.৪৮
ইংরেজী	২০	৩০	০.৪৮

www.pathagar.com

গণিত	(২০)	৩০	০.৪৮
ধর্মীয় জ্ঞান	(২০)	৩০	০.৪৮
ইতিহাস	(২০)	৩০	০.৪৮
পৌরণীতি	(২০)	৩০	০.৪৮
ভূগোল	(২০)	৩০	০.৪৮
জীববিদ্যা	(২০)	৩০	০.৪৮
রসায়ন	(২০)	৩০	০.৪৮
পদার্থবিদ্যা	(২০)	৩০	০.৪৮
পাঠদান অনুশীলন :			
অবেক্ষাধীন শর্ত ও অনুশীলন পাঠ এবং ক্লাস	৭৪৫	৫৫০	১১.৯৮
উপস্থিতি	(প্রায়)		
অধীনস্থ ঘন্টাসমূহ	২০ প্রায়	১০	০.৩২
মোট শিক্ষার্থী ঘন্টা	২৫৫০		

উচ্চতর লেভেল (গ্রেড ৭-৯) ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য (গ্রেড ১০-১২) : নিচের কারিকুলামে সর্বার্থসাধক (Comprehensive) উচ্চতর লেভেলের স্কুলের (৭-৯ গ্রেড) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের জন্য বিশেষ বিষয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয় আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকই এই প্রশিক্ষণে ১-৩ টি বিষয় গ্রহণ করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা একই রকম ইনষ্টিটিউশনে এবং Larar Hogskolor (শিক্ষক প্রশিক্ষক ইনষ্টিটিউট) এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে শিক্ষা বৎসর ৪০ সপ্তাহে।

বিশ্ববিদ্যালয় বা একই রকমের ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষার্থীগণ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীর মানের তিন বৎসর মেয়াদি কোর্স নিয়ে থাকে। এই ডিগ্রী Kandidat বা একই রকম একটি ডিগ্রী, এই কোর্সে সুইডিস, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে এই বিষয়গুলোর অন্ততঃ দু'টো বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক স্কুল কারিকুলামে শারীরিক শিক্ষা, মিউজিক, অংকন, হস্তশিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও পেশাগত শিক্ষার কোর্স করানো হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে এইসব বিষয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিম্ন কার্যক্রম অনুযায়ী দেওয়া হয়ে থাকে :

www.pathagar.com

প্রাথমিক ব্যবহারিক ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ : এই প্রশিক্ষণ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি একটি অধ্যয়ন কর্মসূচী। বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের প্রথম তিন মাসের পরিচিতিমূলক কোর্সের ন্যায়, বিশেষায়িত বিষয়সমূহে শিক্ষামূলক অধ্যয়ন সহকারে বর্তমানে শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ব্যবহারিক টার্মিনাল ও শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ : একটি সেমিস্টার এবং প্রথম সেমিস্টার। এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে (শিক্ষক সংক্রান্ত, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক পাঠদান) সম্পন্ন করা হয়। সেমিনার স্কুলে স্কুলে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং দশটি শ্রেণী পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে দ্বিতীয় সেমিস্টার সম্পন্ন হয়।

সর্বার্থসাধক (Comprehensive) স্কুলের উচ্চতর লেভেল এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য নিচে কর্মসূচী দেওয়া হলো :

প্রস্তুতিমূলক ব্যবহারিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কারিকুলাম নিচে দেওয়া হলো।

সারণী-১৬

সুইডেনে শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবহারিকের জন্য কারিকুলাম :

কোর্স	শিক্ষার্থী ঘন্টা
পরিচিতিমূলক কোর্স	৮-১০
ডিডাক্‌টিক্ কোর্স	৮

সাময়িক, ব্যবহারিক ও শিক্ষাতত্ত্ব প্রশিক্ষণ কারিকুলাম : নিচের সারণীতে তা উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১৭

সুইডেনের শিক্ষকদের শিক্ষাতত্ত্ব প্রশিক্ষণ ও সাময়িক ব্যবহারিক এর কারিকুলাম :

বিষয়	শিক্ষার্থী ঘন্টা
শিক্ষাতত্ত্ব	
শিক্ষাতত্ত্ব	৭৬
তত্ত্বাবধান	০.২৫

www.pathagar.com

বিষয়	শিক্ষার্থী ঘন্টা
পদ্ধতিবিজ্ঞান, ইত্যাদি	
শিক্ষণ স্কুলে ব্যয়কৃত সময়ে বিষয় পদ্ধতি বিজ্ঞান	১২০ প্রায়
ব্যবহারিক বিষয় পদ্ধতিবিজ্ঞান	৮ প্রায়
তত্ত্বাবধান	৩০ প্রায়
শিক্ষাদানে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	১৫
জন বক্তব্য	৮
স্বর ও বক্তব্য প্রশিক্ষণ	৫
পাঠদান অনুশীলন	
স্কুল শিক্ষণের সময় ক্লাশে উপস্থিতি	৫০-৬০
ব্যবহারিকের সময়ে ক্লাশে উপস্থিতি	৩০-৫০
পাঠদান অনুশীলন	৪৫-৬০
অবেক্ষাধীন শিক্ষা	৩০০ প্রায়
অবশিষ্ট ঘন্টাসমূহ	২০ প্রায়

শিক্ষা বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্কুল স্বাস্থ্য, স্কুল বিধি-বিধান, প্রশাসন, শিক্ষামূলক পরামর্শ ও পেশাগত নির্দেশনা।

পদ্ধতি ১২০ ঘন্টার। শিক্ষার্থী এখানে দু'টো বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, প্রতি বিষয়ের জন্য এখানে ৬০ ঘন্টা বন্টন করা হয়; যেখানে তিন বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষ জ্ঞান লাভ করে সেখানে ৪০ ঘন্টা প্রতি বিষয়ের জন্য বন্টন করা হয়। মোট সময়ের মধ্যে সাধারণ বিষয়ের পদ্ধতির শিক্ষণের জন্য ৪০ ঘন্টা আর অবশিষ্ট সময় কোন বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অধ্যয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে সাধারণত তিন সপ্তাহের ভাগে ভাগ করা হয়। সুপারভাইজারের মডেল পাঠ দেখার পর শিক্ষার্থীরা ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট একটি গ্রুপকে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং পুরো পাঠ এবং পুরো ক্লাসের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্য দিয়ে মডেল পাঠদান শেষ হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, পদ্ধতি ও শিক্ষণ পাঠদান, প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ব বা নির্দেশনা ও শিক্ষণের মধ্যে এখানে কোন পার্থক্য করা হয় না।

www.pathagar.com

শিক্ষা বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্কুল স্বাস্থ্য, স্কুল বিধি-বিধান, প্রশাসন, শিক্ষামূলক পরামর্শ ও পেশাগত নির্দেশনা।

পদ্ধতি ১২০ ঘন্টার। শিক্ষার্থী এখানে দু'টো বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, প্রতি বিষয়ের জন্য এখানে ৬০ ঘন্টা বন্টন করা হয়; যেখানে তিন বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষ জ্ঞান লাভ করে সেখানে ৪০ ঘন্টা প্রতি বিষয়ের জন্য বন্টন করা হয়। মোট সময়ের মধ্যে সাধারণ বিষয়ের পদ্ধতির শিক্ষণের জন্য ৪০ ঘন্টা আর অবশিষ্ট সময় কোন বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অধ্যয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে সাধারণত তিন সপ্তাহের ভাগে ভাগ করা হয়। সুপারভাইজারের মডেল পাঠ দেখার পর শিক্ষার্থীরা ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট একটি গ্রুপকে শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং পুরো পাঠ এবং পুরো ক্লাসের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্য দিয়ে মডেল পাঠদান শেষ হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, পদ্ধতি ও শিক্ষণ পাঠদান, প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ও শিক্ষার্থীর দায়িত্ব বা নির্দেনা ও শিক্ষণের মধ্যে এখানে কোন পার্থক্য করা হয় না।

কর্মকাণ্ডের এইসব সমন্বয়ের ভিত্তিতে আমরা কারিকুলাম উপকরণগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে হিসাব করতে পারি :

মোট সময়ের ৭৫% সময় বিদ্যালয়ের পাঠ ও বিশেষ (যেখানে দুই বা উর্ধ্বে তিনটি বিষয় নেওয়া যায়) বিষয়গুলোর জন্য ব্যয় হয়।

অবশিষ্ট ২৫% সময় পেশাগত শিক্ষা যার মধ্যে পদ্ধতি (১৬%) শিক্ষার জন্য নির্ধারিত আছে। মাত্র ২% সময় শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্ব এবং ৭% স্কুলে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যই হলো দলভিত্তিক কাজ, ব্যবহারিক কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজস্ব ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পেশাগত অধ্যয়ন - প্রাথমিক ও প্রান্তিক -এর উপর দু'ঘন্টার বিশেষ গুরুত্বের বিষয়টিও বিবেচনার বিষয়, প্রথম ঘন্টা শিক্ষার্থীদের তাদের অধ্যয়নে নির্দেশনা দানের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় বাছাইয়ে ব্যবহার করা হয় এবং দ্বিতীয় ঘন্টা ক্লাশ কক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুছিয়ে নিয়ে আবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যে সব আলোচিত হয়েছে:

১) মুসলিম ও অমুসলিম দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিষয়বস্তু ও বিধি-বিধানের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সবগুলোতেই দেখা যায় তাদের কাজের ফলাফল হিসাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষক তৈরি করে থাকে।

২) মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কোন বিশেষ দিক নেই যে, কয়েকটি দেশে ইসলামী শিক্ষার উপর কয়েকটি কোর্স করানো ছাড়া ঐ সব দেশে মুসলিম শিক্ষক তৈরি করা যেতে পারে।

এই পর্যন্ত যে দেশগুলোর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদের কার্যক্রমে কোন আদর্শিক কর্মসূচী নেই যে শিক্ষকরা আদর্শিক ভূমিকা পালন করবে। বরং সাম্যবাদী দেশের শিক্ষা কর্মসূচীতে তার ব্যতিক্রমটি দেখা যায়।

মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্পষ্টতই পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিহীন অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে শুধু নাম পরিবর্তন করা ছাড়া নতুন কিছু নেই।

মুসলিম দেশগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের মেয়াদ তুলনামূলকভাবে কম। অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণে পেশাগত দিক মুসলিম দেশে তেমন শক্তিশালী নয়।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল প্রস্তুত করা অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। যে মডেল উম্মাহর আদর্শিক ও পেশাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম হবে।

শিক্ষক শিক্ষণের ধরন

ভূমিকার ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষণের বিকল্প চিন্তা করা যায়। শিক্ষক শিক্ষণে ভূমিকাকে একগুচ্ছ বিশ্বাস আর অনুমানের ভিত্তিতে চিন্তার মাধ্যমে স্কুলিং এর প্রভৃতি ও উদ্দেশ্য শিক্ষণ, শিক্ষক ও তাদের শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণে বিশেষ ধরনের পাঠদানের ব্যবস্থা করে।[২৩]

একমাত্র অবস্থার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণের বিতর্ক চলে আসছে। একই সময়ে শিক্ষকদেরকে যারা শিক্ষা দেয় তাদের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে খুব সামান্যই আলোচনা করা হয়। তারা আবার অনেক মূল্যায়নযোগ্য জিজ্ঞাসার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করেন। আর এই সব মূল্যায়ন সাপেক্ষ জিজ্ঞাসার মধ্যে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য বিষয়ও রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার অভাবে শিক্ষক শিক্ষণে গবেষণা ও অনুশীলন এই দুটো মডেলই সংখ্যা ও আয়তনে সীমিত হয়ে আছে আর ভূমিকা সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণের শর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে, যা বিশেষ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই ভূমিকার কিছু মূল অনুমান ও লক্ষ্যকে সংক্ষেপে আমরা পরীক্ষা করে দেখব। এরপর দেখব, বিশাল এই প্রকাশনাগুলোকে শিক্ষক শিক্ষণের স্বাভাবিক বিতর্কের জিজ্ঞাসার ব্যাপারে নির্দেশনা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই জিজ্ঞাসাগুলো শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

আচরণভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণের প্রথম ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ পদ্ধতি ইতিবাচক জ্ঞানতত্ত্ব ও আচরণভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। বিশেষ শিক্ষণের লক্ষ্যণীয় দক্ষতার উন্নয়নে এটি গুরুত্ব আরোপ করে, এটি আবার ছাত্রদের শেখানোর উপর নির্ভরশীল বলেও মনে করা হয়। এরূপ প্রতিটি ভূমিকার সাথে বহুবিধ বর্ণনা ও বিশেষ ধরনের সমালোচনাও বিদ্যমান রয়েছে। আচরণভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি শতাব্দীর পরিবর্তনের সময় পর্যন্ত যে কোন প্রকারেই হোক বর্তমান কার্যক্রম হিসাবে থাকবে। ১৯৬০ এর দিকে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়। এই পদ্ধতির সমর্থনকারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে বড় ধরনের ভিন্ন মতামত রয়েছে। এরপরও এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য একটি সাধারণ সূত্র রয়েছে। এই সূত্র আবার এই ভূমিকাকে পরবর্তীতে আলোচ্য ভূমিকা থেকে আলাদা করে দেয়।

বিশেষভাবে এখানে একটি কথা বলতেই হয় যে, জ্ঞান, দক্ষতা আর যোগ্যতার বিষয়টি সম্ভাবনাময় শিক্ষকদেরকে শেখানো দরকার। শিক্ষণের ভূমিকায় যাদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে তাদেরকে এই বিবেচনায় আনা উচিৎ। যার ভিত্তিতে সফলতাকে পরিমাণ করা হবে সে মানদণ্ডটি প্রকাশ্য হতে হবে। এটা প্রাক নির্ধারিত দক্ষতা মাত্রার পর্যায়ে কারো ভূমিকা নির্ণয়ের বিষয়টি হলো যোগ্যতা পরিমাপের সবচেয়ে বেশি বৈধ উপায়। আসলে একই আচরণকে পুরো

www.pathagar.com

ভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য দিয়ে পরিমাপ করা যায়। সমাজের বর্তমান এবং পরিবর্তনশীল ফলাফলের উপর শিক্ষকদের আশা আকাঙ্খা এই প্রেক্ষাপটে আসল চিন্তার বিষয় নয়।

শিক্ষক শিক্ষণের এই উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি আসলে "উৎপাদনের" একটি রূপক বিষয়। ফলিত বিজ্ঞানের ন্যায় শিক্ষণের একটি উদ্দেশ্য বিশেষ। শিক্ষকের একটি উদ্দেশ্য হলো কার্যকর শিক্ষণের আইন-কানুন ও মূলনীতির প্রাথমিক একজন 'নির্বাহক' হিসাবে কাজ করা। সম্ভাব্য শিক্ষকগণ তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কারিকুলাম নিয়ে অগ্রসর হবে না এবং পরিবর্তিত উন্নয়নকৃত শেখন কার্যক্রমে শরীক হবে না। তবে তাদের দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি পরিধির দিক দিয়ে সীমিত (অর্থাৎ পেশাগত জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা) এবং শিক্ষকের কার্যকারিতার উপর গবেষণার ভিত্তিতে আগেভাগেই অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত। সম্ভাব্য শিক্ষককে এই পেশাগত জ্ঞানের মৌন গ্রাহক বলে মনে করা হয় এবং তার প্রস্তুতির কার্যক্রমের বিষয় ও নির্দেশনার ব্যাপারে সামান্য ভূমিকাই পালন করা হয়ে থাকে।[২৪]

উদ্বুদ্ধকরণের বর্তমান এই প্রক্রিয়া স্পষ্টতই শিক্ষক শিক্ষণের কার্যকরী পদ্ধতির আওতার মধ্যে পড়ে। এখানে পূর্ব নির্ধারিত কোন কাজের আসল অবস্থার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিই মূল বিষয়। বিশেষ রকমের এই কাজটি আসলেই চালিয়ে নেওয়া হবে কি-না বা যে প্রেক্ষাপটে কাজটি চালিয়ে নেওয়া হবে তা কিন্তু আসল বিবেচনার বিষয় নয়। এই ভূমিকার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যাটিকে শিক্ষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে পূর্ব থেকেই বিষয়টিকে স্বীকৃত বলে ধরে নেওয়া হয়।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি "বৃদ্ধি" বাচক একটি রূপক শব্দ বিশেষ। বিস্ময়কর জ্ঞানতত্ত্ব এবং কল্পনা ও উন্নয়নমূলক মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর এই ভূমিকা নির্ভর করে। Combs, Blume, Newmah ও Wass এর মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণের ন্যায় আরও বিভিন্ন কৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করেন, ফুলারের ব্যক্তিত্বের গুণাবলীসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষণ স্প্রিনথাল ও থাইজ স্প্রিনথালের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোস্তাত্ত্বিক শিক্ষণ পদ্ধতিসহ আরো অনেক শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি ক্রুকের মুক্ত শিক্ষণ এর মূলনীতির উপর গড়ে উঠেছে।[২৫]

এই মডেল আচরণভিত্তিক মডেলের ন্যায় অনেক ভিন্ন প্রকৃতির। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক শিক্ষক শিক্ষণের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচী ব্যাপক

www.pathagar.com

পরিসরে নিজস্ব প্রয়োজন এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের চিন্তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বিষয়ে উন্নয়নমূলক মডেল গড়ে উঠেছে, আর এটিকে শিক্ষক-শিক্ষণের কর্মসূচীকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অপরপক্ষে "ইচ্ছামূলক" মনোস্তাত্ত্বিক শিক্ষণের" প্রবক্তাগণ শিক্ষক-শিক্ষণের ডিজাইনে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নমূলক তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। তারা এটি করেছেন গাসবার্গ ও স্প্রিনথাল (১৯৮০) এর এক বা একাধিক বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। "মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণের প্রবক্তাগণ ধারণাগত মনস্তত্ত্বের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণের লক্ষ্য স্থির করেন। তারা শিক্ষকদের মধ্যে "আপন"-এর-ধারণার উন্নতি ঘটাতে চান। এই 'আপন' এর ধারণা আবার বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কয়েকটি পেশায় কার্যকর সাহায্যকারীদের বিশ্বাসের উপর বাস্তব ভিত্তিক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর করে।

এই বিশেষ পদ্ধতিগুলোর মধ্যেকার পার্থক্যগুলো কোন অবস্থাতেই তুচ্ছ নয়, সাধারণভাবেই এই কৌশলগুলো শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যাপারে অনেকগুলো অনুমানের উপর নির্ভর করে। "ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক" ক্ষেত্রের এই বৈপরিত্যগুলো সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের মনোস্তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতা এনে দেয় এবং জ্ঞানের সারবত্তা, দক্ষতা ও বিশেষ আচরণের দক্ষতার ব্যাপারে অনুমানের পুনর্গঠনের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে যে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের আয়ত্ব করতে হয়-তা শিক্ষক শিক্ষণের আচরণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে পূর্ব থেকেই তেমন একটা বলা থাকে না।

শিক্ষকদের স্পষ্ট আচার-আচরণ ও পরিবেশ তাদের উদ্দেশ্য ও বিশেষ কোন অর্থ থেকে সৃষ্ট বলে ব্যাপকভাবে ধরে নেওয়া হয়; সব শিক্ষকের জন্য একই ধরনের আচরণ শিক্ষণের বিষয়টি শিক্ষকদের পরিপূর্ণতা, যোগ্য শিক্ষকের উন্নতিকল্পে অহিতকর মনে হয়। "শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট ধরনের আচরণের বিষয়টি ঠিক করে দেওয়া হলে এর নিশ্চিত ফলাফল দাঁড়াবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের কার্যকারিতার অপমৃত্যু।"[২৬]

এখানে যে বিষয়টি চিন্তার বিষয় তা হলো, অভিজ্ঞতার গুণাগুণ এবং আচরণে অর্থের সাথে আচরণের ফলাফল, এখানে এটিও মনে করা হয় না যে, একইরূপ আচরণের একই অর্থ ও একই উদ্দেশ্য থাকবে।

www.pathagar.com

এই মতানুসারে শিক্ষক শিক্ষণ হলো বয়স্কদের উন্নয়নের একটি বিষয়। এটি কোন কিছু হয়ে যাওয়াকে বুঝায়, কিভাবে কাউকে শিক্ষা দিতে হবে সে বিষয়ে শেখানোর কোন বিষয় নয়। এখানে মূল সমস্যাটি হলো (যদিও মাত্র একটি সমস্যা নয়), কিভাবে অর্থ ও প্রত্যক্ষণের যথাযথ পরিবর্তন হবে, যেমন একজন শিক্ষক নিজেকে কিভাবে প্রত্যক্ষণ করেন—তিনি শুধু পূর্ব নির্ধারিত আচরণ ও জ্ঞানের সারবত্তার বিষয়টিরই উন্নয়ন করবেন না। যেভাবেই পাঠদানের যোগ্যতাকে মনোস্তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতার সাথে তুলনা করা হয়, এবং সম্ভাব্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষক হিসাবে সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

সম্ভাব্য শিক্ষকদের তাদের শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার নিজস্ব সংজ্ঞার উপর পদ্ধতিগুলো কার্যকর হতে পারে, এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদেরকে এখানে তাদের নিজেদের পেশাগত শিক্ষণের বিষয় ও নির্দেশনা নির্ধারণের সক্রিয় বস্তু হিসাবে মনে করা হয়। মনোস্তাত্ত্বিক পরিপূর্ণতার বৃদ্ধিকে এখানে কোন অপরিহার্য বিষয় হিসাবে ধরা হয় না। তবে এটিকে এর পরিবর্তে উন্নয়নের বিষয় হিসাবে ধরা হয় যা নিরাপদ ও শিক্ষণ পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হবে। সে যাই হোক, আচরণভিত্তিক বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষণকে শিক্ষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল তা ছিল ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়ার বিষয়। প্রথমতঃ ব্যক্তির উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক" উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই সার্থকতা নিরূপণ করা হয়। সামাজিক ব্যবস্থার উপর এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি হবে তা এখানে বিবেচ্য নয়।

গতানুগতিক পেশাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণের তৃতীয় সাধারণ পদ্ধতি শিক্ষণের ধারণাকে পেশা (Craft) হিসাবে ধরে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে শিক্ষককে কারিগর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণকে প্রধানতঃ শিক্ষানবীশের পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। স্বাভাবিক স্কুলের যুগ হওয়ার কারণে এই উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা আছে। এর কারণ শিক্ষক শিক্ষণের আচরণগত ধারণার প্রভাব, কার্যকর শিক্ষণ পাঠদান সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে শিক্ষার চাকুরীকে পেশাদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত করা। এই প্রেক্ষাপটে ভুল-শুদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের জ্ঞান বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুঞ্জিভূত হয় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পেশাদারীত্বের মাধ্যমে তা বুঝা যায়, তাছাড়া আরো মনে করা হয় যে,

www.pathagar.com

জ্ঞান নীরব বিষয়, এটিকে আচরণভিত্তিক পদ্ধতিতে CBTE-এর ন্যায় বিশেষায়িত করা যাবে না।[২৭]

কোন পেশার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক দক্ষতা, কারিগর জানবে কিভাবে কাজটিকে গুছিয়ে আনা হবে। সে যাই হোক, এইসব কারিগরী দক্ষতাকে প্রয়োজনীয় বলা হলেও শিক্ষাগত কারণে ভাল কারিগর হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট নয়। অন্য যে কোন কর্মকাণ্ডের ন্যায় Scheffler এটিকে "অনিশ্বেষিত বিধি কাঠামো" বলে অভিহিত করেছেন।

ব্যবহারিক সমস্যায় বিধিবদ্ধ দক্ষতার ব্যবহার ইপ্সিত ফলাফল দানে ব্যর্থ হতে পারে। তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সযত্ন বিশেষণের মাধ্যমে যা করতে হবে তা হবে আসল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষণের মাধ্যমে ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে নেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।[২৮]

ভাল পাঠদান করার সহায়ক জ্ঞানের ব্যাপারে অবহিত থাকাটাই হলো শিক্ষক শিক্ষণের মূল সমস্যা। ভাল শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক জ্ঞান সঞ্চালনের আসল বাহন হিসাবে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ককে দেখা হয়। আচরণভিত্তিক দৃষ্টান্তের ন্যায় সম্ভাবনাময় শিক্ষকদেরকে ব্যাপকভাবে এই জ্ঞানের নীরব গ্রাহক হিসাবে মনে করা হয় এবং তাদের প্রস্তুতি কর্মসূচীর বিষয় ও নির্দেশনা নির্ণয়ে তারা খুব সামান্যই ভূমিকা পালন করে। পূর্বের দুটো পদ্ধতির মধ্যে দেখা গেছে, শিক্ষক শিক্ষণের সমস্যাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সবার কাছে সাধারণ বিষয় হিসাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শিক্ষক শিক্ষণের ধারণার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সহযোগিতার অনীহার কারণে আজও "গতানুগতিক পেশা"-র ক্ষেত্রটি টিকে আছে এবং আমেরিকার শিক্ষক শিক্ষণেও এই বিষয়টি আজও শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে ভালভাবে চালু আছে। "ল্যাবরেটরীর" মূল্য সম্পর্কে অনেক রূপক কাহিনী থাকলেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যেমন, মাঠের অভিজ্ঞতাকে শিক্ষানবীশের অভিজ্ঞতা হিসাবে ডিইউ'র মূল্যায়ন। আর ডিইউ'র এই শ্রেণী বিভাগই আজ আমেরিকায় মডেল হিসাবে মূল্যায়িত হচ্ছে।

তদন্ত সাপেক্ষে শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণের চূড়ান্ত উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় হলো যা শিক্ষা বিষয়ক তদন্ত ও যার উপর শিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া হয় তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা

www.pathagar.com

করা। এই পদ্ধতির সমার্থক হিসাবে দক্ষতা ও উদ্বুদ্ধকরণের উপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষণের কারিগরী দক্ষতাকে যে কোনভাবে অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হবে। অপরপক্ষে, এই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হলো কারিগরী দক্ষতাকে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র লক্ষ্য হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে না; তবে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে এটিকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কোন্‌টিকে প্রধান হিসাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার পদ্ধতিকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে ধরে নেওয়া হবে যাতে এর মাধ্যমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

ফি'ম্যানের মতে, এই উদ্বুদ্ধকরণ সম্ভাব্য শিক্ষককে তার প্রস্তুতির মধ্যে শিক্ষণের জন্য সক্রিয় পক্ষ হিসাবে মনে করে এবং আবার এও মনে করে যে, শিক্ষক যতই তার কাজের মূল ও কাজের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং যা বাধার সৃষ্টি করে, তার ব্যাপারে সচেতন হবে ততই ব্যক্তি তার কাজ ও বাধা বিপত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে পারবে। অভ্যন্তরীণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাবিপত্তি শিক্ষকের কার্যে যে ভূমিকা রাখে সহজ-সরলভাবে তাকে অস্বীকার করা যায় না, এই অবস্থার সমর্থকরা সম্ভাব্য শিক্ষকদের জন্য চিন্তা করেন। এজন্য তারা শিক্ষার পরিবেশ গঠনে বিরাট ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করেন। তারা যে সমস্যাটি সম্পর্কে অবহিত শুধু সে সমস্যাটি সম্পর্কে, নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে ভূমিকা রাখতে চান। শিক্ষক শিক্ষণের এই পদ্ধতিটিতে স্বাধীনতার রূপকথা রয়েছে। তাকেই মুক্ত মানুষ বলা হবে "যে অযৌক্তিক ও অযাচিত বিশ্বাসের নিগূঢ় থেকে, অসমর্থনযোগ্য আচরণ, দক্ষতার স্বল্পতা যা তাকে জীবনের মূল্য দেওয়া থেকে মুক্ত রাখে।[২৯]

প্রতিদিনের বাস্তবতার ধারণাকে ধরে নিলে অনুসন্ধানের পদ্ধতি অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় যে, সম্ভাব্য শিক্ষকগণ তাদের যা ভূমিকা থাকা উচিত তার বাইরে তারা সমস্যা করে থাকে। শিক্ষাদান কাজে ও স্কুলের কাজে সমস্যা করে থাকে। তাদের কাজের সূত্র ও ফলাফল, তারা যে অবস্থার মধ্যে কাজ করে তার বিষয়ে সম্ভাব্য শিক্ষক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে, তাছাড়া নিম্নের বিষয়গুলোও তারা মূল্যায়ন করে থাকে : কি জ্ঞান শিখাতে হবে এবং কাকে শেখানো হবে? শিক্ষক কিভাবে তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সময় ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করবে? ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে তাদের যে জ্ঞান বিদ্যা স্কুলে নিয়ে আসে তার কতটুকুকে স্কুল কারিকুলামের সঠিক অংশ বলা হবে? শিক্ষকরা যখন পাঠদান করেন তখন তার উপর কতটুকু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, আর এটিকে কিভাবেই বা মূল্যায়ন করা হবে? সম্ভাব্য শিক্ষকগণকে বেছে বেছে "বন্ধনীতে" রাখার মত করে কাজ

www.pathagar.com

করতে উৎসাহিত করা হয় এবং তারা যত্নসহকারে তাদের কাছে যা কিছু আসে যুক্তি সহকারে এবং এগুলোর পরিণাম সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। ক্যাম্পাসের ভিতরের ও বাইরের শিক্ষক শিক্ষণের আচার-অনুষ্ঠান ও রুটিনমাফিক যা কিছুই হোক তা তারা যাচাই করে দেখেন।

শিক্ষক শিক্ষণের মৌলিক কাজ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের জন্য সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের নৈতিক, আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সহায়ক বিষয়গুলো যাচাই করা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রিক বিষয়ের ন্যায় যে জ্ঞান ও দক্ষতা শেখানো হবে আগেভাগে তা বলে ঠিক করে দেওয়া হয় না এবং নিজ থেকে অনুভূত প্রয়োজন ও সম্ভাব্য শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু নির্ধারণের প্রস্তুতি গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সম্ভাব্য শিক্ষকদের "প্রয়োজন মিটানো" মূল প্রয়োজন নয়। অনুসন্ধানের সাথে সংযুক্ত হয়ে কারিগরী শিক্ষা (অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ দক্ষতা), ছিদ্রান্বেষী অনুসন্ধানের জন্য মেজাযের লালন মূল বিন্দু হয়ে যায় যার জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। শিক্ষাদানে কারিগরী দক্ষতা এবং মূল জ্ঞানের উপর দক্ষতার বিষয়টিকে এই ছিদ্রান্বেষী অন্বেষণের বিস্তৃত কাঠামোতেই সম্পন্ন করা হয় এবং এটিকে দক্ষতা অর্জনের একটি পদ্ধতি হিসাবে মনে করা হয় যা সফল সমাপ্তি এনে দিতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষণের মূল বিষয় এবং এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থী ঠিক করবে কোন্ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সে জীবন কাঠামোতে ন্যায় বিচার, সাম্যতা ও বাস্তব ভিত্তিক শান্তি লাভ করতে পারে। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান অনুশীলনকে তাদের অবদানের জন্য বাছাই করে নেওয়া হয়।

বারলাক এণ্ড বারলাক শিক্ষক শিক্ষণের এই পদ্ধতির মূলনীতিগুলোকে সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করেছেন :

> শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আসল ভূমিকা হলো ব্যক্তির ক্ষমতাকে উন্নত করা যাতে তারা সংস্কৃতি, সময়, ইতিহাস ও সমসাময়িক অন্যদের প্রেক্ষাপটে শ্রেণীকক্ষের আচরণকে শাণিত করতে পারে এবং এভাবে তারা তাদের নিজেদের জন্য ও অন্যদের জন্য কাজের বিকল্প ঠিক করে নিতে পারে। শিক্ষকদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতি, জ্ঞানের বিষয় নির্বাচন, শিক্ষণ

www.pathagar.com

> পরিবেশের ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকদের শিক্ষক সংশিষ্ট কলাকৌশল, পারস্পরিক সংশিষ্টতা, পুরো কার্যক্রম, সব কোর্স ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, উচ্চাকাংখী ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে মানুষের কাছে গমনে সাহায্য করা যারা ছিদ্রান্বেষী জিজ্ঞাসা পদ্ধতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।[৩০]

শিক্ষক শিক্ষণের মডেল

বর্তমানে নিম্নবর্ণিত শিক্ষক শিক্ষণের প্রধান মডেলগুলোকে উপস্থাপন করা হলো :

যোগ্যতাভিত্তিক বা কাজের ভিত্তিতে সৃষ্ট মডেল

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ (CBTE) বা কাজ ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণ (PBTE) ১৯৬০ এ শুরু হয়ে জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষাকে কর্মোপযোগী করে এর ভাল দিকগুলোর উপর প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। PBTE-CBTE এমন ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল যে, শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের মূল বিষয়টি শিক্ষকদের প্রকৃত বা ধারণা ভিত্তিক ভূমিকা থেকে পাওয়া যাবে। তবে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন অনেক শিক্ষকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি বা এ জাতীয় আমূল পরিবর্তনের আশা সঞ্চার করতে পারেনি।

এই আন্দোলন শিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন, মানদণ্ডের সূত্রের পরিণাম, নিজস্ব গতি ও মাঠ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে ষাট দশকের পরে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।[৩১] প্রাথমিক মডেল কর্মসূচী দিয়ে এই আন্দোলনটি শুরু করা হয়েছিল। আমেরিকান সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই এর গতিশীলতার গুরুত্বটি নিহিত ছিল। এটি Block and Burns এর আনুসঙ্গিক আন্তর্জাতিক শেখানোর গবেষণার ফলাফল থেকে এর যৌক্তিকতা পেয়েছিল। Nash এই আন্দোলনের সমালোচনা করেন এই বলে যে, এটি আচরণমুখী ও এর মধ্যে মানবতাবাদী নীতি নেই।[৩২] PBTE কে সংক্ষেপে ভালভাবে বর্ণনা করা যাবে না।

কোথাও কোথাও ভিন্নমত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়েছে। বিরোধীরাও আন্দোলনের এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সমর্থন করেন। কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাখ্যাটি এমন হবে যে, PBTE হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এখানে সম্ভাবনাময় বা চাকুরীরত শিক্ষক তার প্রাক-নির্ধারিত ডিগ্রীর আগে কাজের আগ্রহ ও কার্যক্ষমতা লাভ করে। শিক্ষকের

www.pathagar.com

এই অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী শিক্ষণের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। "শিক্ষকের কাজ" বলতে মৌখিক ও অলিখিত উভয় ধরনের লক্ষ্যণীয় আচরণকেই বুঝায়। "প্রবণতা" বলতে শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক বা গড়পড়তা সময়ে কী করে তা বুঝায়। "ক্ষমতা" বলতে শিক্ষক তার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যা করে থাকে তাকে ক্ষমতা বলা হয়।

প্রবণতা ও ক্ষমতা উভয় পদটিকেই স্পষ্টতঃই দক্ষতা লাভের একটি লেভেল হিসাবে মূল্যায়ন করা হয় যাতে একজন শিক্ষক কোন লেভেলের উপর তার কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে ধরে নেওয়া হবে সে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নয়। সব শেষে বলতে হয়, কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা ও কার্যক্ষমতাকে বাছাই করা হয় ও শিক্ষার্থীর উপর তার শিক্ষকের শিক্ষার প্রভাবের ভিত্তিতেই শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণিত হয়।[৩৩] শিক্ষার সব ধরনের লক্ষ্য অর্জনকেই এখানে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক আবেগপ্রসূত ও মনোস্তাত্ত্বিক যে কোন রকমের হতে পারে।

Cooper ও তাঁর সহযোগীগণ শিক্ষক শিক্ষণের মডেলকে একটি কার্যক্রম ধরে বলেছিলেন যে, "এটি এমন হতে হবে যাতে এটিকে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে ব্যবহার করা যায় আর শিক্ষার্থীরা যাতে এই মানদণ্ড পূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকে।"[৩৪] যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে বুঝতে পারা, দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগ ও ছেলেমেয়েদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ। অন্য কথায় বলতে গেলে যে যোগ্যতা শিক্ষার্থীর আবশ্যক তা হলো শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গুণাবলীর লেভেল নির্ণয়ের জন্য তিনটি মানদণ্ড : (১) জ্ঞানের মানদণ্ড, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান পরিমাপ (২) কাজের মানদণ্ড, শিক্ষণ আচরণের মূল্যায়ন এবং (৩) ফলাফল বা ফলাফল নির্ণয়ের মানদণ্ড, শিক্ষার্থীর শিখনকে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন। আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে Elam এর মতে যোগ্যতাভিত্তিক কর্মসূচীর পাঁচটি আবশ্যকীয় উপাদানের একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। এগুলো হলো :

১) শিক্ষার্থীদের দ্বারা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে :
   - বিশেষ যোগ্যতার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্ভাব্য মূল্যায়ন করতে হবে। এবং
   - আগেভাগে তাদের যোগ্যতা প্রকাশ করতে হবে।

২) যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য যে মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে :

www.pathagar.com

- কোন কিছুর ভিত্তিতে করতে হবে। মূল্যায়ন সংগতিপূর্ণ হতে হবে। বিশেষায়িত যোগ্যতা থাকতে হবে।
- নির্ধারিত শর্তের অধীনে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লেভেলকে স্পষ্ট হতে হবে; এবং
- আগেভাগে তা প্রকাশ করতে হবে।

৩) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাই :
- প্রমাণের প্রাথমিক সূত্র হিসাবে তার কার্যাবলী;
- মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনার সাথে শিক্ষার্থীর প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, বিশেষণ, ব্যাখ্যা বা অবস্থার মূল্যায়ন এবং
- লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চেষ্টা সাধনা।

৪) কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন হয় প্রদর্শিত যোগ্যতা দিয়ে, সময় বা কোর্স শেষ করার মধ্য দিয়ে নয়।

৫) উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীর নির্ধারিত যোগ্যতার মুল্যায়নকে সহজ করার জন্য নির্দেশিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[৩৫]

আচরণভিত্তিক মনোস্তত্ত্বের মাধ্যমেই PBTE এর উৎপত্তি। এছাড়া প্রশিক্ষণে এর প্রয়োগ, বিশেষ করে শিল্প কারখানা ও সামরিক স্থাপনায় এর ব্যবহারও PBTE এর মূল সূত্র। এইসব প্রশিক্ষণে দক্ষতার ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীর এই দক্ষতাকে কম জটিল আচরণগত উন্নয়নের মাধ্যমে এবং তাদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষণ করা হবে। আচরণগত উপকরণসমূহে মৌখিক নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। এরপর শিখনযোগ্য দক্ষতার অনুশীলনের ভিত্তিতে আগানো হয় এবং এই অনুশীলনকে আবার সংশোধনের প্রক্রিয়াও করা হয়। শিক্ষণের অতিরিক্ত চক্র, অনুশীলন ও এর কার্যকারিতা প্রয়োজন মোতাবেক সম্পন্ন করা হবে। আলাদা আলাদা উপকরণগুলোকে সমন্বিত করা হয়েছে যাতে পুরো বিষয়টিকে আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই সাধারণ কৌশলটিকে শিক্ষণের মধ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে।[৩৬]

PBTE পরিচালিত হয় একটি সুশৃঙ্খল এবং শিক্ষার বিশেষ মডেল ও প্রশিক্ষণার্থীদের উপযোগী মডেল দ্বারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে PBTE -কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হিসেবে দেখা হয় যাতে শিক্ষণ কাজটিকে বিশেষণ, প্রশিক্ষিত, সমন্বিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা যায়। মূল্যায়নের বেলায় সংশোধনী গ্রহণ করা

www.pathagar.com

হয়। প্রশিক্ষণার্থী পূর্ব নির্ধারিত কোন দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে অন্য পদ্ধতিতে তাকে আবার প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনরায় তার মুল্যায়ন করা হবে। প্রশিক্ষণকে প্রশিক্ষিতদের কাজের ভিত্তিতে সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা যাবে। এই কাজে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের মাত্রাকেও কাজে লাগানো যাবে। বিশেষায়ণের ফলে প্রশিক্ষণ মডিউলের ব্যাপক ব্যবহারের কারণ ঘটে।[৩৭]

পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষকের কাজের বিশেষায়িত করার ক্ষমতার উপরই PBTE নির্ভর করে, শিক্ষকের এই কাজ শিক্ষার্থীর কাজের অবস্থার উন্নয়ন করে।

শিক্ষক আচরণের কারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের রূপ পরিগ্রহ করবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকরণের সিদ্ধান্ত স্থির হবে। এখানে শ্রমিক আচরণকে অপরিবর্তনীয় বিষয়ের মত পরিবর্তন করে নেওয়া হয় আর শিক্ষার্থী আন্দোলনকে পরিবর্তনীয় বিষয় হিসাবে অনুমান করা হয়। CBTE'র প্রবক্তাদের মতে CBTE'র কমপক্ষে চারটি শক্তিশালী ও উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলাদা করে বর্ণনা করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে Elam, Cooper, Houston, Howsam, Schmieder এর ন্যায় শিক্ষকদের শিক্ষণ ধারণার সমন্বয়ও দখতে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত শেখন লক্ষ্য : এগুলো অগ্রভাবেই নির্ধারিত হয়, পদের মাধ্যমে সেগুলোকে বিশেষায়িত করা হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা হয় ও কাজের মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিশেষায়িত শিক্ষা : যোগ্যতাভিত্তিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য বাছাই ও ব্যক্তির সাথে প্রাসঙ্গিক শেখন কার্যক্রমকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা এবং এর স্ব-নির্দেশিত, স্বনির্ধারিত গতি, ব্যাপকভাবে স্বাধীন ভিত্তিতে শিক্ষার্থী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। লক্ষ্য অর্জনে তার অগ্রগতির জন্য ব্যক্তিগত সহযোগিতা সে পেতে পারে। তবে কখনো কখনো ব্যক্তিগত শিক্ষা নির্দেশনা খুব বেশি সফল হয় না।

দায়বোধ : শিক্ষার্থী বিশেষায়িত লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত এবং তার কাজের মূল্যায়ন নীতি সম্পর্কেও সে অবহিত। সে দায়িত্ব গ্রহণ করে আর মনে করে তার কাজের জন্য তাকে দায়ী করা হবে।

তত্ত্ব অনুশীলনের সমন্বয় : যোগ্যতাভিত্তিক সাধারণত বাস্তবতামুখী। শিক্ষার্থী তার বেশিরভাগ সময়ই শিশুদের সাথে প্রকৃত জীবনমুখী শিক্ষার সাথে কাটিয়ে

www.pathagar.com

থাকে। শেখন কার্যক্রম শিক্ষার্থীদেরকে তাদের কাজের সংহতি ও তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সরাসরি এইরূপ অবস্থার দিকে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা এভাবে যে যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মূল্যায়িত করা হয়।[৩৮]

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষণ দক্ষতা অর্জনে PBTE'র যথেষ্ট দক্ষ পদ্ধতির আবশ্যক। প্রশিক্ষণের ফলাফলের উপর PBTE'র ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক আচরণ নির্ধারিত হয়। শিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণের পদ্ধতি আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থী শিক্ষণ, এক বা দু'বছরের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের ইন্টার্নশীপ। আবার অন্য বিষয়ও রয়েছে, যেমন- স্বল্প মেয়াদি নিবিড় পাঠ্য পুস্তক মডিউল বা পণ্য। অনেক ঘন্টাকাল স্থায়ী পাঠদান ও শুধু একটি বিষয়ে, সীমিত শিক্ষণ দক্ষতা, নিম্ন প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ভাষা শিক্ষণে প্রশংসার ব্যবস্থা রাখা। মাঝামাঝি অবস্থায় আরো অনেকগুলো প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে, যেমন- পর্যবেক্ষণের অনুসরণ, ব্যাষ্টিক শিক্ষণ ও ছোটখাটো কোর্স।[৩৯] শিক্ষণের আচরণিক পরিবর্তনের জন্য বহুবিধ সফল পদ্ধতি নির্ধারণে সরাসরি গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণাগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের গতানুগতিক পদ্ধতির মূল্যায়ন করেছে। শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের সমন্বয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত প্রশিক্ষণে সহযোগিতার উলেখ করা যায়। এই দুটো শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগ যুগ ধরে বিশেষ করে শেষের পদ্ধতিটি গতানুগতিক শিক্ষক শিক্ষণকে পরিচালিত করেছে।

পাকিস্তানে শিক্ষক শিক্ষণের এই মডেলটি চালু আছে এবং বেশিরভাগ মুসলিম দেশে এটির আকার এদিক সেদিক করে চালু আছে।

এই মডেলটি বর্তমান বৎসরগুলোতে প্রচণ্ড বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কিছু কিছু অভিযোগ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

Fuller ও Brown এর মতে বাস্তবভিত্তিক সাহিত্যকর্ম শিখানোর জন্য শিখনের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর উপসংহার টানা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের দ্বারা শিক্ষকগণ উপকৃত হয়েছেন তা তারা মনে করেন না।[৪০]

Medley'র মতে, শিক্ষক শিক্ষণের কারিকুলামের যে অনুপাতটিকে শিক্ষণের কার্যকারিতার সাথে বাস্তবভিত্তিকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে এটি এতই ক্ষুদ্র যে,

www.pathagar.com

প্রাক ভর্তি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে এর সবকিছু শিখানো হলে বৈধতাদানকৃত গবেষণাটি ছাড়া তার সবই বাতিল হয়ে যাবে, এই অবস্থায় শিক্ষণের পদ্ধতিগুলোর কয়েকটি ইউনিট ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না।[৪১]

Piper ও Houston এর মতে সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে একমাত্র "যোগ্যতাভিত্তিক" প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন কিছুই এত আগ্রহ, বিভ্রান্তি ও এতবেশি মতবিরোধের সৃষ্টি করতে পারেনি।[৪২]

Brown এর মতে, অনেক বিশেষজ্ঞ CBTE'র সাম্প্রতিক বৎসরের মৌলিক যুক্তিগুলোর সাথে একমত পোষণ করেন। তবে একেবারে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই CBTE কার্যক্রম বিব্রতকর দেওলিয়াপনায় পরিণত হয়েছে যার ফলে দেখা যায় আমেরিকায় শিক্ষক শিক্ষণের কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, এই আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি যাই হোক না কেন এখানে মূল্যায়নের বিষয়টি বড় ধরনের বাধা হয়ে রয়েছে।[৪৩]

McDonald এর মন্তব্য হলো, CBTE প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়নের উপর শিক্ষক শিক্ষণের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পূরণ করতে হবে এমন ন্যূনতম একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। তার মতে, অল্প কয়েকটি শিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।[৪৪]

Combs এর ন্যায় মানবতাবাদী শিক্ষকের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়েছে। তার মতে এটি হলো মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণের যান্ত্রিক গরমিলের বিষয়। এই পদ্ধতি সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের জন্য ক্ষতিকর একটি পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে অনেক মানবতাবাদী শিক্ষক CBTE-কে অমানবিক বলে থাকেন এবং এই শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতি মানবতাবিরোধী।[৪৫]

PBTE এর বিরুদ্ধে অন্য প্রধান আপত্তি হলো এর মধ্যে বাস্তবভিত্তিক কোন গবেষণা নেই। আসল কথা হলো, শিক্ষক যোগ্যতাকে বিশেষায়িত করার যোগ্যতার উপর CBTE দণ্ডায়মান আছে। CBTE শিক্ষার্থীর শিক্ষণকে উন্নত করে। অনেকেই এই বলে ঝগড়া করতে চায় যে, বর্তমানে এর ক্ষমতা আছে। বিদ্যমান গবেষণা বিশেষণের ভিত্তিতে Heath এবং Neilson তিনটি উপসংহার টেনেছেন :

www.pathagar.com

প্রথমত: শিক্ষকের কার্যাবলী ও শিক্ষার্থীর প্রাপ্তির সম্পর্কে গবেষণা সাহিত্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অর্জনে কোন বাস্তবভিত্তিক অবদান রাখতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: পরিসংখ্যানগত বিশেষণে ছোটখাটো ভুল-ত্রুটির কারণে যে গবেষণা সাহিত্য এইরূপ একটি ভিত্তি দিতে পারে না তা নয়। বরং শিক্ষণ ও প্রাপ্তির মধ্যেকার নিষ্ফল ব্যাখ্যা বিশেষণই এর কারণ, এছাড়া মৌলিকভাবে দুর্বল গবেষণা পরিকল্পনাও এর জন্য দায়ী।

অবশেষে, বলতে হয়, শিক্ষার্থীর প্রাপ্তি, আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা, জাতি ... প্রাপ্তির উপর শিক্ষণ কৌশলের প্রতিফলের মধ্যকার যথেষ্ট প্রমাণসিদ্ধ শক্তিশালী সম্পর্ককে গৌণ বলে ধরে নেওয়া হবে (এই চলকগুলোকে গতানুগতিকভাবে বিশেষণ করা হয়েছে)।[৪৬]

মানবতাবাদী মডেল

শিক্ষক শিক্ষণের উপর একদল বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষণের বিকল্প হিসাবে আচরণ ভিত্তিক উদ্দীপনার পরিবর্তে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষণের কথা বলেছেন। এই দলে রয়েছেন Arthur Combs ও ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সহকর্মীবৃন্দ ও Gainesville প্রমুখ। তারা যে মডেলের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন ও যাকে "শিক্ষক শিক্ষণের মানবতাবাদী মডেল" বলে অভিহিত করেছেন তাতে "শিক্ষকের নিজস্বতা" এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানবতাবাদী পদ্ধতিতে ১৯৩০ সালের বিকাশমান উন্নয়নের মধ্যে এর দার্শনিক ভিত্তি প্রথিত রয়েছে। Comb এর মতে, শিক্ষাদান হলো "সাহায্যদানের পেশা", এখানে সাহায্যকারী শিক্ষক ও গ্রাহকের (শিক্ষার্থী) মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়াটাই মূল অবস্থা দখল করে আছে। গ্রাহকই বুঝবে সে কি অনুভব করছে, তাকে কি জানতে হবে, তার লক্ষ্য কি, কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থেকে সে কি পেয়েছে?[৪৭]

এই শিক্ষক শিক্ষণ মডেলের তাত্ত্বিক কাঠামোটি নেওয়া হয়েছে মানবতাবাদী মনোস্তত্ত্বের প্রত্যক্ষণ থেকে, যেখানে আচরণের বিশ্বাস পদ্ধতিতে আচরণের অবস্থানকে পাওয়া যায়। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে এটি কোন প্রশ্ন নয়। তবে এটি ব্যক্তিগত উদ্ভাবনের একটি বিষয়। ব্যক্তি এখানে কিভাবে তার নিজস্বতাকে ব্যবহার করবে। কিভাবে তার পারিপার্শ্বিকতাকে অন্যের শিক্ষায় সহায়ক হিসাবে

www.pathagar.com

ব্যবহার করবে এটিও মুখ্য বিষয়। এই পদ্ধতিটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সবচেয়ে উত্তম পন্থাটিকে দেখিয়ে সাহায্য করবে। Soper, Rogers, Loper, Comb, Usher, Blume, Wass, Busby হলেন এই ধরনের শিক্ষক শিক্ষণ মডেলের প্রবক্তা।[৪৮]

তাদের মতে, একজন কার্যকর শিক্ষক হলেন সুঅবিহিত; এই ধরনের শিক্ষক অন্যদের সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; সে হবে বন্ধুবৎসল, প্রয়োজনীয়, অভ্যন্ত রীণভাবে উদ্বুদ্ধকৃত, নির্ভরযোগ্য, সহায়ক; যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। আত্ম সুশৃঙ্খল, শিক্ষণের লক্ষ্য পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্ত াশীল। শিক্ষণের নিজস্বতা হলো শিক্ষণের "কৌশল", শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচীটি বিকশিত হয় নিজস্ব তথ্য দানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত তথ্য আবিস্কার করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার মাধ্যমে। "কার্যকর পেশাগত কর্মী কম বা বেশি কারিগরী পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন তা কেউ এখন আর মনে করে না। আমরা তাকে এখন দেখতে চাই তিনি তার নিজেকে ব্যবহার করে তিনি হবেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি তার জ্ঞান ও সম্পদ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করবেন। তিনি হবেন সে মানুষটি যিনি তার নিজস্বতাকে একটি কার্যকর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছেন।[৪৯]

মানবতাবাদী শিক্ষকগণ শিক্ষাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের উন্নয়নকে বুঝে থাকেন যে অভিজ্ঞতার ফলাফল নির্ণয় করা যায় না। আর সেজন্য তারা শিক্ষণ পদ্ধতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে লক্ষ্যের বিশেষীকরণকে, কর্মকাণ্ডের পরিচিতিমূলক পরিকল্পনা এবং এইসব লক্ষ্য অর্জনের মূল্যায়নকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তার উপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তিগত উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

এক প্রবন্ধে Combs মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : (১) কার্যকর শিক্ষক শিক্ষণ হলো অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং এটি নির্ভর করে সম্ভাবনাময় শিক্ষণের সঠিক বিশ্বাস পদ্ধতির উন্নয়নের উপর; (২) কার্যকর শিক্ষক শিক্ষণ হলো শিক্ষকের শিক্ষক "হওয়ার" পদ্ধতির উন্নয়ন, কিভাবে শিক্ষাদান করতে হবে সে ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোলা নয়; (৩) কার্যকর শিক্ষক "হওয়ার" মধ্যে নিরাপত্তা ও গ্রহণের বিষয়টি নিহিত আছে; (৪) শিক্ষক শিক্ষণে অর্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয় কোন ব্যবহারকে নয়; (৫) শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষকের মানসিক অভিব্যক্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এই পদ্ধতি ও শিক্ষণের ফলাফলের বিষয়গতভাবে সংগৃহীত তথ্যের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না।[৫০]

www.pathagar.com

শিক্ষক শিক্ষণ মডেল নিম্নবর্ণিত নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে :

মানুষ তাই করে যা তাকে করতে হবে। মানুষ কোন কোন মুহূর্তে অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে তার পছন্দ অনুযায়ী আচরণ করে।

শিক্ষণের দুটো দিক রয়েছে : নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ; এবং ঐ তথ্যের নিজস্ব অর্থ আবিষ্কার করা।

মানুষের জন্য অনেকগুলো ঘটনা জানার চেয়ে অল্প কিছু ধারণা শিখন উত্তম।

শিখনটি তখনই বেশি বেশি দক্ষ যখন শিক্ষা গ্রহণকারী বুঝতে পারবে যে, তার কী শিখা প্রয়োজন।

কার্যকর শিক্ষণের জন্য কোন বিশেষ তথ্য বা দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

মানুষ সহজে ও দ্রুত শিখে যদি তারা তাদের শিখন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

মানুষ দ্রুত শিখে ও বড় হয় যদি তারা কোন ভুল করার ব্যাপারে ভীত না থাকে।

বাস্তবতা শিক্ষকের জন্য কোন মূল্যবান সম্পদ নয়। শিক্ষার্থীদের জন্য চিন্তাবোধই আসলে প্রয়োজন। শিক্ষকগণকে যেভাবে শেখানো হয়েছে তারা সেভাবে শেখায়, তাদেরকে যেভাবে শেখাতে হয়েছে তারা সেভাবে শেখায়, তাদেরকে যেভাবে শেখানো হয়েছে তারা সেভাবে শেখায় না।

শিক্ষার্থীদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে তারা প্রতারণা এড়িয়ে চলা ও ভয় পাওয়ার ন্যায় নেতিবাচক আচরণ শেখে।

শিক্ষকগণ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতির সাথে সাথে কর্মক্ষম হয়, তাদের মুক্ত সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, আত্ম প্রণোদনা ও অন্যের জন্য চিন্তা করতে শেখে।[৫১]

এই কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে তারা তিনটি বৈচিত্র্যধর্মী বিষয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে: মাঠ অভিজ্ঞতা, সেমিনার ও প্যানেলে যোগদান করতে শেখে। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই কর্মসূচী বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য ব্যক্তির সাথে এবং ছোট ছোট দলীয় অধ্যয়নের সাথে তাদের অদল বদল করা হয়েছে। এখানকার ছোট ছোট দলীয় অধ্যয়নের বিষয়টি শিশুদের মাঠ কর্মের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

এই মডেলে মাঠ অভিজ্ঞতার বিষয়টি ব্যবহৃত হয় সত্যাসত্যির চেতনা উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে, শিক্ষায় কারো আবিস্কারের বিষয় হিসাবে। ধীরে ধীরে বর্ধিষ্ণু সময়ের সাথে স্কুলের কাজে প্রায়ই জড়িত হওয়া এবং প্রতি ষান্মাসিক ভিত্তিতে ক্লাশের কাজের দায়িত্ব বেড়ে যায়। কাজের এই সংশিষ্টতার মাত্রা শিক্ষকের গুণাবলীর সাথে সাথে নিরূপিত হয়, শিক্ষকের উদ্যোগ, শিক্ষক সহকারী, শিক্ষক সহযোগী ও নিবিড় শিক্ষণের সাথে এটি জড়িত।[৫২]

এই মডেল আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মিত পদ্ধতির সাথে জড়িত। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও কৃতকর্মের মূল্যায়ন হলো, পেশাদার ও শিক্ষক শিক্ষণের শরীকদার হিসাবে পুরিপূর্ণতা অর্জনের এই পদ্ধতি একটি জোরালো বৈশিষ্ট্য। এরপরও শিক্ষার্থী ও প্যানেল সদস্যদের সমন্বয়ে সেমিনার নেতাগণের মাধ্যমে মাঝামাঝি অবস্থায় একটি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তির পূর্বে এইরূপ আরেকটি মূল্যায়ন চালানো হয়। শিক্ষার্থীর কাজ অপ্রচুর হিসাবে বিবেচিত হলে তাকে ইপ্সিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত তার এসাইনমেন্ট পুনরায় করতে বলা হয়। Combs ও অন্যান্যদের অবদান মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাবিদদের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছে। Patterson এর বক্তব্য হলো, শিক্ষক শিক্ষণ হতে হবে মানবতাবাদী বিশ্বাসের সাথে মানুষের উন্নয়ন সংশিষ্ট। মানুষ ও তাদের আচরণের সাথে মানবতাবাদী বিশ্বাস সংশিষ্ট। শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট আত্ম ধারণার উন্নয়নকে সম্ভব করে তুলতে হবে। আত্ম প্রত্যয়ী শিক্ষকদের উন্নয়ন এর দ্বারা লালিত হবে। শিক্ষকদেরকে এটি বলা যাবে না যে, মানবতাবাদী হিসাবে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে; মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তাই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাক-অনুশীলন পাঠদান অভিজ্ঞতা যা অবশেষে অনুশীলন পাঠদানে রূপলাভ করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে ও আত্ম উদঘাটনে সাহায্য করে থাকে। ব্যবহারিক শিক্ষার অবশ্যই এর গতানুগতিক চেহারা বদলানো দরকার। এটিকে পরামর্শ দানে বা মনোস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় নির্দেশিত ব্যবহারিক শিক্ষার সমতুল্য হতে হবে আর এতে যথেষ্ট মনোযোগ ও সমর্থন থাকতে হবে।[৫৩]

শিক্ষক শিক্ষণকে মানবতাধর্মী করার ব্যাপারে Lannone ও Carline (১৯৭১) মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে "মানুষ" শিক্ষককে হতে হবে যথেষ্ট জ্ঞানী যিনি অন্যদের শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ করে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষণ অবশ্যই শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজেদের আবিষ্কারে সাহায্য করবে, তাদের মানবিক গুণাবলীকে যাতে তারা স্কুলে উপলব্ধি করতে পারে।[৫৪]

www.pathagar.com

এই মডেল কার্যকর ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দেয় এবং "C-Group" এর সাথে এগুলোর সংযোগ করে দেয়। এর কারণ অনেকগুলো উপকরণই C দিয়ে শুরু হয়। যেমন, Collaboration (সহযোগিতা), Consultation (পরামর্শ), Clarification (স্পষ্ট করে দেওয়া), Confidential (গোপন), Confrontation (মুখোমুখি হওয়া), Communication (যোগাযোগ), Concern (বিষয় চিন্তা), Community (সম্প্রদায়)।[৫৫]

এখানে মাঠ অভিজ্ঞতার সাথে ক্যাম্পাসের সংশিষ্টতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্যাম্পাস বিষয়টি সাধারণতঃ মাঠে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন উপলব্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফ্যাকাল্টি ও স্কুলের কর্মচারীদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখে। সংহতি এই অর্থেই রক্ষিত হয় যে, আত্ম-বিশেষণ ও ভাবনা চিন্তা একটি সমর্থনকারী দলের মধ্য পরিপুষ্টি লাভ করে।

যোগ্য শিক্ষকদের আচরণকে বিশেষায়িত করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য মানবতাবাদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট চিন্তা ধারণা, কঠোরতার অভাব ও সুশৃঙ্খল হওয়ার ব্যর্থতার জন্য এই কার্যক্রমকে দায়ী করা হয়।[৫৬]

১৯৫৬ সালে সম্ভাবনাময় প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে ইলিমেন্টারী ইনটার্ম প্রোগ্রাম (EIP) চালু হয়। লিবারেল আর্টস (Liberal Arts) কোর্স এখানে শেষ করা হয় কলেজের প্রথম দু'বৎসর ও দু'সামারের (Summer) মধ্যে। তৃতীয় বৎসর সমন্বিত পেশাগত শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। চতুর্থ বৎসরকে শিক্ষার্থীকে ইন্টার্ন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তিনি পাঁচ মাস মেয়াদি পূর্ণকালীন একজন ইনটার্ন কনসালটেন্টের অধীনে থেকে একটি প্রাথমিক ক্লাশ কক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ইন্টার্নী তার ইন্টার্নশীপের জন্য একজন শিক্ষকের দু-তৃতীয়াংশ বেতনের সমান বৃত্তি পেয়ে থাকেন এবং সংশিষ্ট বৎসরে তিনি ছয়টি সেমিস্টার ঘন্টার কোর্স সম্পন্ন করেন। চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন ও শিক্ষণ সার্টিফিকেট লাভ করেন।

১৯৬৯ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক প্রদেশসহ মিশিগানের ১১টি EIP সেন্টারের EIP কর্মচারী ও প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী ছিল। এই কর্মসূচীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ইন্টার্নীদেরকে অর্থের সংকুলান করে দেওয়া।

www.pathagar.com

অপরদিকে অন্যান্য ইন্টার্নী কর্মসূচী বাইরের অর্থায়নের জন্য নির্ভর করতো। যখন বাইরের অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যেত, তাদের কর্মসূচীও বন্ধ হয়ে যেত। EIP তার নিয়মিত সূত্র হতে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতো। প্রত্যেক সহযোগী স্কুল ডিস্ট্রিক্টকে একটি রিভলভিং হিসাবের আওতায় রাখা হতো। এই হিসাবের তহবিলের পরিমাণ ছিল নিয়মিত সার্টিফিকেটধারী শিক্ষকের বেতনের সমান। পাঁচজন ইন্টার্নীকে প্রদত্ত টাকা আর পাঁচজন নিয়মিত প্রথম বৎসরের শিক্ষককে দেওয়া অর্থের মধ্যে যে ব্যবধান তা দিয়ে একজন ইন্টার্নী কনসালটেন্টকে বেতন দেওয়া যায়।[৫৭]

একটি কর্মসূচীতে ভর্তির সংখ্যা কম হলে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট প্রতি বৎসর এই কর্মসূচীতে ৫, ১০ বা ১৫টি পদ উৎসর্গ করতো এবং তাদের নিজস্ব স্টাফদেরকেও তারা সবচেয়ে বেশি করে ধরে রাখতো, সবাইকে না হলেও যারা EIP শেষ করেছে তাদেরকে এই কর্মসূচীতে রাখার ব্যবস্থা করা হতো। এখানে যখন দেখা যাচ্ছে যে, এই ভর্তির হার বেড়ে গেছে তখন এই মডেল কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

শিক্ষকদের জন্য ব্যক্তিভিত্তিক মডেল

১৯৬০ এ Frances Fuller ও অন্যান্যদের দ্বারা শিক্ষকদের জন্য ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ প্রচলন করা হয়। এই মডেলকে CBTE'র পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যাবে। এই শিক্ষণে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীর অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫৮] শিক্ষক শিক্ষণের এই অনুভূতি গড়ে উঠেছে শিক্ষকের অভাব ও কর্মসূচীতে তাদের প্রস্তুতির প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে। Fuller ও তার সহকর্মীগণ দেখলেন যে, শিক্ষার্থীদেরকে যখন সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তখন তারা আনন্দ পায়।[৫৯] সময়ের দাবি অনুযায়ীই এইরূপ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রাক শিক্ষণের বিষয় শিক্ষার্থীরা ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেণীকক্ষের জীবনকে মনে করতে থাকে আর তাদের দেখা শিক্ষকদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে। দ্বিতীয় পর্যায়- টিকে থাকার অবস্থা- শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো যে, তারা শিক্ষাদানের কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে কি-না। তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষণ অবস্থার বিষয়- এখানে কিছু বিষয়ের উপর উদ্বিগ্নতা বিদ্যমান, যেমন- শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সময়ের চাপ, প্রশিক্ষণগত চাহিদা। চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল।

www.pathagar.com

সবশেষে দেখা যায়, সম্ভাবনাময় শিক্ষকগণ পুরোপুরি তাদের প্রয়োজন ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন।

শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষার্থীর অগ্রগতিকে এই মডেলে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভিডিওকৃত শিক্ষণ চক্র ব্যবহার করা হয়, এর মাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়, এইসব উদ্বেগের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করে তোলা হয় এবং কাজ দিয়ে তা সমাধানের তাগিদ দেওয়া হয়।[৬০] এই মূল্যায়নে সাবধানতা বা সিদ্ধান্ত চক্রের সৃষ্টি হয়, এর জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কাউন্সিলিং ও ভিডিও টেপের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে এই অবস্থাকে শিক্ষক শিক্ষণ মডেলের সাথে সমন্বিত করে নেওয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অনুভূতি ও শিক্ষক সচেতনতা।[৬১]

প্রাথমিক মডেল কর্মসূচী

সম্ভাবনাময় প্রাথমিক শিক্ষক তৈরির জন্য ১৯৬৮ এ আমেরিকার শিক্ষা অফিস কর্তৃক এই মডেল প্রস্তুত করা হয়। দশটি মডেল—প্রত্যেকটিতেই শিক্ষকদের আলাদা ধারণা রয়েছে। প্রস্তাবিত মডেলে অনেকগুলো উপকরণই সাধারণ (Common)।[৬২] এখানে শিক্ষকদেরকে চিকিৎসক, ফলিত আচরণিক বিজ্ঞানী ও সমবায়ের সদস্য বলে মনে করা হয়।

এই মডেলে শিক্ষক যোগ্যতা ও আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায় মনে করা হয় এবং মডিউলকৃত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যের উপর বুৎপত্তি অর্জনের জন্য কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়। এই মডেলে সবকিছু ল্যাবরেটরী কাজের উপর নির্ভর করে এবং চাকুরীতে যোগদানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।[৬৩]

দশটি মডেলের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। Joyce মডেলগুলোর বৈশিষ্ট্য নিচে যেখানে মডেল ইনস্টিটিউশন চালু করা হয় তা তুলে ধরেছেন ঃ

১। ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি	:	এখানে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ ম্যানেজার মনে করা হয়।
২। জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি	:	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

৩। ম্যাসাচুসেট্স্ ইউনিভার্সিটি	:	মানবিক সম্পর্ক, শিক্ষণ দক্ষতা ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষণ চলে।
৪। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি	:	শিক্ষক হলো আচরণিক বিজ্ঞানী।
৫। নর্থওয়েস্ট রিজিওনাল এডুকেশন ল্যাবরেটরী	:	শিক্ষক হলো শেখন সৃষ্টিকারী।
৬। পিটস্বার্গ ইউনিভার্সিটি	:	শিক্ষক হলো প্রশিক্ষণের আলাদা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী।
৭। সিরাকিউস ইউনিভার্সিটি	:	শিক্ষণ চক্র হলো বিষয়বস্তু, কাজ, সংশোধন, সমর্থন গ্রহীতা।
৮। টিচার কলেজ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি	:	শিক্ষক হলো উদ্ভাবক।
৯। টলেডো ইউনিভার্সিটি	:	শিক্ষক হলো টীম সদস্য।
১০। উইসকনসিন	:	শিক্ষক হলো ভবিষ্যতের একটি অংশ, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি অংশ।

Burdin, Lanzillotti, Fallu, Rosenshine,[৬৪] Staufer ও Silberman উপর্যুক্ত মডেলগুলোকে সমর্থন করেন।[৬৫]

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল বিভিন্ন কার্যক্রম ও মডেলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠা এই মডেলগুলো দার্শনিক ও শিক্ষার লেভেলের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এগুলো আবার কিঞ্চিত গবেষণা ও মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।[৬৬] এই সবগুলো মডেলই দর্শনের উপর গড়ে উঠেছে। এগুলোর সাথে ইসলামী দর্শনের কোন সম্পর্ক নেই। আর সে কারণেই ইসলামী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ ও শিক্ষক তৈরি করতে পারেনি। সেজন্য এ লক্ষ্যে আমাদের নিজেদের মডেল তৈরি করতে হবে।

মডেল এর প্রয়োজন কী?

একটি মডেল হলো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন কিছুকে বুঝানোর প্রচেষ্টা। এটিকে কাঠামোগত বিষয়ের প্রতিরূপও বলা হয়। মডেল হলো অনুকরণযোগ্য বিখ্যাত কিছু, একটি উদাহরণ বা আদর্শ।[৬৭]

www.pathagar.com

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে শব্দটি প্রথাগত স্টাইলের সাথে সংযুক্ত একটি শব্দ। মডেল পদ্ধতির যে কোন ব্যাখ্যা বিশেষণের দ্বারা গঠিত হয়, মডেলের শর্তাবলীকে সত্য বলে ধরা হয়। শব্দটির এটিই অর্থ যার ফলে এর অন্য ব্যবহারও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথাগত নিয়ম শৃঙ্খলার উন্নয়নের সাথে সাথে কলাকৌশল হিসাবে মডেল প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে একটি পদ্ধতিকে প্রাসঙ্গিক হিসাবে দেখানো যায়। এটি অন্য যে কোন পদ্ধতির ন্যায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে যাকে প্রথমটির জন্য ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যবহার করা যেতে পারে (একটি পরস্পর বিরোধী পদ্ধতি এবং ভাষাহীন কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না)।

মডেল অর্থপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করতে পারে যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিশেষ কিছু পাওয়া যেতে পারে। কি অনুসরণ করতে হবে মডেল তার নির্দেশনাও দিতে পারে এবং পর্যবেক্ষণের অর্থও মডেলে বলা থাকে। মডেল সাধারণত অনুমানকে অনুপ্রাণিত করে, এর দ্বারা প্রশ্নেরও উদ্রেক হতে পারে যার মাধ্যমে অনুমিত সম্পর্ককে প্রমাণ করা যেতে পারে।

তাত্ত্বিক মডেল

তাত্ত্বিক মডেল হলো একটি ধারণাগত উপমা বিশেষ, তাত্ত্বিক মডেলের প্রধান কাজ হলো পর্যবেক্ষণের ও বিশেষণের কাঠামো হিসাবে কাজ করা, কোন অবস্থাতেই কোন কোন বিষয় কিভাবে কাজ করে তা দেখা নয়।[৬৮] সাধারণ উপায়ের একটি পদ্ধতির অংশ হিসাবে এটিকে দেখা হয় এবং এটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ককে একত্রে কাজের একক হিসাবে উপস্থাপন করে। এটি নিজে কোন মডেল নয়। তবে পদ্ধতিকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এটি পদ্ধতির অংশ বিশেষ। তাত্ত্বিক মডেল বিশেষ কোন সেটের বিস্তারিত কিছু নয় যে সামান্য সংশোধন করে কোন দেশের জন্য তাকে সরাসরি ব্যবহার করা যাবে। এটি একটি বস্তুসংক্ষেপবিশেষ, সার্বিক একটি আদর্শ, যার বিশেষ অংশগুলো প্রতিটি সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী গড়ে তোলা হবে। তাত্ত্বিক মডেলে গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের সাধারণ প্রকৃতি ও তাদের সম্পর্ককে চিহ্নিত করা যাবে, তবে আদর্শ নমুনার প্রতিরূপটিকে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উপায়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

কোন সমাজের একটি মডেলের মূল্য এমনই যে, এটিকে কোন দেশের বিস্তারিত বিবরণ অংকনে একটি গাইড হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এটি কোন নীল নক্সা নয়, তবে নীল নক্সা অংকনের চার্জ আদায়করণে এটির মূল্য থাকতে পারে।[৬৯]

www.pathagar.com

যে মানদণ্ডের মাধ্যমে একটি মডেলকে যাচাই করা হয় তা হলো, কোন সমাজের আদর্শ ও বিশ্বাসকে একত্রিত করণের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা। যে সমাজে এই মডেলটি কাজ করে সে সমাজেই এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হবে।

তাত্ত্বিক মডেল উন্নয়ন

লক্ষ্য, নতুন কাঠামো, পদ্ধতি, ফলাফল ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সমন্বয়ে তাত্ত্বিক মডেল গঠিত। কোন মডেল হওয়ার জন্য সাধারণত নিচের ছয়টি জিনিস প্রয়োজন:

১। **মডেলের শিরোনাম :**
মডেলের শিরোনাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মডেলের শিরোনাম হবে স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয়। সহজভাবে বলতে গেলে নামটি এমন হবে নাম থেকেই যাতে বুঝা যায় যে এর ভিতর কি রয়েছে। নাম হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২। **যৌক্তিকতা বা কাঠামোর পূর্ব কথা :**
প্রথমেই একটি তাত্ত্বিক মডেলে থাকবে যৌক্তিকতা, সহজভাবে বলতে গেলে মডেলের প্রয়োজনীয়তা, এর উপকরণ, মডেলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা। মডেলের উন্নয়নের তাৎপর্যের উপর দার্শনিক আলোচনা হতে পারে।

৩। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :**
মডেলের লক্ষ্য থেকেই বুঝা যায় এর উদ্দেশ্য কি হবে। এইসব উদ্দেশ্য মডেলের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে বা দার্শনিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এগুলোই হবে মূল বিষয় যাকে কেন্দ্র করে মডেলের সার্বিক বিষয়টি আবর্তিত হবে। এর দ্বারা অবশ্য মডেলের একেবারে কাছের বিষয়টিকে জানা যাবে।

৪। **কার্যক্রম :**
মডেলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো থাকে :

১ প্রাথমিক জরিপ
২ সাংগঠনিক কাঠামো
৩ মনোনয়নের জন্য কর্মচারী, তাদের যোগ্যতা ও পদ্ধতি।
৪ কোর্স, কারিকুলাম, কার্যাবলী অনুশীলন।

www.pathagar.com

৫ মূল সমিতিগুলোর (Parent Associations) ন্যায় অন্যান্য এজেন্সীগুলোর সংশিষ্টতা।
৬ আর্থিক তাৎপর্য নির্ণয় ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি।
৭ মডেলের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ পদ্ধতি ও সময় বন্টন।

৫। মডেলের ফলাফল :

যে কোন মডেলের ফলাফল থাকা চাই। এটি হতে পারে গুণগত, পরিমাণগত, আচরণগত ও উন্নয়নের যে কোন উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে বলতে হয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেলের ফলাফল হবে "সত্যিকারের একজন মুসলিম শিক্ষক।"

৬। মূল্যায়ন :

মডেলে থাকবে উদ্দেশ্য ও ফলাফল মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি। মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে কোন ঔষধ কারখানার মান নিয়ন্ত্রণের মত। মডেলে পদ্ধতি ও পণ্যের মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। এর মাধ্যমে লক্ষ্যের পুনর্গঠন করা হবে এবং প্রধান প্রধান উপকরণ যেমন- কোর্স, অনুশীলন, কার্যাবলী, পদ্ধতি, কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে পুনঃবিবেচনার ব্যবস্থা থাকবে।[৭০]

সূত্র :

1. Steven M. Cahn, *The Philosophical Foundations of Education* (New York : Harper and Row Publishers, 1970), p. 351.
2. D.E. Lomax, *Education of Teachers in Britain* (London John Willey and Sons, 1973), p.219.
3. E. Richard Dudley and Kay L. Hegler, "Building and Sustaining : Yes, Buts ... Are Not Allowed," *Journal of Teacher Education*, vol. 34, no. 3(1983), p.23.
4. Kenneth M. Zeichner, "Alternative Paradigms of Teacher Education," *Journal of Teacher Education*, vol. 34, no. 3(1983), p.7.
5. Rober Emans, "Implementing the Knowledge Base Redesigning the Function of Cooperating Teachers and

www.pathagar.com

College Supervisions," *Journal of Teacher Education,* vol. 34, no. 3(1983), p.7.

6. James Lynch and H. Plunkett Dudley, *Teacher Education and Cultural Change* (London : George Allen and Unwin Ltd., 1973), p. 243.
7. Bertrand Schwartz, "A French Model for Teacher Education" in Donald D. Lomax, *European Perspectives in Teacher Education* (London : John Willey and Sons, 1979), pp.116-19.
8. D. Thew, "Humanistic Teacher Education and Renovating Practice Teaching" in C. Turney (ed.), *Innovation in Teacher Education* (Sydney: Sydney University Press, 1977), pp. 32-33.
9. E.G. Johnson, "Improving the Student Teaching Experience" in C. Turney (ed.), *Innovation in Teacher Education*, op. cit., p. 36.
10. D. Deiseach, "Some Custom Tailoring Needed," *Education Canada* (June 1974), pp. 4-9.
11. A. Griffiths and A. H. Moore, "Schools and Teaching Practice," *Education for Teaching*, vol. 74 (1967), pp. 33-39.
12. David L. Silvernail and Melissa H. Costello, "The Impact of Student Teaching and Internship Programs on Pre-service Teachers' Pupil Control Perspective, Anxiety Levels and Teaching Concerns," *Journal of Teacher Education,* vol. 34, no.4(1973), p.32.
13. Ibid, p.35.
14. D.W. Hughes and R.D. Trail, "Simulation Methods in Teacher Education" *Australian Journal of Education*, vol. 19,no. 2 (June 1975), p.113.
15. D. R. Cruickshank, "Teacher Eduation Looks at Simulation : A Review of Selected Uses and Research Results" in P.J. Tonsey (ed.), *Educational Aspects of Simulation* (New York: McGraw Hill, 1971), p.187.

www.pathagar.com

16. P. Renshaw, "A Flexible Curriculum for Teacher Education" in D. E. Lomax (ed.), *The Education of Teachers in Britain,* op, cit., p.229.
17. P. Renshaw, "The Objectives and Structure of College Curriculum" in J.W, Tibble (ed.), *The Future of Teacher Education* (London Routledge & Kegan Paul, 1971), p.236.
18. S. Marklund and B. Gran, "Research and Innovation in Teacher Education," *New Patterns of Teacher Education and Tasks : country Experience—Sweden* (Paris: OECD, 1974), p.32.
19. Joseph S. Szyliowiez, *Education and Modernisation in the Middle East* (London: Cornell University Press, 1973), p.272.
20. Dr. M. Jameel Khayyat, "Teacher Education: The Islamic Perspective," *Bulletin of Education and Research,* vol. XIV nos.1-2(1982) (Lahore: IER), pp.74-76.
21. Ruth Hanhoc, *Contemporary Chinese Education* (London: Croom Helm, 1984), p.175.
22. ibid., p.174
23. Zeichner, op. cit., p.3.
24. ibid., p.4.
25. ibid., p.4.
26. A. W. Combs, "Some Basic Concepts of Teacher Education," *Journal of Teacher Education,* vol. 22, no. 3(1972), p.288.
27. Zeichner, op. cit. p.5.
28. I. Scheffler, quoted in A. Tom, "Teaching as a Moral Craft: A Metaphor for Teaching and Teacher Education," *Curriculum Inquiry,* vil. 10(1980), p.318.
29. H. Seigel, "Critical Thinking as an Educational Ideal, "*Educational Forum,* vol. 45(1980), p.16.

www.pathagar.com

30. A. Berlak and H. Berlak, *Dilemmas of Schooling: Teaching and Social Change* (London: Methuen and Company Ltd., 1981), p.252.
31. Egon O. Wendel, "Competency-Based Teacher Education: What Has Survived in New York?" *Journal of Teacher Education,* vol. 33, no. 5(1982), p.28.
32. Harold E. Mitzel (ed.), *Encyclopaedia of Educational Research* (London: Collier Manmillan Publishers), p.1888.
33. N. I. Gage and Philip H. Winne, "Performance-Based Teacher Education," *Teacher Education: The Seventy-Fourth Yearbook of National Society for the Study of Education* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), pp.146-47.
34. J. M. Cooper, W. A. Weber and C. E. Johnson, *A Systems Approach to Program Design* (Berkeley: McCutchan Books, 1973), p.14.
35. S. Elam, *Performance-Based Teacher Education : What is the State of Art?* (New York: American Association of Colleges for Teacher Education, 1971), pp.6-7.
36. Gaze and Winne, op., pp. 148-49.
37. ibid., pp. 147-48.
38. C. Tumey (ed.), *Innovation in Teacher Education* (Sydney: Sydney University Press, 1977), pp.17-18.
39. Gage and Winne, op.cit., pp.158-59.
40. F. F. Fuller and O. H. Brown, Becoming a Teacher in R Rehage (ed.), *Teacher Education: Seventy-fourth Yearbook of the National Society for the Study of Education*, part II (Chicago: University of Chicago Press, 1975), p.34.
41. D. M. Medley, quoted by E. I. Pigge, "Teacher Competencies, Needed Proficiency, and Where Proficiency was Developed," "*Journal of Teacher Education,* vol. 29, no. 4(1978), p.74.

www.pathagar.com

42. M. K. Piper and R. Houston, "The Search for Teacher Competency: CBTE and CR," *Journal of Teacher Education*, vol. no. 31, no. 1(1980), p.37.
43. B. B. Brown, "Competency-Based Education: Is there Anything New?" *Journal of Teacher Education*, vol. 29, no. 2 (1978), p.62.
44. F. McDonald, "Evaluating Pre-service Teacher Competence," *Journal of Teacher Education*, vol. 29, no. 2 (1978), p.3.
45. A. W. Combs, *The Professional Education of Teacher: A Perceptual View of Teacher Preparation* (Boston: Allyn and Bacon, 1965), p.25.
46. R. W. Heath and M. A. Nielson, quoted in C. Turney, *Innovation in Teacher Education*, op. cit., p.19.
47. J. N. Atkin and J. J. Raths, "Changing Patterns of Teacher Education" in *New Patterns of Teacher Education and Tasks: Country Experience—United States* (Paris: OECD, 1974), p.31.
48. Turney, op. cit., p.26.
49. A. W. Combs et al, *The Professional Education of Teachers : A Humanistic Approach to Teacher Preparation*, 2nd edn. (Boston: Allyn & Bacon, 1974), p.8.
50. Combs, "Some Basic Concepts of Teacher Education," op. cit., pp.286-90.
51. R. A. Blume, "Humanising Teacher," *Pbi Delta Kappan*, vol. 52(1971), pp.411-15.
52. C. Turney, op. cit., p.27.
53. C. H. Patterson, "Humanistic Education" quoted in C Turney, *Innovation in Teacher Education*, op. cit., p.28.
54. R. V. Lannone and J. L. Carline, "A Humanistic Approach to Teacher Education," *Journal of Teacher Education*, vol. 22, no. 4(1971), pp.429-30.
55. C. Turney, op. cit., pp.-28-29.

www.pathagar.com

56. Mitzel, op. cit., 1889.
57. ibid., p. 1889.
58. F. F. Fuller, *Personalised Education for Teachers: An Introduction for Teacher Educators* (Austin: University of Texas, Research and Development Centre for Teacher Education, 1970), p.3.
59. ibid., p.10.
60. ibid., p.31.
61. ibid., p.30.
62. B. P. Joyce, "Variations on a System Theme: Comprehensive Reform on Teacher Education" in B. P. Joyce and M. Well (eds.), *Perspectives for Reforms in Teacher Education* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1972), p.208.
63. Mitzel, op. cit., p.1887.
64. Joyce, op. cit., pp.213-31.
65. Mitzel, op. cit., p.1887.
66. ibid., p.1890.
67. Abraham Kaplan, *The Conduct Inquiry* (San Francisco Chandler Publishing Company, 1960).
68. B. Ben Stresser, "A Cenceptual Model of Instruction" in T. Ronald (ed.), *Contemporary Thought on Teaching* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1971), p.171.
69. George W. Parkyn, Towards a *Conceptual Model of Life-Long Education* (Paris: UNESCO, 1973), p.171.
70. UNESCO, *Alternative Structures and Methods in Teacher Education* (Bangkok: UNESCO Regional Office for Education in Asia, 1975), pp.55-56.

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাবিত মডেল

শিক্ষা হলো মানুষের আচরণ পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি; বিশেষ করে যুবকদের জন্য শিক্ষা হলো একটি ল্যাবরেটরী যেখানে যুবকদের আচার-আচরণের রূপ দেওয়া যায়। বেশিরভাগ মুসলিম দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একই উদ্দেশ্যে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আনা হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, উম্মাহর প্রধান সমস্যা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, এটি রোগটির উৎপত্তির স্থান। আমাদের স্কুল-কলেজগুলো নিজে নিজেই ইসলাম থেকে দূরে থেকেছে। ইসলামের স্থায়ী ঐতিহ্য ও বিধিবিধান থেকে দূরে থেকেছে।[১] গৌরবজ্জ্বল অতীতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, তাদের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস ঐতিহ্য শিখার কৌতূহল অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর পর থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে ইসলামী ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে দ্রুত ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন চলছে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ দুনিয়ার সম্মান বৃদ্ধির সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বে অচেনা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এইসব সমস্যা কাটিয়ে উঠার সাথে সাথে ভিনদেশী চিন্তা চেতনা ও শক্তির হাত থেকে মুসলিম বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য আমাদের জীবনের ইসলামী মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের নিজস্ব মডেল ও নিয়ম পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই মানসম্পন্ন শিক্ষকদের ছাড়া হতে পারে না। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও গুণাবলী ছাড়া তার শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি করতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য, রাজনৈতিক কার্যক্রম, কারিকুলাম, সংগঠন ও প্রশাসনকে আমাদের ঢেলে সাজাতে হবে। তবে শিক্ষকদের ভূমিকা এককভাবেই কঠিন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামীকরণে এবং উপনিবেশ শাসনের সময় ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষতিকর অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হলে ইসলামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সঠিক ধরনের মুসলিম শিক্ষক তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম শিক্ষকদের জন্য ইসলামের মূল্যবোধ ও আদর্শকে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসাবে ধরতে হবে। বর্তমান সংকট ও পরিবর্তনের যুগে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে মুসলিম শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজ

www.pathagar.com

মুসলিম শিক্ষকদেরকে মুসলিম সমাজের পুনঃসংস্কার, পুনর্জাগরণ ও পুনর্জন্মের হাতিয়ার হতে হবে।

যুবকদের মধ্যে সুস্থ পরিবর্তন আনয়নের জন্য আধুনিক মুসলিম শিক্ষকদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাদেরকে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি নিবেদিত হতে হবে, তাদেরকে একই সময়ে আধুনিক পদ্ধতির ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বেশিরভাগ মুসলিম দেশেই পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল পশ্চিমা দেশগুলো থেকেই আনা হয়েছে। এই মডেলগুলোতে শুধু মানসিক ও শারীরিক বিকাশই ঘটে। এই মডেলগুলোতে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমা দেশগুলোতে শুধু নৈতিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি করা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। অর্থাৎ এই শিক্ষায় শুধু দুনিয়ার প্রতিই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ ও আখেরাতের কোন শিক্ষা এই ব্যবস্থায় নেই। মডেলগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সে হিসাবে এগুলো মুসলিম শিক্ষকদের জন্য একেবারে অপর্যাপ্ত। অথচ এই শিক্ষকরাই আত্মা তথা দেহ ও মনের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল।

আচরণভিত্তিক ও মানবতাভিত্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষ মডেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ইসলামী আদর্শে প্রশিক্ষিত শিক্ষক হতে পারে না। আজকাল মুসলিম দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনগুলোতে শিক্ষকগণ বিষয়বস্তু, মূল্যবোধ, সংগঠন ও চেতনা নিরপেক্ষ[২] শিক্ষা পেয়ে থাকে। এই জাতীয় প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থী শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের শিক্ষা দিতে পারে না, এর কারণ পশ্চিমা দেশে মডেলগুলোর উৎপত্তি হয়েছে এক আলাদা ধরনের শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য।

এই কারণে উম্মাহর মধ্যে শিক্ষণ কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতে হবে। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে তাকে উম্মাহর ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন করতে হবে। গতিশীল একটি জাতি হিসাবে টিকে থাকার জন্য ও উন্নয়নের জন্য আমাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা, পদ্ধতি ও মডেল প্রণয়নে অত্যাবশক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে হবে, উদ্ভট আপোষের কাছে আমাদের নতি স্বীকার করলে চলবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল তৈরির জন্য উম্মাহর সব সম্পদকে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্যোপযোগী, সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক, সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য, অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী, আদর্শপোযোগী পরিবর্তনীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারে এমন বিষয়গুলোকে ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক প্রশিক্ষণে মুসলিমদের অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই মডেল ইসলামী রেঁনেসার একটি প্রারম্ভিক বিন্দু।

পরের পৃষ্ঠাগুলোতে কাঙ্খিত মুসলিম শিক্ষক তৈরির নিমিত্ত একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল প্রস্তাব করা হয়েছে।

লক্ষ্য

সাধারণ লক্ষ্য -

এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল সাধারণভাবেই সম্ভাব্য শিক্ষকদেরকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে সক্ষম করে তুলবে :

১) বুঝতে পারা, ইসলামী জীবনবোধ অনুশীলন ও প্রচার করা;

২) ইসলামী শিক্ষার আদর্শিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করা ও আধ্যাত্মিক, প্রযুক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষার ভূমিকা বুঝতে পারা;

৩) যে সমাজে বসবাস সে সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এর জন্য সমাজের সকল দল ও শ্রেণীর সাথে উত্তম মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে;

৪) প্রতিটি বিষয় ইসলামী প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে ও শিক্ষা দিতে হবে;

৫) ইসলামী রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে ও সেগুলো লাভের চেষ্টা করতে হবে;

৬) শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী চরিত্রের গুণাগুণের উন্নয়ন ঘটাবে;

৭) শিক্ষণের কাজের পূর্ণতা দানের জন্য স্কুলগুলোকে সহায়তা দানে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

৮) শিক্ষার্থীগণ যাতে তাদের পরিপক্কতার লেভেল অনুযায়ী তাদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, সর্বশ্রেষ্ঠ আলাহর উপর তাদের ঈমান স্থাপন করতে

www.pathagar.com

পারে, তাদের নিজেদের ও উম্মাহ্‌র উন্নয়ন ঘটাতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে;

৯) জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে গবেষণার উন্নয়ন সুদৃঢ় করতে হবে;

১০) শিক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল ও পেশাদারী কর্মকাণ্ডে সুদক্ষ করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ -

এই মডেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করবেন :

১) যে সব মুসলিম শিশুদের বয়স ৫-৯ বৎসর তাদের উন্নয়নমূলক প্রয়োজন জানবে;

২) মুসলিম শিশুদের জন্য যথেষ্ট মনোস্তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকতে হবে;

৩) শিশুদের মধ্যে ইসলামী জীবনবোধের শিক্ষা দেবেন;

৪) মুসলিম শিল্পকলা, ক্যালিগ্রাফি এর উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে, শিশুদের হাতের লেখা, তাদের মধ্যেকার সুপ্ত শৈল্পিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য এই শিল্পকলাকে কাজে লাগাতে হবে;

৫) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পুষ্টি বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে সেগুলোকে মুসলিম শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশে ব্যবহার করা যায়;

৬) শিশুদেরকে খেলার ছলে কম্পিউটার ও শিক্ষণের নতুন নতুন উদ্ভাবণী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে;

৭) শিশুদেরকে *নাজিরা* কুরআন শিক্ষা দিতে হবে;

৮) অতীতের ন্যায় মসজিদকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে শিখতে হবে;

৯) শিশুদেরকে স্নেহের সাথে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথীদেরকে ভয়ের পরিবর্তে ভালবাসতে পারে;

১০) প্রাথমিক স্কুলে ইসলামিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ও তা বজায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ -

এই মডেলের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করবেন :

১) মুসলিম শিশুর উন্নয়নে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে, মুসলিম শিশুকে *উম্মাহর* একজন মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে;

২) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্মীয়, দার্শনিক, সমাজবিদ্যা সংক্রান্ত, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি জানতে হবে;

৩) ইসলামী রাষ্ট্রে শিখন-শেখানোর পদ্ধতি জানতে হবে এবং শিখন শেখানোর পদ্ধতির মূল্যায়নের পদ্ধতি জানতে হবে;

৪) চিন্তা-ধারণাকে নিজ দেশের ভাষায় খুব ভালভাবে ও সার্বিকভাবে প্রকাশ করতে জানতে হবে এবং ভালভাবে আরবী ভাষা জানতে হবে এবং শুদ্ধভাবে জানতে হবে;

৫) মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সাম্প্রতিক পশ্চিমা মনস্তত্ত্ববিদগণ যে শিশু মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছিলেন মুসলিম শিক্ষকদেরকে তা জানতে হবে;

৬) ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিশু সাহিত্যকে সাধুবাদ দিতে হবে ও মূল্যায়ন করতে হবে;

৭) ভবিষ্যতে *উম্মাহর* সত্যিকার অর্থে মুসলিম হওয়ার জন্য মুসলিম শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ গড়ে তুলতে হবে;

৮) স্কুলের প্রয়োজনীয়তা, প্রাপ্ত সম্পদ ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি শিখতে হবে;

৯) বিভিন্ন জনের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে হবে এবং আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক শিক্ষণ দিতে হবে;

১০) সৃজনশীল, সহযোগী, ধৈর্য্যশীল, পরোপকারী, ভদ্র ও আত্ম শৃঙ্খলার অধীনে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করা, স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রমের রেকর্ড রাখতে হবে ও তা স্কুলে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে;

১১) শিখন শেখানো অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে সংগঠিত করতে হবে, শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুদের সবচেয়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এটি করতে হবে;

১২) ইসলামের মৌলিক শিক্ষার আলোকে তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদানের কৌশল আয়ত্ব করতে হবে;

www.pathagar.com

১৩) মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা চালাতে হবে এবং তার ফলাফল মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত কাজে লাগাতে হবে;

১৪) মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষণে একটি বিষয়ের উপর বিশেষায়নের গুরুত্ব দিতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ -

এই মডেলের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করবেন :

১) ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক তাদের শিক্ষাদানের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন;

২) ইসলামী রাষ্ট্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষকগণ ভালভাবে অবহিত হবেন এবং সেসব লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হবেন;

৩) ইসলামী নীতিমালার আলোকে শিক্ষকগণ *উম্মাহর* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি সনাক্ত করবেন।

৪) কিশোর মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক, ধর্মীয়, বস্তুগত ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে হবে;

৫) ইসলামী নীতিমালার আলোকে সঠিক শিক্ষক-শেখানোর পদ্ধতির বিশেষণ করতে জানতে হবে;

৬) মূল্যায়নের সবচেয়ে আধুনিক ও সমসাময়িক পদ্ধতি প্রয়োগে সক্ষম হতে হবে;

৭) বাস্তব অবস্থায় যোগ্যতা, উদ্যোগ ও দক্ষতার সঞ্চালন ও জ্ঞানের ব্যবহার করতে হবে;

৮) ইসলামী জীবন পদ্ধতি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে;

৯) শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দিক দিয়ে একটি উত্তম মডেল হওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ তা অনুসরণ করতে পারে;

১০) দেশীয় উপকরণ দিয়ে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী তৈরি করা এবং ক্লাশ কক্ষের শিক্ষণে ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে;

www.pathagar.com

১১) ক্লাশ কক্ষের শিক্ষণ ও গবেষণার জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কম্পিউটার ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১২) *উম্মাহর* শিক্ষার সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সবসময় গবেষণা কার্যক্রম চালাতে হবে;

১৩) আল্লাহর আনুগত্য, মানবিক গুণ, ভাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও মানবিক মর্যাদাবোধ এর ন্যায় গুণাবলী অর্জন করতে হবে;

১৪) পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃজনশীলতা অর্জন করতে হবে।[৩]

১৫) ব্যবহারিক ক্লাশ কক্ষ কার্যক্রম সংগঠিত করা, পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা;

১৬) পেশাগত শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়ন এবং শিখন-শেখানোর পদ্ধতিতে ব্যবহার;

১৭) *কুফরের* সাথে বাস্তবভিত্তিকভাবে কিশোর-কিশোরীদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের অর্থ এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে নতুন চিন্তার সময় এসেছে (অনুবাদক)।

সাংগঠনিক কাঠামো

এই মডেলের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কাঠামোগত সংগঠন পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। এই কাঠামোগত সংগঠনে বয়স, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির পূর্বের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, তিন শ্রেণীর প্রস্তাবিত শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষণের বৎসর ও বয়স এর ন্যায় বিষয়গুলো নির্দেশ করা হয়।

মুসলিম দেশের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণকে অন্য দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় মুসলিম দেশের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।[৪] সেজন্য প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ চার বৎসর করার কথা বলা হয়েছে এবং বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। এটি করা হলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনগুলোতে সম্ভাবনাময় শিক্ষকদের আরো কার্যকর পেশাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও আচরণের উন্নয়ন ঘটবে।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত মডেলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাংগঠনিক কাঠামো

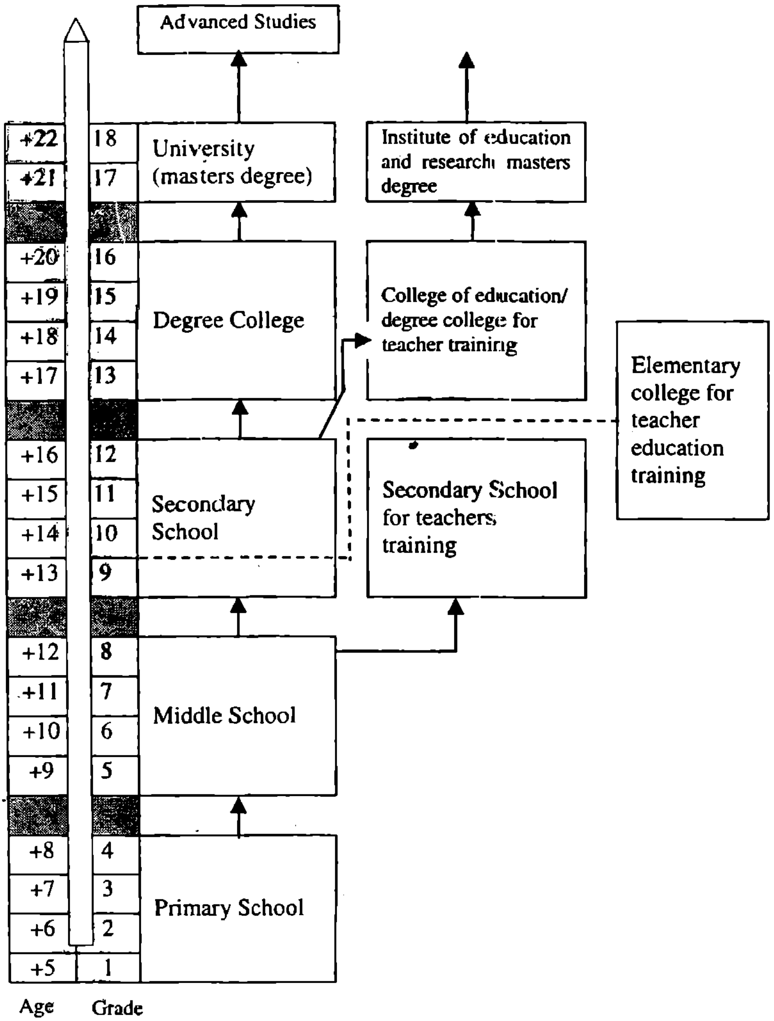

www.pathagar.com

UNESCO'র দেওয়া ১০০টি দেশের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে ৭৩টিতে দেখা যায় বিভিন্ন নামে তিনস্তর বিশিষ্ট স্কুল শিক্ষণ রয়েছে।[৫] যেমন প্রাইমারী, জুনিয়র সেকেণ্ডারী, সিনিয়র সেকেণ্ডারী; অথবা প্রাইমারী ইলেমেন্টারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। এই বিভাজনের সাথে জড়িত অনেক বিশেষজ্ঞ তিনস্তর বিশিষ্ট এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছেন এবং এই স্তরগুলোর জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণকেও গ্রহণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেলে ৪+৪+৪ বৎসরের প্রাইমারী, মিডল্ ও সেকেণ্ডারী এই তিন নামে তিন স্তরের শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে।

একইভাবে, স্কুল শিক্ষার জন্য তিন স্তরের প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাইমারী, মিডল ও সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ভর্তির সময় যথাক্রমে ৮, ১০ ও ১২ গ্রেডের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের ভর্তির সময়ের উপর নির্ভর করে এটির প্রস্তাব করা হয়েছে।[৬] শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তির পূর্বের প্রস্তাবিত বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, উলেখিত তিনস্তরের প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকদের বয়স, প্রশিক্ষণের পর তাদের বয়স-এর বিষয়গুলো নিচের ১৮নং সারণীতে উপস্থাপন করা হলো :

সারণী-১৮

বিবরণ	প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক	মিডল স্কুল শিক্ষক	সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষক
ভর্তির সময়ে বয়স	+১৩	+১৫	+১৭
শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তির পূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বছর	৮	১০	১২
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	৪ বৎসর	৪ বৎসর	৪ বৎসর
শিক্ষক প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকদের বয়স	+১৭ বৎসর	+১৯ বৎসর	+২১ বৎসর
প্রশিক্ষণ শেষে সমাপ্তকৃত শিক্ষার শিক্ষা সময়	১২	১৪	১৬
গ্রেড/ক্লাশের সংখ্যা, সম্ভাবনাময় শিক্ষকগণ সংশিষ্ট প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যাশিত যে শিক্ষা দেবেন	১-৪	৫-৮	৯-১২

www.pathagar.com

এই কাঠামোর আরেকটি পূর্বশর্ত হলো, সাধারণ শিক্ষার কাঠামো চার্টে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেরূপ সমান্তরাল। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও ডিগ্রির জন্য পঠিত অন্য বিশ্বের শিক্ষার মানে উন্নীত হবে। এই ধরনের কাঠামো শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সহায়ক হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ

মুসলিম শিক্ষকের বিষয় সে কী জানে তা নয়, বরং শিক্ষক কোন ধরনের সেটি। এই গুণের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার একটি সরাসরি সমস্যা রয়েছে। সুতরাং মুসলিম শিক্ষক তৈরীর জন্য সত্যিকারের ইসলামী চরিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ প্রয়োজন। এ জাতীয় পরিবেশে একে অন্যকে কষ্টদায়ক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য চেষ্টা করবে ও কাঙ্খিত কাজে পরস্পরকে সহায়ক করবে। *ইবাদাহ* ও *মুয়ামালাত*-এ এ জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে ও *ইবাদাহ*'র দিকে উৎসাহ দান করবে। ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত করা থাকবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান দ্বীনের বিধি-বিধান পালন ও *জামাতে* নামায পড়বে। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে সাধারণ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক *মুয়ামালাতের* শিক্ষা দেবেন ও মানুষের সাথে আচার-আচরণে দৃষ্টান্তমূলক পরিবেশ কায়েম করবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে 'শিক্ষার্থী সরকার পদ্ধতি'র মাধ্যমে সম্ভাবনাময় শিক্ষকদেরকে *ইবাদাহ* ও *মুয়ামালাত*'র ব্যাপারে ব্যবহারিক মূল্যায়ন করা হবে ও চূড়ান্ত ফলাফল ফর্দে গ্রেড হিসাবে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশের সাথে সাথে সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি এইসব প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ, *উলামা*, ধর্ম বিষয়ের পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে *দাওয়াত* দিয়ে আনতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশের শিক্ষা বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।

প্রতিটি তত্ত্বগত বিষয়ের শিক্ষণে বিভিন্ন রকমের শিখন-শেখানো পদ্ধতির মধ্যে নিম্নবর্ণিত মান বন্টন করা যেতে পারে।[৭]

লেকচার	৫০%
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১২%
ব্যবহারিক/ভিন্ন ভিন্ন বিষয়	২৩%
টিউটোরিয়াল	৬%
লিখিত/ এসাইনমেন্ট	৯%

www.pathagar.com

এছাড়াও, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনগুলোতে ক্রীড়া, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক ও কারিকুলাম সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

ভর্তির শর্তাবলী

বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির শর্ত হলো প্রথমত শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্ভাবনাময় মুসলিম শিক্ষকদের বেলায় শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তির শর্তাবলীতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী আল্লাহর প্রতি ঈমান, মানুষের প্রতি দয়া, মমতা, ন্যায়বিচার ও নৈতিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেউ শিক্ষক হতে চাইলে তার মধ্যে এই গুণাবলী থাকা উচিত। শিক্ষক নির্বাচনের শর্তাবলী হবে- (১) তার অর্পিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) লিখিত পরীক্ষা (৩) সাক্ষাৎকার (৪) নৈতিক চরিত্র (৫) প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা।

উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়কে নিম্নবর্ণিতভাবে নাম্বার দেওয়া যেতে পারে। নাম্বারের গুরুত্ব নিম্নবর্ণিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে; (১) মুসলিম শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের ভর্তির শর্তাবলীর তুলনা (৩) বিশেষজ্ঞদের মতামত।

অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (শিক্ষার্থী যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছে সেখান থেকে এই যোগ্যতার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে)

লিখিত পরীক্ষা	৩০%
স্বাভাবিক প্রবণতা	৩০%
শিক্ষার বিষয়/বিষয়বস্তু	৫%
ভাষাজ্ঞান	১০%
আরবী ভাষা	৫%
আরবী	৫%
ইসলামী শিক্ষা	৫%
দেশের ইতিহাস	৫%

সাক্ষাৎকার

সাধারণ জ্ঞান/সাম্প্রতিক ঘটনাবলী	৩০%
ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান	৫%
নিজ দেশ ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান	৫%

www.pathagar.com

স্বাভাবিক প্রবণতা (Aptitude)	৫%
ভাষার দক্ষতা	৫%
বিষয়বস্তু/ভাষা জ্ঞান	৫%
নৈতিক চরিত্র (এটি তার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হবে)	১০%

পরিশিষ্ট *C*-তে বর্ণিত তালিকাটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পাঠিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে জানানোর অনুরোধ করতে হবে।

ইবাদাত	৫%
মুয়ামালাত	৫%
শারীরিক যোগ্যতা	(প্রয়োজন অনুযায়ী)
নাজিবা কুরআন	(প্রয়োজন অনুযায়ী)

উলেখ্য, সুস্থ শরীর ও শারীরিক যোগ্যতা এবং কুরআন তেলাওয়াত জানাকে ভর্তির আবশ্যকীয় যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

মেধা ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে তবে কোন অবস্থাতেই ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় মোট নম্বরের ৫০ এর কম পেলে ভর্তি হতে পারবে না। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটশনে মোট আসনের শতকরা ২টি আসন অন্য মুসলিম দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে।

কারিকুলাম

শিক্ষক প্রশিক্ষণে কারিকুলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কারিকুলামের প্রকৃতি সম্পর্কে এবং ইসলামী সমাজ সম্পর্কে নিচে প্রদত্ত নির্দেশনাবলীকে এই মডেলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে :

> সাধারণ নির্দেশমালা সম্পর্কে বলতে গেলে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের কারিকুলাম হবে সরাসরিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। এই উদ্দেশ্যগুলো মৌলিক লক্ষ্যের আলোকে অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্যগুলো আবার শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

> শিক্ষক পেশার ভূমিকা ও মর্যাদা, কারিকুলামকে শিক্ষক তৈরির জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই কার্যক্রমে নিবেদিত প্রাণ ও দায়িত্বশীল শিক্ষকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কারিকুলামে শিক্ষকদেরকে তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর অংশ হিসাবে তাদের ভাল মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষকদের দক্ষতার অংশ হিসাবে কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণে শিক্ষকদের যোগ্যতা, উদ্যোগ গ্রহণ ও বোঝাপড়া করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে কারিকুলাম তৈরি করা হবে, ইসলামী কাঠামোর মধ্যে থেকে আধুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের সবচেয়ে ভালটিই ব্যবহার করতে হবে।

প্রত্যেক মুসলিমেরই আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। শিক্ষকের আত্মিক (রূহ) উন্নয়ন জরুরী, সাধারণ মানের মানুষের চেয়ে তাকে আরো উঁচু মানের হতে হবে যাতে আমাদের শিশুদের হৃদয়-মনের খোরাক জোগাতে পারে। শিক্ষক শুধু স্কুল সময়ের মধ্যেই তার দায়িত্ব পালন করবে না। তার দায়িত্ব হবে সার্বক্ষণিক; শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক শিখার পথটিকে সহজ করে দেবেন। সম্ভাব্য শিক্ষকদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যত্ন নেওয়ার বিষয়টিও শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কারিকুলাম ও ইনষ্টিটিউশনগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক হবে ইসলাম ভিত্তিক। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো শিক্ষা পেশায় শিক্ষকগণ ইসলামের প্রেক্ষাপট থেকে তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো শিক্ষা দেবেন। শিক্ষার বিষয়বস্তু নয় বরং শিক্ষার পদ্ধতিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ যা শিশুদের দৃষ্টি পরিবর্তন করে দিতে পারে ও ভালভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে। যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তার পদ্ধতিটিকে বিবেচনায় আনতে হবে, শিক্ষণের বেলায় এই বিষয়টিকে খুঁজে বের করতে হবে ও পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।[৮]

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের পদক্ষেপ হাতে নিতে হবে যাতে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে না হয়। শিক্ষকদের প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ ইসলামী মূল্যবোধে উদ্দীপিত হয় এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে যাতে ইসলামী মূল্যবোধের কাঠামোকে কাজে লাগাতে পারে।

www.pathagar.com

শিক্ষণের এই পদ্ধতি যাতে ধর্মান্ধ না হয়ে পড়ে আবার যেন এটি এত বেশি খোলামেলাও না হয়ে পড়ে যাতে শিক্ষার্থীগণ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে।[৯]

কারিকুলাম যাতে মুসলিম শিক্ষককে শিক্ষণ কার্যক্রমে যুগের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করে তুলতে পারে, বিশেষ করে কম্পিউটার ব্যবহার ও গবেষণায় যাতে তারা দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার প্রতি নজর দিতে হবে।

শিক্ষক তৈরির বিভিন্ন কোর্সের অনুপাত এমন হবে যাতে একজন মডেল শিক্ষক তৈরি হতে পারে।[১০] শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর্যুক্ত মূলনীতি ও লক্ষ্যের সাথে তিন ধরনের শিক্ষকের জন্য নিম্নবর্ণিত কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ের কার্যক্রম

উম্মাহর উন্নতি ও বৈশ্বিক তুলনার প্রেক্ষাপটে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক তৈরি করতে হবে।[১১] নিম্নবর্ণিত চারটি দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে। সে লক্ষ্যে উলেখিত ক্ষেত্রগুলোর বিপরীতে শতকরা হিসাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে :

সারণী-১৯

এ মডেলে শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের গুরত্বের শতকরা হার তুলে ধরা হলো -

ক্ষেত্রগুলোর নাম	শতকরা হিসাবে প্রদত্ত গুরুত্ব
তাত্ত্বিক/পঠিত বিষয়	৭৫
মুসলিম হিসাবে বাস্তব প্রশিক্ষণ	৮
শিক্ষণে ব্যবহারিক দক্ষতা	১১
কার্যক্রম/কিমিউনিটি উন্নয়ন/ ধর্ম প্রচার (তাবলীগ দ্বীন)	৬

শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক জরীপে দেখা যায় পুথিগত বিদ্যা/তাত্ত্বিক পাঠ-পেশাগত কোর্সের ৪৫-৫০% আর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাত্ত্বিক পাঠ ৫০-৫৫% জায়গা দখল করে আছে। মিডল ও সেকেণ্ডারী লেভেলের কোর্সে পেশাগত শিক্ষার পরিমাণ ৫২-৬০% আর তাত্ত্বিক পাঠ ৪০-৪৫%।[১২] তাত্ত্বিক পাঠের মধ্যে ৮-১৫% ভাষা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। আদর্শভিত্তিক

www.pathagar.com

দেশগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সব লেভেলে তাত্ত্বিক পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ১৫-২০% আদর্শিক কোর্স।[১৩]

সারণী-২০

	প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক প্রশিক্ষণ		মিডল লেভেল শিক্ষক প্রশিক্ষণ		সেকেণ্ডারী লেভেল শিক্ষক প্রশিক্ষণ	
	কোর্সের সংখ্যা	% বয়স	কোর্সের সংখ্যা	% বয়স	কোর্সের সংখ্যা	% বয়স
পেশাগত কোর্স	২২	৪৫%	২৮	৫৮%	২৯	৬৩%
প্রশিক্ষণ বিষয়ক কোর্স	২৬	৪৪%	২০	৪২%	১৯	৪০%
শিক্ষণের বিষয় কোর্সসমূহ	১১	২৩%	৬	১২.৫%	৭	১৪.৬%
আদর্শিক কোর্স	৭	১৪.৫%	৮	১৭%	৭	১৪.৬%
ভাষা কোর্স	৮	১৬.৫%	৬	১২.৫%	৫	১০.৮%

পঠিতব্য কোর্সসমূহ

উপর্যুক্ত বন্টন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠদানের বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য
মোট কোর্স : ৪৯ নম্বর ৪৮০০

পেশাগত কোর্সসমূহ :

কোর্স সংখ্যা : ২৩ নম্বর ২২০০

১০১	পি এস	শিশু উন্নয়ন ও শেখন	১০০
১০২	"	শিক্ষার ইসলামিক দর্শন	১০০
১০৩	"	অডিওভিজ্যুয়াল এইড্‌স	১০০
১০৪	"	শিশু সাহিত্য	১০০
১০৫	"	শিশু স্বাস্থ্য	১০০
১০৬	"	মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস	১০০
১০৭	"	প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার কৌশল	১০০
১০৮	"	আদর্শ মুসলিম শিক্ষক	৫০
১০৯	"	ইসলামী শিক্ষার কৌশল	৫০
১১০	"	শিক্ষা মূল্যায়ন	১০০
১১১	"	শিশুদের সমস্যা ও তাদের তত্ত্বাবধান	১০০

www.pathagar.com

১১২	”	শিক্ষার ইসলামিক পদ্ধতি	১০০
১১৩	”	প্রাইমারী স্কুল কারিকুলাম	১০০
১১৪	”	শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার (তত্ত্ব ও ব্যবহারিক)	১০০
১১৫	”	প্রাইমারী স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
১১৬	”	প্রাইমারী শিক্ষার উন্নয়ন	১০০
১১৭	”	স্কুলে শিক্ষার পর্যবেক্ষণ	১০০
১১৮-১২৩	”	ইন্টার্নশীপ	৬০০
		মোট নম্বর =	২২০০

কন্টেন্ট কোর্সসমূহ :

কোর্স সংখ্যা : ২৬ নম্বর ২৬০০

শিখন বিষয়ক কোর্সসমূহ :

কোর্স সংখ্যা = ১১ নম্বর ১১০০

২০১	পি এস	অংক শাস্ত্র-১	১০০
২০২	”	অংক শাস্ত্র-২	১০০
২০৩	”	শিল্পকলা	১০০
২০৪	”	ক্যালিগ্রাফি-১	১০০
২০৫	”	ক্যালিগ্রাফি-২	১০০
২০৬	”	সাধারণ বিজ্ঞান-১	১০০
২০৭	”	সাধারণ বিজ্ঞান-২	১০০
২০৮	”	ইসলামের ইতিহাস	১০০
২০৯	”	সামাজিক শিক্ষা	১০০
২১০	”	ভূগোল	১০০
২১১	”	ইসলামী শিক্ষা	১০০
		মোট =	১১০০

www.pathagar.com

আদর্শিক কোর্সসমূহ :

কোর্স সংখ্যা	=	৭	নম্বর ৭০০
৩০১	পি এস	জীবন দর্শন : শিক্ষণ ও অনুশীলন	১০০
৩০২	"	*দেশ পাঠ*	১০০
৩০৩	"	*তাওহীদ ও রিসালাত*	১০০
৩০৪	"	ইসলামী নীতিশাস্ত্র	১০০
৩০৫	"	ইসলামী সমাজ	১০০
৩০৬	"	কুরআন	১০০
৩০৭	"	*হাদীস*	১০০
		মোট =	৭০০

ভাষা বিষয়ক কোর্সসমূহ

কোর্স সংখ্যা	=	৮	নম্বর ৮০০
৪০১	পি এস	জাতীয় ভাষা-১	১০০
৪০২	"	আরবী ভাষা-১/বিদেশী ভাষা এ-১ (যাদের জাতীয় ভাষা আরবী তাদের জন্য কোন মুসলিম দেশের ভাষা)	১০০
৪০৩	"	জাতীয় ভাষা-২	১০০
৪০৪	"	আরবী ভাষা-২/বিদেশী ভাষা এ-২	১০০
৪০৫	"	জাতীয় ভাষা-৩	১০০
৪০৬	"	আরবী ভাষা-৩/বিদেশী ভাষা এ-৩	১০০
৪০৭	"	বিদেশী ভাষা বি	১০০
৪০৮	"	ব্যবহারিক (ইংরেজী)	১০০
		মোট =	৮০০

www.pathagar.com

মিডল স্কুল শিক্ষকদের জন্য
মোট কোর্স সংখ্যা : ৪৯ নম্বর ৪৯০০

পেশাগত কোর্সসমূহ

কোর্স সংখ্যা		= ২৮	নম্বর ২৮০০
৬০১	এম এস	শিক্ষা ও শিক্ষণের ইসলামিক দর্শন	১০০
৬০২	"	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০
৬০৩	"	মিডল স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
৬০৪	"	শিশু স্বাস্থ্য	১০০
৬০৫	"	মিডল স্কুল কারিকুলাম	১০০
৬০৬	"	ক্লাশ কক্ষ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ (সহযোগী স্কুল ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনের যৌথ উদ্যোগে)	১০০
৬০৭	"	ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি	১০০
৬০৮	"	বিষয়বস্তু শিক্ষার পদ্ধতি (নির্বাচনী-এ)	১০০
৬০৯	"	বিষয়বস্তু শিক্ষার পদ্ধতি (নির্বাচনী-বি)	১০০
৬১০	"	শিক্ষাদানের উপকরণের ব্যবহার ও উৎপাদন	১০০
৬১১	"	শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন	১০০
৬১২	"	শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান	১০০
৬১৩	"	শিক্ষা পরিসংখ্যান	১০০
৬১৪	"	মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস	১০০
৬১৫	"	শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শদান	১০০
৬১৬	"	শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার (তত্ত্ব ও অনুশীলন)	১০০
৬১৭	"	শিক্ষা গবেষণা	১০০
৬১৮	"	শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়	১০০
৬১৯	"	থিসিস/গবেষণা প্রকল্প	১০০
৬২০-২৫	"	ইন্টার্নশীপ/অনুশীলন পাঠদান	১০০
		পেশাগত বিশেষায়ন নির্বাচনী (৩ কোর্স	৩০০
		মোট =	২৮০০

www.pathagar.com

কন্টেন্ট কোর্সসমূহ
কোর্স সংখ্যা = ২১ নম্বর ২০০০

শিক্ষণ বিষয়ক কোর্স
কোর্স সংখ্যা = ৬ নম্বর ৬০০

৭০১	এম এস	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০২	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-২	১০০
৭০৩	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-৩	১০০
৭০৪	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-১	১০০
৭০৫	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-২	১০০
৭০৬	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-৩	১০০
		মোট =	৬০০

আদর্শিক কোর্সসমূহ
কোর্স সংখ্যা = ৯ নম্বর ৮০০

৮০১	এম এস	ইসলামী জীবন ব্যবস্থা-শিক্ষণ ও অনুশীলন	১০০
৮০২	"	দেশের ইতিহাস	১০০
৮০৩	"	*তাওহিদ* ও *রিসালাত*	১০০
৮০৪	"	কুরআন	১০০
৮০৫	"	বড় বড় মুসলিম শিক্ষকবৃন্দ	৫০
৮০৬	"	ইসলামের জ্ঞানতত্ত্ব	৫০
৮০৭	"	অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত মুসলিম বিশ্ব	১০০
৮০৮	"	ইসলামের সামাজিক বিধান	১০০
৮০৯	"	*হাদিস*	১০০
		মোট =	৮০০

ভাষাভিত্তিক কোর্সসমূহ
কোর্স সংখ্যা = ৬ নম্বর ৬০০

৯০১	এম এস	ইংরেজী -১	১০০
৯০২	"	ইংরেজী -২	১০০
৯০৩	"	আরবি-১/বিদেশী ভাষা এ-১	১০০
৯০৪	"	আরবি-২/বিদেশী ভাষা এ-২	১০০

www.pathagar.com

৯০৫	”	বিদেশী ভাষা বি	১০০
৯০৬	”	জাতীয় ভাষা	১০০
		মোট =	৬০০

সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকদের জন্য

মোট কোর্স সংখ্যা = ৪৯ নম্বর ৪৮০০

পেশাগত কোর্স

কোর্সের সংখ্যা = ২৯ নম্বর ২৯০০

৬০১	এস এস	শিক্ষার ইসলামী দর্শন	১০০
৬০২	”	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও কিশোর মনোবিজ্ঞান	১০০
৬০৩	”	সেকেণ্ডারী স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
৬০৪	”	তুলনামূলক শিক্ষা	১০০
৬০৫	”	সেকেণ্ডারী শিক্ষা কারিকুলাম	১০০
৬০৬	”	ক্লাশকক্ষ শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ (সহযোগী স্কুল ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের যৌথ তত্ত্বাবধান)	১০০
৬০৭	”	শিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি	১০০
৬০৮	”	বিষয়বস্তু শিক্ষণের পদ্ধতি (ইলেকটিভ-১)	১০০
৬০৯	”	মুসলিম শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত	১০০
৬১০	”	শিক্ষা উপকরণের উৎপাদন ও ব্যবহার	১০০
৬১১	”	শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন	১০০
৬১২	”	শিক্ষার সমাজতত্ত্ব	১০০
৬১৩	”	শিক্ষা পরিসংখ্যান	১০০
৬১৪	”	মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস	১০০
৬১৫	”	শিক্ষণ তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ দান	১০০
৬১৬	”	শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার (তত্ত্ব ও অনুশীলন)	১০০
৬১৭	”	শিক্ষা গবেষণা	১০০
৬১৮	”	শিক্ষার সাথে সংশিষ্ট বিষয়	১০০
৬১৯	”	থিসিস/গবেষণা প্রকল্প	১০০
৬২০-২৫	”	ইন্টার্নশীপ/অনুশীলন পাঠদান	১০০
		মোট =	২৯০০

www.pathagar.com

কন্টেন্ট কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ২০ নম্বর ১৯০০

শিক্ষণ বিষয়সমূহের কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৭ নম্বর ৭০০

৭০১	এস এস	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০২	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-২	১০০
৭০৩	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০৪	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-৪	১০০
৭০৫	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-৫	১০০
৭০৬	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-১	১০০
৭০৭	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-২	১০০
		মোট =	৭০০

আদর্শিক বিষয়ের কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৮ নম্বর ৭০০

৮০১	এস এস	ইসলামের জীবন বিধান	১০০
৮০২	"	শিক্ষণ ও অনুশীলন	১০০
৮০৩	"	দেশ পরিচিতি	১০০
৮০৪	"	কুরআন	১০০
৮০৫	"	ইসলামী নীতিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা	৫০
৮০৬	"	ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব	৫০
৮০৭	"	মুসলিম বিশ্ব- অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত	১০০
৮০৮	"	ইসলামী সামাজিক বিধান	১০০
		মোট =	৮০০

ভাষা কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৫ নম্বর ৫০০

৯০১	এস এস	ইংরেজী-১	১০০
৯০২	"	ইংরেজী-২	১০০
৯০৩	"	আরবী-১/বিদেশী ভাষা এ-১	১০০
৯০৪	"	বিদেশী ভাষা বি-১	১০০
৯০৫	"	বিদেশী ভাষা বি-২	১০০
		মোট =	৫০০

www.pathagar.com

বিশেষায়ন : সতেরটির মত পেশাগত বিশেষায়নের ক্ষেত্র এই মডেলে বিধৃত হয়েছে। প্রতিটি বিশেষায়নের ক্ষেত্রে আবার কতগুলো কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বিশেষায়নের বিষয়গুলো অনুমোদন করা হবে :

১ দেশের/ইনষ্টিটিউশনের মানুষ ও বস্তুগত সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিশেষায়ন ও কোর্সসমূহ চালু করা হবে।

২ প্রতিটি বিশেষায়নের জন্য এক দুটি কোর্স দেওয়া হবে।

৩ প্রতিটি বিশেষায়নের জন্য এক বা দুটি কোর্সকে আবশ্যকীয় করা হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শিক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে এটির মান হবে ১৮১০।

৪ প্রতিটি বিশেষায়নের বেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন কোর্স যোগ করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনে এর অবদান থাকতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা (এ ই)

১১০১	এ ই	উম্মাহর জন্য বয়স্ক শিক্ষা
১১০২	"	উন্নয়নের জন্য সামাজিক শিক্ষা
১১০৩	"	বয়স্ক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
১১০৪	"	বয়স্ক শিক্ষার অনুসন্ধান পদ্ধতি
১১০৫	"	বয়স্ক পরামর্শ
১১০৬	"	পিতৃ মাতৃ শিক্ষা
১১০৭	"	দূরশিক্ষণ
১১০৮	"	বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস
১১০৯	"	বয়স্ক শিক্ষার মিডিয়া ও পদ্ধতি
১১১০	"	বয়স্ক শিক্ষার কারিকুলাম
১১১১	"	বয়স্ক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১১১২	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যক্তিগত প্রকল্প/বয়স্ক শিক্ষায় ব্যক্তিগত অধ্যয়ন

www.pathagar.com

কারিকুলাম উন্নয়ন (সি ডি)

১২০১	সি ডি	কারিকুলামের ধরন
১২০২	”	কারিকুলাম ইস্যু ও সমস্যা
১২০৩	”	কারিকুলাম উন্নয়নের ব্যবহার/পরিবর্তন
১২০৪	”	কারিকুলাম মূল্যায়ন
১২০৫	”	কারিকুলাম কনসালটেন্সী
১২০৬	”	কারিকুলামের তুলনামূলক অধ্যয়ন
১২০৭	”	কারিকুলামের ভিত্তি
১২০৮	”	কারিকুলাম গঠনের মৌলিক বিষয়
১২০৯	”	কারিকুলাম উপকরণ
১২১০	”	কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার
১২১১		সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক ক্লাশ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/কারিকুলামে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

কম্পিউটার শিক্ষা (সি ই)

১৩০১	সি ই	উপাদান বিশেষণের মৌলিক বিষয়
১৩০২	”	শিক্ষার জন্য পারস্পরিক পদ্ধতির ভাব বিনিময়ের জন্য গবেষণা সেমিনার
১৩০৩	”	শিক্ষা গবেষণার উপাত্ত বিন্যস্ত করা
১৩০৪	”	কম্পিউটার সহায়ক প্রশিক্ষণ (CAI)
১৩০৫	”	প্রশিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩০৬	”	শিক্ষায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং
১৩০৭	”	শিক্ষকদের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান
১৩০৮	”	তথ্য প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার
১৩০৯	”	সাইবার নেট ও শিক্ষণ
১৩১০	”	শিক্ষণে কম্পিউটার এনিমেশন
১৩১১	”	পরিসংখ্যানগত ব্যবহারের সাথে ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব
১৩১২	”	শিক্ষণ প্রশাসনের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৩	”	কারিকুলাম প্রণয়নে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৪	”	শিক্ষণ নির্দেশনা ও পরামর্শের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার
১৩১৫	”	কুরআন *হাদীস* ও *ফিকহ্*'র ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার
১৩১৬	”	বয়স্ক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৭	”	শিক্ষণ মূল্যায়ন ও পরিমাপে কম্পিউটার ব্যবহার

www.pathagar.com

১৩১৮ ” শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৯ ” শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের ব্যবহার
১৩২০ ” শিক্ষা প্রযুক্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২১ ” উচ্চ শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২২ ” শিক্ষার ভিত্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৩ ” স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৪ ” ভাষা শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৫ ” বিজ্ঞান শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৬ ” বিশেষ শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৭ ” শিক্ষক শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৮ ” সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক ক্লাশ/একক প্রকল্প/একক অধ্যয়নে কম্পিউটার ব্যবহার

শিক্ষা প্রশাসন (ই এ)

১৪০১ ই এ সাংগঠনিক আচরণে ডিনামিক্স
১৪০২ ” প্রশাসনিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব
১৪০৩ ” প্রশাসনিক সমস্যা ও ইস্যু
১৪০৪ ” স্কুল তত্ত্বাবধান
১৪০৫ ” স্কুলের অর্থায়ন
১৪০৬ ” কর্মচারী ব্যবস্থাপনা
১৪০৭ ” তুলনামূলক শিক্ষা প্রশাসন
১৪০৮ ” প্রশাসনিক পদ্ধতি
১৪০৯ ” শিক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১৪১০ ” শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা মডেল
১৪১১ ” স্কুল ব্যবস্থাপনা
১৪১২ ” শিক্ষা আইন
১৪১৩ ” শিক্ষা উন্নয়ন
১৪১৪ ” স্কুল ও সমাজ
১৪১৫ ” স্কুল সুবিধা
১৪১৬ ” শিক্ষা প্রশাসনে কম্পিউটার ব্যবহার
১৪১৭ ” সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক শিক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা প্রশাসনে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

www.pathagar.com

শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন (ই এম ই)

১৫০১	ই এম ই	পরীক্ষা পরিগঠন
১৫০২	"	শিক্ষায় সংখ্যামূলক মূল্যায়ন
১৫০৩	"	কর্মচারী পরিচালনায় শিক্ষা ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
১৫০৪	"	আচরণ : তত্ত্ব, পরিমাপ ও গবেষণা
১৫০৫	"	স্কেলিং এর উপকরণ
১৫০৬	"	ব্যক্তিত্ব পরিমাপ
১৫০৭	"	পরিসংখ্যান ব্যবহারের সাথে ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব ব্যবহার
১৫০৮	"	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মূল্যায়ন
১৫০৯	"	শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার
১৫১০	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/স্বতন্ত্র শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (ই পি)

১৬০১	ই পি	ব্যক্তিত্বের অধ্যয়ন
১৬০২	"	শিশু কিশোর উন্নয়ন
১৬০৩	"	আচরণ সংশোধন কৌশল
১৬০৪	"	একক ও দলীয় মনোচিকিৎসা
১৬০৫	"	শিক্ষা পরিবর্তন ও ইস্যুর মনোস্তত্ত্ব
১৬০৬	"	সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র
১৬০৭	"	কাউন্সিলিং এর মনোস্তাত্ত্বিক দিক
১৬০৮	"	বুদ্ধিদীপ্ত ও শেখানোর অনুকরণীয় মডেল
১৬০৯	"	স্কুল ও সামাজিক মনোস্তত্ত্বে প্রাগ্রসর ইন্টার্নশীপ
১৬১০	"	শিক্ষণ কৌশলের বিশেষণ
১৬১১	"	বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার উন্নয়ন
১৬১২	"	সামাজিক নীতিশাস্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিধি
১৬১৩	"	মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুশীলনে নীতিগত বিষয়
১৬১৪	"	মনোস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন
১৬১৫	"	কিশোর অবচ্যুতি ও স্কুল
১৬১৬	"	শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কম্পিউটার ব্যবহার
১৬১৭	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

www.pathagar.com

শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা (ই পি এম)

১৭০১	ই পি এম	শিক্ষা পরিকল্পনা
১৭০২	"	পদ্ধতি কৌশল ও শিক্ষা পরিচালনায় তার ব্যবহার
১৭০৩	"	শিক্ষা সিদ্ধান্ত প্রণয়ন (১৪০৯ ই এ এর ন্যায়)
১৭০৪	"	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা মডেল
১৭০৫	"	উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিতর্কিত বিষয়
১৭০৬	"	শিক্ষা পরিকল্পনার জনশক্তির বিষয়
১৭০৭	"	শিক্ষা পরিকল্পনা ও মডেল তৈরিকরণ
১৭০৮	"	নীতি গবেষণার পদ্ধতি
১৭০৯	"	শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৭১০	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক শিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শিক্ষা গবেষণা (ই আর)

১৮০১	ই আর	প্রাথমিক পরিসংখ্যান ও শিক্ষার উপাত্ত বিন্যাসকরণ
১৮০২	"	উচ্চতর পরিসংখ্যান ও শিক্ষা গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৮০৩	"	উপাদান বিশেষণের মৌলিক বিষয়
১৮০৪	"	শিক্ষার মিথস্ক্রিয় পদ্ধতিতে গবেষণা সেমিনার
১৮০৫	"	শিক্ষা গবেষণা উপাত্তের বিন্যাসকরণ
১৮০৬	"	পরিসংখ্যান ব্যবহারের সাথে ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব
১৮০৭	"	নীতি গবেষণার পদ্ধতি
১৮০৮	"	যোগাযোগ দর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিতে গবেষণা সেমিনার
১৮০৯	"	কারিকুলাম গবেষণায় পদ্ধতির জরিপ
১৮১০	"	শিক্ষা গবেষণার উন্নত পদ্ধতি
১৮১১	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক শিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা গবেষণায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শিক্ষা প্রযুক্তি (ই টি)

১৯০১	ই টি	প্রশিক্ষণ উপকরণ উৎপাদন
১৯০২	"	শিক্ষা মিডিয়া
১৯০৩	"	কর্মসূচী/একক প্রশিক্ষণ
১৯০৪	"	শিখন ও শেখান অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতি

www.pathagar.com

১৯০৫	”	যোগাযোগ দর্শন ও শিক্ষামূলক প্রযুক্তিতে গবেষণা সেমিনার
১৯০৬	”	শিক্ষা টেলিভিশন
১৯০৭	”	বয়স্কদের মিডিয়া
১৯০৮	”	কারিকুলাম উপকরণ প্রস্তুত ও ডিজাইন
১৯০৯	”	শিক্ষা প্রযুক্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
১৯১০	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা প্রযুক্তির স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শিক্ষার ইতিহাস (এফ ই এইচ)

২১০১	এফ ই এইচ	শিক্ষায় ইতিহাস তত্ত্ব ও সামাজিক অনুসন্ধান
২১০২	”	প্রাচীনকাল ও মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাস
২১০৩	”	ইউরোপীয় শিক্ষার ইতিহাস
২১০৪	”	উপনিবেশ সংস্কৃতিতে শিক্ষার ইতিহাস
২১০৫	”	বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস
২১০৬	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষার ইতিহাসের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শিক্ষার দর্শন (এফ ই পি)

২১২১	এফ ই পি	জীবন ও শিক্ষার দর্শন
২১২২	”	লিখিত পরীক্ষার মূল্যায়ন এবং শিক্ষায় ব্যবহৃত আদর্শের সমালোচক
২১২৩	”	জ্ঞান, মনন ও মানবজাতি
২১২৪	”	শিক্ষায় স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব
২১২৫	”	স্কুল ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের দার্শনিক দিক
২১২৬	”	শিক্ষায় নীতিশাস্ত্র বিষয়
২১২৭	”	শিক্ষায় মূল্যবোধ
২১২৮	”	আদর্শ, জনমত ও শিক্ষায় নীতি নির্ধারণ
২১২৯	”	ইসলাম ও শিক্ষা
২১৩০	”	শিশু ও বিচার বুদ্ধি : শিশুর সংস্কৃতি ও শিক্ষায় দার্শনিক সমস্যা
২১৩১	”	তত্ত্ব ও অনুশীলন : শিক্ষায় বাস্তব অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা
২১৩২	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ শিক্ষা দর্শনের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

www.pathagar.com

শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান (এফ ই এস)

২১৫১	এফ ই এস	শিক্ষায় উন্নত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব
২১৫২	”	স্কুল ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক স্তর বিন্যাস
২১৫৩	”	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক
২১৫৪	”	শিক্ষায় ফলিত সমাজবিজ্ঞান
২১৫৫	”	ভবিষ্যত সমাজ ও শিক্ষা
২১৫৬	”	শ্রেণীকক্ষ সংস্কৃতির সমাজবিজ্ঞান
২১৫৭	”	কিশোর বিচ্যুতি ও স্কুল
২১৫৮	”	জ্ঞানের সামাজিক সংগঠন
২১৫৯	”	সমাজবিজ্ঞান ও মুসলিম শিক্ষক
২১৬০	”	উম্মাহয় স্কুলের সংস্কৃতি
২১৬১	”	শিক্ষা ও নারীর সমাজবিজ্ঞান ও লিঙ্গ সম্পর্ক
২১৬২	”	শিক্ষায় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি
২১৬৩	”	সমাজ নীতিশাস্ত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
২১৬৪	”	তুলনামূলক সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা
২১৬৫	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ শিক্ষা সমাজতত্ত্বের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং (জি সি)

২২০১	জি সি	উন্নত কাউন্সিলিং তত্ত্ব ও পদ্ধতি
২২০২	”	একক বিশেষণ
২২০৩	”	পেশাগত তত্ত্বাবধান
২২০৪	”	শিক্ষা ও পেশাগত তথ্য
২২০৫	”	শিক্ষা মূল্যায়ন
২২০৬	”	কাউন্সিলিং কৌশল
২২০৭	”	দল পদ্ধতি
২২০৮	”	প্রতিকারমূলক শিক্ষণ
২২০৯	”	কাউন্সিলিং এর মনোস্তাত্ত্বিক দিক
২২১০	”	তত্ত্বাবধানকারী কর্মীদের শিক্ষা ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
২২১১	”	বয়স্ক শিক্ষা
২২১২	”	পরিচালন কার্যক্রমের সংগঠন ও প্রশাসন
২২১৩	”	শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সেবা

www.pathagar.com

২২১৪	”	শিক্ষা পরিচালন ও কাউন্সিলিংয়ে কম্পিউটার ব্যবহার
২২১৫	”	তত্ত্বাবধানকৃত ইন্টার্নশীপ/কর্মশালা/ব্যবহার প্রশিক্ষণ/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা পরিচালনা ও কাউন্সিলিংয়ে স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

উচ্চতর শিক্ষা (এইচ ই)

২৩০১	এইচ ই	উম্মাহর মধ্যে উচ্চতর শিক্ষার উন্নয়ন
২৩০২	”	উচ্চতর শিক্ষার পদ্ধতি
২৩০৩	”	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন
২৩০৪	”	উচ্চতর শিক্ষায় ঝোঁক ও উদ্ভাবন
২৩০৫	”	উচ্চতর শিক্ষায় কারিকুলাম, শিক্ষণ ও গবেষণা
২৩০৬	”	উচ্চতর শিক্ষার ইস্যু ও সমস্যা
২৩০৭	”	উচ্চতর শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৩০৮	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক পরীক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ উচ্চতর শিক্ষায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা (এইচ পি ই)

২৪০১	এইচ পি ই	শারীরিক শিক্ষার ভিত্তি
২৪০২	”	খেলার বিধি ও কৌশল
২৪০৩	”	এনাটমি
২৪০৪	”	কাইনিসিওলজি
২৪০৫	”	অলিম্পিক ও বিনোদনমূলক খেলা
২৪০৬	”	এইচ পি হতে বিনোদনমূলক কার্যক্রম
২৪০৭	”	শারীরিক শিক্ষায় তত্ত্বাবধানকৃত ইন্টার্নশীপ
২৪০৮	”	স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৪০৯	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক পরীক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

ভাষা শিক্ষা (এল ই)

২৬০১	এল ই	দ্বিভাষা শিক্ষা ও দ্বিভাষা ব্যবহার
২৬০২	”	দ্বিতীয় ভাষা শিখন
২৬০৩	”	বর্ণনামূলক ও শিক্ষণীয় ভাষা
২৬০৪	”	তত্ত্ব, পদ্ধতি, সংগঠন ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ
২৬০৫	”	ভাষা অধ্যয়ন

www.pathagar.com

২৬০৬	”	স্কুলে পড়ালেখা
২৬০৭	”	ফলিত ভাষা বিজ্ঞানে গবেষণা সেমিনার
২৬০৮	”	ভাষা শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৬০৯	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক শিক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ ভাষা শিক্ষায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

বিজ্ঞান শিক্ষা (এস সি ই)

২৭০১	এস সি ই	ইসলাম ও বিজ্ঞান
২৭০২	”	মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাস
২৭০৩	”	স্কুল কারিকুলামে বিজ্ঞান
২৭০৪	”	বিজ্ঞান শিক্ষায় গবেষণা
২৭০৫	”	ল্যাবরেটরী কৌশল
২৭০৬	”	বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিক্ষা
২৭০৭	”	অনুসন্ধান উপকরণ উন্নয়ন
২৭০৮	”	বিজ্ঞান শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৭০৯	”	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক পরীক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ বিজ্ঞান শিক্ষায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

বিশেষ শিক্ষা (এস পি ই)

২৮০১	এস পি ই	ব্যতিক্রমী শিশুদের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা
২৮০২	”	মানসিক প্রতিবন্ধীদের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা
২৮০৩	”	বৈকল্য
২৮০৪	”	অডিওলজি
২৮০৫	”	ভাষা প্যাথলজি
২৮০৬	”	পারস্পরিক ভাব বিনিময় বৈকল্য
২৮০৭	”	কথা ও ভাষাগত বৈকল্যের ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন
২৮০৮	”	মেধাবী শিশুদের শিক্ষা
২৮০৯	”	প্রতিকারমূলক শিক্ষা
২৮১০	”	শিখন অক্ষমতা
২৮১১	”	মানসিক প্রতিবন্ধী ও ধীরগতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা
২৮১২	”	আবেগবশত ক্ষতিগ্রস্থ ও তাদের শিক্ষা
২৮১৩	”	প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

www.pathagar.com

২৮১৪	"	শিক্ষার সাথে সংশিষ্ট আচরণিক বৈকল্য
২৮১৫	"	বিশেষ শিক্ষায় কম্পিউার ব্যবহার
২৮১৬	"	তত্ত্বাবধানকৃত ইন্টার্নশীপ/সেমিনার/ব্যবহারিক শিক্ষা/ স্বতন্ত্র প্রকল্প/বিশেষ শিক্ষার স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষা (টি ই)

২৯০১	টি ই	ইসলামের আলোকে শিক্ষক শিক্ষা
২৯০২	"	দেশে শিক্ষক শিক্ষার ইতিহাস
২৯০৩	"	তুলনামূলক শিক্ষক শিক্ষা
২৯০৪	"	শিক্ষক শিক্ষা ইস্যু
২৯০৫	"	শিক্ষক শিক্ষার তত্ত্ব ও মডেল
২৯০৬	"	শিক্ষক শিক্ষায় গবেষণা
২৯০৭	"	শিক্ষক কেন্দ্র ও এসোসিয়েশন
২৯০৮	"	শিক্ষক পেশা
২৯০৯	"	শিক্ষার্থী শিক্ষা
২৯১০	"	শিক্ষক শিক্ষার পদ্ধতি ও উপকরণ
২৯১১	"	শিক্ষক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৯১২	"	সেমিনার/কর্মশালা/ব্যবহারিক শিক্ষা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ শিক্ষক শিক্ষায় স্বতন্ত্র মূল্যায়ন

শর্তাবলী

নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে শিক্ষার এই কোর্সগুলোর কথা বলা হলো :

মিড্‌ল ও সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণকে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তির পূর্বেই অতীতের ১০/১২ বছরের শিক্ষা জীবনেই জাতীয় ও স্থানীয় ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে। জাতীয় ভাষার উপর অবশ্যই পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য অবশ্যই শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে। এটি ধরেই নেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থীগণ তাদের ১০/১২ বছরের শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে ৮/৯ বৎসর জাতীয় ও স্থানীয় ভাষা শিখবে।

শিক্ষার্থীগণ ভাষা, বিষয়বস্তু ও আদর্শভিত্তিক কোর্স ৩ঃ১৫ঃ৫ আনুপাতিক হারে তাদের ৯-১০ বৎসরের শিক্ষা জীবনে শিখবে বা সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ই মিডল ও সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকগণ শিখবে, তবে তাদের এই শিক্ষা ভবিষ্যতে ক্লাশে শিক্ষার্থীদেরকে যে ধরনের পাঠদান করবে তার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। দু'ধরনের শিক্ষকের জন্যই আদর্শভিত্তিক, ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক কোর্সের বিষয়বস্তু একই রকম হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তির পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই উচিত সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান। এই বিষয়গুলো প্রত্যেক নাগরিকেরই তার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন।।

প্রশিক্ষণে যে সব বিষয় পড়ানো হয় তা প্রত্যেক দেশেরই সকল প্রতিষ্ঠানের জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের উপর ভিত্তি করে তা করা উচিত। মুসলিম দেশের সেকেণ্ডারী লেভেলে বর্তমানে যে সব দরকারী বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনের নিরিখে নতুন করে সাজিয়ে নিতে হবে। বিষয়বস্তুকে ১, ২, ৩, ৪ এভাবে বিভক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সাধারণ শিক্ষা প্রবাহে যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তার সাথে সমমানের হয়।

ইসলামী চেতনা শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। তুলনামূলক বিষয় ছাড়া ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোন কোর্স শিক্ষা দেওয়া যাবে না। প্রতিটি বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদেরকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে।

প্রস্তাবিত মডেল থেকে আদর্শভিত্তিক, ভাষা ভিত্তিক ও আবশ্যিক পেশাগত কোর্সকে সংক্ষিপ্ত করা যাবে না। প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হবে চার ঘন্টা করে।

যুব কার্যাবলী/সমাজ উন্নয়ন/প্রচার

প্রতি বৎসরই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উম্মাহর মধ্যে যে কারোর জন্য দু'সপ্তাহ মেয়াদি স্বেচ্ছাসেবা/কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সেবা/কর্মকাণ্ড হবে প্রতি বৎসর ১০০ নম্বরের জন্য।

যুব কার্যাবলী : বড় স্কাউট্স/গার্লস গাইড্স/সিভিল ডিফেন্স ইত্যাদি।
সামাজিক/মহলা সেবা : ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, হাসপাতাল সেবা, নির্দেশনা, সামাজিক সেবা/আদমশুমারী, অক্ষর অভিযান/বৃক্ষ রোপণ/নাগরিক শিক্ষা/বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রচার (তাবলীগ দ্বীন) : প্রকল্প আকারে এইসব কাজ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্রে তার প্রতিফলন থাকবে। এইভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীগণকে স্বেচ্ছা সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সহযোগী ও মডেল হিসাবে কাজ করবেন। এই কাজগুলো অক্টোবর মাসে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কারিকুলাম সহযোগী কার্যাবলী

কারিকুলাম সহযোগী কার্যাবলী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আচরণিক সংশোধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, *ক্বিরাত* প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সফর, গবেষণা সফর, ক্লাব, সামাজিক সংগঠন করার ন্যায় বিষয়গুলোর আয়োজন করা যেতে পারে। প্রত্যেক সম্ভাবনাময় শিক্ষকের জন্যই এটি অবশ্য পালনীয় হবে।

শিক্ষকদেরকে কোন একটি মেজর গেম ও একটি ইনডোর গেম বা জিমনাস্টিকস/এ্যাথলেটিক্স-এ বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন শিক্ষককে বার্ষিক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করতেই হবে।

একজন মুসলিম হিসেবে প্রশিক্ষণ

যে কোন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই হবে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে ভাল শিক্ষা দিতে শিক্ষা দেওয়া। তবে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের ভূমিকা হবে আলাদা ধরনের তিনি শুধু কোন এক বিষয়েরই শিক্ষা দেবেন না। সমভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের আচরণিক উন্নয়নের জন্যও কাজ করবেন। এই লক্ষ্য অর্জনে একজন ভাল মুসলিমের ন্যায় তিনি আচরণ করবেন। যেমন-পাণ্ডিত্য, উদ্যোগ গ্রহণ, *ইবাদত* করবেন, অন্যের অধিকার, সম্পত্তি ও অন্যের প্রতি বিনয়ভাব দেখাবেন।

ভাল শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে এগুলো হলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম এমন একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল তৈরি করতে হবে। এই জাতীয় মডেলের বাস্তবায়নে যৌক্তিক মাত্রায় শতকরা কিছু নম্বর শিক্ষার্থীর ইবাদত, ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য বন্টন করা যেতে পারে। সর্বমোট নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর *ইবাদত*, ৫০ নম্বর নৈতিক গুণাবলী ও মূল্যবোধের জন্য দেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক বৎসর *ইবাদত* ও নৈতিক গুণাবলীর জন্য ১০০ নম্বরের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। নৈতিক মান মূল্যায়নের জন্য উপযোগী কোন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রতিদিনের নম্বরের জন্য এক নম্বর আর জুমা'র নামাযের জন্য দু'নম্বর দেওয়া যেতে পারে। একইভাবে

www.pathagar.com

অন্য *ইবাদতের* জন্যও নম্বর দেওয়া যেতে পারে। বৎসর শেষে প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ১০০ এর হিসাবে প্রকাশ করতে হবে।

ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য প্রতি শিক্ষার্থী শিক্ষকের জন্য একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করা যেতে পারে। এই চেকলিষ্টে সম্ভাব্য শিক্ষকের পালনীয় সবগুলো গুণাবলীর কথাই উলেখ থাকবে। দৈনিক বা মাঝে মাঝে এই চেকলিষ্ট-এ বর্ণিত বিষয়গুলোর পরীক্ষা করতে হবে। এর জন্য গুণাবলীর বিপরীতে টিক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। বছর শেষে মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ১০০ নম্বরে প্রকাশ করতে হবে। এই চেকলিষ্ট থেকে জানা যাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত গুণগুলোর কতটুকু তার মধ্যে এসেছে। চেকলিষ্টের একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো :

গুণাবলী	তারিখ
সাধুতা ও সত্যবাদিতা	... ...
ন্যায় বিচার ও সৎ আচরণ	... ...
দায়িত্ববোধ	... ...
সময়নিষ্ঠা	... ...
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	... ...

শিক্ষণে ব্যবহারিক দক্ষতা

শিক্ষাদান একটি আর্ট। অন্য যে কোন আর্টের ন্যায় এই কাজের জন্য প্রচুর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। শিক্ষণ অনুশীলনের জন্য নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্ভাব্য শিক্ষণ অনুশীলনের মধ্যে একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এছাড়াও রয়েছে ইন্টার্নশীপ ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষণ পদ্ধতি।[১৪] শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের জরিপে দেখা যায় উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলোর যে কোনটি বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির শিক্ষণের মেয়াদ হয় সাধারণত এক মাস থেকে এক বৎসর।

পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইন্টার্নশীপ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সারা বিশ্বে এটি বৃহত্তর পরিসর দখল করে আছে। এই মডেলে ইন্টার্নশীপকে শিক্ষক শিক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ইন্টার্নশীপে শিক্ষার্থী শিক্ষককে নিয়মিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের চেয়ে কম হয়। এইরূপ দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষককে স্কুলে সাময়িক নিযুক্তি দেওয়া হয়। সন্তোষজনক সমাপন ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের জন্য ইন্টার্ন শিক্ষককে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়।[১৬]

www.pathagar.com

সম্ভাব্য শিক্ষককে পূর্ণকালীন শিক্ষকের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়মিত শিক্ষকের চেয়ে তাকে মাত্র ৭০-৮০% বেতন দেওয়া হয়। স্কুল ও প্রশিক্ষণদানকারী স্কুল উভয়ে মিলেই এই বেতনের ব্যবস্থা করে থাকে। ইন্টার্নশীপ গ্রহণকারী শিক্ষককে ইন্টার্ন বলা হয়। ইন্টার্নকে নিয়মিত শিক্ষকের অর্ধেকের মত দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইন্টার্নশীপের সময় ইন্টার্নীর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন, সহযোগী স্কুল শিক্ষক। সচরাচর নির্দিষ্ট বিষয়ের কোন সিনিয়র শিক্ষক এবং স্কুল প্রধান, স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকের মতই ইন্টার্নীকে চলতে হয়।

ইন্টার্নীকে স্কুল ইন্টার্নশীপের শেষে হয়ত চাকুরি দেওয়া হতে পারে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইন্টার্নশীপের মেয়াদ এক বৎসর। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মেয়াদ এইসব দেশে চার বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্যই এইভাবে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।[১৭] বিশ্বের অনেক ইনষ্টিটিউশন প্রশিক্ষণে ইন্টার্নশীপ পদ্ধতির উন্নতমানের ব্যবহারিক ফলাফলের জন্য তাদের শিক্ষণ অনুশীলন পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চাইছে। এই মডেলে কুড়ি সপ্তাহের ইন্টার্নশীপ কোর্সকে শিক্ষণ অনুশীলনের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইন্টার্নশীপের অন্য বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো -

১ প্রত্যেক ক্যাটাগরীর শিক্ষকের জন্য ইন্টার্নশীপের মেয়াদ হবে কুড়ি সপ্তাহ।

২ ইন্টার্নীগণের কাজ স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকের কাজের ৭৫% এর সমান।

৩ ইন্টার্নীগণ বেতন পাবেন নবনিযুক্ত নিয়মিত শিক্ষকের অর্ধেক।

৪ ইনষ্টিটিউশনের বাজেটে সেজন্য একটি উপযোগী বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ইন্টার্নীর কাজ মূল্যায়ন করবে তিন সদস্যের কমিটি -

১) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের একজন সুপারভাইজার।

২) স্কুলের অধ্যক্ষ এবং

৩) সহযোগী একজন শিক্ষক।

মূল্যায়নের কাজ ইন্টার্নশীপ মেয়াদ পর্যন্ত চলবে। একজন সুপারভাইজারের অধীনে পাঁচ থেকে দশজন ইন্টার্নী প্রশিক্ষণের কাজ করবে। প্রত্যেক স্কুলের এই সংখ্যা একই থাকবে।

www.pathagar.com

শিক্ষণের দক্ষতার ভিত্তিতে ইন্টার্নীদেরকে মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষ করে মুসলিম ব্যক্তিত্বের মডেল হিসাবে তাদের সফলতাকে বেশি করে মূল্যায়ন করা হয়।

কারিকুলামে বর্ণিত কার্যাবলী চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো :

সাধারন শিক্ষা ধারা ক্লিনিক্যাল শিক্ষা ধারা ব্যবহারিক ধাপ

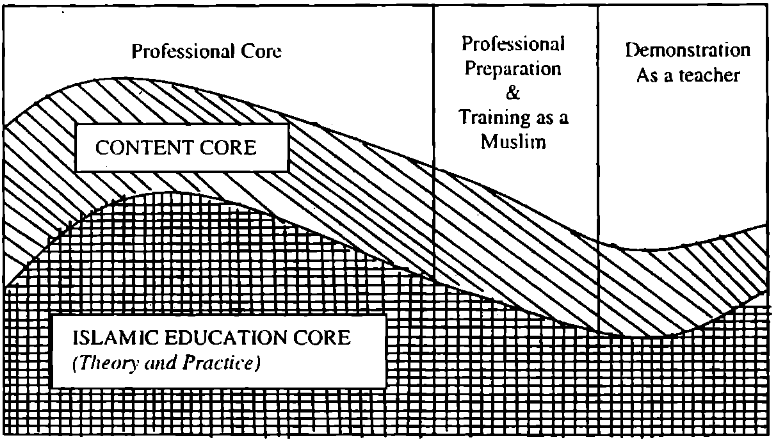

প্রস্তাবিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেলে বিভিন্ন দিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব

বাৎসরিক সময় বন্টন

শিক্ষা বৎসরের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিভাজিত সময়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

সেমিস্টার -১	২০ সপ্তাহ
সেমিস্টার -২	২০ সপ্তাহ
পরীক্ষা ও অন্যান্য	২ সপ্তাহ/প্রতি সেমিস্টার শেষে এক সপ্তাহ)
যুব কর্মকাণ্ড/সামাজিক উন্নয়ন/প্রচার (তাবলীগ-ই-দ্বীন)	২ সপ্তাহ
গ্রীষ্ম অবকাশ	৪ সপ্তাহ
শীত অবকাশ	২ সপ্তাহ
শিক্ষা সফর	২ সপ্তাহ

www.pathagar.com

সময়ের এই বাৎসরিক হিসাবটা শুধুমাত্র ধারণাগত, এই হিসাবকে অবস্থা, ঋতুজনিত অসুবিধা, প্রদেয় কোর্সসমূহ. কোর্সের প্রকৃতি, অন্যবিধ কার্যাবলী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের উপর ভিত্তি করে এই সময় বিভাজন সমন্বয় করা যাবে। কোন সমস্যা না হলে উপর্যুক্ত বাৎসরিক হিসাবটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রতি বৎসর জানুয়ারীতে শিক্ষা বৎসর শুরু করতে হবে, অক্টোবরে যুব কার্যাবলী, শিক্ষা সফর গ্রীষ্মকালে আবার অন্য সূচীগুলো বর্ষা ও গ্রীষ্মকাল দেখে ঠিক করতে হবে। তবে প্রতিটি কার্যাবলী অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে। উপর্যুক্ত সময় বন্টনের সাথে মিল রেখে প্রত্যেক দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের কাউন্সিল বা এসোসিয়েশন একইরকম সময় বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৎসরের শুরুতেই সময় বন্টনের বিষয় জানিয়ে দিতে হবে। এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। এটিকে ইনষ্টিটিউশনের একাডেমিক ক্যালেণ্ডার বলা যেতে পারে।

উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোর জন্য বিকল্প মডেল

উপর্যুক্ত মডেলে পেশাগত প্রশিক্ষণের চার বৎসরের যে কোর্সের কথা বলা হয়েছে তা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এর ন্যায় গরিব ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিভিন্ন কারণে অনুসরণ করা যাবে না এর কারণ এই সব দেশে শিক্ষা পেশা মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ন্যায় এতটা আকর্ষণীয় নয়। সেজন্য চার বৎসরের কোর্সের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য পাওয়া যাবে না।

এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ দেশের জন্য দু'বৎসর মেয়াদি আরেকটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেলের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই মডেলের দু'বৎসরের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিষয়বস্তুর কোর্সের সমন্বয়ে অনেকগুলো গুচ্ছ তৈরি করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রশিক্ষণে ভর্তির পূর্বে এই গুচ্ছগুলো ইন্টারমিডিয়েট (১১-১২) ও ডিগ্রি লেভেলে (১৩-১৪) সাধারণ কলেগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যাবে। ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ইত্যাদি সারণী-২১ এ বিকল্প মডেল দেখানো হলো। বিকল্প মডেল পরীক্ষামূলক ও স্বল্পকালীন হতে পারে এবং যথাযথ সময়ের পর পূর্বে বর্ণিত মূল মডেলটি বিকল্প মডেলের স্থান গ্রহণ করবে যাতে *উম্মাহ* একই পদ্ধতির শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারে।

www.pathagar.com

সারণী-২১

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্তির পূর্বে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, বয়স, বিকল্প মডেলে প্রশিক্ষণ শেষে প্রাইমারী, মিডল ও সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকদের মোট শিক্ষা বৎসর নিম্ন সারণীতে দেখানো হলো :

বর্ণনা	প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক	মিডল স্কুল শিক্ষক	সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষক
ভর্তির সময় বয়স	১৫+	১৭+	১৯+
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির পূর্বে শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বৎসর	১০	১২	১৪
প্রশিক্ষণের মেয়াদ	২ বৎসর	২ বৎসর	২ বৎসর
শিক্ষক প্রশিক্ষণ শেষে বয়স	+১৭ বৎসর	+১৯ বৎসর	+২১ বৎসর
প্রশিক্ষণ শেষে মোট শিক্ষা সময়	১২	১৪	১৬
প্রশিক্ষণ শেষে সম্ভাব্য শিক্ষক কাজে শিক্ষা দানের ইপ্সিত সময়	১-৪	৫-৮	৯-১০

পূর্বোক্ত মডেলের ন্যায় এই বিকল্প মডেলে সবগুলো বিষয়ই ঠিক থাকবে, শুধুমাত্র শিক্ষার কোর্স ও বাৎসরিক সময় বন্টনের বিষয়টিরই পরিবর্তন হবে যা নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো :

পঠিতব্য বিষয়সমূহ

কোর্সের বিভিন্ন বিষয়গুলো বিকল্প মডেলের বিভিন্ন লেভেলের শিক্ষকদের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হলো। এই কোর্সগুলোর পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত মূল মডেলের কোর্সের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও শতকরা হারের ন্যায়ই রয়ে গেছে। বিষয়টি পূর্বেই ২০নং সারণীতে দেখানো হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক

মোট কোর্স : ৪২ নম্বর ৪০০

পেশাগত কোর্স

কোর্সের সংখ্যা = ২০ নম্বর ১৯০০

১০১	পি এস	শিশু উন্নয়ন ও শিখন	১০০
১০২	"	শিক্ষার ইসলামী দর্শন	১০০
১০৩	"	অডিও ভিজ্যুয়াল এইড	১০০
১০৪	"	শিশু সাহিত্য	১০০
১০৫	"	শিশু স্বাস্থ্য	১০০
১০৬	"	মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস	১০০
১০৭	"	প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষাদান কৌশল	১০০
১০৮	"	আদর্শ মুসলিম শিক্ষক	৫০
১০৯	"	ইসলামী শিক্ষা কৌশল	৫০
১১০	"	শিক্ষা পরিমাপ	১০০
১১১	"	শিশু সমস্যা ও তাদের পরিচালনা	১০০
১১২	"	শিক্ষার ইসলামী পদ্ধতি	১০০
১১৩	"	প্রাইমারী স্কুল কারিকুলাম	১০০
১১৪	"	শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার	১০০
১১৫	"	প্রাইমারী স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
১১৬	"	প্রাইমারী শিক্ষার উন্নয়ন	১০০
১১৭-২০	"	ইন্টার্নশীপ	৪০০
		মোট =	১৯০০

কন্টেন্ট কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ২২ নম্বর ২১০০

শিক্ষণ বিষয় কোর্সসমূহ

২০১	পি এস	গণিত-১	১০০
২০২	"	গণিত-২	১০০
২০৩	"	আর্ট	১০০
২০৪	"	ক্যালিগ্রাফি-১	১০০
২০৫	"	ক্যালিগ্রাফি-২	১০০
২০৬	"	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০

www.pathagar.com

২০৭	"	ইসলামের ইতিহাস	১০০
২০৮	"	সামাজিক পাঠ	১০০
২০৯	"	ভূগোল	১০০
		মোট =	৯০০

আদর্শিক কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৭ নম্বর ৬০০

৩০১	পি এস	ইসলামী জীবন বিধান (তত্ত্ব ও অনুশীলন)	১০০
৩০২	"	দেশের পাঠ	১০০
৩০৩	"	*তাওহীদ ওয়া রেসালাত*	১০০
৩০৪	"	ইসলামী নীতিশাস্ত্র	১০০
৩০৫	"	ইসলামিক সমাজ	১০০
৩০৬	"	কুরআন	৫০
৩০৭	"	*হাদীস*	৫০
		মোট =	৬০০

ভাষা কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৬ নম্বর ৬০০

৪০১	পি এস	জাতীয় ভাষা-১	১০০
৪০২	"	আরবী ভাষা-১/বিদেশী ভাষা এ-১ (যাদের জাতীয় ভাষা আরবী তাদের জন্য কোন মুসলিম দেশের ভাষা)	১০০
৪০৩	"	জাতীয় ভাষা-২	১০০
৪০৪	"	আরবী ভাষা-২/বিদেশী ভাষা এ-২	১০০
৪০৫	"	ব্যবহারিক ভাষা	১০০
৪০৬	"	বিদেশী ভাষা বি	১০০
		মোট =	৬০০

www.pathagar.com

মিডল স্কুল শিক্ষকদের জন্য
মোট কোর্স সংখ্যা : ৪১ নম্বর ৪০০০

পেশাগত কোর্সসমূহ :

কোর্সের সংখ্যা		= ২৩	**নম্বর** ২৩০০
৬০১	এম এস	শিক্ষার ইসলামী দর্শন	১০০
৬০২	"	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০
৬০৩	"	মিডল স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
৬০৪	"	মিডল স্কুল কারিকুলাম	১০০
৬০৫	"	শিক্ষার ইসলামী পদ্ধতি	১০০
৬০৬	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ-এ'র জন্য শিক্ষক পদ্ধতি	১০০
৬০৭	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ-বি'র জন্য শিক্ষক পদ্ধতি	১০০
৬০৮	"	উৎপাদন ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার	১০০
৬০৯	"	শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন	১০০
৬১০	"	শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান	১০০
৬১১	"	শিক্ষা পরিসংখ্যান	১০০
৬১২	"	ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস	১০০
৬১৩	"	শিক্ষা তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং	১০০
৬১৪	"	শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার	১০০
৬১৫	"	শিক্ষা গবেষণা	১০০
৬১৬	"	থিসিস/গবেষণা প্রকল্প	১০০
৬১৭-২০	"	ইন্টার্নশীপ/অনুশীলন পাঠদান	১০০
		পেশাগত বিশেষায়ন নির্বাচনী (৩ কোর্স)	৩০০
		মোট =	২৩০০

কন্টেন্ট কোর্স

কোর্সের সংখ্যা = ১৮ **নম্বর** ১৭০০

শিক্ষণ বিষয় কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা		= ৫	**নম্বর** ৫০০
৭০১	এম এস	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০২	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-২	১০০
৭০৩	"	সাধারণ বিজ্ঞান	১০০

www.pathagar.com

৭০৪	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-১	১০০
৭০৫	"	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-২	১০০
		মোট =	৫০০

আদর্শিক কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৮ নম্বর ৭০০

৮০১	এম এস	ইসলামী জীবন বিধান(তত্ত্ব ও অনুশীলন)	১০০
৮০২	"	দেশ পাঠ	১০০
৮০৩	"	*তাওহিদ ওয়া রিসালাত*	১০০
৮০৪	"	কুরআন	১০০
৮০৫	"	মহান মুসলিম শিক্ষক	৫০
৮০৬	"	ইসলামের জ্ঞানতত্ত্ব	৫০
৮০৭	"	মুসলিম বিশ্ব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত	১০০
৮০৮	"	ইসলামের সামাজিক বিধান	১০০
		মোট =	৭০০

ভাষা কোর্সসমূহ = ৫ নম্বর ৫০০

৯০১	এম এস	ইংরেজী -১	১০০
৯০২	"	ইংরেজী -২	১০০
৯০৩	"	আরবি-১/বিদেশী ভাষা এ (যাদের জাতীয় ভাষা আরবী তাদের জন্য কোন মুসলিম দেশের ভাষা)	১০০
৯০৪	"	জাতীয় ভাষা	১০০
৯০৫	"	বিদেশী ভাষা বি	১০০
		মোট =	৬০০

সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকদের জন্য

মোট কোর্সের সংখ্যা : ৪১ নম্বর ৪০০০

পেশাগত কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ২৪ নম্বর ২৪০০

৬০১	এস এস	শিক্ষার ইসলামী দর্শন	১০০
৬০২	"	কিশোর মনোস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০

www.pathagar.com

৬০৩	”	সেকেণ্ডারী স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০
৬০৪	”	সেকেণ্ডারী স্কুল কারিকুলাম	১০০
৬০৫	”	শিক্ষার ইসলামী পদ্ধতি	১০০
৬০৬	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ-এ'র জন্য শিক্ষা পদ্ধতি	১০০
৬০৭	”	মুসলিম শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত	১০০
৬০৮	”	শিক্ষা উপকরণের উৎপাদন ও ব্যবহার	১০০
৬০৯	”	শিক্ষা পরিমাপ ও মূল্যায়ন	১০০
৬১০	”	শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান	১০০
৬১১	”	শিক্ষা পরিসংখ্যান	১০০
৬১২	”	ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস	১০০
৬১৩	”	শিক্ষা পরিচালনা ও কাউন্সিলিং	১০০
৬১৪	”	শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার	১০০
৬১৫	”	শিক্ষা গবেষণা	১০০
৬১৬	”	থিসিস/গবেষণা প্রকল্প	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬১৭	”	তুলনামূলক শিক্ষা	১০০
৬১৮	”	ইন্টার্নশীপ/অনুশীলন পাঠদান	১০০
৬১৯-২১	”	পেশাগত বিশেষায়ন ইলেকটিভসমূহ (৪ কোর্স)	৪০০
		মোট =	২৪০০

কন্টেন্ট কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ১৭ **নম্বর ১৭০০**

শিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা = ৬ **নম্বর ৬০০**

৭০১	এস এস	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০২	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-২	১০০
৭০৩	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-১	১০০
৭০৪	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ এ-৪	১০০
৭০৫	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-১	১০০
৭০৬	”	কন্টেন্ট ইলেকটিভ বি-২	১০০
		মোট =	৬০০

www.pathagar.com

আদর্শভিত্তিক কোর্সসমূহ

কোর্সের সংখ্যা = ৮ নম্বর ৭০০

৮০১	এস এস	ইসলামের জীবন বিধান (তত্ত্ব ও অনুশীলন)	১০০
৮০২	"	দেশ পাঠ	১০০
৮০৩	"	*তাওহীদ* ও *রিসালাত*	১০০
৮০৪	"	কুরআন	১০০
৮০৫	"	ইসলামী নীতিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা	৫০
৮০৬	"	ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব	৫০
৮০৭	"	মুসলিম বিশ্ব- অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত	১০০
৮০৮	"	ইসলামী সামাজিক বিধান	১০০
		মোট =	৭০০

ভাষা কোর্স

কোর্সের সংখ্যা = ৩ নম্বর ৩০০

৯০১	এস এস	ইংরেজী	১০০
৯০২	"	আরবি-১/বিদেশী ভাষা-এ (যাদের জাতীয় ভাষা আরবী তাদের জন্য কোন মুসলিম দেশের ভাষা)	১০০
৯০৩	"	বিদেশী ভাষা-বি	১০০
		মোট =	৩০০

সময়ের বাৎসরিক বন্টন

একাডেমিক বৎসরের বিভিন্ন কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

সেমিস্টার-১	১৩ সপ্তাহ
সেমিস্টার-২	১৩ সপ্তাহ
সেমিস্টার-৩	১৩ সপ্তাহ

যুব কর্মকাণ্ড/সামাজিক উন্নয়ন/প্রচার (*তাবলীগে দ্বীন* ২ সপ্তাহ)

গ্রীষ্ম অবকাশ	**৪ সপ্তাহ**
শীত অবকাশ	**২ সপ্তাহ**
শিক্ষা সফর	২ সপ্তাহ

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণকালীন

আমরা যদি এটি বিশ্বাস করি যে, একজন মুসলিম শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য *সে যা জানে তা নয়*, বরং সে নিজে কী তাই তার বৈশিষ্ট্য, তখন যৌক্তিকভাবে সে কী বিষয়টির মূল্যায়ন *সে কী জানে'র চেয়ে* গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এছাড়াও একজন মানুষ কী জানে'র চেয়ে একজন মানুষ আসলে কী তা মূল্যায়ন করা কঠিন। এই জাতীয় মূল্যায়নের জন্য আমরা একটি ব্যাপকভিত্তিক মডেল তৈরি করবো।

এর জন্য মূল্যায়নটি হবে অভ্যন্তরীণ। এর জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষকগণকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আচরণিক বিষয়ে উন্নয়নের জন্য সবসময় সহায়তা দান করতে হবে। নির্ধারিত পরীক্ষা পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে, পরিচালনা ও বিশেষণ করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। দু'বৎসর অন্তর ব্যাপকভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই পরীক্ষায় শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায় কোন নম্বর দেওয়া হবে না, তবে সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। মূল্যায়নটি গ্রেডিং বা সার্বিক বিবেচনায় শতকরা মার্কের ভিত্তিতে (OPM) রেকর্ডভুক্ত হবে। স্বাভাবিক রেখা পদ্ধতিতে গ্রেডিং দেওয়া হবে। নম্বরপত্রে প্রত্যেক কোর্স ও কাজের গ্রেডিং বা শতকরা হারে প্রাপ্ত নম্বরের কথা উলেখ থাকবে। ডিগ্রি তখনই একজন শিক্ষার্থী পাবে, যদি সে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রেরণ করে :

১) প্রতি বিষয়ে ৪০% নম্বর এবং মোট নম্বরের ৫০% পেলে;

২) কারিকুলাম সহযোগী কার্যাবলী, সামাজিক সেবা/যুব কর্মকাণ্ড/প্রচার এর উপর ৬০% নম্বর পেলে;

৩) কোর্সের পরীক্ষা/বিভিন্ন কার্যাবলী/অনুশীলন এর ন্যায় কাজগুলো একজন মুসলিম প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে সম্পন্ন করলে;

৪) শিক্ষণের দায়িত্ব পালন এবং অনুশীলন পাঠদান/ইন্টার্নশীপের জন্য ৬০% নম্বর পেলে;

৫) ক্লাশে ৯০% হাজিরা থাকলে।

ইসলামী শিক্ষায় কোন শিক্ষার্থীর OPM অবশিষ্ট OPM থেকে কম হলে তাকে কোন ডিগ্রি দেওয়া হবে না।

যথাযথ নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে, যথাযথ প্রশিক্ষণ, কর্মচারীদের সন্তোষজনক দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষক হয়ে থাকে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন থেকে কেউ আপনা-আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যেতে পারে না। প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচীর শেষ প্রান্তে এসে শিক্ষামূলক কাজের উপাত্ত, আচরণিক অবস্থা, শিক্ষার্থীর পূর্বেকার মূল্যায়ন রেকর্ড যাচাই করে দেখতে হবে। শিক্ষাগত রেকর্ডের চেয়ে উন্নতমানের আচরণের উপর কোন শিক্ষার্থীর

www.pathagar.com

গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তি বা তাকে চলমান ক্লাশে আটকিয়ে রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। যারা ৯০% নম্বর পাবে তাদের মধ্য থেকে ১০% ডিস্টিংশন আর যারা ৯৫% বা এর বেশি নম্বর পাবে তাদের মধ্যে ৫%-কে উচ্চতর ডিস্টিংশন দেওয়া হবে। এই নম্বর দেওয়া হবে প্রতি বিষয়/কাজ এবং মোট নম্বরের উপর ভিত্তি করে।

কাজে থাকাকালীণ

তিন ধরনের স্কুল শিক্ষকের মূল্যায়ন মানদণ্ড হবে। নিম্নবর্ণিত চারটি বিষয় -

সত্যিকারভাবে মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপনকারী হিসাবে;

শিখনের পরিচালনাকারী হিসাবে, পেশাগত যোগ্যতা; স্কুল ও সমাজের মধ্যে (ব্যক্তিগত আন্তঃসম্পর্ক) যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা; এবং

শিক্ষা উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা।

এ জাতীয় মূল্যায়ন উদ্দেশ্যমূলক, সবসময়ের জন্য এবং স্থায়ীভাবে তা রেকর্ডভুক্ত করা হবে। শিক্ষক যে সব বিষয় শিখেছে তাকে সে সব বিষয়ে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে পাঠানো হবে। এই জাতীয় মূল্যায়ন, কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ এর বিষয়টি পরের পাতায় ছবি আকারে উপস্থাপন করা হলো।

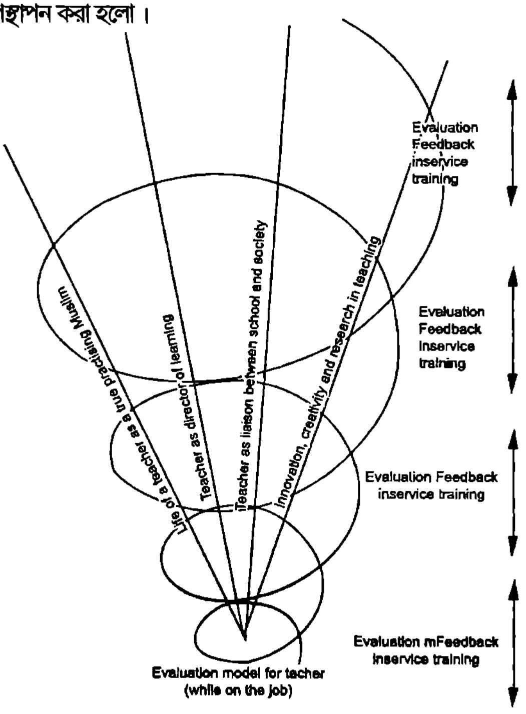

Evaluation model for techer
(while on the job)

www.pathagar.com

চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ একটি নিয়মিত বিষয়। এই বিষয়টি যারা শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক মুসলিম বিশ্বে যে উন্নয়ন ঘটেছে তারা তা স্বীকার করেছে ও তার প্রশংসাও করেছে। ১৯৬৮ সালে আমিয়েন্স সিম্পোজিয়ামে দেখানো হয় যে, বর্তমান প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কারের কথাই ভাবা যায় না, শিক্ষকদেরকে তাদের চার পার্শ্বে যে উন্নয়নের ক্রমবিকাশের ধারা চলে আসছে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। সেজন্য শিক্ষকগণ কার্যকরভাবে তাদের অধীনস্ত শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে জীবনভর এই পেশায় শিক্ষাদান কার্য চালিয়ে যাবেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের পুরো বিষয়টি আধুনিক শিক্ষক পেশার ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতি পাঁচ বৎসর পর চাকুরীরত শিক্ষকদেরকে ১০-১২ সপ্তাহের চাকুরীকালীন আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন। এছাড়া এই প্রশিক্ষণের পরও প্রত্যেক শিক্ষককে কমপক্ষে ৫-১৫ দিনের শর্ট কোর্স, সেমিনার, রিফ্রেশার কোর্স, কনফারেন্স, কর্মশালার ন্যায় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন, শিক্ষক সেন্টার, শিক্ষক এসোসিয়েশন বা অন্য পেশাগত বা গবেষণা সংস্থা এইসব কর্মসূচীর আয়োজন করবে। এই দু'ধরনের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণকে অন্যবিধ উপকরণের সাথে শিক্ষকের পদোন্নতির জন্য আবশ্যকীয় বিবেচনা করা হবে। চাকুরীতে শিক্ষকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের বিশেষ ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে। পাঁচ বৎসরের চাকুরীকালীন সময়ের মূল্যায়নে যে বিষয়ে দুর্বল পাওয়া যাবে সে বিষয়েই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

সাধারণ

প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও কার্য প্রক্রিয়া

প্রত্যেক মুসলিম দেশে শিক্ষক শিক্ষণের আলাদা অধিদপ্তর থাকবে। তাদের দেশের সব শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনগুলোর সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো দেখাশুনা করবে।

প্রত্যেক দেশেই আলাদা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ইনষ্টিটিউশনগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদেরকে ডিগ্রি দেবে।

১ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ইনষ্টিটিউশনের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে এই মডেলের আওতায় তাদের একাডেমিক স্বাধীনতা থাকবে।

২ সব ইনষ্টিটিউশনই আবাসিক হবে।

৩ রাষ্ট্রই শিক্ষক শিক্ষণের সকল ব্যয় বহন করবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক কাউন্সিল ও ফাউণ্ডেশন

প্রত্যেকে দেশে নিজস্ব পেশাগত নীতিশাস্ত্রের কোডের অধীনে "শিক্ষক কাউন্সিল" থাকবে। বার কাউন্সিল, মেডিক্যাল কাউন্সিল, ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ইত্যাদির ন্যায়। সম্ভাব্য শিক্ষকদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাদের বৈধ কর্তৃত্ব থাকবে।

প্রত্যেক দেশে "শিক্ষক ফাউণ্ডেশন" এর ন্যায় সংস্থা (ফৌজি ফাউণ্ডেশন, পুলিশ ফাউণ্ডেশনের ন্যায় সংস্থা) থাকবে। এগুলো অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তাদের কল্যাণে কাজ করবে।

একইভাবে *"উম্মাহ শিক্ষক কাউন্সিল"* ও *"উম্মাহ শিক্ষক ফাউণ্ডেশন"* থাকবে। তারা উম্মাহ পর্যায়ে নিজ নিজ কাজ করবে।

শিক্ষকের মর্যাদা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষকদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হলে উম্মাহর সবচেয়ে বড় মেধাগুলোকে আকর্ষণ করতে সফল হতো। প্রত্যেককে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, সমাজে প্রত্যেক পর্যায়ের শিক্ষকদেরকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সকল প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদেরকে জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসার সমমানের চাকুরি, বেতন-ভাতা দেওয়ার শর্ত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু পরামর্শ নিচে দেওয়া হলো :

১) মুসলিম দেশের সংসদে একটি উপযুক্ত সংখ্যক সিট শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। একইভাবে মন্ত্রণালয়ের অন্ততঃ দুটো আসন শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

২) শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ভাতার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৩) দেশের ভিতরে শিক্ষকদেরকে ভি আই পি'র মর্যাদা দেওয়া হবে।

৪) *উম্মাহ* পর্যায়ে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য শিক্ষকদেরকে পদক দেওয়া হবে।

৫) **বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরকে কোটা সুবিধা দেওয়া হবে (জমি ও অন্যান্য কোটা)।**

www.pathagar.com

সম্পূরক শিক্ষক শক্তি

শিক্ষকদের নিম্ন অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পদমর্যাদার অনেক কারণের মধ্যে এক কারণ হলো উচ্চতর দক্ষ পেশাদার, মধ্য পর্যায়ের পেশাদার ও অপেশাদারকে একই শিক্ষণ পেশাদারের ছাতার নিচে মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার ডাক্তার বা আইনজীবীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাদেরকে অপেশাদাররা সাহায্য করে থাকে। রুটিনবদ্ধ পেশাদারী কাজগুলোতে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধঃস্তনরা আয়ত্ব করে নিতে পারে। এইরূপ স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধঃস্তনগণ পেশাদারী তত্ত্বাবধানে পেশাদারী কাজ করতে পারে। শিক্ষণ পেশাতেও একই রকম নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। এইসব কারণে একটি সম্পূরক শিক্ষণ কোর্স দেশে চালু করা যেতে পারে। এটি করা হলে শিক্ষকগণ নিম্নবর্ণিত সুযোগ পেতে পারেন :

১) অপেশাদারী পর্যায়ে কাজ করার জন্য শিক্ষক সহকারীদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে পুরো পেশাদার শিক্ষকদের অধীনে কাজ করতে দেওয়া যায়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনে ড্রপ-আউট হতে পারে বা প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেছে কিন্তু কোন কারণে ডিগ্রি নিতে পারেনি এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকতে পারে। শিক্ষক সহকারীকে স্কুল শিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন বা পরিকল্পনা করার কাজে ব্যবহার করা যাবে না তবে শিশুদের পঠন, লিখন, ইবাদত করা ও নৈতিক চরিত্র গঠনে তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। শিথিল নিয়মের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মিশ্র যোগ্যতাসম্পন্নদের তত্ত্বাবধানের কাজে তারা সহযোগিতা দিতে পারে। দায়িত্বের অংশ হিসাবে তাদেরকে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ও একেবারে রুটিনবদ্ধ কিছু কিছু মূল্যায়নের কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে।

২) বর্তমানে যে সব স্কুলে কারিগরী, করণিক ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে সেসব স্কুলে এই সহায়তাগুলো দেওয়া যেতে পারে। এই জাতীয় কারিগরদের সাহায্য সহযোগিতা ঐসব স্কুলগুলোতে আরো বেশি প্রয়োজন হতে পারে যে সব স্কুলে অডিওভিজ্যুয়াল এইড সেন্টার, রিসোর্স সেন্টার, ভাষা ল্যাবরেটরীর ন্যায় শিক্ষা প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩) **সহায়ক হিসাবে একেবারে যোগ্যতাহীনদেরকে খণ্ডকালীন কর্মী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।**

www.pathagar.com

বিবিধ

পরস্পরের অভিজ্ঞতাকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য সব মুসলিম দেশের শিক্ষকদের মধ্যেকার আন্তঃদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণে যে জ্ঞানটা তাদেরকে পরিবেশন করা হবে পেশাগত জীবনে তারা তা ব্যবহার করতে পারবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকবে। এই পদ্ধতিকে ডাক্তারদের গৃহমুখী সেবা কর্মসূচীর ন্যায় পূর্ণকালীন পেশাদারী কাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষানবীশ হিসাবে দু'বৎসর দায়িত্ব পালন করবেন। তাদেরকে এ সময়ে সময়ের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেওয়া হবে যাতে তারা শিক্ষানবীশ সময়ের শেষে তাদের উচ্চতর মর্যাদার খাতিরে আরো লেখাপড়ার সুযোগ পান।

গ্রামের স্কুলে কমপক্ষে তিন বৎসর কাজ না করলে কাউকে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। সর্বাবস্থাতেই শিক্ষকগণ গ্রাম এলাকায় তাদের চাকুরির প্রথম পাঁচ বৎসর চাকুরী করবে।

কোন ক্ষেত্রে ক্রটি দেখা গেলে তা শোধরানোর জন্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনে ফেরৎ পাঠানো হবে।

সব শিক্ষককে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি জানার জন্য প্রতি বৎসর অন্তঃত দশদিনের সেমিনার-কর্মশালা-রিফ্রেসার কোর্সে যোগ দিতে হবে। এই জাতীয় কার্যক্রম শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন বা "শিক্ষক কাউন্সিল" আয়োজন করবে।

বছরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষক ও চাকুরীজীবী শিক্ষকের একবার করে মেডিক্যাল চেকআপ করতে হবে। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও লোকবলসহকারে প্রত্যেক নগরীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ "শিক্ষক মেডিক্যাল সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে প্রত্যেকে শিক্ষকই চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারে। এই সেন্টার শিক্ষার্থী শিক্ষকদেরকেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে।

সূত্র :

1. Ismail Raji Al-Faruqi, "Islamisation of Knowledge : The General Principles and the Work Plan" in N. A. Baloch (ed.), *Knowledge for What?* (Islamabad: National Hijrah Council, 1986), পৃঃ ৫
2. A. H. Khaldun Kinnany, "Producing Teachers for Islamic Education" in M. H. Al-Afendi and N. A. Baloch (eds.),

www.pathagar.com

Curriculum and Teacher Education: Islamic Education Series (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1982), পৃঃ ১৪৭-৪৮

3. NFER, *The Objectives of Teacher Education* (Windser : Leeds University Institute of Education, 1973), পৃঃ ২৭-৪৩
4. Jose Blat Gimeno and Ricardo Marin Ibanez, *The Education of Primary and Secondary School Teachers : An International Comparative Study* (Paris : The UNESCO Press, 1981), পৃঃ ৫৬৬০, ১৩২-৩৬
5. UNESCO, *Statistical Yearbook 1986,* পৃঃ , ১৬-২২
6. Gimeno and Ibanez, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১-৬৬, ১৩৭-৪২
7. J. T. Hayson and G. R. Sutton, *Innovation in Teacher Education* (London : McGraw Hill, 1974), পৃঃ ৬১-৬৬, ১৩৭-৪২
8. Muhammad Jameel Khayyat, "Teacher Education : The Islamic Perspective," *Bulletin of Education and Research*, vol. XIV, nos. 1-2 (1982) (Lahore : IER, Punjab University), পৃঃ ৭৪
9. ibid., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫
10. ibid., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫
11. Gimeno and Ibanez, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১-৩৪৪
এই বইয়ের ৫ম অধ্যায়
12. Nigell Grant, *Soviet Education* (London: Penguin Books, 1985), পৃঃ ১৫১-৭২
13. C. Turney (ed.), *Innovation in Teacher Education* (Sydney: Sydney University Press, 1977), পৃঃ ৩২-৩৩
14. Ruth Hanho, *Contemporary Chinese Education* (London : Croom Helm, 1986), পৃঃ ১৬০
15. Turney, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩২
16. Jeffery B. Dunbar, "Moving to a Five-Year Teacher Preparation Programme," *Journal of Teacher Education,* খন্ড ৩২, no. 1 (January-February 1981), পৃঃ ১৩-১৫

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭

কোর্সসমূহের বর্ণনা

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত তিন ধরনের শিক্ষকের জন্য প্রস্তাবিত মডেলে বিভিন্ন কোর্সের বর্ণনা (কোর্সের শিরোনাম) এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই শিরোনামগুলোকে পরীক্ষামূলক, এগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের জন্য ও শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের জন্য গাইড লাইন হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মডেলটি যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখনই শুধু এই কোর্সগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

আবশ্যকীয় কোর্সসমূহ

১০১ পি এস : শিশু উন্নয়ন ও শেখন

পদ্ধতি, কৌশল, বিভিন্ন ধাপ ও বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের বর্তমান শিশু উন্নয়ন কর্মসূচী এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। এই কোর্সগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হবে উন্নয়ন গবেষণার বিভিন্ন অবস্থা উৎঘাটনের উপর, বর্ণনামূলক গবেষণা, উন্নয়ন ধাপের উপর গবেষণা, বয়স পরিবর্তনের বিভিন্ন বিশেষণ, ব্যক্তির বয়সের পরিবর্তনের অধ্যয়ন ও পরীক্ষামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের রদবদল এর উপর। শিশুকালের আবেগ অনুভূতির পদ্ধতি, শিশুকালের মূল্যবোধ, শিশুকালের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটও এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

শিশুকালের প্রাথমিক পরিচর্যা ও শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষণও এই কোর্সে থাকবে। গৃহে ও দলীয় ভিত্তিতে শিশু যত্নের সমস্যাগুলোকে ইসলামী সমাজের আদর্শ সামাজিক কাঠামোর আলোকে এবং বর্তমান উন্নয়নমূলক তত্ত্ব ও গবেষণার প্রেক্ষাপটে যাচাই করা হবে।

১০২ পি এস : শিক্ষার ইসলামী দর্শন
৬০১ এম এস
৬০১ এস এস

শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের বিস্তারিত বিশেষণ, কুরআন ও *হাদীসের* আলোকে জ্ঞানের ধরন ও বিষয়বস্তু ইসলামী দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কোর্সে বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের দার্শনিক চিন্তাসমূহের উপর আলোচনা করা হবে। শিক্ষা

www.pathagar.com

বিষয়ে এই সব দার্শনিকের মধ্যে ইবনে হাম্বল, ফারাবি, গাজ্জালি, ইবনে সীনা, ইবনে বাযযা, ইবনে তুফাইল, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন, আল বিরুনী, শাহ ওয়ালীউলাহ, জামালউদ্দিন আফগানি, স্যার সৈয়দ আহমদ, ইকবাল, আলী শরীয়তি, সাইয়েদ কুতুব ও সাইয়েদ মওদূদীর নাম উলেখযোগ্য। বাস্তববাদ, মানব প্রেষণা, সত্যবাদীতা, জ্ঞান, মানবিক মূল্যবোধ, শিক্ষণ পদ্ধতির প্রকৃতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষণের প্রকৃতির সাথে আদর্শবাদ, বাস্তববাদ, দ্বৈত ঈশ্বরবাদ, যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ, অস্তিত্ববাদ আচরণিক নিরীক্ষাবাদ, ধারণাভিত্তিক পরীক্ষাতত্ত্ব ও সাম্যবাদের তুলনা করা হবে।

১০৩ পি এস : অডিওভিজ্যুয়াল পদ্ধতি

এই কোর্সে প্রাইমারী লেভেলে অডিওভিজ্যুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার, তাৎপর্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতির ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। এর আওতায় আবার রিসোর্স কক্ষ, টিচিং কিটস্, সাপোর্ট সার্ভিস, রিসোর্স সেন্টার, অডিওভিজ্যুয়াল, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ব্যবহার। স্থানীয় উপকরণ দিয়ে অডিওভিজ্যুয়ালের সামগ্রী তৈরি, রঙিন অডিওভিজ্যুয়াল এইডস, এক, দু' তিন ডাইমেনসানের অডিওভিজ্যুয়াল এইড, অডিও ভিজ্যুয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত ও প্রচারের ব্যবস্থা এর উপর আলোচনা করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের দ্বারা অডিওভিজ্যুয়াল এইডস-এর ব্যবহারিক উৎপাদন বা শিক্ষা কিট্স এর বিষয়টিও জড়িত।

১০৪ পি এস : শিশু সাহিত্য

অর্থ, প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, শিশু সাহিত্যের ধরন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, +৫ থেকে +৮ বয়স পর্যায়ের শিশুদের জন্য সাহিত্য নির্বাচন মানদণ্ড, শিশু সাহিত্যের ভাষা পছন্দ, ঘটনার সত্যতা, সৃজনশীলতা, কৌতুহল, ইসলামী চেতনা, অনুভূতি, শিশুদের উপযোগী গল্প-কবিতার ধরন, গুণাগুণ, বিষয়বস্তুর দিকটিও এই কোর্সে আলোচিত হবে। সাহিত্যের মাধ্যমে *উম্মাহর* শিশুদের ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ইসলামী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি কোর্সে থাকবে। লেখকের গুণাবলী, *উম্মাহর* শিশু সাহিত্যের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন, উন্নত করার জন্য পরামর্শ, শিক্ষার্থীদের লিখার বিষয়, *উম্মাহর* পর্যায়ে শিশু সাহিত্য প্রকাশনা-এর বিষয়গুলো এই কোর্সে থাকবে।

www.pathagar.com

১০৫ পি এস : শিশু সাহিত্য
৬০৪ এম এস

এই কোর্সটি পুষ্টি, শিশু সাহিত্য ও শারীরিক শিক্ষা শীর্ষক তিনটি নামে গঠিত হবে। এই কোর্সের প্রথম অংশটিতে থাকবে পুষ্টি ও অপুষ্টির অর্থ, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, লবন এবং স্থানীয় খাবারে এর উপস্থিতি, এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সুষম খাদ্য, খাদ্য হজম, দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা, ভিটামিন, মিনারেল, লবণ ও পানি, খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি, রান্নার পদ্ধতি, ভিটামিন সংরক্ষণ, কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা, শারীরিক স্বাভাবিকতায় ভিটামিন ও লবণ, খাদ্যের স্বল্পতা, বেরিবেরি, *ইরপথেলমিয়া, কশিওরকর*-এর রোগ ও আয়োডিন স্বল্পতা, মাতা-পিতার পুষ্টিগত দায়িত্ববোধ, প্রাইমারী স্কুলের শিশুদের পুষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় খাদ্য হতে এগুলোর সরবরাহ।

কোর্সের দ্বিতীয় অংশে থাকবে জনস্বাস্থ্য শিক্ষার মৌলিক নীতি ও ভূমিকা, বর্তমান প্রবাহ, মৌলিক ইস্যু, বিতর্কিত বিষয় ও মূল সমস্যা, নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা, স্কুল, গৃহ, সমাজে প্রয়োগযোগ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাসূল (সা.)কে মেডিক্যাল গাইড হিসাবে গ্রহণ করা, স্কুলের স্বাস্থ্য কর্মসূচী, ফার্স্ট এইড, স্কুলে বসবাস, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিনোদন, সমাজে স্বেচ্ছামূলক বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য এজেন্সী চালুকরণ, এইসব এজেন্সীসমূহ পরিদর্শন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। এইসব এজেন্সীর প্রতিনিধিগণ কার্যাবলী ও কর্মসূচীগুলো তুলে ধরবেন। স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষার গবেষণার কৌশল, শিশুদের সাধারণ অসুখ-বিসুখ, শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম, ড্রাগ নারকটিক্স এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে মানুষকে জ্ঞান দান করবে ও অবহিত রাখবে।

শারীরিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য, মূলনীতি, ঐতিহাসিক পটভূমি, শারীরিক শিক্ষার পরিধি, খেলাধুলা এর দর্শন ও তত্ত্ব উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে শিশুদের বৈশিষ্ট্য, প্রাইমারী শিক্ষায় শারীরিক শিক্ষার সংগঠন, প্রাইমারী স্কুলের শিশুদের বিভিন্ন ব্যায়াম, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং শিশুদের বিনোদনের ন্যায় বিষয়গুলো কোর্সের তৃতীয় অংশে আলোচিত হবে।

www.pathagar.com

১০৭ পি এস : **কৌশল/পন্থা/শিক্ষণের পদ্ধতি**
৬০৮ এম এস
৬০৯ এম এস
৬০৮ এস এস

এই কোর্স ঐসব কৌশল, পন্থা ও পদ্ধতিগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো সম্ভাব্য শিক্ষক ভবিষ্যতে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহার করবেন। কম্পিউটার সহায়তাযুক্ত শিক্ষণের নতুন ও পুরাতন সকল পদ্ধতির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারিকুলাম উন্নয়ন, কারিকুলাম মূল্যায়ন, শিক্ষা উপকরণ উৎপাদন, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, শিক্ষণ ও ক্লাশকক্ষে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার, নির্ধারিত ঐ বিশেষ বিষয়ের উপর শিক্ষাদান এর ন্যায় বিষয়ের উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হয়। কোন বিষয়ের শিক্ষণের সাথে সংশিষ্ট সমস্যা ও বিষয়সমূহ এই কোর্সে আলোচিত হয়। ক্লাশকক্ষের শিক্ষণে ব্যবহারের জন্য ইসলামী শিক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে সর্বশেষ বিশেষণ করতে হবে। সংশিষ্ট বিষয়ে অনুসৃত বিদ্যমান পদ্ধতি সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশেষণ করতে হবে। এই পদ্ধতি *উম্মাহর* স্কুলগুলোতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন সম্পদ, ল্যাবরেটরী ব্যবহার ও স্বল্প খরচের শিক্ষা উপকরণের উৎপাদনের বিষয়টি আলোচনাও এই কোর্সের উদ্দেশ্য।

বিধিবদ্ধ শিক্ষা, কম্পিউটার নির্ভর শিক্ষণ, ক্ষুদ্র পরিসরের শিক্ষা, শিক্ষকসুলভ শিক্ষণ, দলভিত্তিক শিক্ষণ এর ব্যাপারে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারের গভীর বিশেষণও এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

১০৮ পি এস : **আদর্শ/মহান মুসলিম শিক্ষক (অর্ধ কোর্স)**
৮০৫ এম এস

এই কোর্সে অতীত ও বর্তমানের মহান মহান মুসলিম শিক্ষকদের জীবনচরিত, শিক্ষণ পদ্ধতি বিশেষায়ন, জ্ঞানের জন্য কুরবানী এর বিষয় আলোচিত হয়েছে। রাসূল (সা.) এর সাহাবী ও অনুসারীদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। যেমন ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম হাম্বল, সাইয়িদ বিন মুসাইব, সুফিয়ান সুরি, আব্দুলাহ বিন মুবারক, কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম শিবানী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নিসাঈ, ইমাম নায্যাহ, ইমাম তিরমিযী, খতিব বাগদাদী, ইমাম গাজ্জালী, নিয়ামুল মুলক তুসী, ইবনে তাইয়িম, শাহ ওয়ালিউলাহ, জামাল উদ্দিন আফগানী,হাসান আল বান্নাহ, সাইয়িদ কুতুব, সাইয়িদ মওদূদী। এইসব মহান ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন,

www.pathagar.com

তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা ও শিক্ষাদানে তারা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলোর উপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

১০৯ পি এস : ইসলামিক শিক্ষণ কৌশল (অর্ধ কোর্স)

কুরআন ও *হাদীসের* অধ্যয়নে অতীতের মহান মুসলিম শিক্ষকগণ শিক্ষণের ও ভাব বিনিময়ের যে সকল পদ্ধতি, কৌশল ও পন্থা ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোর উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। কুরআন, *হাদীসের* আলোকে ও মুসলিম পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা বিশেষণে বর্ণিত পদ্ধতির মূল, তাৎপর্য ও গুণাবলী সম্পর্কেও এখানে আলোচনা স্থান পেয়েছে। উদাহরণ, পুনরাবৃত্তি, সংগঠন, বক্তৃতার উপস্থাপন, সংকলন, ধর্ম প্রচার, শাস্তিদান, উপদেশ, সংশোধন, প্রশংসা করা, কৌতুহল, প্রস্তুতি, বিশেষণ, ধ্বনি নির্দেশনা, বক্তৃতা, বর্ণনা, ভীতি প্রদর্শন, খসড়া প্রণয়ন, সহজকরণ, সবিস্তারে বর্ণনা, মহৎ লক্ষ্যের অগ্রসর ইত্যাদি সম্পর্কে এই কোর্সের পদ্ধতিগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। এই কৌশলগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাও এখানে আলোচনা করা হবে। স্পষ্টতা, অবসাদ সম্পর্কে পূর্বেই অনুমান করা, শিক্ষার্থীদের বিরুক্তি ভাব, শিক্ষার্থীদের মেধা অনুযায়ী শিক্ষাদান, সহজ থেকে কঠিনতর শিক্ষা দান, জানা থেকে অজানার শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় বিষয়গুলো এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

১১০ পি এস : শিক্ষা মূল্যায়ন
৬১১ এম এস
৬১১ এস এস

ইতিহাস, অর্থ, সংজ্ঞা, লক্ষ্য, কৌশল, শিক্ষণ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও ধরন। ইসলামী শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন, দায়িত্ববোধের (*ইহতিসাব*) ইসলামী ধারণা, নিজ সত্ত্বার মূল্যায়ন, আখেরাতের দায়িত্ব ও মূল্যায়ন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় প্রবণতা ও ভিন্নতা যাচাইয়ের প্রকারভেদ, বৈধতা, যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্যতা ও বাস্তবতা, বর্ণিত মানদণ্ড ও নমুনাভিত্তিক যাচাই, প্রাপ্তি, মূল্যবোধ ও প্রবণতা যাচাই, পরীক্ষার ব্যাখ্যা ও পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের গ্রেডিং ও রিপোর্টিংয়ের অগ্রগতি। সকল মুসলিম দেশের পদ্ধতির মূল্যায়ন, সমালোচনা ও পরামর্শ বিষয়ে একটি পর্যালোচনা।

www.pathagar.com

১১১ পি এস : শিশুদের সমস্যা ও তাদের পরিচালনা

এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো +৫ হতে +১০ বৎসরের বয়সের শিশুরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে সেগুলোর তত্ত্ব ও কৌশল অবলম্বনে সম্ভাব্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং সেসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তাদেরকে সাহায্য করা।

শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অভ্যন্তরীণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে। এসব সমস্যা সমাধানে সর্বশেষ পদ্ধতির উপর এই কোর্সে আলোকপাত করা আসল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগুলো এখানে আলোচনা করা হবে।

১১২ পি এস : শিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি
৬০৭ এম এস
৬০৭ এস এস

এই কোর্সের প্রথম অংশে ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির একটি ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে থাকবে ইসলামে মানুষের প্রশিক্ষণের সূত্র ও লক্ষ্যসমূহ, প্রশিক্ষণের ব্যাপকতা, প্রশিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতির শাশ্বত রূপ, এর বৈশিষ্ট্য, ইবাদতের প্রশিক্ষণ, মন ও মননের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

কোর্সের দ্বিতীয় অংশে থাকবে শিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বিষয়, তাৎপর্য, লক্ষ্যসমূহ, প্রশাসন ও ইসলামী শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন। প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী এর ইসলামী পদ্ধতির বিভিন্ন দিক, কারিগরী, উচ্চতর ও শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন বিষয় এখানে আলোচিত হবে। মুসলিম দেশগুলোতে এই পদ্ধতিগুলোর সব বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

১১৩ পি এস : প্রাইমারী/মিড্ল/সেকেণ্ডারী স্কুল কারিকুলাম
৬০৫ এম এস
৬০৫ এস এস

এই উপকরণগুলোর ভিত্তিতে এই কোর্সে ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন বিষয় ও কারিকুলাম উন্নয়নের বিষয় আলোচিত হবে। ইসলামী সমাজে কারিকুলাম উন্নয়নের দর্শন বিস্তারিতভাবে এবং সম্ভাব্য কৌশল ও কোর্সের সূচী যেগুলোকে আদর্শ, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, চারুকলা এবং ইসলামী সভ্যতার সামাজিক পদ্ধতির আলোকে শিক্ষা দেওয়া হবে। ভাষাগত প্রেক্ষিতটি ইসলামী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে কাজ করবে। এই কোর্সটি *উম্মাহর* জন্য বিভিন্ন

www.pathagar.com

ধরনের কারিকুলামের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে আলোচনা করবে। গঠন পদ্ধতি ও লক্ষ্যের বৈধতাসহ কারিকুলাম উন্নয়নের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তুর গঠন পদ্ধতি ও কারিকুলামের মূল্যায়ন পদ্ধতিও এখানে আলোচিত হবে এবং গত দু'শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের কারিকুলাম উন্নয়নের বিষয়ও আলোচিত হবে। উপরের বিষয়গুলো আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট স্কুলের বিভিন্ন লেভেলের কারিকুলাম সামনে রাখা হবে।

১১৪ পি এস : শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার ঃ তত্ত্ব ও ব্যবহার
৬১৬ এম এস
৬১৬ এস এস

মৌলিক তত্ত্ব, কম্পিউটারের জ্ঞান, কম্পিউটার ও কম্পিউটার শিক্ষণ, প্রোগ্রামিং শিক্ষণ, গণিত বনাম লোগো শিক্ষণ, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, ব্রাঞ্চিং প্রোগ্রামস, কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষণের স্টাইল, কম্পিউটার ভাষা ও শিক্ষণ, শিক্ষামূলক কম্পিউটিং, বিষয় শিক্ষণে কম্পিউটার এর ব্যবহার যা শিক্ষার্থীগণ কর্মজীবনে স্কুলে শিখবে। শিক্ষা গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহার, শিশুদেরকে গল্প বলায় কম্পিউটার ব্যবহার এর ন্যায় বিষয়গুলোর উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণায় শিক্ষার্থীগণ প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, কম্পিউটার সহায়তায় লব্ধ জ্ঞান ও প্রোগ্রামকৃত শিক্ষণ থেকে বিভিন্ন বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন, গবেষণা প্রশ্ন সমাধানে কম্পিউটার ব্যবহার, পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশেষণ এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

এই কোর্সে শিক্ষার্থীগণ কম্পিউটার ব্যবহারে বাস্তব জ্ঞানও লাভ করবে। তারা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করবে, শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুলের বাইরে কম্পিউটারের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহারের উপর এর একটি প্রভাব পড়বে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রকল্পগুলোর মধ্যে মাইক্রো কম্পিউটার প্রকল্পের ন্যায় কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১৫ পি এস : প্রাইমারী/মিডল/সেকেণ্ডারী স্কুলের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

এই কোর্সের মুল উদ্দেশ্যই হলো সম্ভাব্য শিক্ষকদেরকে সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ইসলামী ধারণার সাথে পরিচিত করে তোলা। এছাড়া মুসলিম দেশের স্কুলগুলোর বিভিন্ন লেভেলে প্রশাসনিক জ্ঞান, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল,

www.pathagar.com

প্রকারভেদ, শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষার ব্যাপারে মানবিক সম্পর্কের প্রভাব সম্পর্কে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

ইসলামে নির্দেশিত স্কুল সংগঠনের মৌলিক নীতি, সুযোগ-সুবিধা, গুরুত্ব, পরিধি ও অর্থ, ইসলামী তত্ত্বসহ প্রশাসনের তত্ত্বসমূহ, সামাজিক বিধান তত্ত্ব, ফাংশনাল তত্ত্ব, ব্যক্তিগুণ তত্ত্ব, ড্রিফটিং তত্ত্ব, এক্স তত্ত্ব, ওয়াই তত্ত্ব, ইসলামী মডেলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন মডেল, ট্রেইট মডেল, আমলাতান্ত্রিক মডেল, মানবিক সম্পর্ক মডেল, আচরণিক মডেল, গণতান্ত্রিক মডেল, সিটুয়েশনাল মডেল। স্কুলে মানবিক সম্পর্ক, স্কুল [illegible] ও ক্লাশ কক্ষ ব্যবস্থাপনা, কারিকুলাম কার্যাবলী [illegible] সুবিধা, শিক্ষণ সামগ্রী, সাংগঠনিক ও [illegible] দেশীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশের নিয়মনীতিগুলোও এই কোর্সের আওতায় আসবে।

এই কোর্সে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে *উম্মাহর* মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করা হবে। অন্য সমসাময়িক বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক উন্নয়ন বিষয় এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক দেশের প্রাক-প্রাইমারী বিষয়ও এখানে আলোচিত হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রাথমিক শিক্ষার জনসংখ্যাগত ও আর্থিক বিষয়ও এখানে আলোচনা করা হবে।

৬০৯ এস এস : মুসলিম শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

ইসলামের সুবর্ণ দিনগুলোতে মুসলিম শিক্ষায় ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে শিক্ষার পশ্চাৎমুখীতা, উপনিবেশ শাসনে মুসলিম দেশের শিক্ষা, বিদেশী শাসনে মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষার ব্যাঘ্যাত ঘটানো, শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও কৌশল, মুসলিম বিশ্বে বর্তমান শিক্ষার বিশেষণ, ভবিষ্যৎ মুসলিম শিক্ষার সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, বিভিন্ন ইস্যু, সমস্যাসমূহ, মুসলিম শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, দিকনির্দেশনা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা-এর ন্যায় বিষয়গুলো এই কোর্সের আওতায় আসবে।

৬১০ এম এস : শিক্ষা উপকরণের উৎপাদন ও ব্যবহার

৬১০ এস এস

ক্লাশকক্ষের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, তাৎপর্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিদর্শন, প্রস্তুতি, সংগঠন এর বিষয় কোর্সের এই অংশে আলোচনা হবে।

www.pathagar.com

মডেলসমূহ, চার্ট, ফিল্ম, ভিসিআর, প্রোগ্রামকৃত শিক্ষণ, শিক্ষা সফর, মিউজিয়াম, ট্রান্সপারেন্সিসমূহ, স্লাইড ইত্যাদি এর ন্যায় বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রীর সুবিধা-অসুবিধাগুলোর উপর এখানে আলোচনা করা হবে। রিসোর্স কক্ষ, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার-অপব্যবহার, স্টাফিং ও স্টাফ সংগঠন, শিক্ষা উপকরণ হিসাবে কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলোও এখানে আলোচিত হবে।

এই কোর্সের দ্বিতীয় অংশে শিক্ষা উপকরণের প্রকৃত উপাদান যথাযথ মূল্যায়ন সহকারে এগুলোর ক্লাশ কক্ষে ব্যবহার এর বিষয় আলোচিত হবে। এই অংশে উদ্ভাবনী বিষয়সমূহকে উৎসাহিত করা হবে। উপকরণগুলো দেশীয় জিনিস দিয়ে তৈরি করতে হবে, যেগুলো স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগতে পারে সেগুলো লাগসই যেন হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬১২ এম এস : শিক্ষার সমাজতত্ত্ব
৬১২ এস এস

মুসলিম সমাজ উন্নয়নের জরিপ, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উপর গবেষণা, ভ্রাতৃত্বের একতা সম্ভাব্য মুসলিম শিক্ষকদেরকে *উম্মাহর* সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সক্ষম করে তোলে। তাদের শিক্ষার তাৎপর্য, মুসলিম সমাজের কার্যাবলীর সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যাচাই-এর ন্যায় বিষয়গুলোর উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ইসলামী সংস্কৃতি, এর মূল্যবোধ, আদর্শ, সংস্কৃতিক বৈচিত্র, এর পরিবর্তন, শিক্ষা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক চলমানতা, ইসলামী রাষ্ট্র ও শিক্ষা-এর উপর প্রতিক্রিয়া, নতুন পরিবারের ফলাফল, শিক্ষায় অর্থনীতি ও রাজনীতি, *উম্মাহর* সুসংস্কৃতিকরণ ও এর শিক্ষা তাৎপর্য বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা স্থান পাবে।

৬০২ এম এস : শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

ইবনে সীনা থেকে গাজালী পর্যন্ত মুসলিম পণ্ডিত/মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া/পশ্চিমা চিন্তাবিদ/মনোবিজ্ঞানীদের "মুক্ত" অনুসন্ধান তত্ত্বের পরিবর্তে মুসলিম পণ্ডিত/মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিশুর মনের উন্নয়ন ও এই উন্নয়ন বৃদ্ধি ও কারিকুলামের বিষয় বস্তুর সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়নের উপর এই কোর্স গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মানব মনের কুরআনিক ধারণার সাথে মুসলিম চিন্তাবিদদের কার্যাবলী, আচরণিক ভিত্তি, প্রচেষ্টা, প্রতিফলন, সহজাত প্রবৃত্তি,

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধকরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, শারীরিক উন্নয়ন চেতনার উন্নয়ন, আচরণ ও মূল্যবোধের বিষয় এখানে আলোচনা করা হবে। এই বিষয়ের উপর সমসাময়িক তত্ত্বের উপর আলোচনা ছাড়াও এই কোর্সে বিভিন্ন শিক্ষণতত্ত্বের উপর আলোচনা করা হবে।

৬১৩ এম এস : শিক্ষা পরিসংখ্যান
৬১৩ এস এস

পরিসংখ্যান পরিচিতি, শিক্ষা সমস্যা-এর ব্যবহার, বিচ্ছিন্ন চলক (Continous variables) এবং অবিচ্ছিন্ন চলক, পরিমাপক মাত্রা, ঘটন বিন্যাস, শতাংশ এবং শতাংশ মাত্রা, দশমাংশ, চতুর্থক, শতাংশ, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ, বিস্তৃতির পরিমাণ, পরিমাণগত, গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি, সম্ভাবনা ও পরিমিত বিন্যাস, নমুনায়ন, পরামান (parameters) সহসংশেষ (rank order), ভেদাংক (product moment) বিশেষণ (এক, দু' এবং তিন উপায়), প্রতিগমন (regression), ও প্রতিগমন সমীকরণ, সসংশেষ গুণাংকের বিশেষণ (correlation coefficient), পরিসংখ্যানগত অনুমিতি, ছোট ও বড় আকারের নমুনায় আদর্শ ত্রুটি, গড়ের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য, তাৎপর্যের মাত্রা, তাৎপর্যের দ্বিমুখী ও একমুখী যাচাই (two-tailed,one tailed test), অনুমানমূলক পরীক্ষা, Chi-square test, sign test, মধ্যমা যাচাই, মাত্রা যাচাইয়ের সমষ্টি, অনুমান যাচাইয়ে কম্পিউটারের ব্যবহার।

৬০৪ এস এস : তুলনামূলক শিক্ষা

তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্ব, সংজ্ঞা, অর্থ, পদ্ধতি, কৌশল ও গবেষণা বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। কিছু কিছু অমুসলিমদেশ ও মুসলিম দেশের শিক্ষার তুলনামূলক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোর্সের দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হবে। দর্শন, শিক্ষার উদ্দেশ্য, কারিকুলাম, প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানমূলক ব্যবস্থা এবং আর্থিক সংস্থান বিষয়সমূহ শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, উচ্চতর বয়স্ক, কারিগরী, কৃষিবিষয়ক, শিক্ষক, বিজ্ঞান ও পেশাগত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

১০৬ পি এস : ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস
৬১৪ এম এস
৬১৪ এস এস

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ইসলামী ধারণার উপর এই কোর্সে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। কোর্সের দ্বিতীয় অংশে রাসূল (সা.) এর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিস্ত ারিত আলোচনা স্থান পাবে। বিশেষ করে খলিফা, উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতেমী, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, স্পেন ও উপমহাদেশে মুসলিম অটোম্যান শাসকদের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হবে। এই সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য, কারিকুলাম, শিক্ষা কৌশল, শিক্ষার ধাপ, ধর্মীয় শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষা প্রশাসন, পরিকল্পনা ও অর্থ ব্যবস্থা, গবেষণা, পরীক্ষা, শিক্ষা সুবিধা, শিক্ষার হার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ন্যায় বিষয় আলোচিত হবে।

ইতিহাসের আপেক্ষিক প্রেক্ষাপটে এই কোর্সে মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোচনা করা হবে।

৬১৫ এম এস : তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং
৬১৫ এস এস

ইতিহাস, সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, পরিধি, ভূমিকা, কার্যাবলী, গুরুত্ব, মূলনীতি, কৌশল, তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি ও কাউন্সিলিং, তত্ত্বাবধানের ইসলামী দর্শন, ইসলামে তত্ত্বাবধানের সূত্র (কুরআন, *হাদীস*, *শরীয়া*, ঈমান, সুফীতত্ত্ব, মসজিদ, *হাদিস* কুরআনের ব্যাখ্যা। ফিকহ্, ধর্মীয়, পণ্ডিত, মাতা-পিতা, শিক্ষক ইত্যাদি); কাউন্সিলিং এর ধরন (নির্দেশ, অনির্দেশ, মানসিক ঔদার্য); কাউন্সিলিং এর বিভিন্ন ধাপ, দায়িত্ব, মুসলিম তত্ত্বাবধানকারী কাউন্সিলরের বৈশিষ্ট্য ও প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং-এ মুহাম্মদ (সা.), তাঁর সাহাবী, কৌশল, পদ্ধতি ও কুরআন *হাদীসে* ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল, প্রথম দিকের মুসলিমদের জন্য রাসূল (সা.) এর তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং, পেশাগত তথ্য, জীবন পরিকল্পনা, চাকুরিতে নিযুক্তি; সংগঠন, প্রশাসন ও সমগ্র *উম্মাহর* জন্য স্কুলসমূহে তত্ত্বাবধান কর্মসূচীর মূল্যায়ন; পরামর্শ পদ্ধতি। ব্যবস্থা, প্রেসক্রিপশন, মধ্যস্থতা, সহযোগিতা; মুসলিম কাউন্সিলের হিকমত।

www.pathagar.com

৬১৭ এম এস : শিক্ষা গবেষণা
৬১৭ এস এস

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও অর্থ, ইসলামী পদ্ধতিতে গবেষণা কাজ পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ ও ইসলামী ধারণা। প্রথম দিকের মুসলিম ফুকাহাদের পরিচালিত গবেষণা কৌশল, এগুলোর বৈধতা ও এই জমানায় এগুলোর প্রয়োজনীয়তা। গবেষণা সমস্যা সংগঠন; সেম্পলিং কৌশল, সংগ্রহ, উপাত্তের বিশেষণ ও ব্যাখ্যা; গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার শ্রেণী, ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক বিষয়, আন্তঃসম্পর্ক ও পরীক্ষামূলক গবেষণা; পূর্বে কৃত নক্সা ও পরীক্ষামূলক নক্সাসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণা নক্সাসমূহ, প্রাক-পরীক্ষামূলক নক্সা, সত্যিকারের পরীক্ষামূলক নক্সা। আপাত পরীক্ষামূলক নক্সা ও গবেষণা রিপোর্ট লিখন।

উম্মাহ কর্তৃক মোকাবেলাকৃত গুরুত্বপূর্ণ যে কোন শিক্ষা সমস্যার উপর গবেষণা প্রস্তাব প্রত্যেক শিক্ষার্থী তৈরি রাখবে। গত শতাব্দীতে এইসব সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত *উম্মাহর* বিভিন্ন গবেষণা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা জরিপ এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

৬০২ এস এস : বিশেষ করে কৈশোর মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা মনোবিজ্ঞান

একক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে এবং এই উন্নয়ন ধারণার কার্যাবলী, জীবনের এই পর্যায়ে সামাজিক, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় সংঘাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজীকরণে শিক্ষকদের ভূমিকা এই কোর্সে আলোচিত হবে।

যে সব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে : (১) কৈশোর বয়সের ভাবাবেগ ও কার্যকর পদ্ধতি (২) বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা (৩) কিশোর মূল্যবোধ (৪) কিশোর বয়সের সামাজিক প্রেক্ষাপট (৫) জীবনের প্রতি ধর্মীয়/ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী। *উম্মাহর* মধ্যে কিশোর বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। এর মধ্যে কিশোর হওয়ার লক্ষণ, যুব সংস্কৃতির অঙ্গীকার, যুব উপাসনার অঙ্গীকার, যুব মূল্যবোধের অঙ্গীকার, খারাপ অভ্যাসে আসক্ত হওয়ার ন্যায় অপরিপূর্ণতার বিষয়সমূহ, উশৃঙ্খল আচরণ, পদস্খলন, কিশোর সমস্যার ইসলামী সমাধান; কিশোর বয়সে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধি; বয়োঃপ্রাপ্ত ও সামাজিক উপাদানের মধ্যেকার সম্পর্ক; কৈশোর বয়সে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া; সৃজনশীল কিশোরদের যত্ন ও পরিচালন করা।

www.pathagar.com

৬১৮ এম এস : শিক্ষা ইস্যু
৬১৮ এস এস
শিক্ষা, মানবিক বৈপরিত্যের মধ্যেকার মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়; উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষণ ও উন্নয়ন; দর্শন ইস্যু, শিক্ষার নৈতিক প্রেক্ষাপট, মুসলিম বিশ্বে সমসাময়িক শিক্ষা পদ্ধতিতে ইসলামী চেতনার অভাবের ন্যায় আদর্শগত ইস্যু, সামাজিক বিষয়, স্কুল ও মসজিদের সামাজিক কর্মকাণ্ড, দলীয় আচরণের গতিবিজ্ঞান, প্রার্থনায় দলীয় আচরণের প্রশিক্ষণ, ইনষ্টিটিউশন ও শিক্ষা অনুশীলনে সামাজিক প্রবণতার প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা সুযোগের সমতা বিধানের উপর বিশেষ গুরুত্বসহকারে *উম্মাহর* শিক্ষা বিষয়ক ইস্যু, মেধা পাচার, পশ্চিমা ও ইসলামী পদ্ধতির সমানতালে চলা, শিক্ষা স্বায়ত্বশাসন, শিক্ষার্থী দাঙ্গা, শিক্ষার্থী সমস্যা ও কল্যাণ, নারী শিক্ষা, শিক্ষায় সরকার ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি এই কোর্সের বিষয়।

২০৩ পি এস : কলাশাস্ত্র
এই কোর্সের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকদেরকে সক্রিয় করে তোলা এবং ইসলামী মৌলিক বিধান অনুযায়ী শিশুদের শিল্পসুলভ প্রতিভাকে শক্তিশালী করে তোলা। এই কোর্সের প্রথম অংশে থাকবে কলাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, দর্শন ও তাৎপর্য, কলা শাস্ত্র শিক্ষা, পদ্ধতি, পরিধি ও কলাশাস্ত্রের ব্যাপ্তি, মনস্তাত্ত্বিক, উপস্থাপনা, কলাশাস্ত্রে শিশুদের সৃজনশীল ও সুকুমার বৃত্তি, কিশোর ও কলাশাস্ত্রের শিক্ষা, আধুনিক কলাশাস্ত্র শিক্ষা এবং সামাজিক সমস্যা, কলাশাস্ত্র ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতি। শিক্ষায় মিউজিয়ামের ভূমিকা, কলাশাস্ত্রের ইতিহাস, বিশেষ করে মুসলিম কলাশাস্ত্র, আজকের শিশুদের কলাশাস্ত্র।

কোর্সের দ্বিতীয় অংশে থাকবে *উম্মাহর* শিশুদেরকে দেওয়ার জন্য কলাশাস্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষা-এর ন্যায় বিষয়সমূহ। এই অংশের উপর জোর দিতে গিয়ে রঙের চাকা, রঙের গুরুত্ব, আকাঁঝোকা, বর্ণের প্রকৃতি, স্প্রে পেইন্টিং, প্রকাশমুখী পেইন্টিং, মুদ্রণ, ল্যাণ্ডস্কেপ, ফুল, পাখি, সমুদ্র শামুক ও জন্তুর ছবি অংকন, মডেল অংকন, থার্মোপল (Thermopole) দিয়ে নক্সা, সাধারণ বিজ্ঞানে শিক্ষায় ব্যবহৃত কলাশাস্ত্র, গণিত ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহৃত কলাশাস্ত্র।

২০৬ পি এস : সাধারণ বিজ্ঞান-১
পৃথিবী, বিশ্ব ও প্রাণীর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেষণ এই কোর্সের বিষয়। বিজ্ঞান, জীবনের ইতিহাস, পরিবেশ, পৃথিবীর ইতিহাস, জীবনের প্রকৃতি ও বৈচিত্র, বৃক্ষ ও জীবজন্তু, ঋতু ও জীবনের উপর এর প্রভাব। মানবদেহ ও এর কর্মপ্রণালী, সূর্য ও

www.pathagar.com

তার গ্রহ, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ, তারকা ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, সাগর, মহাসাগর, প্রবাহমান মহাদেশসমূহ, মাটি ও এর প্রকারভেদ, বায়ু ও পানি, বাতাস, হারিকেন, টর্নেডো, বজ্রপাত, মানব তৈরি আবহাওয়া, আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভূমিকম্প, পরিবেশ, পরিবেশগত সংকট, সম্পদের সহিষ্ণুতা, মাটি সংরক্ষণ, বন, বন্যজীবন, পানি, বন্য পরিবেশ, শহুরে পরিবেশ ব্যাপারগুলোতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। এইগুলো কুরআন ও মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন করতে হবে।

২০৭ পি এস : সাধারণ বিজ্ঞান-২

পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন এই কোর্সের বিষয়। অনু, পরমাণু, পদার্থ, রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তন, রাসায়নিক সাংকেতিক বিষয়, তাপ সূত্র, তাপের প্রকৃতি ও পরিমাপ, তাপ ঢেউ, ইনসুলেশন, গৃহ উত্তপ্তকরণ, রিফ্রিজারেশন, সৌরশক্তি, তাপ, স্পেস, নিউক্লিয়ার শক্তি ও এর ব্যবহার, এটমিক ও হাইড্রোজেন বোম্ব, নিউট্রন বুলেট, শক্তি ও শান্তির জন্য এটম, পরিবর্তনের জন্য এটম, রেডিও এ্যাকটিভিটি, মানুষের সেবায় রেডিও আইসোটোপ, সাধারণ মেশিন, পুলি, লিভার, গিয়ার, স্ক্রু, ঘর্ষণ, চৌম্বকত্ব, বাড়ী ওয়্যারিং ও গৃহে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ। টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, ভিসিআর, ওয়াশিং মেশিন, জুসার, শেভার (Shaver), ড্রাইভার, গ্রিণ্ডার, কাটার, সাউণ্ড, ইকো, আলো, প্রতিসরণ, প্রতিফলন, ক্যামেরা, লেন্স, আয়না, রংধনু, মরিচিকা চোক্ষুর ক্রটি, ফ্লাইট ও আকাশ ভ্রমণ, ফ্লাইটের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, জেট, রকেট, মহাকাশে মানুষ, চন্দ্রাভিযান, স্পেস স্টেশন, রাডার এবং এটি কিভাবে কাজ করে-এসব বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় এই কোর্সে আলোচিত হবে। এছাড়াও এই কোর্সে যে সব বিষয় আলোচিত হবে তা হলো : বিজ্ঞান ও শিশু, প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য, সম্পদের ব্যবহার, প্রাথমিক বিজ্ঞান, কারিকুলাম, প্রাথমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষায় অডিওভিজুয়্যাল সামগ্রী ব্যবহার, বিজ্ঞান সামগ্রী, শিশু কৌতুহল বৃদ্ধি করা, বিজ্ঞান পাঠ পরিকল্পনা, শিশু পরিপালন, আলাহ্ প্রদত্ত সৃজনশীল ও ধীর গতির শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আলাহ্ ও তার সৃষ্টির ধারণা, প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে অনুসন্ধানের পদ্ধতি এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের মূল্যায়ন ইত্যাদি।

২০৮ পি এস : ইসলামের ইতিহাস

এই কোর্সে ইসলামী যুগের উপর আলোচনা করা হবে। এই কোর্সে ইসলামী ইতিহাসের রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও

www.pathagar.com

প্রশাসনিক বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। মুহাম্মদ (সা.), উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী, ওটোম্যান ও মুঘল শাসনকাল এই কোর্সে আলোচিত হবে। ৭৫০-১৩৫০ খ্রিঃ এর সময়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। অতীতের ও বর্তমানের ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন, তাদের ব্যর্থতা ও সফলতার বিষয় এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনায় এগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

২০৯ পি এস : সামাজিক বিজ্ঞান

এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্যই হবে ইসলামী সংস্কৃতি ও সমাজের জ্ঞানের সাথে সম্ভাব্য শিক্ষকদেরকে পরিচিত করে তোলা, কোর্সের প্রথম অংশে আলোচিত হবে সমাজবিজ্ঞানের বিষয়সমূহ। যেমন-সংস্কৃতির উপকরণ, ইসলামী সংস্কৃতি ও সমাজ, সামাজিক অভ্যাস, সামাজিক আচরণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রয়োজন প্রবণতা, সামাজিক পছন্দ, সামাজিক নীতিশাস্ত্র সামাজিক চালচলন, সামাজিক দোষ, এইসব দোষ দূরীকরণ, রাষ্ট্র ও সরকার, সংবিধান প্রণয়ন, নাগরিকত্ব, পৌরনীতি, দেশীয় আইন, সরকারের ধরন, জাতীয় পর্যায়ে সরকার এবং অন্য সমসাময়িক বিশ্বের তুলনায় মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সরকার এবং মুসলিম বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক গণ্ডগোল।

প্রাইমারী স্কুলে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্কুল কারিকুলামে সামাজিক বিজ্ঞান অবস্থান, সম্পদের ও শিক্ষণ এককসমূহের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর নির্বাচন ও ব্যবহার, সামাজিক বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণকে পৃথকীকরণ, দলীয় অবস্থার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানকে বুঝতে পারা, সামাজিক বিজ্ঞানে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক উপাদান, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ এবং সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্যায়ন।

২১০ পি এস : ভূগোল

ভূগোলের মৌলিক ধারণা ও দক্ষতার বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। এই কোর্সে থাকবে দেশের বিভিন্ন ঋতু, জলবায়ু, ভৌগলিক অঞ্চল, আবহাওয়া, খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ, প্রশাসন, পানি সেচ, শিল্প, শক্তির সূত্রসমূহ, ভূমি, কৃষি ইত্যাদি ও অন্যান্য মুসলিম দেশ। মানচিত্র অংকন, মানচিত্র ও রেখচিত্র অংকন ও বিশেষণ, বস্তুগত সংগ্রহ, চার্ট ও মডেল মেকিং, স্কেল ও পরিমাপ এবং এলাকা জরিপ এর ন্যায় বিষয়সমূহ এই কোর্সের অন্তর্ভূক্ত হবে।

www.pathagar.com

৩০১ পি এস : ইসলামী দর্শন/জীবন দর্শন : তত্ত্ব ও ব্যবহার
৮০১ এম এস
৮০১ এস এস

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শুরুতেই সম্ভাব্য শিক্ষকগণ শিক্ষা কাজে নিয়োজিত হবেন এবং ইসলামী জীবন দর্শন অনুশীলন করতে থাকবেন। এর মাধ্যমে আলাহ ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশিত পথে চলার উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব বুঝা যাবে। মুসলিম জীবনের প্রতিটি দিকের উপর বক্তৃতা ও শিক্ষণের কাজ চলবে এবং সেগুলোর অনুশীলন করা হবে।

জীবনের লক্ষ্য এবং পৃথিবীতে জীবন চলার পথের ধারণার উপর পুরোপুরি আলোচনা এই কোর্সে থাকবে। ইসলামী নীতি দর্শন, শিক্ষা, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন ও সামাজিক কাঠামোর উপর এখানে আলোচনা করা হবে। ইসলাম ও সমসাময়িক পদ্ধতি ও দর্শন বিশেষ করে সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, ডারউইনবাদ, জাতীয়তাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও খ্রিষ্টবাদের উপর এই কোর্সে আলোচনা হবে। *উম্মাহর* মধ্যে ইসলামী জীবন বিধানের চর্চার অভাব এখানে তার কারণ উদঘাটন করে বিশেষণ করা হবে। *উম্মাহর* মধ্যে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের চেতনা চালু করা হবে।

৩০২ পি এস : দেশ অধ্যয়ন
৮০২ এম এস
৮০২ এস এস

কোন মুসলিম দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে তা এখানে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনায় অতীতের বহু আন্দোনের কথা আসবে যে সব আন্দোলন সংশিষ্ট দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে-রাজনৈতিক ও শিক্ষা আন্দোলন উভয়টিই এই কোর্সে আলোচিত হবে। কোর্সের দ্বিতীয় অংশে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন দেশের ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও আদর্শগত অবস্থার উপর আলোচনা করা হবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও বর্তমান রাষ্ট্রের বিষয় এই কোর্সে থাকবে। দেশের যে কোন দিকের উপর শিক্ষার্থী বিস্তারিতভাবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবে। এর মধ্যে দেশের আদর্শগত ও বর্তমান অবস্থার আলোচনা থাকবে। আদর্শগত ও বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পুরো বিষয়টি অধ্যয়ন করা হবে। দেশের গুণাবলী, শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বিশেষভাবে এখানে আলোচিত হবে।

www.pathagar.com

৩০৩ পি এস : আল্লাহর একত্ব ও রাসূল (তাওহীদ ও রিসালাত)
৮০৩ এম এস
৮০৩ এস এস

কোর্সটি আল্লাহর একত্ব (*তাওহীদ*) ও রাসূল (*রিসালাত*) এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রথম অংশে *তাওহীদ* আলোচনা করা হবে। *তাওহীদ* বুঝার উপায়, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনাকারী মানুষ, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকা, অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং *উছিলা* বা মধ্যস্থতা কামনা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত না করা, *তাওহীদের* গুণাবলী, অনেক গুনাহ মার্জনাকারী, সুফীদের কষ্টের সাধনার পোষাক পরিধান করা, তাবিজ ও যাদুকরণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করা *শিরক*, অতি বাড়াবাড়িকৃত সম্মান প্রদর্শন, পীর-আওলিয়াদের কবর পূঁজা, যাদুকর ও এর অন্যান্য যত রকম ভেল্কিবাজী আছে তার সবই, আনওয়া'র মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা, *মুনাফিকি*, *শিরক'র* ন্যায় পার্থিব প্রণোদনা, জেনে শুনে এক আল্লাহর সাথে সহযোগী দাঁড় করানো, আল্লাহর নামের জন্য সম্মান প্রদর্শন, কদর'র অস্বীকার, ইবনে আরাবীর *ওয়াহদাত-ই-উযুদ* বা একত্ববাদ, মুজাদ্দিদের *তাওহিদের* ধারণা, শাহ ওয়ালিউলাহ'র দর্শন, শাহ রফিউদ্দিন ও সাইয়িদ আহমদ বেরলভী'র *তাওহীদের* ধারণা, যুক্তিবাদ ও *তাওহীদের* উপর গবেষণা, *তাওহীদের* বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ, একমাত্র একত্বের এবং একমাত্র আল্লাহর গুণাবলী, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের পূর্বশর্ত, *তাওহীদ'র* উপর বিশ্বাস, *তাওহীদ*'র প্রচার, মানব জীবনের উপর *তাওহীদের* প্রভাব, এক আল্লাহ, এক মানবজাতি ও এক পদ্ধতির উপর *তাওহীদ'র* উপর এই কোর্সে আলোচনা হবে। কুরআন ও *হাদীসের* সূত্র অনুযায়ী এইসব বিষয় আলোচিত হবে।

পয়গম্বরী (*রিসালাত*), তার প্রয়োজনীতা, পয়গম্বরীর তাৎপর্য, রাসূলের ব্যক্তিত্বের আচরণ, রাসূলগণের সত্যবাদিতা, রাসূলগণের ভূমিকা ও কার্যাবলী, মানুষ হিসাবে রাসূল, আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক নেতা, রাসূলগণের প্রতি আনুগত্য, সুন্নাহ ও তাদের অনুসরণ এর ন্যায় বিষয়গুলো এই কোর্সের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হবে। এই কোর্সে বিশেষ করে মুহাম্মদ (সা.) এর পয়গম্বরীর উপর আলোকপাত করা হবে এবং তার পর আর কোন রাসূল নেই—এই বিষয়য়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৩০৪ পি এস : ইসলামী নীতিশাস্ত্র

অন্য দর্শন/ধর্মের ন্যায় ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উপর এই কোর্সে আলোচনা হবে। এই কোর্সে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ এর সংশিষ্ট নৈতিকতার

www.pathagar.com

ইসলামী নীতি এখানে আলোচনা করা হবে। আলাহর আনুগত্য, উপাসনা ও আত্মসমর্পণের সাথে সংশিষ্ট ইসলামের মূল্যবোধ, আলাহর রাসূল, সম্পদ গ্রাস ও সম্পদ জমা, আল্লাহর পথে জিহাদ, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা, মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, এয়াতীম, দরিদ্র, অতি অভাবী, মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ওয়াদা রক্ষা, বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, দয়া, ন্যায়বিচার, প্রেম, ধৈর্য্য, ন্যায়-নিষ্ঠা, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও আত্ম সংযম এর ন্যায় বিষয় নৈতিক মূল্যবোধগুলো এ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের অমূল্যবোধ মুনকারাত, বিশেষ করে মুনাফেকী, অন্যায়, দাম্ভিকতা, দয়াহীনতা, ঘৃণা, অনৈক্য, জীবন ধ্বংস, অন্যান্য শয়তানী বিষয়গুলোর উপরও এখানে আলোকপাত করা হবে। মূল্যবোধগুলো বাস্তবে পরিপালন ও অমূল্যবোধগুলো ঘৃণা করার জন্য ২৫% নম্বর দেওয়া হবে। কুরআন, *হাদীস*, সাহাবীদের জীবনী, ফকীহদের জীবনকে সূত্র হিসাবে বারংবার অধ্যয়ন করতে হবে। ইসলামী পদ্ধতির মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে অন্য নৈতিক পদ্ধতির চেয়ে উত্তম প্রমাণের জন্য বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করতে হবে।

৩০৫ পি এস : ইসলামী সমাজ

সমাজের সংজ্ঞা ও উপাদানের উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। বিশেষ করে আদর্শ ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য যেখানে চরিত্র প্রশিক্ষণ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরার্থবাদ, সৎজীবন যাপন, পরিশ্রম, ব্যয়নিষ্ঠতা, ভারসাম্য, সবার মঙ্গলবাদ, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা ও কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইসলামী সমাজের স্বাধীনতার ব্যবস্থা, ব্যক্তির অধিকার ও সার্বিক বিবেচনায় কল্যাণকামী সমাজ হিসাবে এর চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হবে।

এই কোর্সে ৭০০-১৩৫০ খ্রিঃ সময়ের উপর সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করা হবে যখন ইসলামী সমাজ ছিল একটি প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজের সাথে ইসলামী সমাজের তুলনা করা হবে। গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ইত্যাদি সমাজের ন্যায় এবং ইসলামী সমাজের ধারণাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা হবে। এই কোর্সে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় নতুন নতুন উৎসাহ ও বাধাবিপত্তির উপর আলোচনা করা হবে এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

৩০৬ পি এস : কুরআন
৮০৪ এম এস
৮০৪ এস এস

কুরআনকে বুঝা এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হবে। ওহীর রকমভেদ, কুরআন নাযিল হওয়ার, মহিমান্বিত কুরআন, কুরআনের পাঁচটি জ্ঞান, কুরআনে আয়াতসমূহের পুনরাবৃত্তির দর্শন, ভাষ্যের নীতি (উসুল-ই-তাফসীর), ইবনে আব্বাস, তাবারী, ইবনে কাসির, মযাহার, কাশাফ'র ন্যায় বিশিষ্ট মুফাসসীরদের দেওয়া ব্যাখ্যা ভূমিকা এই কোর্সে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে জাতীয়/আঞ্চলিক ভাষায় এবং আরবি ভাষায় নিম্নবর্ণিত সূরাসমূহের কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : আল বাকারাহ, আন নিসা, আল মায়েদা, আশ শূয়ারা, আর রূম, আস সাজদাহ, আল আহযাব, আল মু'মিন, আল যানিয়া, আল হুযরাত, আর রহমান ও আল মূলক্।

৮০৫ এস এস : **ইসলামী নীতিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা**

এই কোর্সে আল্লাহ, মানুষ, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, যথার্থতা, বিশ্ব, মানুষের প্রকৃতি, আত্মা, বিশ্বাস, যুক্তিবাদ, মূল্যবোধ, নীতিবিদ্যা, প্রাণী, বস্তুগত বিশ্ব, ভাষা ও আখিরাত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এই কোর্সে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এগুলোর মূল সূত্র হবে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ। নিম্নবর্ণিত দার্শনিক/মাযহাবের দার্শনিক ভিত্তিগুলোর উপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

মুতাযিলাবাদ, আশারিবাদ, সূফীবাদ, ইখওয়ান আল সাফা, আল কিন্দি, আবু বকর আল রাযী, ইবনে হাম্বল, ফারাবী, গাজালী, ইবনে সীনা, ইবনে বায্যাহ, ইবন তোফাইল, ইবনে রূশদ, ইবনে খালদুন, শাম্মামী, আকিবা, হিলেল, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল বিরুনী, ইয়াহহিয়া, ইবনে আদি, ইবনে আল সালহ, ইবনে আল আস্সাল, ইসাক লুরিয়া, সাইয়েদ কুতুব, আলামা ইকবাল, আলী শরীয়তি ও সাইয়েদ মওদূদী, আলোচনায় সমসাময়িক পশ্চিমা দার্শনিকদের সাথে মুসলিম দার্শনিকদের তুলনামূলক আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হবে।

৮০৬ এম এস : **ইসলামের জ্ঞানতত্ত্ব**
৮০৬ এস এস

এই কোর্সে কুরআন, *হাদিস*, ফিকহ ও নিম্নবর্ণিত মুসলিম পণ্ডিতদের ইসলামী জ্ঞানের ধারণার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যেমন- খলিফা আলী, ইমাম আবু হানিফা, ইবনে যাম্মাহ, ইবনে খালদুন, ইমাম গাযালী, সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ মওদূদী, ইসমাইল রাযী। এখানে ইসলামের আলোকে জ্ঞানের

www.pathagar.com

প্রকারভেদ ও জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যেমন-সম্বন্ধবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, আদর্শবাদ, যুক্তিবাদ, সংশয়বাদ, এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা, বিশেষণ ও সমালোচনা। অন্যান্য জ্ঞানতত্ত্বের উপর ইসলামের জ্ঞান তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে আলোচনা করা হবে। ইসলামের জ্ঞানের সাথে লক, স্পিনোজা ও রাসেলের জ্ঞানতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা এখানে করা হবে।

৮০৭ এম এস : মুসলিম বিশ্ব : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত
৮০৭ এস এস

উম্মাহর বর্তমান অবস্থার সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হবে। যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ভৌগলিক, ধর্মীয়, শিক্ষার অবস্থা, মুসলিমদের মেধা, শক্তি, দুর্বলতা। উম্মাহর বিভিন্ন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন, শিক্ষা সম্মেলন, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন-এর বিভিন্ন ফলাফল বিষয়ে আলোচনা। উম্মাহর ঐক্যের উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক, বিভিন্ন সংঘর্ষ ও সেগুলো নিরসনের সিদ্ধান্ত, মুসলিম দেশগুলোর বিপব, মুসলিম বনাম অমুসলিম দেশের মধ্যেকার সংঘাত, নির্যাতিত মুসলিম দেশ, সংখ্যালঘু, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, উপসাগর, আফগানিস্তান, বসনিয়া-হার্জিগোবিনা, ইরাক এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেকার পরস্পর নির্ভরশীলতা এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

যুদ্ধ, সন্ত্রাস, যোগাযোগ, সম্পদসমূহ, মেধাশক্তি, শক্তি, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা, নগরায়ন, উন্নয়ন, ধর্ম ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর নিরিখে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত এখানে আলোচনা করা হবে। অতীত ও বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটি হবে গবেষণার বিষয়। কোর্সের এই অংশ *উম্মাহর* বস্তুগত ও আদর্শগত উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। শর্তাবলী, অতীত ও বর্তমানের আলোকে গুরুত্ব ও ভবিষ্যত কৌশল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে।

ইসলামের আবির্ভাব হতে আলোচনা শুরু করে বড় বড় মুসলিম আন্দোলন (অতীত ও বর্তমান) গুলোর উপর এখানে গভীর আলোচনা করা হবে। যেমন- মওয়ার্দি, খেলাফত ও ইরানীদের বিরুদ্ধে হুসাইনের যুদ্ধ, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন, মুহাম্মদ আবদুলাহ, শাহ ওয়ালিউলাহ, সৈয়দ আহমদ শহীদ, মুস্তাফা আবদুল রাজ্জাক, মওলানা ওবায়দুলাহ সিন্দী, জামালউদ্দিন আফগানী, সাইয়েদ কুতুব, হাসান আল বান্না, উসমান ফওজী, মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আলামা মুহাম্মদ ইকবাল, ড. আল শরিয়তী, আয়াতুলাহ খোমেনী

www.pathagar.com

এর নামও উলেখযোগ্য। এই কোর্সে বিভিন্ন আন্দোলনের লক্ষ্য, দর্শন, কৌশল, সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করা হবে। এই কোর্সে ইসলামী রেনেসাঁর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত জড়ানো যেতে পারে। এই বিষয়টি দলভিত্তিতে হতে পারে।

৮০৮ এম এস : ইসলামী সামাজিক শৃঙ্খলা
৮০৮ এস এস

সামাজিক শৃঙ্খলার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও জাতি, সামাজিক বিধি-বিধান, আচার, মূল্যবোধ, উৎসব, ব্যবহার, খারাপ কাজ, প্রবণতা সহকারে সামাজিক শৃঙ্খলা। এগুলোকে সমসাময়িক সংস্কৃতি ও আদর্শের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সমাজের সংক্ষিপ্ত জরিপ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ইসলামের শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে ইসলামে মানুষের অবস্থান, ৭৫০-১৩৫০ খ্রিঃ সময়ে ইসলামের সামাজিক শৃঙ্খলা, বর্তমান ও অতীতের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

৩০৭ পি এস : হাদিস
৮০৯ এম এস

এই কোর্সের আসল উদ্দেশ্য হলো- *হাদিস* নির্বাচনের পদ্ধতি ও নীতির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা এবং ঐসব সহীহ *হাদিসগুলো* সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করে তোলা যা শিক্ষকদের পেশাগত ও ব্যক্তি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোর্সের প্রথম অংশে হাদিসের সংগ্রহে প্রথম যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের প্রেক্ষাপট, হাদিস নির্বাচনের নীতি এবং এইটি করতে গিয়ে প্রথম যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের অবদানের কথা এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অংশে হাদিস অধ্যয়নে ঈমান, পরিশুদ্ধি (*তাবারাহ*), নামাজ (*সালাহ*), ফরয, সীমা (*হুদুদ*), যুদ্ধ (*জেহাদ*), শিষ্টাচার (*আদাব*), জ্ঞান (*ইল্ম*), ধর্মভীরুতা (*জুহ্দ*), আখিরাত, যাকাত, রোযা (*সিয়াম*), হজ্ব ও বৈবাহিক জীবনের উপর আলোচনা করা হবে।

কিছু দ্রষ্টব্য :

প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্য ভাষা কোর্সের বিষয়বস্তু ঃ (১) ৪০১ পি এস, ৪০৩ পি এস, ৪০৫ পি এস; এবং ৪০২ পি এস, ৪০৪ পি এস এবং ৪০৬ পি এস এমন হবে যে, সেকেণ্ডারী লেভেলের কারিকুলাম (গ্রেড-১২) পুরোটাই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সে যাই হোক, প্রতিটি ভাষা সেটের কোর্স ৩ এর ৫০% হবে শিক্ষণ পদ্ধতি। এটি শিক্ষার্থীদের +৫ — +৮ এর মধ্যে শেখানো হবে।

www.pathagar.com

দু'টো গণিত কোর্সের বিষয়বস্তু সেকেণ্ডারী স্কুলের গণিতের কারিকুলাম পুরো করবে, তবে এতে দেশের প্রাইমারী স্কুলের জন্য গণিতের কারিকুলামের ধারণার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর মধ্যে ২০২ পি এস কোর্সের ৫০% এর মধ্যে থাকবে প্রাইমারী স্কুলের শিশুদের গণিতের শিক্ষা পদ্ধতি।

ক্যালিগ্রাফি কোর্সের বিষয়বস্তু : ২০৪ পি এস এবং ২০৫ পি এস হবে মূলতঃ তত্ত্ব নির্ভর এবং কুরানিক শব্দের ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও মুসলিম ক্যালিগ্রাফির চর্চা নির্ভর। প্রাইমারী স্কুলের শিশুদের ক্যালিগ্রাফি শিক্ষণ পদ্ধতিও ২০৫ পি এস এর অংশ হবে।

কোর্স ৩০১ পি এস, ৮০১ এম এস এবং ৮০১ এস এস-এ শিক্ষার্থীদেরকে সব দিকেই ইসলামী জীবন অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে তত্ত্ব ও অনুশীলন দুটোই থাকবে।

প্রাইমারী ও মিডল স্কুল শিক্ষকদের ভাষা কোর্সের বিষয়বস্তু হবে : (১) ৪০১ পি এস, ৪০৬ পি এস এবং (২) ৯০১ এম এস, ৯০৪ এম এস এমন হবে যে, শিক্ষার্থীরা সংশিষ্ট ভাষা পঠন, লিখন ও বলাতে দক্ষতা অর্জন করবে।

কোর্সের বিষয়বস্তু : ৪০৭ পি এস, ৯০১ এম এস, ৯০৪ এস এস এবং ৯০৫ এস এস-এ পরিচিতি, মৌলিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের বিষয়। প্রাইমারী, মিডল ও সেকেণ্ডারী স্কুল শিক্ষকদের শিক্ষা স্কিমের বেলায় প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের তুলনায় মিডল ও সেকেণ্ডারী লেভেলের শিক্ষার বিষয়বস্তু আরো উচ্চ পর্যায়ের হবে।

এই বর্ণনা বা রূপরেখা শুধুমাত্র মূল দিক নির্দেশনাই দিয়ে থাকে। বিস্তারিত কোর্স রূপরেখা, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষকদের আলোকে সংশিষ্ট শিক্ষক দ্বারা প্রণীত হবে। নতুন প্রয়োজন আর চাহিদার আলোকে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে। সে যাই হোক, কোর্সে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত হবে তার সবটাই ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোন কিছুই কোন কোর্সে গ্রহণ করা হবে না। কোর্সের বর্ণনা মোতাবেক লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

সংশিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশনের জনশক্তি ও বস্তুগত সম্পদের উপর নির্ভর করে সেমিষ্টার ভিত্তিক কোর্স বন্টন হবে।

www.pathagar.com

বিশেষীকরণ কোর্স

বয়স্ক শিক্ষা (এ ই)

১১০১ এ ই : উম্মাহর জন্য বয়স্ক শিক্ষার রূপরেখা

এই কোর্সটির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে এবং *উম্মাহর* বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রটা সনাক্ত করতে পারে। এই কোর্সে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বয়স্ক শিক্ষার ধারণাগত ভিত্তি এবং *উম্মাহর* প্রয়োজনীয়তা, বয়স্ক শিক্ষা হতে শুরু করা ইসলামের শিক্ষা, সমসাময়িক এজেন্সী, কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা অনুশীলনের ইস্যু ও প্রবণতা, সংগঠন ও *উম্মাহর* মধ্যে সফলভাবে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী, আর্থিক তাৎপর্য, বয়স্ক শিক্ষায় মসজিদের ভূমিকা, মিডিয়া ও দূরশিক্ষণ-এর বিষয় এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১১০২ এ ই : উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি শিক্ষা

নাগরিক সচেতনতা, সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন, ঐতিহাসিক উন্নয়ন এর ন্যায় ইস্যু ও ধারণাগুলো এই কোর্সে আলোচিত হবে। *উম্মাহ* ও দেশের বাইরে সামাজিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ, উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা, উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী এজেন্সীর ভূমিকা, পদ্ধতি ও মূল্যবোধের উপর আলোচনা, সামাজিক শিক্ষা ও উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট প্রশিক্ষণ। খলিফাদের সময়ে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, *উম্মাহর* জন্য সামাজিক উন্নয়ন একটি আবশ্যকীয় বিষয়, সামাজিক উন্নয়নে মসজিদের ভূমিকা।

১১০৩ এ ই : বয়স্ক শিক্ষণ

বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতির উপর এই ধরনের জ্ঞানের প্রভাবকে বুঝার বিষয়টিকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বয়স্ক শিক্ষণ অবস্থার দ্বারা একই উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী কিভাবে পরিকল্পনা করা হয় তা এই কোর্সে দেখানো হবে। পরিবর্তিত চাহিদা, জীবনভর বয়স্ক শিক্ষার সামর্থ, বয়স্ক শিক্ষণ ও উন্নয়নের উপর পরীক্ষা করা হবে। বয়স্কদের জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষণ পরিবেশ, তত্ত্বের ব্যবহার এবং বয়স্ক শিক্ষণ অনুশীলনের জন্য গবেষণার ফলাফল ব্যবহারের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সমাজে বয়স্ক শিক্ষণের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এটি নির্ভর করে ঐতিহাসিক, জনবিষয়ক, রাজনৈতিক, আদর্শগত, অর্থনৈতিক উপকরণের উপর, বয়স্ক শিক্ষণের জন্য সামাজিক

www.pathagar.com

শক্তিসমূহ এই কোর্সের বিষয়বস্তু। ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার জন্য তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল, সমাজে এর পরিচালনা করতে হবে।

১১০৪ এ ই : বয়স্ক শিক্ষায় অনুসন্ধানের পদ্ধতি

এই কোর্সে গবেষণা পদ্ধতির একটি সমালোচনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। সমস্যার সংজ্ঞা, গবেষণা প্রশ্নের উন্নয়ন, পদ্ধতি পরিকল্পনা, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন। এই কোর্সে বক্তৃতা, স্বতন্ত্র প্রকল্প ও দলভিত্তিক আলোচনা এর বিষয় থাকবে।

তথ্য প্রমাণের সাথে সংশিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মুস্তাফা, শোটার, চুবার, ম্যাক মারি, গেসার এবং স্ট্রাস-এর বয়স্ক শিক্ষার জন্য কৌশলের উপর অনুসন্ধান।

১১০৫ এ ই : অডিট কাউন্সিলিং
২২১১ জি সি

মানবিক আচরণ, তত্ত্ব, ইস্যু এবং বয়স্ক কাউন্সিলিং এর নীতিমালা। ইসলামের প্রথম যুগে বয়স্ক কাউন্সিলিং, যথাযোগ্য পদ্ধতি ও কৌশল সহকারে শিক্ষাগতভাবে সুবিধাবঞ্চিত বয়স্কদের কাউন্সিলিং, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠনিক পরিস্থিতিতে বয়স্ক আচরণের পরিবর্তন।

১১০৬ এ ই : মাতা-পিতা সংশিষ্ট শিক্ষা

ইসলামে পিতামাতার দায়িত্ব ও অধিকার, ইসলামে পরিবারের ধারণা, পারিবারিক জীবনের পরিবর্তিত রূপ। *উম্মাহর* মধ্যে শিক্ষা ইউনিট হিসাবে পরিবারের পরীক্ষা, মাতা-পিতার সাথে সংশিষ্ট জরুরী বিষয়। পিতা-মাতার সাথে কাজকর্মে দক্ষতা ও পদ্ধতি, ব্যবহারিক শিক্ষণে শিক্ষক-পিতা-মাতার সংযোগ, মায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষণ, পরিবারে ব্যবহৃত কাউন্সিলিং-এ পারিবারিক যোগসাজসের শক্তি।

১১০৭ এ ই : দূরশিক্ষণ

গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, অর্থব্যবস্থা, দূরশিক্ষণ নেটওয়ার্ক এর কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন, বিশ্ব ইউনিভার্সিটির দূর শিক্ষণের কর্ম প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন, বিশেষ করে আথাবাসকা, ক্যালডার ইউনিভার্সিটি; সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং এণ্ড টেলিভিশন, চায়না; ইউনিভার্সিডাড ইস্টাটাল এ্যা ডিস্টানসিয়া, কোস্টারিকা; ফারনুনি ডারসিটাট, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী; আলামা ইকবাল ওপেন

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তান; ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইউ কে; ইউনিভার্সিডাড ন্যাশনাল আবিয়েরতা, ভেনেজভেলা; এবং ইউনিভার্সিডাড ন্যাশনাল ডি এডুকেশন এ্যা ডিস্টানশিয়া স্পেইন। দূর শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ গুণাবলী এবং *উম্মাহর* দূরশিক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা।

১১০৮ এ ই : বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস

বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাসে বিভিন্ন বিরোধী উপকরণ, সাম্প্রদায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং একক স্ব-সাহায্য, কর্মজীবী শ্রেণীর ধর্মপরায়ণতা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আকাংখা এবং মধ্য শ্রেণীর জনকল্যাণের সদাশয় স্বৈরশাসন, আন্দোলন ও সংগঠন, রাতারাতি ও উদারনৈতিক খাপখাওয়ানো ইউটোপীয়-আনমনা অবস্থা, নিরপেক্ষা আন্দোলন ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, রাজনৈতিক সংশিষ্টতা এবং শান্তি বাদ, উপযোগ ও শ্রেণীবাদ। সবগুলো আলোচনাতেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১১০৯ এ ই : বয়স্কদের জন্য মিডিয়া

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন এবং সবধরনের মিডিয়ার জন্য অভিনয়ের বিষয়সমূহের সংগ্রহশালা যা কিশোরদেরকে বয়স্ক পাঠ, দেখা এবং প্রয়োজনসমূহের কথা শুনতে পারা, পছন্দের কথা জানতে পারার বিষয়গুলো এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। তবে কিশোরদের ইসলামী জীবন ও আদর্শের সাথে সংশিষ্ট অভিনয় জাতীয় বিষয়সমূহের সিরিয়াস, জনপ্রিয় বিষয়, মুদ্রিত বিষয়, অডিওভিজুয়্যাল ও লাইভ মিডিয়ার বিষয়গুলো অভিনয় বিষয়ের সংগ্রহশালার সাথে সংশিষ্ট।

১১১০ এ ই : বয়স্ক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৬ সি ই
১১১১ এ ই : কর্মশালা/ সেমিনার/ বয়স্ক শিক্ষায় একক প্রকল্প

স্টাফ সুপারভাইজারের নির্দেশনায় বিশেষায়িত মৌলিক কার্যাবলী, প্রকল্প, পেপার বা কেস স্টাডি ক্লাশে উপস্থাপন করা হয়; আলোচনা, মন্তব্য ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা মূল্যায়ন এই কোর্সের বিষয়।

www.pathagar.com

কারিকুলাম উন্নয়ন (সি ডি)

১২০১ সি ডি : কারিকুলাম ইস্যু ও সমস্যা

এই কোর্সে কারিকুলামের বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে। এবং উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য কারিকুলামের ন্যায় সংশিষ্ট বিষয়গুলো; কারিকুলাম উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিষয়, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। কারিকুলাম প্রণয়ন এবং পাঠের সমস্যাও এখানে আলোচ্য বিষয়। অনুমান, কাঠামো মূল্যায়ন, কারিকুলাম সমস্যা অনুধাবনে বিভিন্ন বিশেষ পদ্ধতির সুপ্ত উদ্দেশ্যসমূহ অনুধাবন ও এক্ষেত্রে অনুশীলনের বিষয়গুলো স্পষ্ট করা কোর্সের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা সেমিনার দেখে, গবেষণা ধারণার উন্নয়ন ঘটাবে। কারিকুলাম বিষয়ে *উম্মাহর* সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন উপায় নিয়ে এই কোর্সে আলোচনা হ[illegible] ইসলামী পদ্ধতির শিক্ষণের বেলায় এটির প্রয়োগ করা হবে।

১২০২ সি ডি : কারিকুলাম উদ্ভাবন/পরিবর্তন বাস্তবায়ন

স্কুল পরিবর্তনের মডেলের বিশেষণ, কারিকুলাম উদ্ভাবনের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্বারোপ করা। কারিকুলাম নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহের বিশেষণ করা হবে এবং এইসব সমস্যা সমাধানের কৌশলসমূহের উন্নয়ন হবে। বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট বিষয় শিক্ষক ও স্কুল এবং স্কুল পদ্ধতির দায়িত্বের সাথে সংশিষ্ট প্রশাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হবে।

১২০৩ সি ডি : কারিকুলাম মূল্যায়ন (সেমিনার)

স্কুল কার্যক্রমের এবং শিক্ষা বিষয়ক কৌশলের মূল্যায়নের উপর শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনারের বিষয় এই কোর্সে আলোকপাত করা হবে, কারিকুলাম মূল্যায়নের উপর ক্লাসিক লেখা ও সমসাময়িক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন ইস্যুগুলো প্রকাশ করবে। বস্তুগত মূল্যায়ন (Meta Evaluation), কর্মসূচীর কার্যকারিতা, দায়বোধ, জবাবদিহিমূলক মূল্যায়ন, কাঠামো ও সার্বিক মূল্যায়ন, কর্মসূচী মূল্যায়ন ও বাজেট পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। এগুলো কারিকুলাম পরিকল্পনা, উন্নয়ন; উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট।

www.pathagar.com

১২০৪ সি ডি : কারিকুলাম কনসালটেন্সী

আন্তঃব্যক্তিক ও স্বেচ্ছামূলক দক্ষতার উপর এই কোর্সে বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১) বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও গ্রহণকারীর (Recipients) কার্যকর কাঠামোতে কনসালটেন্টের অবদানের বিষয়ে খাপখাওয়াতে শিখন;
২) বিবিধ ধরনের স্টাইল, কৌশল ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধতা;
৩) কনসালটেন্টের ভূমিকা বিশেষণের জ্ঞান এবং শিক্ষার অগ্রগতি অর্জনে বিভিন্ন ক্লাশের আপেক্ষিক কার্যকারিতা আন্দাজ করতে পারা;
৪) কেস স্টাডি বিশেষণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা, এমন একটি পর্যায় যেখানে কারিকুলাম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে কম যুক্তি নির্ভর হয়ে থাকে;
৫) বিকল্প অবদানের উপর জ্ঞান অর্জন করার (৪নং এ বর্ণিত বিষয়) বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতাকে বাড়িয়ে দেবে; এবং
৬) কনসালটেন্সি ভূমিকার মধ্যে কারো অবদানের বিষয়টির বিশেষণের ক্ষমতা অর্জন, অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর বিকল্প কৌশল বের করার জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে এই পদ্ধতির মূল্যায়ন।

১২০৫ সি ডি : কারিকুলামের ভিত্তি

ইসলামী মনোবিজ্ঞান, বিশেষণী দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও কারিকুলাম তত্ত্বের সাথে কারিকুলাম উন্নয়নের বিভিন্ন ভিত্তির সমালোচনামূলক বিশেষণ। দর্শনভিত্তিক, মনোস্তাত্ত্বিক ও বিশেষ করে ইসলামী দর্শনের সাথে সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা, বিশেষণ ও ব্যাখ্যা করা হবে। এগুলো সমস্যা নির্বাচনে যেহেতু প্রভাবিত করে থাকে ও কারিকুলাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে থাকে সেহেতু সেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে। অভিসন্দর্ভ ধারণা উন্নয়নের জন্য সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২০৬ সি ডি : কারিকুলাম উপকরণ
১৯০৮ ই টি

শিক্ষণ প্যাকেজ (Learning Packages), অনুকরণ করে দেখানো ও প্রাপ্ত একক, মডিউল, কর্মসূচী, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষা কোর্স এবং কারিকুলাম গাইড সহকারে কারিকুলাম উপকরণের সংগঠন, বাছাই ও উন্নয়নের নীতি ও পদ্ধতি।

www.pathagar.com

১২০৭ সি ডি : কারিকুলাম শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৩ সি ই
১২০৮ সি ডি : সেমিনার/কর্মশালা/একক পাঠ/কারিকুলামে একক প্রকল্প কম্পিউটার শিক্ষা
১৩০১ সি ই : উপকরণ বিশেষণের মৌলিক বিষয়
১৮০৪ ই আর

উপকরণ বিশেষণের মৌলিক ধারণা এবং অঙ্কনসহ সংশিষ্ট পরিসংখ্যান পদ্ধতি, উভয়টিকে ঘটিত ও পরীক্ষামূলক উপাত্তে ব্যবহার। প্রাসঙ্গিক মেজর বিষয় হবে ম্যাট্রিক্স, এ্যালজেবরা ও পরিসংখ্যান, বহুবিধ ও আংশিক সহসংশেষ (Correlation), সহসংশেষ ম্যাট্রিক্সে কাঠামোগত অনুমান, গঠন বিশেষণ (Component Anaylsis), সাধারণ উপকরণ মডেল, তুলনামূলক উপকরণ বিশেষণ, হিসাবের আদর্শগত সমস্যা (Standard Problems of estimation), সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত সাধারণ উপকরণ বিশেষণের অনুমানমূলক পরীক্ষণ, চক্র পদ্ধতি (Rotation Method) ও উপকরণ স্কোর (Score) পদ্ধতি। কোর্সটি ধারণাগত দিক থেকে কঠিন হলেও গাণিতিকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের।

১৩০২ সি ই : শিক্ষণের জন্য মিথষ্ক্রিয় পদ্ধতি গবেষণা সেমিনার
১৮০৫ ই আর

প্রকল্প নির্ভর সেমিনারে শিক্ষার্থীগণ প্রয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই হতে একটি যথাযথ মিথষ্ক্রিয় কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহার ও নক্সা পদ্ধতির অধ্যয়ন করবে।

১৩০৩ সি ই : শিক্ষণ গবেষণা উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ
১৮০৬ ই আর

শিক্ষণ গবেষণা জরীপে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা উপাত্ত ও প্রস্তুতির পদ্ধতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা : কোডিং, পরিষ্কারকরণ, নথি হ্যাণ্ডলিং, ডকুমেন্টিং ও সাধারণ কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার প্রোগ্রামের প্রয়োগ এবং প্যাকেজের ব্যবহার। সংখ্যাবাচক গবেষণা কৌশলের বাছাইকৃত বিষয় ও পরিসংখ্যানগত উপাত্ত বিশেষণ।

১৩০৪ সি ই : কম্পিউটার নির্ভর প্রশিক্ষণ (সি এ আই)

প্রশিক্ষণ পরিচালনায় কম্পিউটার ব্যবহারের বর্তমান অনুশীলন ও গবেষণাকে পরীক্ষা করা হবে। কম্পিউটার নির্ভর শিক্ষণ, কম্পিউটার সাহায্যনির্ভর পরীক্ষার সবগুলো বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ বিশেষ বিষয় বছরে বছরে পরিবর্তিত হবে (প্রয়োজন অনুযায়ী)।

www.pathagar.com

১৩০৫ সি ই : প্রশিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার

প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার প্রয়োগ এই কোর্সের আওতাভুক্ত। কম্পিউটার ব্যবহার করে উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষণ সফটওয়্যারের জরিপও এই কোর্সের অংশ হবে।

১৩০৬ সি ই : শিক্ষণে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

পিসি'র নিবিড় ব্যবহার, শিক্ষণ সফটওয়্যার লিখন এর ব্যবহার এই কোর্সের বিরাট জায়গা দখল করে আছে। লিখনের জন্য সাধারণ জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হবে। ধারণা (Concept) শিক্ষণের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম, স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন এই কোর্সের অংশ।

১৩০৭ সি ই : শিক্ষকদের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান

কম্পিউটার পরিচিতি, উন্নয়নের ইতিহাস, সংগঠন, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করে ল্যাবরেটরী অভিজ্ঞতা, শিক্ষণের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান, বেসিক ভাষা ব্যবহার করে শিক্ষকগণকে ছোট ছোট প্রোগ্রাম লিখনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

১৩০৮ সি ই : তথ্য যুগে কম্পিউটার

শিক্ষামূলক ডাটাবেজ ও ইন্টারনেট এই কোর্সে চালু হবে। অর্থনৈতিকভাবে কম খরচে এই সম্ভার কিভাবে সহজলভ্য করা যায় এর উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সমাজ ও শিক্ষার জন্য তথ্য বিস্ফোরণের তাৎপর্য এখানে আলোচিত হবে। কম্পিউটারের সাহায্যে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি এই কোর্সের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৩০৯ সি ই : সাইবারনেট ও শিক্ষা

অটোমেশনের প্রভাব, সামাজিক আচারের উপর উচ্চ প্রযুক্তি এবং শিক্ষা পদ্ধতির জন্য এর গুরুত্ব। এই কোর্স অধ্যয়ন করে সম্ভাব্য শিক্ষকগণ বুঝতে পারবে এবং তাদের শিক্ষার্থীগণ নজিরবিহীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিলুপ্ত অংশকে (Missing Link) বুঝতে পারবে। মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, প্রযুক্তির নেতিবাচক ফলাফল নিয়ন্ত্রণে মানুষের অক্ষমতা।

www.pathagar.com

১৩১০ সি ই : শিক্ষণে কম্পিউটার এনিমেশন

কাঙ্খিত সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক আচরণ উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার এনিমেশন একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি। কম্পিউটার এনিমেশনের বিভিন্ন সফটওয়্যার এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। ভূমিকা, অভিনয়, অংশগ্রহণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এমন মানুষের সম্পর্কের চেতনবোধের উন্নয়নে এখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। ল্যাবরেটরী জ্ঞান অর্জন এই কোর্সের অন্তর্ভূক্ত।

১৩১১ সি ই : পরিসংখ্যান জ্ঞান ব্যবহারের সাথে ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব
১৫০৭ ই এম ই
১৮০৭ ই আর

বিভিন্ন ধরনের বিশেষণের জন্য মনোস্তাত্ত্বিক মডেল বা ম্যাট্রিক্স এ্যালজেবরার ফলাফলের সাথে পরিসংখ্যানের গাণিতিক ব্যবহার এই কোর্সের বিষয়টিকে প্রথম হতেই গুরুত্ব দিতে হবে তবে এটি খুব ভাল অবস্থা হতেই দ্রুত ইন্টারমেডিয়েট পর্যায় থেকে কিছুটা উচ্চতর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হবে। এই কোর্সের বিষয়গুলো হলো ঃ সাধারণকৃত ও শর্তযুক্ত বৈপরিত্য, রৈখিক সমীকরণের পদ্ধতি, বিশেষ মেট্রিক্স, মেট্রিক্সের অপেক্ষকের পৃথকীকরণ, সাধারণিকৃত Eigen সমস্যা ও বিশেষ পৃথকীকরণ ও বর্ণনা।

১৩১২ সি ই : শিক্ষণ প্রশাসনে কম্পিউটার প্রয়োগ
১৪১৪ ই এ

শিক্ষণ প্রশাসন ও পরিকল্পনায় কম্পিউটার ব্যবহার, সিস্টেম এনালাইসিস, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ও কৌশলগত, কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্পিউটার ব্যবহার। কম্পিউটার সিমুলেশন টেকনিক এবং বিশেষ মাঠ নির্ভর কেস স্টাডি, প্রশাসনিক লেভেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহারের প্রাথমিক জ্ঞান দানে শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেওয়া।

১৩১৩ সি ই : কারিকুলাম অধ্যয়নে কম্পিউটার ব্যবহার
১২০৭ সি ডি

কম্পিউটার মডেল, সিমুলেশন, প্রোগ্রামিং, ল্যাংগুয়েজ, ডাটাবেজ এবং কম্পিউটার অধ্যয়নের বাইরেও প্রাথমিকভাবে কারিকুলামে মিথষ্ক্রিয় পদ্ধতির ব্যবহার। শিক্ষার্থীগণ তাদের পছন্দমত কারিকুলাম ক্ষেত্রে একটি প্রয়োগ পদ্ধতির ডিজাইন করবে।

www.pathagar.com

১৩১৪ সি ই : শিক্ষা তত্ত্বাবধানে কম্পিউটারের ব্যবহার ও কাউন্সিলিং
২২১২ জি সি

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত রেকর্ড ও স্কুল প্রোগ্রামিং, কম্পিউটারের সাহায্যে মনো পরীক্ষার মূল্যায়ন, কম্পিউটারের সাহায্যে আত্ম নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান, শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাউন্সিলিং ও পরিচালন ব্যবস্থায় কম্পিউটারের বাস্তব ব্যবহার।

১৩১৫ সি ই : কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ অধ্যয়নে কম্পিউটারের ব্যবহার

কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ এর ডাটাবেজ তৈরি এবং স্কুল শিক্ষণে এইসব প্রোগ্রাম ব্যবহার, এই প্রেক্ষিতে মুসলিম প্রোগ্রামারগণের কৃত কাজগুলোর বিশেষণ। প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষণের দ্বারা কুরআন, *হাদিস*, ফিকহ্ বা ইসলামী ইতিহাসের অংশবিশেষের বাস্তবভিত্তিক প্রোগ্রামিং।

১৩১৬ সি ই বয়স্ক শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১১১০ এ ই
১৩১৭ সি ই শিক্ষণ পরিমাপ ও মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার
৪৫০৯ ই এম ই
১৩১৮ সি ই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কম্পিউটার ব্যবহার
১৬১৫ ই পি
১৩১৯ সি ই শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৭০৯ ই টি
১৩২০ সি ই শিক্ষা প্রযুক্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
১৯০৯ ই টি
১৩২১ সি ই উচ্চ শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৩০৭ এইচ ই
১৩২২ সি ই শিক্ষা ভিত্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
২১৯১ এফ ই
১৩২৩ সি ই স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৪০৮ সি ই
১৩২৪ সি ই ভাষা শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৬০৮ এল ই
১৩২৫ সি ই বিজ্ঞান শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৭০৭ এস সি ই

www.pathagar.com

১৩২৬	সি ই	বিশেষ শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
২৮১৫	এস পি ই	
১৩২৭	সি ই	শিক্ষক শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
২৯১১	টি ই	
১৩২৮	সি ই	সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/কম্পিউটার শিক্ষায় স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

শিক্ষা প্রশাসন (ই এ)

১৪০১ ই এ : সাংগঠনিক আচরণের গতিশীলতা

শিক্ষায় বয়স্কদের আচরণ, সংগঠনের ভেতরে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, নেতৃত্ব/প্রভাবের স্থানিকতা (Dialectics), সর্বসম্মতি/প্রভাব, সর্বসম্মতি/সংঘাত, সংগঠনিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তি-ব্যক্তি (Person-person) সিদ্ধান্তের গুপ্ত নির্ণায়ক হিসাবে ব্যক্তিগত নির্মাণের (Constructs) উন্নয়ন। তিনটি শিরোনামের আওতায় অধ্যয়ন ও কোর্স প্রকল্প পাওয়া যাবে : সাংগঠনিক আচরণের কাঠামো, ব্যক্তিগত গঠন তত্ত্ব হতে মডেলের কিছু ডিনামিক্স (Dynamics), ব্যক্তির জন্য সাংগঠনিক কাঠামো গঠন।

১৪০২ ই এ : প্রশাসনিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব

স্কুলে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, শিক্ষক শিক্ষণের ইসলামী ধারণা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি, শিক্ষক প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক, এইসব সম্পর্কের মধ্যে ইবনে খালদুন, ইমাম গাজালী, কাজী ইবনে যামাহ্, ইমাম আবু হানিফা, শাহ্ ওয়ালীউলাহ্, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্ণায়ক, লক্ষ্যভিত্তিক আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, আন্তঃসম্পর্কের জন্য দক্ষতার উন্নয়ন, স্কুল কমিউনিটি সম্পর্ক, মাতা-পিতা-শিক্ষক সংগঠন।

১৪০৩ ই এ : শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ও ইস্যু

সামাজিক পদ্ধতি বিশেষণে এই কোর্সে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর আলোচনা করা হবে। প্রশাসনিক আচরণের তত্ত্ব, সংগঠনের ভেতরের ভূমিকা সংজ্ঞায়নে এবং সমস্যার বিশেষণে ইসলামী সাংগঠনিক তত্ত্ব এবং সংগঠনের ভিতরের দায়িত্ব, সাংগঠনিক পরিবেশ, নৈতিক শক্তি, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিক্ষক বাছাই ও মূল্যায়ন, চাকুরীরত অবস্থায় স্টাফদের উন্নয়ন ও প্রেষণা। শিক্ষা প্রশাসনে সমস্যা সনাক্তকরণ ও সমাধানে গবেষণার ব্যবহার এর উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

১৪০৪ ই এ : স্কুল তত্ত্বাবধান

স্কুল সুপারভিশনের প্রকৃতি, পরিধি, ধরন ও নীতি, ইসলামী ধারণা, দায়িত্ববোধের গুণাগুণ, কার্যাবলী, আত্ম-তত্ত্বাবধান, মুসলিম সুপারভাইজারের ভূমিকা, কর্ম প্রেষণা, শিক্ষক কাউন্সিলিং, মঞ্জুরী, সমস্যা সমাধান ও সুপারভিশনের অন্যবিধ ধারণা, সুপারভিশনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অন্যবিধ ধারণা, সুপারভিশনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণা, মৌলিক সুপারভিশন বিষয়ক সম্পর্ক, গ্রুপ ডিন্যামিক্স, আন্ত ঃব্যক্তিক দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ইসলামিক শতাব্দীর সুপারভিশন, ইতিবাচক পরিবর্তন ও মূল্যায়নের জন্য সুপারভিশনের পদ্ধতি ও কৌশল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে। যেমন-কমিউনিটি, প্রদেশ, দেশ ও *উম্মাহ্*। প্রাসঙ্গিক মিথস্ক্রিয়া হতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ যেমন-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত পরিবেশের ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে। স্কুল-কমিউনিটি সম্পর্ক, প্রশাসনিক ও শিক্ষণ কর্মচারী সম্পর্ক, উম্মাহর মধ্যে শিক্ষণের প্রশাসনিক সমস্যা, যেমন-দুর্নীতি, অপ্রশিক্ষিত প্রশাসক, বাহ্যিক চাপ, অভ্যন্তরীণ টেনশন, আইনগত বিধিনিষেধ, সম্পদের স্বল্পতা, উম্মাহ পর্যায়ে প্রাদেশিক ও জাতীয় শিক্ষা বরাদ্দ।

১৪০৫ ই এ : স্কুল অর্থায়ন

শিক্ষণ পরিকল্পনার নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল ঃ স্থানীয়, জাতীয় ও *উম্মাহ্* লেভেলে, বিভিন্ন মুসলিম দেশের শিক্ষণ পরিকল্পনার মূল্যায়ন, ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষণ পরিকল্পনা, শিক্ষণ পরিকল্পনায় কম্পিউটার ব্যবহার, স্কুল ফাইন্যান্স, স্কুল বাজেটসহ স্কুল অর্থায়নের ব্যবহার, ক্রয় এবং ফাইনান্সিয়াল হিসাব, মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষার জন্য সম্পদের ব্যবস্থাকরণ।

১৪০৬ ই এ : কার্যকরী ব্যবস্থাপনা

কর্মচারী ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব, ম্যানেজমেন্ট কাজের কম্পিউটারকরণ, কর্মচারীদের সংগঠিতকরণ, কাঠামোগত, ব্যবহারিক ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক, খলিফাদের সময়ে কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, কাজের পরিবেশ, ফলাফল নির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, বর্তমান নীতি, স্কুলের শিক্ষণের সাথে জড়িত ও শিক্ষণের বাইরের কর্মচারীদের সাথে ব্যবহার ও নীতি, সমস্যাসমূহের বিশেষণ ও প্রতিকার, সাংগঠনিক যোগাযোগ, ইসলামের কর্মচারী ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ও নৈতিকতা।

www.pathagar.com

১৪০৭ ই এ : আপেক্ষিক স্কুল প্রশাসন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর স্কুল প্রশাসন ব্যবস্থা/কর্মসূচীর সাথে মুসলিম দেশের তুলনা করা যায়। নীতি, লক্ষ্য, সংগঠন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন দেশের অর্থায়নের সাথে স্কুল প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। স্কুলিং এর বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষণ প্রশাসনের তুলনা ও বিশেষণ করা এই কোর্সের কাজ।

১৪০৮ ই এ : প্রশাসনিক পদ্ধতি

এই কোর্সে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা, ধরন ও তাৎপর্যের উপর আলোচনা করা হবে। ইসলামী নীতির আলোকে প্রশাসনিক পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করা হবে। পরিকল্পনা, সংগঠিত করা, সমন্বয় করা, অর্থায়ন ও দায়িত্ববোধ এইসব পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সম্পূরক আলোচনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো এই কোর্সে আলোচিত হবে ঃ কর্তৃত্ব, নীতি-নির্ধারণ, স্টাফিং ও এর ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক, দক্ষ কর্মচারী, স্থায়ী স্টাফ, অস্থায়ী স্টাফ, বিশেষ ধরনের স্টাফ, যোগাযোগ, কাঠামোবদ্ধকরণ, সংগঠন, বিধিমালা (Charters), পরিচিতি পরিবেশন (Orientation), ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণ, আনুসঙ্গিক কাজকর্ম, প্রশাসনিক মূল্যবোধ, অবস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ, পদমর্যাদা, সামাজিক পরিবর্তনশীলতা, পদোন্নতি ও ক্ষতিপূরণ, প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, প্রশাসনের ক্ষমতা ও রাজনীতি, MILO অধ্যয়ন, রাজনীতি ও উৎপাদন ও উৎপাদন পদ্ধতি, রাজনীতিতে সাধারণ ব্যক্তি, নেতৃত্ব, ফিউশন (Fusion) পদ্ধতি, ফিউশন মডেল, সহজীকরণ, বৈধতা বিধান (Legitimation), নিয়মের মধ্যে নিয়ম, প্রশাসনের বাধাবিপত্তি, সরকারী ও বেসরকারী প্রশাসক, যথাযথ সম্পাদন, ব্যতিক্রমী প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলী, ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, নগণ্যদের নিয়ন্ত্রণ, সমস্যা সমাধান, কমিটি ও তাদের সংগঠন, কনফারেন্স, আত্ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি।

১৪০৯ ই এ : শিক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
১৭০৩ ই পি এম

শিক্ষা নীতি নির্ধারনের এবং পদ্ধতিগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষণের উপায়, প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি প্রণয়ন, দলীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাপ আলোচনার (*মুশায়ারা*) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নিম্নবর্ণিত

www.pathagar.com

সুবিধাগুলো সব শিক্ষার্থীই ভোগ করবে : (১) যে শিক্ষা পদ্ধতির অধীনে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার সুশৃঙ্খল বিশেষণ তার নিজের প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিকে করবে; অথবা তাদের প্রতিষ্ঠানে যে জিনিসটা সমস্যা সৃষ্টি করছে সে ব্যাপারেও আলোচনা করবে; (২) বিবেচনাধীন নীতিসমূহের উপর পর্যালোচনা করবে; (৩) নীতিসমূহের ধর্মীয় তাৎপর্য পরীক্ষা করা হবে; (৪) বিকল্প নীতিসমূহের বিশেষণ করা হবে। প্রকৃত সময় (Realtime) নীতি সমস্যার উপর শিক্ষার্থীদেরকে সুগঠিত সুযোগের ব্যবস্থা এই কোর্সে করা হবে। এটি করা হবে নীতি নির্ধারণকারী দলের মধ্যে যাতে এই দলের লোকেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণী পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে। উপকরণ হবে ম্যানুয়েল ও কম্পিউটারভিত্তিক। এই উপকরণগুলো সমস্যা সমাধান ও নীতি নির্ধারণের পদ্ধতির দেখানোর কাজে ব্যবহার করা হবে।

১৪১০ ই এ : শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা মডেল
১৭০৪ ই পি এম

বিকল্প ব্যবস্থাপনামূলক পদ্ধতি হতে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পদ্ধতি ভিত্তিক পরিকল্পনা এই কোর্সে গ্রহণ করা হবে। তবে এগুলো হবে বিভিন্ন জনসংখ্যা ও আর্থিক সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। উপদেষ্টা পরিষদগুলোর শিক্ষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য গবেষণা সংস্থাগুলোকে বার্ষিক বাজেট, তথ্য বিশেষণ ও উম্মাহর দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে এগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা. করা হবে। এই কোর্সে পদ্ধতি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বিশেষণ করা হবে।

১৪১১ ই এ : সামাজিক ব্যবস্থাপনা

এই কোর্সের উদ্দেশ্য হবে ভবিষ্যত জীবনে সম্ভাব্য শিক্ষকগণ যেখানেই সুযোগ পাবেন সেখানেই যাতে তারা স্কুল সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন। স্কুল প্রধান বা অধ্যক্ষের চাহিদার ধরন, কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য কাজের সংগঠন, ব্যবস্থাপনার ইসলামী ধারণা ও আদর্শ, সংগঠনের কাজের শর্তাবলী, স্কুল প্রধানের দায়িত্ব, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবলী, স্কুল কাজের তালিকা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণমূলক নেতৃত্ব, শিক্ষা সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান, কারিকুলাম উপকরণের উন্নয়ন, স্কুল সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীর উন্নয়ন মূল্যায়ন, স্কুল প্রধানের তত্ত্বাবধানমূলক কাজ, কারিকুলাম কার্যাবলী,

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রয়োজন সমন্বয়, রেকর্ড ও রিপোর্ট, স্কুল ভবন তত্ত্বাবধান ও কমিউনিটির সাথে স্কুলের সম্পর্ক এর ন্যায় কাজগুলো এই কোর্সের আওতাভুক্ত।

১৪১২ ই এ : কারিকুলাম উন্নয়ন

এই কোর্সের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কারিকুলাম উন্নয়নের নীতি ও পদ্ধতির সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচিত করে তোলা। কারিকুলাম উন্নয়নের ভিত্তি ও নীতিমালা, কারিকুলামের ধরন, মূলনীতি, মানদণ্ড ও বিষয়বস্তু বাছাইয়ের পদ্ধতি, কারিকুলামের সংগঠন ও বিষয়বস্তু, কারিকুলাম উন্নয়নের ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ, কারিকুলাম পরিবর্তন ঃ ধারণা, প্রভাব বিস্তারকারী উপকরণ, সমর্থনকারী শক্তি ও কৌশল, ইসলামী প্রেক্ষাপটে কারিকুলামের পূর্ণতাদান, ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দর্শন ও কারিকুলাম মূল্যায়নের আলোকে কারিকুলাম বিধান।

১৪১৩ ই এ : স্কুল ও কমিউনিটি

স্কুল ও কমিউনিটির ন্যায় বিষয়, পারস্পরিক সম্পর্ক, কমিউনিটি স্কুল ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি, স্কুল-মাতাপিতার সম্পর্ক, ক্লাব, এজেন্সী ও স্কুল। ব্যবসায়ী ও শিল্পের সাথে স্কুলের সম্পর্ককে প্রভাবিতকরণের কমিউনিটি সংগঠন, দান ও ইহার ইসলামিক শতাব্দী,স্কুল ও মসজিদ, স্কুল ও মিডিয়া, মানুষের কাছে স্কুলের উপস্থাপন, মাতাপিতা-শিক্ষক সমিতি, স্কুল সম্পর্কে সরকারী ধারণা, স্কুল পরিচালনায় কমিউনিটি এই কোর্সের বিষয়।

১৪১৪ ই এ : শিক্ষা প্রশাসনে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১২ সি ই (১৩০৫ সি এর অনুরূপ)
১৪১৫ ই এ : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র অধ্যয়ন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র প্রকল্প

শিক্ষণ পরিমাপ ও মূল্যায়ন (ই এম ই)

১৫০১ ই এম ই : পরীক্ষা সংগঠন

শিক্ষণ ও মনোস্তাত্ত্বিক পরিমাপনের যন্ত্রের জন্য জ্ঞানের ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই কোর্সে ক্লাশরুম পরীক্ষা ও অন্যবিধ উপাত্ত সংগ্রহকারী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে একটি যন্ত্র প্রাক-পরীক্ষাও তৈরি করতে হবে।

www.pathagar.com

১৫০২ ই এম ই : শিক্ষায় পরিমাণগত মূল্যায়ন

বিদ্যমান প্রচলিত মূল্যায়ন কৌশলের জন্য অপরিমাণগত বিকল্পের বিষয় এখানে আলোচনা হবে। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের রূপক বর্ণনার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে সমালোচনার বিভিন্ন মতামত প্রয়োগ করা হবে। নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা, সাহিত্য সমালোচনা, কলাশাস্ত্রের সমালোচনা, প্রকৃতি নির্ভর গবেষণার উপর আলোচনা করা হবে। ব্যবহারিক উদাহরণের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক ধারণার বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে।

১৫০৩ ই এম ই : কর্মচারী পরিচালনায় শিক্ষা ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
২২১০ জি সি

স্কুল পরিচালনাকারী কর্মচারীগণ যে পরিমাপ কৌশল ব্যবহার করে থাকে তার জরিপ করাও এই কোর্সের উদ্দেশ্য। পরিমাপের পদ্ধতি মূল্যায়নে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই কোর্সে করা হবে, বারবার ব্যবহৃত পরীক্ষার তত্ত্বগুলো অধ্যয়ন, প্রশাসনিক পরীক্ষা প্রকৃত জ্ঞান এবং পরীক্ষার ফলাফলের বিশেষণ এই কোর্সের বিষয়।

১৫০৪ ই এম ই : আচরণ - তত্ত্ব, পরিমাপ ও গবেষণা

আগেকার তাত্ত্বিক উন্নয়নের ভিত্তিকে আচরণের ভিত্তি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে আচরণের সম্পর্ক, আচরণ গঠনের তত্ত্ব ও পরিবর্তন, নির্দিষ্ট পরিমাপ কৌশলের উপর আলোচনা এবং আচরণ পরিবর্তনে বাছাইকৃত ব্যবহারিক গবেষণার পর্যালোচনা, শিক্ষণে এই পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতা, ইসলামের আচরণ গঠন তত্ত্ব, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের পরিমাপ এই কোর্সের বিষয়বস্তু।

১৫০৫ ই এম ই : স্কেল এর উপকরণ

বিভিন্ন ধরনের উপাত্তের ভিত্তিতে স্কেল তৈরি, যেমন- হ্যাঁ-না, মাল্টিপল চয়েস, ব্যাংকিং ও শ্রেণীভিত্তিক উপাত্ত, বর্তমানে প্রাপ্ত এই সব ব্যবহারিক কৌশলগুলোকে পর্যাপ্ত সংখ্যা ভিত্তিক উদাহরণের সাথে ব্যবহার। বেশিরভাগ আলোচিত কৌশলে স্কেলোগ্রাম বিশেষণের সাহায্যে আলোচনা করা হবে। কৌশল উন্মোচন, যৌথ তুলনা, ধারাবাহিক শ্রেণী (Successive Categories), দ্বৈত স্কেলিং এবং ম্যাট্রিক্স ও নন-ম্যাট্রিক্স বহুমাত্রিক স্কেলিং।

www.pathagar.com

১৫০৬ ই এম ই : ব্যক্তিত্ব পরিমাপ

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বহু বিষয়, পদ্ধতিগত কৌশল ও পরিমাপ গঠনের বহু কৌশল, পরীক্ষার ক্ষেত্র, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, মুডস ও স্টেটস পদ্ধতি, ব্যক্তিত্বের শ্রেণী বিন্যাসকরণে ভেদাংক (Variance) কম্পিউটার মডেল এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্তিকরণ বনাম প্রকৃত ভবিষ্যত কথনের পরীক্ষা এবং ভবিষ্যত কথন মডেল।

১৫০৭ ই এম ই : পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সাথে ম্যাট্রিক্স তত্ত্বের ব্যবহার
১৩১১ সি ই (১৩১১ সি ই'র ন্যায়)
১৮০৭ ই আর
১৫০৮ ই এম ই : মনোবিজ্ঞান মূল্যায়ন
১৬১৪ ই পি

স্কুল সেটিংয়ের মনোস্তাত্ত্বিক যাচাই কৌশলে তত্ত্ব ও অনুশীলন প্রয়োগ করা হয়। Wechsler বুদ্ধিমত্তা স্কেল ও Stanford Binet স্কেলের ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করানো হয়। এই পরীক্ষাগুলো আবার বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক ও উপলব্ধিবৃত্তিক অকার্যকর (Disfunction) ও বিশেষ ধরনের শিশুর যাচাইয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। ক্লাশরুম পর্যবেক্ষণ কৌশলের ব্যবহারে তত্ত্ব ও অনুশীলনের সমন্বয়, সমস্যা নির্ণয়পূর্বক শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিশুর শিক্ষণ সমস্যায় ছাত্রের সাক্ষাৎকার এই কোর্সের বিষয়। বাস্তবে শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণ স্টাইল যাচাই করতে শেখে এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী শিশুর জন্য অন্য কোন শিক্ষণ পদ্ধতি পরীক্ষা করে থাকে।

১৫০৯ ই এম ই : শিক্ষণ পরিমাপ ও মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৭ সি ই
১৫১০ ই এম ই : কর্মশালা/সেমিনার/শিক্ষণ পরিমাপ ও মূল্যায়নে একক অধ্যয়ন

www.pathagar.com

শিক্ষণ মনোবিজ্ঞান (ই পি)

১৬০১ ই পি : ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন

ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন তত্ত্ব, ইসলামী ভাবমূর্তির মান, ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের তত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষণ। ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব, প্রশিক্ষণের বিশেষ স্থানে গবেষণা ও গবেষণার প্রয়োগ হবে। ক্লাশরুম ব্যবস্থাপনা ও কাউন্সিলিং এবং আরো সাধারণ শিক্ষণ বিষয় এর সাথে যুক্ত হবে। গ্রহণের নীতির মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক, আচরণিক ও ঘটনার প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন করা হবে, উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আচরণিক পরিবর্তন এই কোর্সের বিষয়। ব্যক্তিত্বের নমুনা, তত্ত্বের অবস্থানগত ও মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয় গবেষণা ও শিক্ষণের প্রয়োগ বিষয় এখানে অধ্যয়ন ও যাচাই করা হবে।

১৬০২ ই পি : শিশু ও কিশোরদের উন্নয়ন

পদ্ধতি, কৌশল, বিভিন্ন পর্যায় এবং শিশু বিষয় ও কিশোর উন্নয়ন, উন্নয়ন গবেষণার বিভিন্ন শর্ত উদ্ভাবনের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হবে ঃ বর্ণনামূলক গবেষণা, কোর্সের বিন্যস্তকরণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তনের ধরন, উন্নয়ন পর্যায়ের উপর গবেষণা, বয়স পরিবর্তনের বিবিধ বিশেষণ, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবর্তনের পরীক্ষামূলক বিশেষণ এবং বয়স পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে একক পরিবর্তন। কোর্সের চারটি বড় ধরনের ক্ষেত্র হলো ঃ কার্যকর এবং শিশুবেলার ও কিশোর বয়সের আবেগজনিত পদ্ধতি; বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও সৃষ্টিশীলতা; শিশু ও কিশোরদের মূল্যবোধ, শিশু ও কিশোর বয়সের সামাজিক প্রেক্ষাপট। বাড়ীতে দলীয় ভিত্তিতে একেবারে শিশু বেলার যত্নের পদ্ধতির বিশে-ষণকে সামাজিক ধর্মীয় কাঠামোর আঙ্গিকে পরীক্ষা করা হবে এবং সংশিষ্ট পদ্ধতিগুলোকে চলমান উন্নয়ন তত্ত্ব ও গবেষণার ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে।

১৬০৩ ই পি : আচরণ সংশোধন কৌশল

বিভিন্ন তত্ত্বের জরিপ, ইসলামী তত্ত্বের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে আচরণ সংশোধনের কৌশল ও পদ্ধতি এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়। মনোযোগ, আবেগ, ভাবের আদান-প্রদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোকে নিয়ে ইসলামী আচরণ সংশোধনের পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিশেষণ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই পদ্ধতিগুলোর ব্যবহারকেও এখানে আলোচনা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই

www.pathagar.com

আত্ম সংশোধনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আচরণ সংশোধনের কৌশলের যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষা ও অনুশীলনকে ক্লাশরুম আচরণ ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে হবে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমস্যার ব্যবস্থাও এখানে করা হবে। শিক্ষার্থীগণ কারো তত্ত্বাবধানে থেকে কিছু আচরণ সংশোধন প্রকল্পের কাজ করবে।

১৬০৪ ই পি : একক ও দলীয় মনোচিকিৎসা

এই কোর্সে বিভিন্ন সালে চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করা হবে, যেমন- পরিচালানামূলক (Transactional) বিশেষণ, মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি (Gestalt), মনোরোগ, জৈবশক্তি (Bio-energetics) বিজ্ঞান বিশেষণ, সূফীবাদ ও পারিবারিক চিকিৎসা। বাছাই করা মডেলগুলোকে এখানে তুলনা করা হবে এবং প্রাসঙ্গিক মনোবিজ্ঞান সাহিত্যের সাথে এগুলোকে ব্যবহার করা হবে। পদ্ধতি ও কৌশলকে বিবেচনাপূর্বক দক্ষতার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১৬০৫ ই পি : শিক্ষণ পরিবর্তনের মনোবিজ্ঞান ও ইস্যুসমূহ

মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ধারণার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবর্তন প্রক্রিয়া বুঝতে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও পদ্ধতির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ের আলোচনা এই কোর্সে করা হবে। কোন বিষয় গ্রহণের কার্যকর এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিকগুলো বা পরিবর্তনের বাধা বিপত্তি ও স্কুলের মধ্যেকার আন্ত ঃসম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। আচরণের ফলাফলের বিষয়ে এবং উদ্ভাবনের ব্যক্তিত্বের আলোচনা এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হবে। ধারণার আলোকে শিক্ষণ পরিবর্তনের সম্পর্কিত কিছু কাজ শিক্ষার্থীদেরকে করতে হবে এবং সেগুলোকে পরীক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন মনোস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষণ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রধান লক্ষ্য হবে শিক্ষক-ছাত্রদেরকে শিক্ষণ সমস্যার মনোস্তাত্ত্বিক বিশেষণে শ্রেণী (Generic) ভিত্তিক দক্ষতা দান করে সহায়তা করা এবং তাদেরকে বিশেষ মনোস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে তোলা।

১৬০৬ ই পি : মনোবিজ্ঞান ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র

শিক্ষার অবদানের উপর সামাজিক প্রভাবের উপর তত্ত্ব ও গবেষণার উপর অধ্যয়ন। মূল প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক শ্রেণী, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক স্থিতি ও যুব সংস্কৃতি, স্কুল ও কমিউনিটি মনোস্তত্ত্বে

www.pathagar.com

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমস্যায় প্রযোজ্য গবেষণা পদ্ধতিও এখানে আলোচনা করা হবে। স্কুল ও কমিউনিটি মনোস্তত্ত্বের সাথে সংশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের সাথে শিক্ষার্থীগণ নিযুক্ত থাকবে এবং এই সমস্যা গবেষণা কৌশলের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করবে।

১৬০৭ ইপি : কাউন্সিলিং এর মনোস্তাত্ত্বিক দিক
২২০৯ জি সি

ক্লাশরুমের ভিতরে ও বাইরে প্রাপ্ত জ্ঞান মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ও কাউন্সিলিংয়ে প্রয়োগ করতে দেওয়া হবে এই কোর্সের উদ্দেশ্য। অধ্যয়ন, মনোস্ত াত্ত্বিক বিষয়ের উপর এবং কুসংস্কারের ইসলামী দিকের উপর আলোচনা, নতুনত্বহীন বিষয়, সাংস্কৃতিক সংঘাত, সাংস্কৃতিক আঘাত, সাথী মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, আলাপহীন যোগাযোগ, মূল্যবোধ, সত্ত্বা সংকট, স্থানান্তর সমস্যা (Transition) এবং কার্যক্রম ও কৌশল যা এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরে মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে পারে।

১৬০৮ ইপি : বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষণে সিমুলেশন মডেলের ব্যবহার

প্রত্যক্ষণ ক্ষেত্র, মানুষের স্মরণ শক্তি, এবং ভাষা অনুধাবন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ন্যায় অন্যান্য বিষয়। সাম্প্রতিক সিমুলেশন কৌশল উদ্ভাবন করা হবে এবং মনোস্তাত্ত্বিক মডেলিং এ সিমুলেশন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হবে। কম্পিউটারের কিছু পরিচিতিও এই কোর্সের বিষয় হবে।

১৬০৯ ইপি : স্কুল ও কমিউনিটি মনোবিজ্ঞানে উন্নততর ইন্টার্নশীপ

স্কুল কমিউনিটি সেটিং এর জন্য সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এই ইন্টার্নশীপের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে একক কেস এর বিষয়, গ্রুপ ওয়ার্ক, পারিবারিক আচরণ, সাধারণ পদ্ধতি পরিবর্তন, শিক্ষার্থীগণ ইন্টার্নশীপকে বিশেষায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কোর্স হিসাবে গ্রহণ।

১৬১০ ইপি : শিক্ষণ কৌশলের বিশেষণ

এই কোর্সের দুটো অংশ। প্রথম অংশে সরাসরি অনুশীলনের উপর আলোকপাত করা হবে, শিক্ষকের কাজকর্মের বিশেষণ ও পর্যবেক্ষণ, *উম্মাহর* স্কুলগুলোতে মৌলিক শিক্ষণ কৌশলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ক্লাশরুম মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও ক্লাশরুম গবেষণার ক্ষেত্রে সমসাময়িক শিক্ষণ কৌশলের সাথে ইসলামী ও কুরানিক শিক্ষণ কৌশলের উদ্ভাবনের বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে

www.pathagar.com

মনোযোগ দেওয়া হবে। কোর্সের দ্বিতীয় অংশে সামাজিক ধর্মীয় শিক্ষণের তাত্ত্বিক দিক, মডেলিং ও শিক্ষণের অন্য চলকগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১৬১১ ই পি : বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার উন্নয়ন

বিশেষ চিন্তার ধরন হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, ভাষার যথা ব্যবহারের ভূমিকা, উন্নয়নে ভূমিকা রাখা আনুষ্ঠানিক স্কুলের ভূমিকা এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্নতা এই সমস্যার মধ্যে আলোচনা করা হবে : বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ধর্মীয় জ্ঞান, ব্যাপকভাবে ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রকম যোগ্যতার উন্নয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন প্রেক্ষিত এবং ব্যক্তিক ভিন্নতার প্রেক্ষিত।

১৬১২ ই পিঁ : সামাজিক নীতিশাস্ত্রের মনোস্তাত্ত্বিক
২১৬৩ এফ ই এস

এই কোর্সে এমন কিছু প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে যা সমসাময়িক সামাজিক প্রাতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সমালোচনাপূণ প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে। এইসব বিশাল সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এবং স্কুলের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিস্তারিতভাবে বিশেষণ করা হবে। মনস্তাত্ত্বিক পেশাটি একটি আদর্শিক সমালোচনার মধ্যে চলে আসে, এটি আবার স্কুলে মনোস্তাত্ত্বিক প্রযুক্তির ভূমিকার সাথেও যুক্ত থেকে কাজ করে থাকে।

১৬১৩ ই পি : মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুশীলনে নীতিশাস্ত্র বিষয়

এই কোর্সে মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণায় নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়গুলো বিশেষণ করা হবে। তাছাড়া এর তত্ত্ব ও অনুশীলনের বিষয়ও এই কোর্সের বিষয় হিসাবে এখানে আলোচিত হবে। কোর্সের প্রথম অংশে দার্শনিক ও মনোস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর আলোচনা করা হবে এবং এগুলোর সাথে বাস্তব ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়েও আলোচনা করা হবে। বর্তমান গবেষণায় উলেখিত নীতিশাস্ত্রগত বিষয়, মনোস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ও শিক্ষণ প্রেক্ষিতে এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে কোর্সের দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হবে।

১৬১৪ ই পি : মনোশিক্ষণ মূল্যায়ন (১৫০৮ ই এম ই'র মত)
১৫০৮ ই এম ই
১৬১৫ ই পি : শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৮ সি ই
১৬১৬ ই পি : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

www.pathagar.com

শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

১৭০১ ই পি এম : শিক্ষা পরিকল্পনা

এই কোর্সে ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে ঐ রকম শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো *উম্মাহর* জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই পরিকল্পনাগুলোকে আবার উপাত্তের অভাব ও জনশক্তির সীমাবদ্ধতা, পুঁজি ও নীতি সংকটের নিরিখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এখানে *উম্মাহর* বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামাজিক, আদর্শিক ও কারিগরি উন্নয়নের নিমিত্ত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। উন্নত ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনার একটি তুলনামূলক দৃশ্য এখানে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ চিত্র ও শিক্ষা পরিকল্পনায় কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য এই কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১৭০২ ই পি এম : বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিক্ষা পরিকল্পনায় সেগুলোর ব্যবহার

শিক্ষা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির পর্যালোচনা করা হবে। যেমন-পদ্ধতি তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রয়োগ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ, প্রকল্প পরিকল্পনা ও সিডিউলের বিভিন্ন কৌশল, রৈখিক প্রোগ্রামিং, ক্রীড়া তত্ত্ব, সিমুলেশন তত্ত্ব, মার্কার্ড চেইন, ব্যয় সাশ্রয়ী (Cost Effective) বিশেষণ ও ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি। কৌশলের গঠন ও ধারণার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। গাণিতিক উন্নয়নের পর্যায় হবে ন্যূনতম। হাইস্কুল গণিতের পর্যায়ই শিক্ষার্থীর জন্য এখানে যথেষ্ট হবে। প্রাতিষ্ঠানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও *উম্মাহ* পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান সমস্যা সমাধানে পদ্ধতি কৌশলের প্রয়োগ। সাংগঠনিক উপাত্ত সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, সামাজিক চুক্তিসমূহের তাৎপর্য, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা একটি পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হবে। একটি নিবিড় বিশেষণ ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডকে সমস্যাযুক্ত ক্ষেত্রগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব আরোপ করবে।

১৭০৩ ই পি এম : শিক্ষণ নীতি নির্ধারণ (১৪০৯ ই এ'র মত)
১৪০৯ ই এ
১৭০৪ ই পি এম : শিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনা মডেল (১৪১০ ই এ'র মত)

www.pathagar.com

১৪১০ ই এ

১৭০৫ ই পি এম : উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিতর্কিত বিষয়

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে বিপরীত ধর্মী মতামতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং *উম্মাহর* শিক্ষা পরিকল্পনায় সমস্যা এই কোর্সের বিষয়। যে বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হবে : প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তারের হার, কারিগরী বনাম সাধারণ শিক্ষা, স্থানীয় স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কৌশলের খাপ খাইয়ে নেওয়া, স্থানীয় পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার ভূমিকা, মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষার বিদেশী মডেলের আমদানী, ইসলামী প্রেক্ষিত ও *উম্মাহ* পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৭০৬ ই পি এম : শিক্ষা পরিকল্পনার মানব সম্পদের বিষয়

জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে শিক্ষা পরিকল্পনার সাথে আদর্শগত ও কারিগরী দিক থেকে বিষয়টি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে করা হবে। উলেখ্যযোগ্য কিছু বিষয় : শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা ও সরবরাহ বেকার গ্র্যাজুয়েট, বাড়তি শ্রমশক্তির নিযুক্তি, পেশাগত কাঠামোর উপর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রচার, প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রয়োজনীয় জনশক্তির ভবিষ্যদ্বানীর পদ্ধতি, *উম্মাহর* শিক্ষণ কাজের জন্য সত্যিকারের মুসলিম জনশক্তির সৃষ্টি, মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষিত জনশক্তিতে ইসলামী আদর্শ ও নীতিবোধের জন্ম দেওয়া, অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি ও ব্যক্তির আয়-উপার্জনের শিক্ষার অবদান, শিক্ষা পদ্ধতিতে জনশক্তি ও জনসংখ্যা নির্ণায়ক, শিক্ষার জন্য ধর্মীয় ও জনশক্তির চাহিদা।

১৭০৭ ই পি এম : শিক্ষা পরিকল্পনা ও মডেল নির্মাণ

শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির সাথে মানসিক বা গাণিতিক ধরনের বিভিন্ন মডেলের সংযুক্তি ঘটাতে হবে। নীতি নির্ধারণের বেলায় শিক্ষণ মডেলের গঠন ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রের সাথে এই কোর্স সংশিষ্ট। মডেল গঠনের রাজনৈতিক বিষয় বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যকর পরিকল্পনা মডেলগুলো এখানে উপস্থাপন করা হবে।

১৭০৮ ই পি এম : গবেষণা নীতির জন্য পদ্ধতি

১৮০৮ ই আর

এই কোর্সের উদ্দেশ্য হবে মূল্যায়ন ও নীতি-নির্ভর লেখা তৈরিতে শিক্ষার্থীদেরকে সূত্র কাঠামোর (Frame of reference) সাথে পরিচিত করে তোলা।

www.pathagar.com

যুক্তিবিদ্যার পরিচিতি ও সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব গঠনের পদ্ধতি, নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও নীতি বহির্ভূত গবেষণার বিষয়গুলো এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।

১৭০৯ ই পি এম : শক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৯ সি ই
১৭১০ ই পি এম : সমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা গবেষণা (ই আর)

১৮০১ ই আর : শিক্ষণে প্রাথমিক পরিসংখ্যান ও উপাত্ত প্রসেসিং প্রয়োগ

গঠন বিন্যাসের তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অংকন পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিস্তৃতি (Variability), সাধারণ প্রতিগমন (Simple regression) ও সংশোধন পরিশিষ্টসমূহ (Correction indices), কাই-বর্গবিন্যাস নমুনায়ন, পরামান (Parameter) নির্ধারণ ও অনুমানমূলক পরীক্ষা। কী পাঞ্চ (Key punch), কম্পিউটার ও টেবুলেটর কর্ম প্রক্রিয়া তৈরি করা হবে সংগঠন ও উপাত্ত বিশে-ষণের জন্য।

১৮০২ ই আর :
শিক্ষা গবেষণায় উচ্চতর পরিসংখ্যান ও কম্পিউটার ব্যবহার
১৮০৩ সি ই

গঠনের সাধারণ পন্থা, ভেদাংক বিশেষণ (Analysis of variance) ও সহ ভেদাংকের জন্য জটিল সমস্যা বিশেষণে বহুমুখী প্রতিগমন (Regression) মডেলের ব্যবহারের উপর এই কোর্সে বেশি বেশি জোর দেওয়া হবে। কম্পিউটার প্রসেসিংয়ের জন্য উপাত্তের পদ্ধতি বিন্যাস এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন। স্কুল পদ্ধতিতে শিক্ষা গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়টিও এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত।

১৮০৪ ই আর উপকরণ বিশেষণের মৌলিক বিষয় (১৩০১ সি ই'র মত)
১৩০১ সি ই
১৮০৫ ই আর শিক্ষণের মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতিতে গবেষণা সেমিনার
১৩০২ সি ই (১৩০২ সি ই'র মত)
১৮০৬ ই আর শিক্ষণ গবেষণা উপাত্ত প্রসেসিং (১৩০৩ সি ই'র মত)

www.pathagar.com

১৩০৩ সি ই
১৮০৭ ই আর **পরিসংখ্যান ব্যবহারে ম্যাট্রিক্স তত্ত্ব**
১৩১১ সি ই
১৮০৮ ই আর **নীতি-গবেষণার পদ্ধতি (১৭০৮ ই পি এম'র মত)**
১৭০৮ ই পি এম
১৮০৯ ই আর **প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ও যোগাযোগ দর্শনে গবেষণা সেমিনার**
১৯০৫ ই টি

যোগাযোগ ও মিডিয়া তত্ত্বের বিষয়ে অনেকগুলো দার্শনিক ও মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়ের অধ্যয়ন এই কোর্সের বিষয়। পশ্চিমা দর্শনের বেশিরভাগ জ্ঞানতত্ত্বীয় ও অধিবিদ্যা বিষয়ক তাৎপর্যকে এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে ও কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষাদান ও শিক্ষামূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হবে।

১৮১০ ই আর : কারিকুলাম গবেষণায় পদ্ধতির জরিপ

কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়নে গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতির উপর এখানে আলোচনা করা হবে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিষয় নির্ধারণ করা হবে। বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে- পরিমাপের মৌলিক বিষয়াদি, পরিসংখ্যান, জরিপ বিশেষণ, সমাজতাত্ত্বিক ও দর্শন বিষয়ক পদ্ধতি, গবেষণা পরিকল্পনা, কম্পিউটারের ব্যবহার। কারিকুলাম গবেষণায় পদ্ধতির বিরাট পরিসরে মূল্যায়নের নিমিত্ত একটি সাধারণ কোর্স পরিকল্পনা করা হয়। কারিকুলাম বিশেষায়নে অন্যান্য কোর্সের জন্য এই কোর্স একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

১৮১১ ই আর : শিক্ষণ গবেষণার জন্য উচ্চতর পদ্ধতি

এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হবে আধুনিক সময়ের শিক্ষণ গবেষণার পদ্ধতির পুরো বিষয়ের সাথে পরিচিত করে তোলা। কোর্সের এই পর্যায়ে তিনটি অংশ থাকবে ঃ প্রথম অংশে শিক্ষণ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের মৌলিক বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা হবে। যেমন- গঠন পদ্ধতি, চলকসমূহ, সেট্স, ভেদাংক (Variance), নমুনায়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই, রেন্ডমনেস, বিশেষণ, ব্যাখ্যা, ক্রসব্রিকস (Cross breaks), উপকরণিক বিশেষণ ও অপরামানিক (Non-parametric) বিশেষণ।

দ্বিতীয় অংশে থাকবে বিভিন্ন নমুনা ও গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষা গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহার। এর মধ্যে থাকবে উদ্দেশ্য, অর্থ, গবেষণা পরিকল্পনার পদ্ধতি, ভেদাংক নিয়ন্ত্রণের ন্যায় গবেষণা পরিকল্পনা, পরীক্ষামূলক ভেদাংকের

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ সীমা ও ভ্রান্ত ভেদাংক (Error variance), বাহ্যিক চলকের নিয়ন্ত্রণ। ক্রটিপূর্ণ পরিকল্পনা, মিলযুক্ত পরিকল্পনা, মৌলিক পরিকল্পনার বিভিন্নতা, সহজ দৈবচয়নকৃত বিষয়ের পরিকল্পনা, উপকরণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, দু'দল পরিকল্পনা, বহুদল সমন্বিত দলীয় পরিকল্পনা, উপকরণ সংক্রান্ত পরস্পর সম্পর্কিত দলভিত্তিক পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র পরিসরে পূর্বে কৃত গবেষণা, বিকল্প পরীক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ অনুমান, পরিশিষ্ট সাময়িক (Addendum casual) ও বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা, গবেষণাগার পরীক্ষা, শিক্ষণের Miller অধ্যয়ন পদ্ধতি, Winter'র সনাতনী পদ্ধতি, New Combs Bennington'র ব্যক্তিগত কলেজ অধ্যয়ন। এছাড়াও এখানে থাকবে মাঠ পরীক্ষা, মাঠ গবেষণা, জরিপ গবেষণা ও এর বিশেষণ।

কোর্সের তৃতীয় অংশে থাকবে উপাত্ত সংগ্রহ ও এর পরিমাপ। এর মধ্যে থাকবে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও পরিমাপ পদ্ধতি। বিশেষ করে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ তালিকা, পরীক্ষা ও স্কেল, ইনভেন্টরি, সামাজিক বিশেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি, শব্দার্থের বিভিন্নতা, এর গবেষণামূলক ব্যবহার, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বিশেষণ, প্রক্ষেপণ কৌশল।

১৮১২ ই আর : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষণ গবেষণায় স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

শিক্ষণ প্রযুক্তি (ই টি)

১৯০১ ই টি : প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উপকরণ উৎপাদন

ব্যবহারিক ও ল্যাবরেটরী কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এখানে দুটো উপকরণ তৈরি করা হবে : শিক্ষার্থী শিক্ষক যে বিষয় শিক্ষা দেবেন তার দুটো ফিল্ম স্ট্রিফ, বিষয়গুলোর সাথে সংশিষ্ট একসেট চার্ট বা পোস্টার, আধো কর্মোপযোগী মডেল ও মকআপ (Mockups), লাইন, ছবি, বার গ্রাফস (Bar graphs), ফ্লানেল গ্রাফ উপকরণ, ২০টি ট্রান্সপারেন্সি, ১০টি শাইড, দুটো টেলিভিশন শিক্ষণ প্রোগ্রাম, দুটো মাইক্রো-ফিল্ম, অডিও-ভিডিও উপকরণ ও পিকচার মাউন্টস।

১৯০২ ই টি : শিক্ষণ মিডিয়া

বাছাই, ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ উপকরণের মূল্যায়ন এবং যন্ত্রপাতি, নির্বাচনের মানদণ্ড ও বিভিন্ন মিডিয়া যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ, সংগঠনে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন, মিডিয়া যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পরিকল্পনায় নির্দেশনা, ইলাস্ট্রেশন,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ, লেটারিং, কালারিং, ফটোগ্রাফি ও কনভারসন ডুপিকেশন; সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও স্কুল লাইব্রেরী মিডিয়া সেন্টার অপারেশন, স্থাপনায় সমস্যা ও দায়িত্ব, কোন একক স্কুল, জেলা, প্রদেশ, দেশ ও *উম্মাহ* পর্যায়ে শিক্ষণ মিডিয়া সার্ভিসের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

১৯০৩ ই টি : প্রোগ্রামকৃত/আলাদা প্রশিক্ষণ

তত্ত্ব, লক্ষ্য, প্রোগ্রামকৃত/আলাদা ধরনের শিক্ষণের পদ্ধতি (রৈখিক, শাখায় বিভক্ত ও গাণিতিক), BF Skinner, S I Pressey, NA Crowder ও T Gilbert প্রণীত রৈখিক ও শাখায় বিভক্ত প্রোগ্রামসমূহ। আলাদা করা প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতার পরীক্ষা এর মনোস্তাত্ত্বিক ও সাধারণ পদ্ধতিগত ভিত্তি ব্যক্তির কোন একটি প্রোগ্রামের উপর কম্পিউটারে ভূমিকা জানার উপর নির্ভর করবে। কোন বিষয়ে এই ধরনের বিবেচনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যই প্রযোজ্য হবে।

১৯০৪ ই টি : শেখন ও শিক্ষণে অডিওভিজুয়্যাল যোগাযোগ

কারিকুলাম পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ার প্রাসঙ্গিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মান উন্নয়নে মিডিয়ার প্রভাব; ইলিমেন্টারী, সেকেণ্ডারী, উচ্চতর ও বয়স্ক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষ প্রেক্ষাপটে শিশু উন্নয়নের মূলনীতি পর্যালোচনা করা হবে। বিভিন্ন মিডিয়ার প্রশংসনীয় গুণাবলী আলোচনা করা হবে এবং কারিকুলাম উপকরণের জন্য এগুলোর যথার্থতার মূল্যায়ন করা হবে। শিশু ও সমাজের উপর মিডিয়ার প্রভাবের বর্তমান গবেষণার পর্যালোচনা করা হবে। এই পর্যালোচনায় শিক্ষণ বা শেখনে মিডিয়ার কার্যকারিতার উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হবে। বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম ফরমেট দেখানো হবে।

১৯০৫ ই টি : যোগাযোগ দর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রযুক্তির উপর গবেষণা সেমিনার

১৮০৯ ই আর (১৮০৯ ই আর'র মত)

১৯০৬ ই টি : শিক্ষণ টেলিভিশন

ই টি ভি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষণ এর পুরো প্রশিক্ষণ এই কোর্সে দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো হলো : স্ক্রিপ্ট লিখন, প্রোগ্রাম প্রোডাকশন, মনিটরিং, ব্রডকাস্টিং, ভিসিআর রেকর্ডিং, ইটিভি লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ। ই টি ভি প্রোগ্রামের কার্যকারিতার মূল্যায়ন ও ক্যামেরা পরিচালনা। এইসব কাজে জাতীয় ই টি ভি নেটওয়ার্কে সেমিস্টারের অর্ধেকই ব্যয় হবে।

www.pathagar.com

১৯০৭	ই টি	বয়স্কদের জন্য মিডিয়া (১১০৯ এ ই'র মত)
১১০৯	এ ই	
১৯০৮	ই টি	কারিকুলাম উপকরণ (১২০৬ সিডি'র মত)
১২০৬	সি ডি	
১৯০৯	ই টি	শিক্ষণ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২০	সি ই	(১৩২০ সি ই'র মত)
১৯১০	ই টি	সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষণ প্রযুক্তিতে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

শিক্ষার ইতিহাস (এফ ই এইচ)

২১০১ এফ ই এইচ : শিক্ষায় ইতিহাসের তত্ত্ব ও সামাজিক জিজ্ঞাসা

কিছু বিখ্যাত সমসাময়িক ইতিহাসের তত্ত্ব এবং সামাজিক জিজ্ঞাসা এবং আজকালকার সময়ে তাদের প্রাসঙ্গিকতার বিষয় এই কোর্সের বিষয়। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃতি, ব্যাখ্যার তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সামাজিক বিজ্ঞানের আবিস্কার, ইতিহাস ও শিক্ষণে বিচ্যুতির ব্যবহার, আজকালকের সময়ে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা, তত্ত্বের ব্যবহার এবং সমাজবিজ্ঞান ও সংশিষ্ট বিষয় এবং ইতিহাসের শিক্ষণে বিভিন্ন মডেলের অধ্যয়ন।

২১০২ এফ ই এইচ : প্রাচীন যুগে শিক্ষণের ইতিহাস এবং মধ্যযুগ

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোকে কিছু শিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন ও আদর্শকে বিবেচনা করা হয়। যেমন- শিক্ষণ ও নগর রাষ্ট্র, গ্রীক দর্শন, হেলেনীয় দর্শন, সাম্রাজ্যবাদ, বোয়ান সুশীল আদর্শসমূহ, ইহুদীবাদ, আগেকার খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামী সভ্যতা। শিক্ষণ ইনস্টিটিউশনের ভূমিকা ও অপর সভ্যতা হতে প্রথাদি গ্রহণের বিষয় অধ্যয়ন।

২১০৩ এফ ই এইচ : ইউরোপীয় শিক্ষণের ইতিহাস (রেনেঁসা, প্রাথমিক যুগ ও মধ্যযুগ)

রেনেঁসা থেকে আলোক প্রাপ্তির (Enlightenment) যুগ পর্যন্ত শিক্ষণ ইতিহাসের পাঠ বর্তমান প্রেক্ষাপটের উপর মনোযোগ দেওয়া হবে। এইগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত পণ্ডিতদের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন-সমাজ ও শিক্ষণ, জনসেবা, মুদ্রণ সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব ও শিক্ষক, শিক্ষণের রাজনীতি, বিজ্ঞান ও

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। আঠারো শতাব্দী হতে ইউরোপীয় শিক্ষণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পাঠ যেমন- শিক্ষণ ও বিপব, জাতীয় স্কুল পদ্ধতির উন্নয়ন, গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে স্কুলসমূহের বিভাজন, আদর্শ ও শিক্ষণের রাজনীতি, স্কুলসমূহের গণতন্ত্রায়ন, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের আচরণ, যুবক ও শিক্ষার্থী আন্দোলনসমূহ।

২১০৪ এফ ই এইচ : উপনিবেশিক সংস্কৃতিতে শিক্ষণের ইতিহাস

শিক্ষণ অনুমান, ঐতিহ্য ও কাঠামোসমূহ কিভাবে নগর সভ্যতা থেকে উপনিবেশ সভ্যতায় চলে আসে এবং নতুনের সাথে সমন্বয়ের জন্য পরিবর্তিত হয় এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

২১০৫ এফ ই এইচ :
সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষণ ইতিহাসে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

শিক্ষণের দর্শন (এফ ই পি)

২১২১ এফ ই পি : জীবন ও শিক্ষণের দর্শনসমূহ

সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বের কোন কোন বিষয়ের ভিত্তি করে শিক্ষণ তত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়। এই কোর্সের বিষয়গুলো হলো : গণতন্ত্র ও শিল্প সমাজের (Industrial Society) সংকট সম্পর্কে বর্তমান বিতর্কের আলোকে গণতন্ত্র ও শিক্ষণের ধারনা। উদার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের/ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্যায়নকৃত আদর্শের চেহারা এবং এইসব সংকটের তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুরূপ শিক্ষণ নীতিমালা, মূল্যমান তত্ত্বের তাৎপর্য, মার্কসবাদ, ইহুদীবাদ, হিন্দুবাদ, উদারতাবাদ, সামাজিক সেবা, কল্যাণ রাষ্ট্র ও শিক্ষা। Mepherson, Heilbroner, Friedenberg, Illich, Bowbs, Ginits, Karl Marx, Lenin, Chandragupta-কে গাজালী, ইবনে খালদুন ও শাহ ওয়ালিউলাহর ন্যায় ইসলামী দার্শনিকদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

২১২২ এফ ই পি : শিক্ষণে প্রয়োগকৃত ব্যাখ্যা শাস্ত্র ও আদর্শের সমালোচক

Gadamer Ricoeur, Habermas ও কুরআনে ব্যাখ্যামূলক দর্শন পাঠের উপর সেমিনার কোর্স ব্যাখ্যাশাস্ত্রটিকে মনুষ্যত্বের ভিত্তি হিসাবে ধরে নেওয়া হবে, ইতিহাস ও ভাষার দর্শন, বিশেষণের ধারণার কেন্দ্রীয় অবস্থান, সমালোচনা ও

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাশাস্ত্রের মূল্যায়ন, আদর্শের ধারণার ব্যাখ্যাশাস্ত্রবিষয়ক মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যাশাস্ত্র বিষয়ক দর্শনের শিক্ষা।

২১২৩ এফ ই পি : জ্ঞান, মনন ও মানুষ

দর্শনে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পটভূমি প্রণয়নে প্রাথমিকভাবে এই কোর্সটিকে পরিকল্পনা করা হবে। এটি শিক্ষার্থীদের কাছে মনোদর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব হতে বাছাইকৃত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করবে। দ্বৈতবাদ, আচরণবাদ, বস্তুবাদ ও ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের ন্যায় মানসিক উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্ব এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। এই ধারণাগুলোকে আবার শিক্ষণ, ধারণা বদ্ধমূলকরণ, শিক্ষণ, শেখন, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুঝার সাথে বিবেচনা করা হবে। কোন ব্যক্তির ধারণাগত জ্ঞানের উন্নয়নের বিষয়কে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

২১২৪ এফ ই পি : শিক্ষণে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব

শিক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যাই এই কোর্সের মূল বিষয়। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বাধীনতা, অস্তিত্বের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বায়ত্বশাসন, পরিকল্পনাধীন সমাজ, মুসলিম সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষণের উপর সমসাময়িক কোন কোন সমালোচকের লেখা এই কোর্সের বিষয়। শিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের উন্নয়ন ঘটানো হবে।

২১২৫ এফ ই পি : স্কুল ও সমাজের সম্পর্কের দার্শনিক বিভিন্ন দিক

ধারণার ভিত্তি ও স্কুল অনুশীলনের কোর্সের পরিচিতি শিক্ষা ও পূর্বেকার মুসলিম শিক্ষা বিধানের কর্ম ও চিন্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ইসলাম। সংরক্ষণবাদিতা, প্রগতিবাদী, স্কুলের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা ও শিক্ষাকে বিস্তারিতভাবে বিশেষণ করা হবে। মুসলিম সচেতনতার উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা এখানে আলোচনা করা হবে।

২১২৬ এফ ই পি : শিক্ষণের নৈতিক দিকসমূহ

এই কোর্সে একেবারে বাছাইকৃত নৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলো শিক্ষণ তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে নিহিত আছে। শিক্ষণের ধারণাকে লক্ষ্যের স্বাভাবিক সমস্যা, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষণের ধারণার

www.pathagar.com

বিশেষণ করা হবে। ইসলামের সাধারণ নীতি তত্ত্বের আলোকে এই সমস্যাগুলোর পরীক্ষা করা হবে, এইসব মতামতের সমালোচনার ভিত্তিতে উদার শিক্ষণের গতানুগতিক মতামতের মূল্যায়ন করা হবে। সমসাময়িক শিক্ষণ বিতর্ক ও পরিবর্তনে কিভাবে মূল্যবোধের বিষয়গুলো কাজ করে সে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

২১২৭ এফ ই পি : মূল্যবোধ শিক্ষণ

ধারণা, সংগঠন, পরিকল্পনা, শিক্ষণ, শিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যবোধের মূল্যায়নে কিছু তাত্ত্বিক ও বাস্তব সমস্যার উপর আলোচনা করা এই কোর্সের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে এর মধ্যে থাকবে-সমসাময়িক মূল্যবোধ তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মূল্যবোধ শিক্ষণের বেশিরভাগ পদ্ধতি, কর্মসূচী সংগঠন, পদ্ধতি, উপকরণ, শিক্ষণ কৌশল ও আলোচনার মূল্যায়ন ও কর্মসূচী এই কর্মসূচীতে আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধারণাসমূহ ও তত্ত্বসমুহের প্রয়োগ ও পরীক্ষণ কাজটি করবে কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ যেমন- ইলিমেন্টারী স্কুল, সেকেণ্ডারী স্কুল, স্পেশাল শিক্ষণ ক্লাশসমূহ, বিকল্প স্কুলসমূহ, প্রশিক্ষণসমূহ ও বয়স্ক গ্রুপসমূহ। কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিষয় ও সমস্যাগুলোর উপর আলোকপাত করাই হবে পুরো কোর্সের উদ্দেশ্য।

২১২৮ এফ ই পি : শিক্ষণে আদর্শ, জনমত ও নীতি-নির্ধারণ

আদর্শের সাধারণ বিশেষণ, সামাজিক চর্চায় সেগুলোর সম্পর্ক, আদর্শসমূহের একটা মূর্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে আদর্শগত আধিপত্য-এর ন্যায় বিষয়গুলো দিয়ে কোর্সটি শুরু করা হবে। পর্যালোচনা, জরিপ ও গবেষণা পদ্ধতি, মুসলিম ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর শিক্ষণ ও সামাজিক বিষয়ের উপর সাম্প্রতিক গবেষণার আপেক্ষিক পর্যালোচনা এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের আবেগ অনুভূতি ও নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্তের আলোকে সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্টের মুসলিম শিক্ষণ নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোর উপর অধ্যয়ন করা হবে।

২১২৯ এফ ই পি : ইসলাম ও শিক্ষণ

শিক্ষার ইসলাম ভিত্তি ও শিক্ষা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য। এখানে ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বের উপর আলোচনা করা হবে যেমন- আশেরীয়া, মুতাজিলা, সূফী, ইখওয়ান আল সাফা, আল কিন্দি, ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন ও এইসব মতবাদের সাথে সংশিষ্ট অধিবিদ্যা বিষয়।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, লক্ষ্য, মূল্যবোধ এখানে আলোচনা করা হবে। এখানে শিক্ষণের ইসলামী দর্শন যেমন, কারিকুলাম, প্রশাসন, শিক্ষার্থীদের স্বভাব-চরিত্র, নারী শিক্ষণ, স্কুল প্রশাসন, শিখনের প্রকৃতি, শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ। এখানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্দেশনার সাথে সাথে অতীত ও বর্তমানের বিষয়গুলোও সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় আনা হবে।

২১৩০ এফ ই পি শিশু ও বুদ্ধিমত্তা : শিশুর সংস্কৃতি ও শিক্ষণের দার্শনিক সমস্যা

এই কোর্সে শিশুর অধ্যয়নের বিভিন্ন প্রপঞ্চবাদ (Phenomenology) পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হবে। ভাষাগত তত্ত্বের ব্যবহার ও শিশু/বয়স্কদের সম্পর্ককে অর্থবহ করে তোলার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার বিষয় এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। যোগ্যতা তত্ত্বে (Competence Theories) ব্যবহৃত যুক্তিবাদের ধারণাকে এখানে প্রপঞ্চবাদের (Phenomenology) যুক্তিবাদের ধারণার সাথে ও প্রপঞ্চবাদের উপর নির্ভর সামাজিক তত্ত্বের সাথে তুলনা করা হবে। এই জাতীয় তুলনামূলক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিশু/বয়স্কদের সম্পর্ককে পূর্ণ ধারণার সম্ভাব্যতার বিষয়টি উৎঘাটন করা হবে।

২১৩১ এফ ই পি : তত্ত্ব ও অনুশীলন : শিক্ষণে ব্যবহারিক অনুসন্ধানের যুক্তি

এই কোর্সের উদ্দেশ্য প্রপঞ্চবাদের জ্ঞানের সমাজ বিশ্বাসী ও দার্শনিকদের এবং ভাষা দর্শনের লোকদেরকে একত্রিত করা। দর্শন ও সমাজতত্ত্বের বাস্তব যুক্তি তত্ত্বসমূহের এখানে আলোচনা করা হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তব ব্যবহারের বহু মানদণ্ড এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা ও কার্যাবলীতে সেগুলো আবার কিভাবে ব্যবহৃত হলো তা বিবেচনা না করে বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ড গঠন করা যাবে-এই মতবাদের বিরুদ্ধে তা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। শিক্ষণের নীতির ক্ষেত্রে এই রূপ ধারণার গুরুত্ব বিবেচনা করা যাবে এবং নির্ধারিত দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ইসলামী ধারণার তত্ত্ব ও অনুশীলনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে।

২১৩২ এফ ই পি : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/শিক্ষা দর্শনে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

www.pathagar.com

শিক্ষণের সমাজবিজ্ঞান (এফ ই এস)

২১৫১ এফ ই এস : শিক্ষণে উচ্চতর সমাজবিজ্ঞান তত্ত্ব

ব্যক্তির অংশগ্রহণের আবশ্যকতা ও স্বার্থের সাথে মিল রেখে তত্ত্ব বিনির্মাণে কর্মশালার আয়োজন করা হবে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব তাত্ত্বিক ধারণার বিবর্তনের দিকে এর নজর থাকবে এবং কিছু সাধারণ পাঠও এখান থেকে নেওয়া হবে ঃ শিক্ষার্থীদের বর্তমান তাত্ত্বিক চিন্তার সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করতে হবে ও আরো উন্নয়নের জন্য সামনের দিকে তাকাতে হবে। এগুলোর সাথে ইসলামের সংশিষ্টতা থাকতে হবে। তত্ত্ব নির্মাণ সাহিত্য ও অনেকগুলো বিষয়ের উপাদানকে এখানে বিবেচনায় আনতে হবে।

২১৫২ এফ ই এস : সমাজ পদ্ধতি ও সমাজের স্তরবিন্যাস

দুটো সংশিষ্ট বিষয়ে এই কোর্সে আলোচনা হবে ঃ স্কুল কাঠামোর পদ্ধতিতে স্তর বিন্যাস পদ্ধতির প্রভাব, লক্ষ্য ও কার্যপ্রণালী; মক্কেলদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাদান ও উৎসাহিতকরণে স্কুলের ভূমিকা। গুণাবলীর ধারণার সাথে সংশিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সুযোগ-সুবিধা, আশা-আকাঙ্খা পূরণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা বিকল্প মডেলের উন্নয়ন-এর উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২১৫৩ এফ ই এস : শিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক মতবিরোধ

এই কোর্সের উদ্দেশ্য হলো বহুবিধ সংস্কৃতির সমাজে শিক্ষণের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভূমিকা বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ভূমিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। চারদিকের সমসাময়িক সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিরোধগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।

২১৫৪ এফ ই এস : ভবিষ্যত সমাজ ও শিক্ষণ

শিক্ষা ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনা ও পর্যালোচনা করা হবে। যেমন- জ্ঞানভিত্তিক অনুমান, পরিবেশ, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভবিষ্যত শিক্ষার সম্ভাব্য অভিক্ষেপ (Projection), জনগণের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সাড়া দেওয়া। শিক্ষার্থীগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে কাঙ্খিত ও বাস্তবে সম্ভাব্য ভবিষ্যত ভূমিকা সম্পর্কে কেস স্টাডি করবে।

www.pathagar.com

২১৫৫ এফ ই এস : শিক্ষণে ফলিত সমাজতত্ত্ব

সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান, গবেষণা ও শিক্ষার ব্যবহারিক কর্মে বা অন্য কোন মাঠভিত্তিক সেটিং এ হস্তক্ষেপ করার কৌশল শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়াই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। কোর্সটি তিনটি মডিউলে বিভক্ত : পরামর্শ, এ্যাকশন রিসার্চ, সমাজ বিজ্ঞান জ্ঞানের ব্যবহার। প্রতিটি মডিউলে থাকবে তাত্ত্বিক পাঠ, কেস স্টাডি ও ব্যবহারিক অনুশীলন।

২১৫৬ এফ ই এস : সংস্কৃতি সমাজতত্ত্ব

শিশুদের প্রতিদিনের কাজ বিশেষ করে তাদের স্কুল সিটিং এর কার্যাবলী, শিশুরা যেভাবে তাদের কাজগুলো সংগঠিত করে থাকে, গ্রুপ গঠন করে, ভূমিকা ভাগ করে থাকে এবং বিশ্বটাকে বুঝে থাকে। বয়স্কদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকে মনোযোগী হতে হবে যাতে তারা শিশুদের কর্মকাণ্ড বুঝতে পারে এবং সমাজের বিশেষ গ্রুপ হিসাবে শিশুদেরকে যে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাকে বুঝতে হবে।

২১৫৭ এফ ই এস : কিশোর পথবিচ্যুতি ও স্কুল

২১৫৮ এফ ই এস : জান সমাজ সংগঠন

পদ্ধতি, হিসাব ও সমাজে যে পন্থায় জ্ঞানকে সংগঠিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে অধ্যয়নই এই কোর্সের লক্ষ্য। জ্ঞানের উপর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোর প্রতিফলনই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে জানতে পারি, তা হলো সংবাদ, উপাত্ত, নাযিলকৃত গ্রন্থ, রেকর্ড ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা খুবই জটিল। সমসাময়িক সমাজ বা *উম্মাহর* শক্তি সম্পর্কের আদর্শগত পদ্ধতি একটি অখণ্ড বা অবধারিত বিষয়।

২১৫৯ এফ ই এস : সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা ও মুসলিম শিক্ষক

মুসলিম শিক্ষকদের কার্য পরিবেশ বুঝার জন্য কৌশল ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়টিই এই কোর্সের বিষয়। কার্য পরিবেশের মধ্যে রয়েছে বাছাইকৃত সামাজিক সমস্যার সামাজিক প্রভাব। যেমন-শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, বেকারত্ব, শিক্ষক ধর্মঘট, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষকদের নিম্ন পদমর্যাদা, মুসলিম বিশ্বে শিক্ষিতের নিম্নহার, সম্পদের স্বল্পতা, জাতিগত উদ্বেগ। ক্লাশরুম পরিস্থিতি, স্কুল সংগঠন ও শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ করে শিক্ষার ধর্মীয় ভূমিকা।

www.pathagar.com

২১৬০ এফ ই এস : উম্মাহর স্কুলের সংস্কৃতি

স্কুলের সংস্কৃতি বলতে স্কুলের নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস স্কুলে যা জীবনের নির্দেশ ও জীবনের অর্থ এনে দেয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী ও গবেষক এর প্রেক্ষাপটে স্কুলের প্রতিটি দিনের বিশেষণ করা হবে। ব্যক্তির প্রয়োজন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দুশ্চিন্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের চাহিদা একটি মূল বিষয়ের সৃষ্টি করবে। বিদ্যমান সংস্কৃতির সাথে আদর্শ ইসলামী সংস্কৃতির সম্পর্ক আরেকটি সংস্কৃতির সৃষ্টি করবে।

২১৬১ এফ ই এস : শিক্ষা এবং নারীর সমাজতত্ত্ব ও লিঙ্গ সম্পর্ক

এই কোর্সে সাম্প্রতিক নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে ইসলামিক মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। লিঙ্গ ভূমিকা সামাজিকরণের, পেশাগত অসমতা, শিশু পালনের আপেক্ষিক পাঠ, শিক্ষণ ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও অনুশীলন এর প্রশ্ন বিষয়ক অধ্যয়নগুলো শেখানো হবে। তবে কোর্সের বিশেষ বিষয়বস্তু কমবেশি হতে পারে। পুরো বিষয়টিই হবে ইসলাম ও সামাজিক প্রবণতার প্রেক্ষাপটে।

২১৬২ এফ ই এস : শিক্ষণে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি

শিক্ষক ও শিক্ষণে সমাজতত্ত্বের শিক্ষার্থীদেরকে মৌলিক গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে তোলাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। কারিগরী সমস্যাকে সাধারণ বিবেচনায় আনতে হবে এবং বিদ্যমান গবেষণা পদ্ধতি এবং স্কুলের জন্য ব্যবহারিক তাৎপর্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। জরিপ গবেষণা কৌশল ও পরিকল্পনার পর্যালোচনা করতে হবে। পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিশেষণও এই কোর্সের বিষয়। সংখ্যাবাচক উপাত্তের বিশেষণের উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২১৬৩ এফ ই এস : সামাজিক নীতির (Ethics) মনোতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
১৬১২ ই পি (১৬১২ ই পি'র মত)
২১৬৪ ই পি : তুলনামূলক সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষণ

তুলনামূলক শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই কোর্সটি একটি মৌলিক পরিচিতি প্রদান করে। এই কোর্সে ইসলামী ধারণার স্কুলিং এর সাথে তুলনা করে অগ্রগতির পশ্চিমা ধারণা ও সামাজিক উন্নয়নের সমালোচনামূলক নিরীক্ষা করা হবে। তুলনামূলক শিক্ষণে বড় ধরনের তাত্ত্বিক পরিচিতি। বিষয়টিকে এখানে পর্যালোচনা করা হবে, বিশেষ করে উপযোগিতাভিত্তিক আধুনিকায়ন, মার্কসবাদী অনুন্নয়ন প্রেক্ষিত ও

www.pathagar.com

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ তত্ত্বের উপর এখানে আলোচনা করা হবে। বিবিধ ধরনের সাংস্কৃতিক গবেষণা পরিচালনার পদ্ধতি এই কোর্সের বিষয়। তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্যতার তুলনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীগণ কেস স্টাডি করবে।

২১৬৫ এফ ই এস : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/সমাজতত্ত্ব
২১৯১ এফ ই এস : শিক্ষা ভিত্তির উপর কম্পিউটারের ব্যবহার
১৩২২ সি ই : শিক্ষণে স্বতন্ত্র পাঠ

তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং (জি সি)

২২০১ জি সি : উচ্চতর কাউন্সিলিং তত্ত্ব ও পদ্ধতি

উচ্চতর কাউন্সিলিং তত্ত্ব এবং দক্ষতা অর্জন ও অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধাসহ শিক্ষণ, এসব কাজে আরো বেশি বিশেষায়িত শিক্ষণের জন্য কৌশল এবং আচরণিক সমস্যা এই কোর্সের বিষয়। তত্ত্ব অধ্যয়ন ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাউন্সিলিং এর অনুশীলন বিশেষ করে আল কিন্দি, ফারাবি, ইবনে সীনা, ইবনে মাযা, ইবনে আরাবি, ইবনে খালদুন, নাসিরুদ্দীন তুসী ও ইমাম গাজালীর দর্শনের প্রেক্ষাপটে এই কোর্সে বিষয়টির আলোচনা করা হবে।

২২০২ জি সি একক বিশেষণ

একক বিশেষণের গণিত, মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং একক মূল্যায়নে ব্যবহৃত অপরীক্ষণীয় উপাত্ত, ব্যবহারিক ও সাক্ষাৎকার উপাত্ত ব্যবহার করে কেইস ব্যবস্থাপনা, এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষা, পেশাগত নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে কিশোর ও বয়স্কদেরকে সহায়তা করে, একক বিশেষণের জন্য সূফীদের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার এবং নির্দেশনা, একক বিশেষণ ও কেইস স্টাডিতে কম্পিউটার ব্যবহার এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২২০৩ জি সি : পেশাগত জীবন নির্দেশনা

ইসলামে পেশার ধারণা, ইসলাম বৈধ জীবন, বিভিন্ন জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক প্রেক্ষাপট, জীবন নির্দেশনায় পরীক্ষার ব্যবহার, বিষয়গত লিখন, শিক্ষণ, শিক্ষণে সমন্বয়সাধনকারী জীবনের জন্য ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচী উন্নয়ন। জীবনমুখী শিক্ষণের জন্য পদ্ধতিসমূহ। পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোন কোন

www.pathagar.com

বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। যেমন- জীবন গ্রন্থাগার, জীবন কক্ষ, জীবন সম্মেলন, শিল্প বাণিজ্যে স্কুল পরিদর্শন, স্কুল রেকর্ড, জীবন নির্দেশনা, কম যোগ্যতাসম্পন্ন স্কুল ত্যাগীদের জীবন নির্দেশনা, *উম্মাহর* জন্য জীবন পরিকল্পনা ও নিযুক্তির কেন্দ্রসমূহ।

২২০৪ জি সি : শিক্ষণ ও পেশাগত তথ্য

বিভিন্ন কোর্সের অধ্যয়ন এবং শিক্ষণ, সামাজিক ও পেশাগত তথ্যের ব্যবহার। এগুলো আবার প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার সাথে সংশিষ্ট। শিক্ষণ সঞ্চালন ও পেশাগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, সম্পদসমূহের উপর অধ্যয়ন এবং শিক্ষণ পেশাগত তথ্য প্রদানে সহায়ক এজেন্সীসমূহ, যেমন-কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ, কর্মসংস্থার ব্যুরো, সংবাদপত্র, পেশাগত পুস্তিকা, জুম্মার নামাযের ন্যায় সময়গুলোতে মসজিদে বা অন্য সংগঠনে ঘোষণা দান এবং *উম্মাহ* পর্যায়ে শিক্ষণ ও পেশাগত তথ্য ব্যুরোর সম্ভাব্যতা যাচাই।

২২০৫ জি সি : শিক্ষণ মূল্যায়ন

যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, প্রশাসন ও পরীক্ষার প্রকারভেদ, শিক্ষার্থী, পরিমাপ, শিক্ষণ যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন বিশেষণ ও উন্নতি বিধানের অনুশীলন। এগুলো আবার একক মূল্যায়ন, প্রোগ্রামিং পদ্ধতি, উন্নততর জ্ঞান ও মনোশিক্ষণের যন্ত্রপাতির জ্ঞান ও শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া নির্দেশনা ও কাউন্সিলিং পদ্ধতি।

২২০৬ জি সি : কাউন্সিলিং কৌশল

সংজ্ঞা ও ধারণা, প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি, বিভিন্ন কাউন্সিলিং কৌশলের কার্যাবলী, বিশেষ করে একক ও গ্রুপ কাউন্সিলিং, প্রণোদনার সমালোচনামূলক পাঠ, ব্যক্তিগত উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট মূল্যবোধ। দলীয় গতিশীলতা যেমন-সুসঙ্গতি, দলীয় চাপ, লক্ষ্য ও মান (Standard), গ্রুপের গঠন উপাদান, দলীয় কাজে নেতৃত্বের সম্পর্ক, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, দলীয় পরিচালনা ও কাউন্সিলিং এর জন্য জুম্মা ও ঈদের নামায। কাউন্সিলিং-এ তত্ত্বাবধানকৃত অনুশীলন, শিক্ষার্থীদের ও ছোট ছোট দলের সাথে শিক্ষক, মাতা-পিতা, স্কুল স্টাফ। তত্ত্বের আপেক্ষিক পাঠ, দলীয় কাউন্সিলিং-এ বেশিরভাগ পদ্ধতিতে রাসূল (সা.), খলিফা ও সূফীদের নির্দেশিত পদ্ধতির উপর বেশি বেশি গুরুত্ব প্রদান।

www.pathagar.com

২২০৭ জি সি : গ্রুপ পদ্ধতি

গ্রুপ সংগঠনের বিবেচনা, গ্রুপ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন এই কোর্সের বিষয়/জুম্মার নামায, হজ্জ মিলন, ঈদ উৎসব ও পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ন্যায় কার্যকর গ্রুপগুলো সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও দলীয় কাজে নেতৃত্বের দক্ষতার উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই বিষয়গুলো কাউন্সিলিং অনুশীলনে তাত্ত্বিক ও পেশাগত ইস্যুর সাথে সংশিষ্ট।

২২০৮ জি সি : প্রতিকারমূলক শিক্ষণ
২৮০৯ এস পি ই

প্রতিকারমূলক শিক্ষণের লক্ষ্য ও কৌশল প্রত্যক্ষণজনিত সমস্যার বিশেষণ ও সমস্যা নির্ণয়ে প্রতিকারমূলক সম্পদ ও সহায়ক সামগ্রী, ক্লাশরুম সংগঠন ও প্রতিকারমূলক শিক্ষণে ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও পরিমাপ, শিক্ষণ পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থী বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত অধ্যয়ন। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া সমস্যা নির্ণয়ের পদ্ধতির ব্যবহার, প্রতিকার পদ্ধতি ও উপকরণ এবং কেস স্টাডি এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২২০৯ জি সি : কাউন্সিলিংয়ের মনোস্তাত্ত্বিক দিক (১৬০৭ ই পি'র মত)
১৬০৭ ই পি
২২১০ জি সি : পরিচালন কর্মচারীদের জন্য শিক্ষণ ও মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
১৫০৩ ই এম ই (১৫০৩ ই এম ই'র মত)
২২১১ জি সি : বয়স্ক কাউন্সিলিং (১১০৫ এ ই'র মত)
১১০৫ এ ই
২২১২ জি সি : শিক্ষণ পরিচালনা ও কাউন্সিলিং-এ কম্পিউটার ব্যবহার
১৩১৪ সি ই (১৩১৪ সি ই'র মত)
২২১৩ জি সি :তত্ত্বাবধানকৃত ইন্টার্নশীপ/সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ শিক্ষণ পরিচালন ও কাউন্সিলিং-এ স্বতন্ত্র পাঠ

www.pathagar.com

উচ্চতর শিক্ষা (এইচ ই)

২৩০১ এইচ ই : উম্মাহর উচ্চতর শিক্ষার উন্নয়ন

উম্মাহর বিশেষ করে ১৩৫০ খ্রিঃ সময়ের উচ্চতর শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে ১৯৫০ খ্রিঃ এর পর হতে স্বাধীনতার পরে ও পূর্বে মুসলিম দেশসমূহের মাধ্যমিক পূর্ব ইনষ্টিটিউশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও উন্নয়ন। আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মত অন্যান্য দেশের উন্নয়ন। মুসলিম দেশের প্রতিটিতেই শিক্ষার্থীগণ সমালোচনায়, বিশেষণ ও উন্নয়নের সুপারিশসহ উচ্চতর শিক্ষার উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করবে। এইরূপ গবেষণায় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হতে সত্যিকারের খাঁটি মুসলিম তৈরির দিক নির্দেশনা থাকবে।

২৩০২ এইচ ই : উচ্চতর শিক্ষণ পদ্ধতি

মাধ্যমিক পূর্ব শিক্ষণের (উচ্চতর ও আরো উচ্চতর) বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনামূলক ও বিশেষণমূলক বিবরণ। ভিত্তিসহ কাঠামোর উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, যে ভিত্তির উপর কাঠামোটি দাঁড়িয়ে থাকে সে সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও আদর্শিক উপকরণ। *উম্মাহর* বিষয়টি প্রথমেই গভীরভাবে বিবেচনা করা হবে, শিক্ষণ পদ্ধতির তুলনামূলক প্রচেষ্টার উপর একটি পরীক্ষা, এটি আবার দু' বা দু'য়ের অধিক পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশেষণের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। স্বায়ত্ত্বশাসন পদ্ধতির প্রবণতার উপর সামাজিক প্রভাবের উপর বিশেষ মনোযোগ, সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ ও গণ দায়িত্বের চাহিদা এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

২৩০৩ এইচ ই : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

উম্মাহর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ, নীতি-নির্ধারণ, উলেখযোগ্য বিষয়গুলির বিশেষণ ও বর্তমান অনুশীলন উন্নয়নের জন্য পরামর্শ-এর উপর এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

২৩০৪ এইচ ই : উম্মাহর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণের প্রবণতা ও উদ্ভাবন

উম্মাহ সমসাময়িক গ্র্যাজুয়েট শিক্ষায় যে সব বড় বড় সমস্যা মোকাবেলা করে আসছে এবং সেগুলো সমাধানের বিষয় এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। দেশের

www.pathagar.com

ভিতরের সমস্যার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে সব বিষয় বিবেচনা করা হবে সেগুলো হলো : আদর্শ, প্রবেশ ও ভর্তি, কাউন্সিলিং, আবাস, প্রশাসন, কারিকুলাম কাঠামো, গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণের প্রেক্ষিত, বাইরের সমাজের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মূল্যায়ন, ক্লাশরুম সংগঠন, ডিগ্রি ও ডিগ্রি বহির্ভূত কার্যক্রম এবং আর্থিক বিষয়াবলী। প্রত্যেক শিক্ষাই পজিশন পেপার তৈরি করবে ও তার উপর মতামত রাখবে যার মধ্যে থাকবে পর্যালোচনা ইস্যু ও বিকল্প সমাধান বিষয়।

২৩০৫ এইচ ই : উচ্চতর শিক্ষায় কারিকুলাম, শিক্ষণ ও গবেষণা

কারিকুলাম পরিকল্পনার সাথে সংশিষ্ট দর্শন ও বর্তমান অনুশীলন, প্রশিক্ষকদের শিক্ষণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় বিভিন্ন ইস্যু ও ক্ষেত্রসমূহ, শিক্ষণের ইসলামী তত্ত্বের সাথে সমসাময়িক তত্ত্বের বিশেষণ, কারিকুলাম পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণে এগুলোর ব্যবহার, *উম্মাহর* মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস বিশেষণ ও গবেষণার প্রবৃদ্ধি, উদ্দেশ্য, অনুশীলন, নীতিমালা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংশিষ্ট মুসলিম সরকারের ভূমিকার সাথে সংশিষ্ট অর্থায়ন এর বিষয় এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২৩০৬ এইচ ই : উচ্চতর শিক্ষার সমস্যা ও বিভিন্ন ইস্যু

অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে কিছু সমস্যা ও ইস্যু যা অতীতে উচ্চতর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়েছিল তা ভবিষ্যতেও মুসলিম *উম্মাহর* উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে একইভাবে সমস্যা হিসাবে থেকে যেতে পারে। এই কোর্সে কোন বিশেষ শৃঙ্খলার উপর আলোচনা করা হবে যা মাধ্যমিক উত্তর শিক্ষণে বিশেষ সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ সমস্যার মধ্যে রয়েছে যেমন- অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। কোর্সগুলোর মধ্যে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী অস্থিরতা পরীক্ষা পদ্ধতি, রাজনৈতিক
হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

২৩০৭ এইচ ই : উচ্চতর শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২১ সি ই (১৩২১ সি ই'র মত)
২৩০৮ এইচ ই : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/উচ্চতর শিক্ষণে স্বতন্ত্র পাঠ

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা (এইচ পি ই)

২৪০১ এইচ পি ই : শারীরিক শিক্ষার ভিত্তি

অর্থ, প্রকৃতি, পরিধি, শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব, যথার্থতাবাদ, অস্তিত্ববাদ, মানবতাবাদ ও ইসলামিক দর্শনের ন্যায় শারীরিক শিক্ষার দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে শারীরিক শিক্ষার ফলাফল, শারীরিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক ভিত্তি, অলিম্পিক খেলা, এশিয়ান গেমস, আমেরিকান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, প্যান-ইসলামি গেমস, এইচ পি ই আর (H P E R) এর আন্তর্জাতিক কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, ইন্টারন্যাশনাল এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন, H P E R এর উম্মাহ কাউন্সিল গঠনের আবশ্যকীয় প্রস্তাবিত সংগঠন, কার্যাবলী ও অর্থায়ন, ক্রীড়া শিক্ষক, ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বে শারীরিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ইতিহাস, শারীরিক শিক্ষার নৃতাত্ত্বিক দিকসমূহ, মানুষের বৃদ্ধিতে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, মানুষের বৃদ্ধিতে এর অবদান ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন, শারীরিক শিক্ষায় ইসলামের অবদান, বিশেষ করে জিহাদের দর্শন ও ইমান গাজালীর ন্যায় মুসলিম শিক্ষকদের মতামত, খলিফা ও আব্বাসী আমলে শারীরিক শিক্ষা।

২৪০২ এইচ পি ই : গেইমের নিয়ম-কানুন ও কৌশল

গেইমস্, গেইমের মূল্য ও ধরন, প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ধরন, Duels, Meets, টুর্নামেন্ট, ইন্ট্রামুরালস, রাউণ্ড বরিন, ইলিমিনেশন, কম্বাইণ্ড,ডাবল ইলিমিনেশন, লেডার, পিরামিড, বিভিন্ন খেলার জন্য কোর্ট ও খেলার মাঠ, কেয়ার, মেনইটিনেন্স, মার্কিং ও বিভিন্ন রকম খেলার কোর্ট ও খেলার মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বল্প জায়গার খেলা, ফুটবল খেলার নিয়ম ও কৌশল, হকি, টেবিল টেনিস, রাগার টাচ (Rugger Touch), ভলিবল, সফটবল, ক্রিকেট, লন টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, সাঁতার, কাবাডি, বক্সিং, স্কোয়াশ ও রাউণ্ডারস। তিন খেলার যে কোন এক খেলায় নৈপুণ্য অর্জন, আবশ্যক নারী ও পুরুষের জন্য এই খেলার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী।

২৪০৩ এইচ পি ই : এনাটমি

এনাটমির সংজ্ঞা ও শরীর বিদ্যা এবং শারীরিক শিক্ষায় এগুলোর আবশ্যকীয়তা, এনাটমীর বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা যেমন- পেনস (Planes), মিডিয়াম (Medium), করোণাল (Coronal), মিডিয়েল (Medial), লেটারেল

www.pathagar.com

(Lateral), ইনফিরিওর (Inferior), সুপিরিয়র (Superior), সুপারফিসিয়েল (Superficial), ডীপ (Deep), এক্সটারনাল, ইন্টারন্যাল, এন্টিরিয়র, পোস্টারিয়র, ভেন্ট্রাল (Ventral), ডরসাল, স্কেলেটাল সিস্টেম, নারভাস সিস্টেম ও রিসপিরেটরী সিস্টেমের ন্যায় এনাটমীর বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যাবলী, জীবনের সংজ্ঞা, কোষ, জন্ম, টিস্যু, অর্গান, গাওস, মানব দেহের বিভিন্ন পদ্ধতির ফিজিওলজি, শারীরিক সুস্থতা, সুস্থতার অংশ হিসেবে হৃদকম্পন, অক্সিজেন ডেব্‌ট (Debt), বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ব্যায়ামের ক্রিয়া, শরীরের তাপমাত্রার কলাকৌশল এবং পরিচালনা পদ্ধতি, নতুন জলবায়ু সহ্যকরণ ও এর মৌলিক বিষয়াবলী, এনাটমী ও শরীরবিদ্যা বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান।

২৪০৪ এইচ পি ই : কাইনসিওলজি (Kinsiology)

সংজ্ঞা, গুরুত্ব, প্রয়োজনীতা, সঞ্চালনের ধরন, প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী ক্লাশের জন্য জিমনাসটিক্স এর পরিকল্পনা ও ধরন, এজিলিটিকস (Agilitics), এ্যাসপারেটোসের কাজ, মার্চিং, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন বিশেষ করে পা, বাহু, কাঁধ, মাথা, ঘাড়, পিঠের অংশ, তলপেটের অংশ, এইসব অঙ্গ সঞ্চালনে ইসলামের অনুমতি, দেহ প্রকার ও দেহের অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গীর ত্রুটি, সংশোধন ও প্রতিকারমূলক কাজ, অঙ্গভঙ্গীর পরীক্ষা, Kraus Weber পরীক্ষা, AAHPER পরীক্ষা, ফিজিও-মেডিক্যাল পরীক্ষা, ম্যাসেজ এর প্রয়োজনীয়তা ও ধরন, ব্যায়ামের ক্রিয়া ও দেহে ম্যাসেজ এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২৪০৫ এইচ পি ই : অলিম্পিক ও বিনোদনমূলক খেলা

সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা ও শরীর চর্চার গুরুত্ব, সংগঠন, কোন শরীর চর্চা অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের সাজসরঞ্জাম ও দায়িত্ব, স্টাণ্ডার্ড ট্রাক স্থাপন, ক্রীড়াবিদদের জন্য রেকর্ডশীট তৈরি, বিধিবিধান ও দৌড়ের কৌশল, স্প্রীন্টস, রীলে দৌড়, প্রতিবন্ধক দৌড়, লাফ দেওয়া, নিক্ষেপ ইভেন্ট, দূরত্বে দৌড়, ট্রিপল জাম্প, পল ভল্ট, দেশব্যপী দৌড়, ম্যারাথন দৌড়, পেন্টাথলন, ডিকাথলন, সংজ্ঞা, সংগঠন ও বিনোদনের শ্রেণীবিভাগ, ইসলামী নীতিমালায় বিনোদন, বিনোদনের ইসলামী ধারণা, বিনোদন কর্মসূচীর বিশেষণ ও অধ্যয়ন, মুসলিম দেশসমূহে লোক নৃত্য।

২৪০৬ এইচ পি ই : H P E-তে বিনোদন কর্মসূচী

সংজ্ঞা, লক্ষ্য, বিনোদনমূলক কার্যাবলীর ধরন ও শ্রেণীবিভাগ, বিনোদনমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনার জন্য নির্দেশনামূলক নীতিমালা, সংজ্ঞা, ছোট সংগঠনের

www.pathagar.com

ক্রীড়ার তাৎপর্য ও ধরন, স্পোর্টস, বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে আর্ট ও ক্রাফ্‌ট, সামাজিক বিনোদন, বিনোদনের সোর্স হিসাবে লৌকিকতাহীন কার্যাবলী। ইসলামে এইসব বিনোদনমূলক কার্যাবলীর স্থান, ড্রামা, মিউজিক, নৃত্য এবং এগুলোর ইসলামী তাৎপর্য, আউটডোর বিনোদন। যেমন, ক্যাম্পিং, ট্রেকিং, পিকনিক, শিক্ষা সফর, নেতৃত্ব বিনোদন, ইসলামে নেতৃত্বের ধারণা, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনোদনমূলক খেলাধুলা, বোবা, কালা, মানসিক প্রতিবন্ধী, অন্ধ-এর ন্যায় বিষয়গুলো এই কোর্সের বিষয়।

২৪০৭ এইচ পি ই : শারীরিক শিক্ষায় ইন্টার্নশীপ

অন্ততঃ প্রতিদিন এক ঘন্টা করে প্রতি সেমিস্টার সময়ে শিশুদেরকে স্কুলে শরীর চর্চা শেখাতে হবে। স্কুলে সার্বিক কার্যাবলী সম্পাদনের উপরই মূল্যায়ন বিবেচনা করা হবে।

২৪০৮ এইচ পি ই : স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৩ সি ই

গেমস, শরীর চর্চার সাথে কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবহারিক কার্যাবলী। রেকর্ড সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য শিক্ষণ, শারীরিক শিক্ষণে গবেষণা ও পরিমাপ।

২৪০৯ এইচ পি ই :
সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষায় স্বতন্ত্র পাঠ

ভাষা শিক্ষণ (এল ই)

২৬০১ এল ই : দ্বি-ভাষার শিক্ষণ ও দ্বি-ভাষাতত্ত্ব

এই কোর্সে বিভিন্ন উপায়ে দ্বি-ভাষিক শিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। গবেষণা প্রশ্ন ও গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল, *উম্মাহর* অভিবাসী মানুষের জন্য দ্বি-ভাষী শিক্ষণ এবং দেশীয় জনগণ। বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যাবলীর উপর দ্বি-ভাষাতত্ত্বের প্রভাব, মনো-ভাষাভিত্তিক ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বও এখানে আলাচনা করা হবে।

২৬০২ এল ই : দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ

দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার তত্ত্ব ও গবেষণার প্রাসঙ্গিকতার কারণে প্রথম ভাষা শিক্ষার তত্ত্ব ও গবেষণাকে বিবেচনা করা হবে। দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার যে পদ্ধতি ও

www.pathagar.com

কৌশলের উপাত্তকে ভুল বিশেষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হবে, আন্তঃভাষা, সংক্রমণগত (Transitional) যোগ্যতা ও অনুমানভিত্তিক পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হবে। বয়সের ভূমিকা প্রভাবিতকরণ ও সামাজিক উপকরণকে আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণ করে বা প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণের প্রকৃত পার্থক্য নির্ণয়ে বিবেচনা করা হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্তমান তাত্ত্বিক, পরীক্ষামূলক ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলোর যাচাই করা এই কোর্সের লক্ষ্য। এই বিষয়গুলো দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণের সাথে সংশিষ্ট। আন্তঃভাষা থেকে দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষকতার বিষয়টিকেও এখানে আলোচনা করা হবে।

২৬০৩ এল ই : বর্ণনামূলক ও শিক্ষামূলক ভাষা

ভাষার বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়ন, বর্তমান, বিশেষ কোন ভাষার বিশেষায়িত অধ্যয়নের জন্য সাধারণ ভাষা তত্ত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য রয়েছে। বর্ণনামূলক অনুশীলনের সাথে তত্ত্বসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেওয়া হবে। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমস্যার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার সাহায্যে কিছু বর্ণনামূলক দক্ষতা গড়ে তোলা হবে। এই কোর্সে পদবিন্যাস (Syntax), ধ্বণিবিজ্ঞান (Phonology), ভাষা বিশেষণের এক বা একাধিক মডেলের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ের আরবির শব্দার্থবিজ্ঞান বিন্যাসযোগ্য, আরবি/ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষণের প্রাসঙ্গিকতার উপর পরীক্ষার উপর এখানে আলোচনা করা হবে।

২৬০৪ এল ই : তত্ত্ব পদ্ধতি ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণ সংগঠন

এই কোর্সে ভাষা শিক্ষণতত্ত্বের উপর মোটামুটি একটি পরিচিতি প্রদান করা হবে। এবং বর্তমান চিন্তার উন্নয়নের বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হবে। ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব ও কিছু বড় ধরনের বিষয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশেষ করে ভাষা বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষণ তত্ত্বের উপর এখানে আলোচনা করা হবে। যেমন- উদ্দেশ্য, উপকরণ, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। প্রাক-স্কুল থেকে বয়স্ক শিক্ষণ পর্যন্ত ভাষা শিক্ষার সংগঠনের উপর এখানে আলোচনা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়ও সংযুক্ত থাকবে।

২৬০৫ এল ই : ভাষা অধ্যয়ন

এই কোর্সটি হলো অধ্যয়ন উন্নয়নের উপকরণ। প্রাক-স্কুল থেকে বয়স্ক লেভেল পর্যন্ত অধ্যয়নের শিক্ষণ ভাষা কর্মসূচীর একটি অংশ, বিষয়বস্তু অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ও উপকরণ এবং অধ্যয়নে শিক্ষণে প্রবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিক,

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষণ, ভাষা বুঝার মৌলিক উপাদান ভাষা বিদ্যা ও মনোস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি, অধ্যয়নের উপর জোর দিয়ে সব পর্যায়ের সমস্যা নির্ণয় ও অধ্যয়নের সমস্যার সমাধান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের অভিজ্ঞতা, লোকজনকে ও ছোট ছোট দলকে পরীক্ষা, শিক্ষণ, স্কুল, শিক্ষক ও শিশুদের কেস স্টাডি। ক্লাশরুম সেটিংয়ে অধ্যয়ন সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের উপর এই কোর্সে জোর দেওয়া হবে। অধ্যয়ন ব্যর্থতার কারণ, সমস্যা নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে। রিপোর্ট লিখার নীতি, সংশোধনের নিয়ম ও পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সংশোধনী ও উপকরণসমূহ, শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ সমস্যা নির্ণয়ে যে ল্যাবরেটরী অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে এবং প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে পন্থাগুলোর ব্যবহার করা হয় সেগুলোর উপর এখানে জোর দেওয়া হবে। সবসময় সমস্যা নির্ণয়, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত উপকরণের ব্যবহার ও অধ্যয়ন সমস্যা সমাধানে পুস্তক ক্রয় এর ন্যায় বিষয়ে এখানে জোর দেওয়া হবে।

২৬০৬ এল ই : স্কুলে অধ্যয়ন ও লিখন

সেকেণ্ডারী ও ইলিমেন্টারী স্কুল লেভেলে অধ্যয়ন ও লিখনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা এই কোর্সে থাকবে, বিশেষ করে শিশুদের ভাষাবিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা এবং ইসলামে এর গুরত্ব সম্পর্কে এখানে আলোচনা হবে। অধ্যয়ন ও লিখনের উপর পরিচালিত সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল বিশেষণের উপর ও স্কুলের নীতিমালা ও শিক্ষণ কৌশলে এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

২৬০৭ এল ই : ভাষাবিদ্যায় ব্যবহৃত কথোপকথনের ভাষা

বিশেষ বিশেষ সমস্যার ব্যাপকভিত্তিক দলীয় ও ব্যক্তিক অধ্যয়নের সুবিধা কলোকুইয়ামের (Colloquium-পরস্পর কথোপকথনের ভাষা) মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সমস্যার বিষয়টি প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

২৬০৮ এল ই : ভাষা শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার

১৩২৪ সি ই (১৩২৪ সি ই'র মত)

২৬০৯ এল ই : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/ভাষা শিক্ষণে স্বতন্ত্র অধ্যয়ন

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শিক্ষণ (এস সি ই)

২৭০১ এস সি ই : ইসলাম ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সম্পর্ক, বিশেষ করে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো উলেখযোগ্য : ২:১৬৪, ৬:১১, ৬:৯৭, ৮:২২, ১০:৫-৭, ১০:১০১, ১৩:২-৪, ১৬:১২, ৬৫:৬৭, ২০:৫৩-৫৪, ৩১:৩১, ৩৬:৩৯-৪১, ৪২:২৯, ৪৫:৩-৫, ১৩ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে ইসলামী ধারণা, কুরআনের আয়াত ও হাদিসের প্রাসঙ্গিকতা। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয়ের আবিস্কার ও অগ্রগতি সাধনে মধ্যযুগীয় (৬৫০-১৩৫০খ্রিঃ) ইসলামের অবদান, মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনেক বড় অবদান উলেখযোগ্য। যেমন-রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, নৌ-বিদ্যা, গণিত, ভূ-তত্ত্ব, চক্ষুবিজ্ঞান, মেকানিক্স, মেডিসিন, সার্জারী, জীববিদ্যা, খনিজতত্ত্ব ইত্যাদি। বিখ্যাত মুসলিম ও আরব বিজ্ঞানীদের অবদান অবিস্মরণীয়। যেমন- আল ইহসান, আল খাওয়াজমি, আল তারবি, আল ফারগানি, ইবনে রাজী, ইবনে সীনা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রূশদ, আল আব্বাস মাযুসি ও হুনাইন ইবনে ইসহাকের নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। ইসলামের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষণ বিশেষণ এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

২৭০২ এস সি ই : মুসলিম বিজ্ঞানের ইতিহাস

রাসূল (সা.) এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিখ্যাত সকল মুসলিম বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানে অবদানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার জন্য *উম্মাহর* কল্যাণ, উপকার ও টিকে থাকার লক্ষ্যে এই প্রেক্ষাপটটি ব্যবহার করা হবে। এই কোর্সে আরব বিজ্ঞান ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পশ্চিমারা যে জ্ঞান অর্জন করেছিল তার উপর আলোকপাত করা হবে।

২৭০৩ এস সি ই : বিজ্ঞান শিক্ষণে গবেষণা

গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষণ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহৃত কৌশল সম্পর্কে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। এই ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা কাজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আচরণিক ফলাফলের উপর গবেষণার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে খাঁটি মুসলিম হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের আচরণ পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখা যেতে পারে। এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে কমপক্ষে দশটি করে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কর্মের

www.pathagar.com

পর্যালোচনা, সংক্ষিপ্তকরণ ও বিশেষণ করতে হবে এবং একটি গবেষণা প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষণের গবেষণা কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের গুরুত্ব দিতে হবে।

২৭০৪ এস সি ই : ল্যাবরেটরী কৌশল

বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও ল্যাবরেটরী কৌশলের তাৎপর্য, অনুসন্ধান পদ্ধতি, আবিস্কার কৌশল (নির্দেশিত ও অনির্দেশিত), বিজ্ঞান শিক্ষণের সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি এই কোর্সে আলোচনা করা হবে। ল্যাবরেটরীর কাজ ও পরীক্ষণের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ, অনুমিতি (Inference), পরিমাপন, গুরুত্ব প্রদান (Weightage), বিশেষণী কৌশল, ল্যাবরেটরী সেটিং ও সংরক্ষণ, বাজেটিং ও ফিন্যান্সিং, *উম্মাহর* স্কুলগুলোতে ল্যাবরেটরী কাজের বর্তমান অবস্থা এবং রিসোর্স সেন্টার হিসাবে ল্যাবরেটরীর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

২৭০৫ এস সি ই : বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিক্ষণ

এই কোর্সে মুসলিম দেশের বিজ্ঞান শিক্ষকদের সাথে অন্য উন্নত দেশের বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিজ্ঞান শিক্ষণের উদ্দেশ্য, মেয়াদ, দর্শন, কারিকুলাম, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ অনুশীলনের তুলনা করা হবে। এই কোর্সে *উম্মাহর* বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নতির উপায় ও পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। জনসংখ্যা, পরিসংখ্যান উপাত্ত, মুসলিম বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের বর্তমান অবস্থার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন এই কোর্সে উপস্থাপন করা হবে।

২৭০৬ এস সি ই : বিজ্ঞানে অনুসন্ধান উপকরণের উন্নয়ন

যুক্তি ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুসন্ধানের মনোস্তাত্ত্বিক ধারণা বাছাইকৃত পাঠে আলোচনা করা হবে। এই কোর্সে অনুসন্ধানের যৌক্তিক দিকের উপর আলোকপাত করা হবে এবং মূল কাগজপত্র, রূপকথার বিজ্ঞান, অনুসন্ধানের ঘটনাসমূহ, অনুসন্ধানের আহবান, কেস স্টাডি, গেমস ও টেপে রেকর্ডকৃত আলাপ আলোচনার উপর কোর্সে আলোচনা করা হবে। শিক্ষার্থীরা কর্মশালার কাজে এই উপকরণগুলোর কোন একটির উন্নয়ন ঘটাবে।

www.pathagar.com

২৭০৭ এস সি ই : বিজ্ঞান শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৫ সি ই

প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীগণ বিজ্ঞান শিক্ষণে কম্পিউটারের ব্যবহারিক কাজ দেখাবে ও শিখবে। এছাড়াও তারা বিজ্ঞান শিক্ষণ, ল্যাবরেটরীর কাজ, মূল্যায়ন ও সংশিষ্ট গবেষণার কাজ করবে।

২৭০৮ এস সি ই : সেমিনার/কর্মশালা/স্বতন্ত্র প্রকল্প/বিজ্ঞান শিক্ষণে স্বতন্ত্র পাঠ

বিশেষ শিক্ষণ (এস পি ই)

২৮০১ এস পি ই : ব্যতিক্রমী শিশুদের মনোস্তত্ত্ব ও শিক্ষণ

সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও ব্যতিক্রমী শিশুদের বৈশিষ্ট্য, শিশু ও কিশোরদের মধ্যেকার বিভিন্ন ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা, কারণ (Etiology), সাফল্য (Prevalence), মনোস্তাত্ত্বিক ও আচরণিক অবস্থা, স্কুলগুলোতে ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য বর্তমান গৃহীত পদ্ধতি, শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী শিশুদের সমস্যা নিরূপণ, দলীয় বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা, একক বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা, মনো-চিকিৎসা পদ্ধতি। ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য মেডিক্যাল, মনোস্তাত্ত্বিক শিক্ষণ পদ্ধতি, ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য কারিকুলাম, প্রশিক্ষণমূলক পদ্ধতি ও উপকরণের উন্নয়ন, কেস স্টাডি, কেস উপস্থাপনা, গবেষণা কর্মের জরিপ ও ব্যতিক্রমী শিশুদের মূল্যায়ন এই কোর্সের বিষয়।

২৮০২ এস পি ই : ভাব বিনিময়ে অক্ষম শিশুদের মনোস্তত্ত্ব ও শিক্ষণ

ভাববিনিময়ে অক্ষম, এর কারণ, চিকিৎসা ও এই তত্ত্বের নিহিত অনুমান, ভাব বিনিময়ে (Autism) অক্ষমদের শিক্ষণ, মনোস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ-এইরূপ শিশুদের (Autistic children) জন্য কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণ উন্নয়ন, এইরূপ অবস্থার (Autism) মূল্যায়ন-কেস স্টাডি, কেস পর্যবেক্ষণ ও কেস উপস্থাপন এই কোর্সের লক্ষ্য।

২৮০৩ এস পি ই : অক্ষমতা

ভাষা অক্ষমতা, অযথাযথ শিক্ষণ পদ্ধতি ও ব্রেইন ইনজুরির সাথে সংশিষ্ট মানবিক ভাষা সমস্যা এই কোর্সের লক্ষ্য। বাকরুদ্ধতা, শ্রবণ কৌশল (Audiometry), শ্রবণ সমস্যা, শ্রবণের বিশেষ পরীক্ষণ, বাক গবেষণার (Speech research), পদ্ধতি ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিষয় এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

২৮০৪ এস পি ই : অডিওলজি

বিশেষ ধরনের শ্রবণশক্তি হারানোর বিষয় নির্ধারণে শ্রবণশক্তির (Audiometric) সমস্যা নিরূপণের তাত্ত্বিক ও বাস্তব অনুমান রোগের বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ (Etiology) ও চিকিৎসা বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক শ্রবণকেন্দ্রিক গবেষণা পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, শ্রবণশক্তি সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের উপর আলোকপাত, শ্রবণ তত্ত্বের সাথে সংশিষ্ট অডিওলজিতে বিশেষ সমস্যার উপর আলোকপাত, আধুনিক শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রপাতির ঐতিহাসিক উন্নয়ন। শ্রবণ সরঞ্জাম ব্যবহারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়ে যুক্তি বুদ্ধির উন্নয়ন এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২৮০৫ এস পি ই : স্পিচ প্যাথলজি

তোতলামি ও সেরিব্রাল পলসি (Palsy)-এর সংযুক্ত সমস্যা ও ক্লেফ্‌ট, কথা বলার সমস্যা, রোগের বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ, রোগ নির্ণয়, কথা বলার সমস্যার চিকিৎসা, তোতলামি আচরণ, তাত্ত্বিক, রোগের বিজ্ঞানভিত্তিক কারণের (Etiology) অনুমান সহকারে কথা বলায় জড়তা ও ব্যবস্থাপনা বিবেচনার বিষয় এই কোর্সে আলোচিত হবে।

২৮০৬ এস পি ই : ভাবের আদান-প্রদানের সমস্যা

স্বর সমস্যা, বিশেষ ধরনের Tyrangeal সমস্যা, Phonatory তত্ত্ব, কেফ্‌ট পেট (Cleft Plate), ক্লেফ্‌ট টিপের (Cleft Tip) অধ্যয়ন ও পেলেট (Palate)-এর ন্যায় বিষয়গুলো কথা বলার তত্ত্বের সাথে সংশিষ্ট, কথা বলার নির্দিষ্ট সমস্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সিরিব্রাল পলসি (Palsy), কথা বলতে পারার কৌশল ও ভাষা সমস্যার বিষয়টি সিরিব্রাল Palsy'র সাথে সংশিষ্ট, তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা এই কোর্সের আলোচ্য বিষয়।

২৮০৭ এস পি ই : কথার ক্লিনিক্যাল যাচাই ও ভাষাগত ত্রুটি

স্পীচ প্যাথলজির রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়, মূল স্পীচের (কথা) ব্যবহারিক বর্ণনা, স্বর ও ভাষা পরীক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা উপকরণ ও ক্লিনিক্যাল ফরম্‌স, নীতিমালার বর্ণনা, রোগীর রোগ পরীক্ষার পর রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর পরামর্শ। পূর্বেকার যথেষ্ট তথ্যাদি, গবেষণা উপাত্তের পর্যালোচনা, এর মধ্যে বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার ভিত্তি পাওয়া যাবে। বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ও পরীক্ষার পর প্রাপ্ত

www.pathagar.com

তথ্যের বিশেষণ। অডিওলজির নিমিত্ত রেফারেল নীতিমালা, মনোস্তাত্ত্বিক ও মেডিক্যাল পরীক্ষা। কথা বলার সমস্যার চিকিৎসা নীতিমালা, স্পষ্টভাবে উচ্চারণের ক্রটি, স্বর সমস্যা, শ্রবণ ক্রটির জন্য তোতলামি। নিউরোটিওজিকা ট্রমা সমস্যার জন্য ভাব বিনিময়ে প্রতিকী সমস্যা, কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ও উচ্চারণমুখী ভাষাগত অক্ষমতা, ইটিউলজি নিউরোলজি রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা। শরীর বিদ্যার বিশেষণ ও ধ্বণিতত্ত্বের শ্রবণ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ পদ্ধতি।

২৮০৮ এস পি ই : সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ও মেধাবী শিশুর শিক্ষা

সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ও মেধাবী শিশুর প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও সনাক্তকরণ, তাদের শিক্ষা, মনোস্তত্ত্ব ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি, কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রদত্ত ও মেধাবী শিশুদের জন্য উপকরণের উন্নয়ন, কেস স্টাডি, কেস উপস্থাপন ও দেখানো, গবেষণা জরিপ, প্রদত্ত ও মেধাবীদের সৃজনশীলতা ও কৌতুহল এই রকম শিশুদের ক্ষমতার মূল্যায়ন।

২৮০৯ এস পি ই : প্রতিকারমূলক শিক্ষণ (২২০৮ জি সি'র মত)
২২০৮ জি সি
২৮১০ এস পি ই : অক্ষমতার শিক্ষণ

যে সব শিশুর শিক্ষণ অক্ষমতা তাদের প্রকৃতি, সনাক্তকরণ, বৈশিষ্ট্য ও তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ, কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও এই জাতীয় শিশুদের জন্য উপকরণের উন্নয়ন, মনোচিকিৎসার ব্যবস্থা, কেস উপস্থাপন, কেস স্টাডি, গবেষণা সার্ভে, শিক্ষণ সমস্যা সংক্রান্ত শিশুর মূল্যায়ন।

২৮১১ এস পি ই : মানসিক প্রতিবন্ধী ও ধীরে শিক্ষাগ্রহণকারীর জন্য শিক্ষণ

মানসিক প্রতিবন্ধী ও শ্লো লারনারদের প্রকৃতি ও তাদের প্রয়োজন। মানসিক প্রতিবন্ধী ও শ্লো লারনারদের শিক্ষণ, মনোস্তত্ত্ব ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জন্য আচরণিক খাপখাওয়ানো, কারিকুলাম ইলিমেন্টারী ও সেকেণ্ডারী লেভেলে এই জাতীয় শিশুদের শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন। মোটামুটি ও সাংঘাতিকভাবে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রকৃতি ও তাদের প্রয়োজন, তাদের শিক্ষণ, সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, এই জাতীয় শিশুদের সামাজিক ও পেশাগত খাপখাওয়ানো, তাদের কেস স্টাডি ও রিপোর্ট, এই ধরনের শিশুদের মূল্যায়ন।

www.pathagar.com

২৮১২ এস পি ই : আবেগজনিত কারণে বাধাগ্রস্থ ও তাদের শিক্ষণ

আবেগজনিত কারণে বাধাগ্রস্থ শিশুদের শিক্ষণ, মনোস্তত্ব ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য। তাদের এই সমস্যার কারণ, প্রতিকার, কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও এই জাতীয় শিশুদের জন্য উপকরণের উন্নয়ন, তাদের মনের শিক্ষণ চিকিৎসা। এই জাতীয় শিশুর কেস স্টাডি ও এর মূল্যায়ন।

২৮১৩ এস পি ই : প্রতিবন্ধীদের শিক্ষণ

শিশু অবস্থায় শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ, প্রকৃতি ও তাদের চাহিদা, তাদের জন্য কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও অন্ধ, কালা ও বোবার জন্য শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন, স্কুল, হাসপাতাল ও বাড়ীতে শিক্ষণ কার্যক্রম, মাতা-পিতার ও শিক্ষার্থীর কাউন্সিলিং, কানে না শোনার মনোস্তত্ব ও শিশুদের শ্রবণে ত্রুটি, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন।

২৮১৪ এস পি ই : শিক্ষার সাথে সংশিষ্ট আচরণিক ত্রুটি

শিশু ও যুবকদের মধ্যেকার আচরণিক ত্রুটি, যেমন-নিউরোটিক আচরণ, অর্গানিক ও সাইকোটিক (Psychotic) কারণ, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, সংশিষ্ট বিধিগত ও সামাজিক উপকরণ। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, কেস স্টাডি, ডেমন্সট্রেশন ও পর্যালোচনা।

২৮১৫ এস পি ই : বিশেষ শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার (১৩২৬ সি ই'র মত)
১৩২৬ সি ই
২৮১৬ এস পি ই : তত্ত্বাবধানকৃত ইন্টার্নশীপ/সেমিনার/স্বতন্ত্র প্রকল্প/বিশেষ শিক্ষণে স্বতন্ত্র শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণ (টি ই)

২৯০১ টি ই : ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক ও শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষণের ধারণা, ইসলামে শিক্ষা ও শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষক ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান। অতীতের পর্যালোচনা, অতীতের শিক্ষকদের উলেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, নিয়োগ, বেতন, বৃদ্ধ বয়সের সুযোগ সুবিধা, ইসলামী ব্যবস্থায় শিক্ষকের মর্যাদা, শিক্ষক কার্যাবলী, ইসলামী প্রেক্ষাপটে বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা, জীবনের অধ্যয়ন ও অতীতের মহান মুসলিম শিক্ষকদের শিক্ষা, সমসাময়িক সমাজে মুসলিম শিক্ষকের বর্তমান

www.pathagar.com

ভূমিকা। মুসলিম শিক্ষকের আদর্শগত ও নৈতিক ভূমিকা, মুসলিম শিক্ষকের মিশনারী ভূমিকা, ইসলামে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, নির্বাচিত মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা (কমপক্ষে ১০ বৎসর) এবং শিক্ষণের ইসলামী ধারণার আলোকে এইসব কার্যক্রমের মূল্যায়ন, শিক্ষক ও শিক্ষক শিক্ষণ, গবেষণা অধ্যয়নের পর্যালোচনা, উন্নয়নের সুপারিশ।

২৯০২ টি ই : দেশে শিক্ষক শিক্ষণের ইতিহাস (বিশেষ)

ঐতিহাসিক উন্নয়নের (স্বাধীনতা উত্তর ও স্বাধীনতা পূর্ব) পরিবর্তন, অতীতে শিক্ষক শিক্ষণের আদর্শগত, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক, অতীতের পর্যালোচনা ও বিশেষণ, বর্তমান মর্যাদা, লক্ষ্য, মডেল, কারিকুলাম, কার্যতৎপরতা, মূল্যায়ন, চাকুরীকালীন ও চাকুরী পূর্বকালীন অবস্থা, সংশিষ্ট দেশের প্রেক্ষাপটে সমালোচনাপূর্বক পর্যালোচনা এবং শিক্ষণের বর্তমান মর্যাদার বিশেষণ, উন্নয়নের পরামর্শ, গবেষকদের পর্যালোচনা।

২৯০৩ টি ই : তুলনামূলক শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন দেশের এইরূপ পর্যালোচনার সময় মুসলিম ও অমুসলিম-এর ভাল একটা অংশ বিবেচনায় আনা হয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ (কমপক্ষে ২৫টি দেশ)। এইসব দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে ঃ দর্শন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থা, লক্ষ্য, মেয়াদ, কারিকুলাম, শিক্ষণ অনুশীলন, শিক্ষক শিক্ষণের লেভেল ও মূল্যায়ন। অন্যদেশের শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে থেকে উম্মাহ্ উপকৃত হতে পারে, গবেষণার পর্যালোচনা, সমালোচনামূলক বিশেষণ, আলোচনা, পরামর্শ, শিক্ষক শিক্ষণের বৈশ্বিক পর্যালোচনা।

২৯০৪ টি ই : শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন ইস্যু

এই কোর্সে *উম্মাহর* পর্যায়ে বিশেষ করে ইসলামী প্রেক্ষাপটে শিক্ষক শিক্ষণের ইস্যু ও সমস্যাগুলোর উপর আলোচনা করা হবে। এখানে বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যাগুলোর উপর সমালোচনামূলক ও বিশেষণী আলোচনা করা হবে। এইসব সমস্যা সমাধানে পরামর্শ ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

২৯০৫ টি ই : শিক্ষক শিক্ষণের তত্ত্ব ও মডেলসমূহ

ইসলামের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপসহ শিক্ষণের ধারণা, শিক্ষণ ধারণাকে বিভিন্ন অংশে বিভাজিতকরণ, শিক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্ব, বিশেষ করে আলংকারিক তত্ত্বসমূহ, যোগাযোগতত্ত্ব, তাত্ত্বিক/ধারণাগত শিক্ষণ মডেলসমূহ, দার্শনিক তত্ত্বসমূহ, আন্ত ঃনিরীক্ষণ মডেল, রুল (Rule) মডেল, Buber মডেল ও ইসলামী মডেল। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষক শিক্ষণের সার্বিক পর্যালোচনা বিশেষ করে যোগ্যতা নির্ভর শিক্ষক শিক্ষণ (Competency based teacher education-CBTE), মানবতাবাদী শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষকদের জন্য ব্যক্তিত্বভিত্তিক শিক্ষণ, MAT, EPI ও ইসলামী মডেল। ইসলামী প্রেক্ষাপটে তাত্ত্বিক শিক্ষক শিক্ষণ মডেল বিশেষ করে এই মডেলের আবশ্যকীয় ও *উম্মাহর* জন্য এর তাৎপর্য সম্পর্কে এই কোর্সে আলোচনা করা হবে।

২৯০৬ টি ই : শিক্ষক শিক্ষণে গবেষণা

গত পাঁচ বৎসরে শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন দিকের উপর যে গবেষণা চালানো হয়েছে তার একটি পর্যালোচনা করা হবে : কোন একক নির্বাচিত বিষয়ের উপর গবেষণাবস্তুর পরিকল্পনা করতে হবে। এই বিষয়টি হবে শিক্ষক শিক্ষণের কোন একটি বিশেষ দিক এবং এটি হবে কোন গবেষণা পরিকল্পনা উপস্থাপনের সাথে সংশিষ্ট।

২৯০৭ টি ই : শিক্ষক কেন্দ্র ও এসোসিয়েশন

প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, অধ্যয়ন ও শিক্ষক কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, নতুন শিক্ষকদেরকে সমর্থন দান; আঞ্চলিক কারিকুলাম উন্নয়ন, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সম্পর্ক, তথ্যের বিস্তৃতি, শিক্ষকদের জন্য উৎসাহ দান কৌশল, কনফারেন্স, সেমিনার, শিক্ষক কেন্দ্রের সার্ভে ও গবেষণা, *উম্মাহর* শিক্ষক কেন্দ্রের সংগঠন, আবাসিক শিক্ষক কেন্দ্র, শিক্ষকদের একাডেমিক ও পেশাগত এসোসিয়েশন এবং তাদের কার্যাবলী, নীতিসূত্র, মাতা-পিতা-শিক্ষক এসোসিয়েশন; "*উম্মাহ শিক্ষক এসোসিয়েশন*"।

২৯০৮ টি ই : শিক্ষণ পেশা

সাধারণ হিসাবে শিক্ষণ পেশা ও বিশেষ পেশা হিসাবে এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ পেশার বড় বড় বিভাগসমূহ, ইসলামে শিক্ষণ পেশার গুরুত্ব ও শিক্ষণ

www.pathagar.com

পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; পেশাগত শিক্ষকদের মান, শিক্ষণ পেশার দায়িত্ব; পেশাগত সংগঠনসমূহ : এগুলোর প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ; মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষক সংগঠনের বিশেষণ, সমসাময়িক বিশ্বে তাদের অবস্থান; পেশগত নীতিবোধ, উদ্দেশ্য, সংজ্ঞা, নীতিমালা, মুসলিম দেশসমূহের জন্য একইরকম নীতিমালা প্রণয়ন, শিক্ষক তৈরির পদক্ষেপ ও শিক্ষণের যোগ্যতা।

২৯০৯ টি ই : শিক্ষার্থী শিক্ষণ

শিক্ষার্থী শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন বিষয় তৈরিকরণ, দেখা থেকে শেখা, কাজের পরিকল্পনা, সম্মেলন অনুষ্ঠান, শিশুদের সমন্বিত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা, শিক্ষা উপযোগী ক্লাশরুম পরিবেশ, শিক্ষণ উপকরণ ও কমিউনিটি উপকরণের ব্যবহার; শিশুদের অগ্রগতি মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি রিপোর্টদান, পেশাগত দায়িত্ব পালন, রীতিমত ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, স্কুল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, পাঠ-পরিকল্পনা মূল্যায়ন, ক্লাশরুম শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যাবলী, স্কুল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান ও দায়িত্ব গ্রহণ।

২৯১০ টি ই : শিক্ষক শিক্ষণের পদ্ধতি

সমসাময়িক শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতি ও উপকরণের বিষয় এই কোর্সে আলোচিত হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সকল বিষয় শেখানোর সকল পদ্ধতি এখানে আলোচিত হবে। এগুলো হলো ঃ লেকচার পদ্ধতি, সেমিনার, কর্মশালা, স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ, স্বতন্ত্র শিক্ষণ, প্রোগ্রামকৃত প্রশিক্ষণ, মডিউল, শিক্ষণ অধ্যায়সমূহ, তাৎপর্য ও গুণাবলী সমৃদ্ধ কম্পিউটার নির্ভর শিক্ষণ।

২৯১১ টি ই : শিক্ষক শিক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহার
১৩২৭ সি ই

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-এ

প্রস্তাবিত মডেলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের তিনটি লেভেলের সেমিস্টারওয়ারী পরীক্ষামূলক বন্টন :

Level of teacher traing	Semesters														
	1		2		3		4		5		6		7		8
Primary	101	PS	104	PS	103	PS	114	PS	116	PS	107	PS	117	PS	
	102	PS	106	PS	112	PS	115	PS	110	PS	108	PS	210	PS	Intern ship (118 PS-123 PS)
	105	PS	111	PS	113	PS	204	PS	205	PS	109	PS	211	PS	
	201	PS	202	PS	203	PS	206	PS	207	PS	208	PS*	307	PS	
	301	PS	302	PS	303	PS	304	PS	305	PS	209	PS*	407	PS	
	401	PS	402	PS	403	PS	404	PS	405	PS	306	PS	408	PS	
											406	PS			
Middle	601	MS	605	MS	631	MS	609	MS	604	MS	608	MS	606	MS	
	602	MS	612	MS	615	MS	610	MS	617	MS	618	MS	619	MS	Intern ship (620 MS-625 MS
	603	MS	614	MS	616	MS	611	MS	703	MS	706	MS	808	MS	
	607	MS	704	MS	702	MS	705	MS	805	MS*	808	MS	809	MS	
	701	MS	802	MS	803	MS	804	MS	806	MS*	904	MS	Two courses of profession -al specialisa -tion		
	801	MS	906	MS	901	MS	903	MS	807	MS	One course of profession -al specialisa -tion				
									902	MS					
Secondary	601	SS	605	SS	613	SS	609	SS	604	SS	608	SS	606	SS	
	602	SS	612	SS	615	SS	610	SS	617	SS	618	SS	619	SS	Intern ship (620 SS-625 SS)
	603	SS	614	SS	616	SS	611	SS	707	SS	705	SS	707	SS	
	607	SS	702	SS	703	SS	704	SS	805	SS*	807	SS	808	SS	
	701	SS	802	SS	803	SS	804	SS	806	SS*	905	SS	Two courses of professional pecialisation		
	801	SS	901	SS	903	SS	902	SS	904	SS	One course of professional specialisation				Research thesis
									One course of professional special isation						

* হাফ কোর্স

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-বি

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প মডেলে তিনটি লেভেলের সেমিস্টারওয়ারী কোর্স বন্টন :

Level of teacher traing	Semesters						
	1	2	3	4	5	6	
Primary	101 PS	112 PS	103 PS	110 PS	114 PS	107 PS	
	102 PS	113 PS	104 PS	111 PS	116 PS	108 PS	
	105 PS	115 PS	106 PS	204 PS	205 PS*	109 PS	
	201 PS	203 PS	202 PS	209 PS	206 PS*	207 PS*	
	301 PS	302 PS	303 PS	304 PS	306 PS	208 PS*	
	401 PS	402 PS	403 PS	404 PS	307 PS	305 PS	
					405 PS	406 PS	
Middle	601 MS	604 MS	609 MS	610 MS	606 MS	616 MS	
	602 MS	605 MS	611 MS	614 MS	607 MS	705 MS	
	603 MS	612 MS	613 MS	615 MS	608 MS	808 MS	
	701 MS	703 MS	702 MS	704 MS	807 MS	905 MS.	
	801 MS	803 MS	804 MS	805 MS*	902 MS		
	802 MS	904 MS	901 MS	806 MS*	One course of professional specialisation	Two courses of professional specialisation	
				903 MS			
Secondary	601 SS	604 SS	612 SS	610 SS	606 SS	615 SS	
	602 SS	605 SS	613 SS	611 SS	607 SS	616 SS	(Requirement)
	603 SS	609 SS	617 SS	614 SS	608 SS	704 SS	
	701 SS	702 SS	703 SS	705 SS	706 SS	808 SS	
	801 SS	802 SS	803 SS	805 SS*	807 SS	903 SS	
	901 SS	902 SS	804 SS	806 SS*	One course of professional specialisation	Two courses of professional specialisation	
				One course of professional specialisation			

* হাফ কোর্স

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-সি

নৈতিক চরিত্রের প্রত্যয়নপত্র

গোপনীয়

সূত্র নং-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তাং ....

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা

____

বিষয় : **ভর্তির জন্য নৈতিক চরিত্র সনদ ।**

প্রিয় মহোদয়/মহোদয়,

জনাব .... পিতা/মাতা .... তাং পর্যন্ত আপনার স্কুলের .... শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী ছিল । সে আমাদের স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করে । ভর্তির শর্তাবলী, অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়, যে স্কুলে সে প্রথম অধ্যয়ন করে সেখান থেকে নৈতিক চরিত্রের জন্য সরাসরি সে ১০ নম্বর পাবে । এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমাদের কাম্য ।

সংযুক্ত তালিকায় সংশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর নৈতিক চরিত্রের তিন অংশে বিভক্ত একটি বিবরণ সংযুক্ত আছে । প্রথম অংশে এ-তে ছাত্র/ছাত্রীর বৈশিষ্ট্য/মূল্যবোধ/অন্যান্য বিবরণ সংযুক্ত আছে । সংশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে এইসব গুণাবলীর জন্য নির্ধারিত ৫ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্য নম্বর দিতে হবে । ছাত্র/ছাত্রীর সংশিষ্ট গুণ/মূল্যবোধ/অন্যান্য বিবরণের মধ্যে যে গুণের জন্য নম্বর দিতে চান তাতে আপনি গোলবৃত্ত করে দিন । চরিত্রের বিবরণের মধ্যে যেগুলো "দোষ" বা "অনাকাঙ্খিত গুণ" তা লিপিবদ্ধ আছে । আপনার স্কুলে থাকাকালীন সংশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর ঐ দোষগুলোকে গোল বৃত্তাকার করে দিন । অংশ সি-তে কোন কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীটি সম্পর্কে আপনার মতামত চাওয়া হতে পারে। অনুগ্রহ করে বিবরণটি পূরণ করে .... মধ্যে আমাদের কাছে ছাত্র/ছাত্রীটিকে ভর্তিকরণার্থে পাঠিয়ে দিন ।

আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি ও আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার দেওয়া মূল্যায়ন/মন্তব্যের বিষয়গুলো গোপন রাখা হবে এবং এগুলো ভর্তির কাজে ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবে না । শীঘ্রই আপনার কাছ থেকে জবাব আশা করছি ।

আপনারই বিশ্বস্ত
চেয়ারম্যান, ভর্তি কমিটি ।

সংযুক্ত : প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

www.pathagar.com

নৈতিক চরিত্রের উপকরণ তালিকা

ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ....

পিতার নাম : ....

অবস্থানকালীণ মেয়াদ : .... (বর্ষ)হতে .... পর্যন্ত।

অংশ-এ : ইবাদাহ ও মুয়ামালা

১.	নামায	৫	৪	৩	২	১	০
২.	জুমার নামায	৫	৪	৩	২	১	০
৩.	রোযা	৫	৪	৩	২	১	০
৪.	খেলাধুলা	৫	৪	৩	২	১	০
৫.	নেতৃত্ব	৫	৪	৩	২	১	০
৬.	সহযোগিতা	৫	৪	৩	২	১	০
৭.	সততা	৫	৪	৩	২	১	০
৮.	নিয়মানুবর্তিতা	৫	৪	৩	২	১	০
৯.	আনুগত্য	৫	৪	৩	২	১	০
১০.	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	৫	৪	৩	২	১	০
১১.	সৃজনশীলতা	৫	৪	৩	২	১	০
১২.	বিনয়	৫	৪	৩	২	১	০
১৩.	সদাচার	৫	৪	৩	২	১	০
১৪.	ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী	৫	৪	৩	২	১	০
১৫.	পরিশ্রমী	৫	৪	৩	২	১	০
১৬.	বিশ্বস্ততা	৫	৪	৩	২	১	০
১৭.	সামাজিকতা	৫	৪	৩	২	১	০
১৮.	ওয়াদা পালনকারী	৫	৪	৩	২	১	০
১৯.	দায়	৫	৪	৩	২	১	০
২০.	মহানুভবতা	৫	৪	৩	২	১	০
২১.	ন্যায়বিচার	৫	৪	৩	২	১	০
২২.	জ্ঞান	৫	৪	৩	২	১	০
২৩.	ধৈর্য্য	৫	৪	৩	২	১	০
২৪.	বাকপটুতা	৫	৪	৩	২	১	০
২৫.	সাহস	৫	৪	৩	২	১	০
২৬.	সহিষ্ণুতা	৫	৪	৩	২	১	০
২৭.	দলীয় আলোচনা	৫	৪	৩	২	১	০
২৮.	পরিমিতিবোধ	৫	৪	৩	২	১	০

www.pathagar.com

২৯.	সহমর্মিতা	৫	৪	৩	২	১	০
৩০.	অন্যের প্রতি সম্মান	৫	৪	৩	২	১	০
৩১.	আত্ম-প্রচারণা	৫	৪	৩	২	১	০
৩২.	বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল	৫	৪	৩	২	১	০
৩৩.	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	৫	৪	৩	২	১	০
৩৪.	আলাহ্ বিশ্বাস	৫	৪	৩	২	১	০
৩৫.	দেশ প্রেম	৫	৪	৩	২	১	০
৩৬.	কারিকুলামের কার্যাবলী	৫	৪	৩	২	১	০
৩৭.	উদ্ভাবন	৫	৪	৩	২	১	০
৩৮.	মুয়ামালাত	৫	৪	৩	২	১	০
৩৯.	উপস্থিতি	৫	৪	৩	২	১	০
৪০.	হোমওয়ার্ক	৫	৪	৩	২	১	০
৪১.	....	৫	৪	৩	২	১	০
৪২.	....	৫	৪	৩	২	১	০
৪৩.	....	৫	৪	৩	২	১	০
৪৪.	....	৫	৪	৩	২	১	০

অংশ-বি : দোষ

স্কুলে থাকাকালীন তার মধ্যে যেগুলোকে দোষ হিসেবে দেখা গেছে শুধু সেগুলোতে গোল বৃত্তাকার করুন :

১. পরনিন্দা/গল্পগুজব
২. সন্দেহ প্রবণতা
৩. প্রতারণা প্রবণতা
৪. চাটুকারিতা
৫. লোভ
৬. কৃপণতা
৭. চৌর্যবৃত্তি
৮. নেশাগ্রস্থতা
৯. ধূমপান
১০. জুয়াখেলা
১১. ইলেকট্রনিক্স বিনোদনে অতি আসক্তি
১২. জুলুম প্রবণতা
১৩. ইসলাম ছাড়া অন্য আদর্শের প্রতি বেশি আগ্রহ
১৪. দাম্ভিকতা

www.pathagar.com

১৫. বিশ্বস্ততা
১৬. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা
১৭. অভদ্রতা
১৮. মস্তান
১৯. সিদ্ধান্তহীনতা
২০. অন্য কিছু (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন)

অংশ-সি : সাধারণ

রাজনৈতিক দলের সাথে ছাত্র/ছাত্রীর সংশ্লিষ্টতা (যদি থাকে) ....

সম্ভাব্য শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীকে গ্রহণের ব্যাপারে আপনার মতামত : ....
....

ভর্তি কমিটির কাছে শিক্ষার্থীর ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অন্য কোন মতামত : ....
....

নাম : ....

স্বাক্ষর : ....

তাং : ....

অফিসের সীলমোহর : ....

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. এম জাফর ইকবাল

ড. এম জাফর ইকবাল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে এম এড এবং ১৯৮৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের Institute of Education and Research -এর অধ্যাপক। তিনি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তানের আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইমারী টিচার্স অরিয়েন্টেশন কোর্সের উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্ণালে শিক্ষা বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রকাশনা রয়েছে।

এম রুহুল আমিন

এম রুহুল আমিন ১৯৫৫ সালে কুমিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে পদক প্রাপ্ত। বর্তমানে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কর্মরত। এ পর্যন্ত তার একুশটি মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এম আবদুল আযিয

এম আবদুল আযিয ১৯৭১ সালে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১৯৯৪ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৯৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এম.এস (এম ফিল) এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সাল এম.এড ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এছাড়া তিনি ২০০৫-২০০৭ সেশনে অত্র কলেজের অনারারী অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) -এর উপ-নির্বাহী পরিচালক এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ -এর সিনিয়র ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত। ইতোপূর্বে তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং সাউথইষ্ট ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি ছিলেন। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত মৌলিক ও সম্পাদনা গ্রন্থ সংখ্যা-৭।

রওশন জান্নাত

রওশন জান্নাত ১৯৭৯ সালের ২২ জুলাই ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা গবেষণা বিভাগে ২০০১ সালে ১ম শ্রেণীতে বি.এড (অনার্স) এবং ২০০২ সালে ১ম শ্রেণীতে এম.এড ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) -এর জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। ইতোপূর্বে তিনি ঢাকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পর্যন্ত তার

www.pathagar.com